শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-তীর্থ

বা

শ্রীপাট-বিবরণী

শ্রীহরিদাস দাস

॥ সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্ ॥

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছঃ—৫৫

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-তীর্থ

বা

শ্রীপাট-বিবরণী

শ্রীহরিদাস দাস-কর্ত্তৃক প্রকাশিত
শ্রীধাম নবদ্বীপ, শ্রীহরিবোল কুটীর

প্রথম সংস্করণ
৪৬৫ শ্রীগৌরাব্দ

দ্বিতীয় সংস্করণ
৫০১ শ্রীগৌরাব্দ

॥ সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্ ॥

মূল্য—১৫, টাকা

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীহরিবোল কুটীর,
শ্রীধাম নবদ্বীপ।

২। ডাঃ ইন্দুভূষণ সাহা
বড়ালঘাট, নবদ্বীপ, নদীয়া।

৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধানসরণী কলি—৬।

৪। শ্রীযুক্ত প্রিয়াচরণ দাস বাবাজী
চাকলেশ্বর মন্দির গোবর্দ্ধন, মথুরা।

২য় সংস্করণের ভূমিকা—

মুদ্রাকর—
শ্রীশ্যামলকুমার দে
পোড়ামা প্রেস, রাণীরচড়া, নবদ্বীপ।

॥ সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্ ॥

উৎসর্গপত্র

কালের বিধ্বংসী হস্ত হইতে, অন্ধকারপূর্ণ কারাকক্ষে বিবিধ কীটের ভোজন-ব্যাপৃত মুখ হইতে—গৃহের আবর্জনাবোধে পথে ঘাটে পুষ্করিণী বা নদীগর্ভে নিঃক্ষিপ্ত হইয়া সমাধির কবল হইতে— বহু প্রাচীন পুঁথি স্কন্দে-বক্ষে বহনক্রমে অতিযত্নে উদ্ধার করিয়া যিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সাহিত্য-সাম্রাজ্যে অমূল্য ধন সমর্পণ করিয়া স্বনাম সার্থক করিয়াছেন— ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যাঁহার নাম সগৌরবে ও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়াছে— ১৩০৪ বঙ্গাব্দে পাণিহাটিতে সর্বপ্রথম 'শ্রীগৌরাঙ্গগ্রন্থ মন্দির' প্রতিষ্ঠা দ্বারা সদা-কালের জন্য বৈষ্ণব-প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিয়া যিনি পাশ্চাত্য দেশকেও বিস্মিত করিয়াছেন—'দ্বাদশগোপাল', 'শ্রীবৈষ্ণবচরিত-অভিধান' প্রভৃতির রচনায় যিনি গৌড়ীয় ইতিহাস ও ভূগোল লেখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাইয়া-ছেন—সেই নীরব কর্মী

শ্রীশ্রীরাধারমণ-চরণৈক-শরণ

শ্রীশ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয়ের

পূত করকমলে

তদীয় গুণমুগ্ধ ও প্রেমপুষ্ট

দীনহীন দাসের

ভক্তি-অর্ঘ

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম্

উদ্বোধিকা

দেশের ইতিহাস সুন্দররূপে জানিতে হইলে উহার ভৌগলিক সংস্থান-বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানেরও আবশ্যক আছে। বর্ণিত বিষয়ে প্রধানতঃ উক্ত স্থানগুলির যথাযথ সংস্থান-সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ধারণা না থাকিলে ঘটনাগুলির পারম্পর্য-বিষয়েও ঠিক ঠিক জ্ঞান হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞান-সম্মত ঐতিহাসিক কখনও দেশের প্রাকৃতিক সংস্থান উপেক্ষা করত ইতিহাস রচনা করিতে পারেন না, যেহেতু প্রাকৃতিক অবস্থানের উপরেই তত্তদ্দেশের লোকের স্বভাব ও রাজকীয় ব্যাপারাদি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আধুনিক ইতিহাস-সম্বন্ধেই যখন এই সব মন্তব্য প্রজোয্য হইতেছে, তখন বিভিন্ন দেশ-প্রদেশ, নদনদী, পর্বত ও নগরনগরীতে সুশোভিত সুবিশাল প্রাক্তন ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে এই কথা যে অধিকতর সংপ্রযোজ্য, তাহাও কি বলিতে হইবে? ভারতের রাজনৈতিক-ঐতিহাসিকই (Political Historian) যে কেবল ভূগোল-বিষয়ে জ্ঞানী হইবেন, এমত নহে; সামাজিক ঐতিহাসিক (Students of Social History) যিনি ধর্মশাস্ত্রসমূহে 'উদীচ্য', 'শিষ্টদেশ' বা 'দক্ষিণাপথের' পৃথক্ পৃথক্ ব্যবহারাদি আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনিও ঐ সকল পারিভাষিক শব্দের যথার্থ্য অবগত না হইলে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিবেন। সাহিত্যক্ষেত্রের ঐতিহাসিককেও 'গৌড়' ও 'বিদর্ভ' 'মহারাষ্ট্র' ও 'শৌরসেন' প্রভৃতির পার্থক্য-জ্ঞানাভাবে তত্তদ্দেশীয় রীতির আলোচনা করিতে যথেষ্ট উদ্বেগ ভোগ করিতে হইবে। ইহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও কিন্তু ধর্ম ও পুরাণ শাস্ত্রের গবেষকগণ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের পুণ্য নদী ও পর্বতাদির ভৌগোলিক সংস্থান-জ্ঞানের অভাবে প্রতিপদেই বিপন্ন হইবেন—যেহেতু অতীতকালের ঐ নদী পর্বতাদি এবং ধর্মক্ষেত্র ও পুণ্যস্থানসমূহ অদ্যাপি বহু বহু যাত্রীকে সুদূর দেশ হইতেও আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। ইতিহাসালোচনার পক্ষে সময়ালোচনার সহিত তত্তৎস্থানের অবস্থানাদি অর্থাৎ কালক্রমানুসরণের সঙ্গে সঙ্গে ভূগোল-বিষয়ক সুষ্ঠু জ্ঞানেরও যথেষ্ট উপযোগিতা স্বীকৃত হইতেছে। * সুতরাং সঙ্কল্পিত 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবজীবন' গ্রন্থের প্রবেশদ্বারস্বরূপে সর্বপ্রথমে 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব তীর্থ ই' মুদ্রিত হইল।

শ্রীপাটসমূহ শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের পার্ষদভক্ত মহাজনদিগের আবির্ভাবাদি লীলাস্মৃতিতে বিজড়িত। মহাপুরুষগণ ভাবরাজ্যের সম্রাট্, তাঁহাদের বিশ্বাতিগ চিন্তা-তরঙ্গে আকাশবাতাস পরিপূর্ণ হইয়াথাকে—ইঁহারা পরবর্ত্তী কালের জীবনিচয়ের প্রীতিভক্তির আলম্বন এবং শ্রীপাটসমূহই উদ্দীপন। মহাজনদের অন্তর্নিহিত চিন্তার পরিণতি ও বাহ্য অভিব্যক্তি-স্বরূপে জগতে যাবতীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। এই ভাবুকগণ, রসিকগণ ও প্রেমিকগণকে বুকে ধরিয়াই জগতের প্রকৃষ্ট গর্ব ও পরমা নিবৃতি। তাঁহাদের ইতিহাসেই জগতের ইতিহাস বিবৃত, বস্তুতঃ তাঁহাদের নিকট জগৎ অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। বিশ্বকার্যার্থ কদাচিৎ তাঁহাদের আবির্ভাব হয়, পরোপকার সাধনই তাঁহাদের অখণ্ড ব্রত। ব্যথিতের প্রাণে স্নেহপ্রলেপ

---

* Studies in Indian Antiquities' গ্রন্থের ছায়া। † 'Hero-worship' (Carlyle), Lecture. I. {} দুই তিন ভক্তবাসে মহাপাটাখ্যান—(পাটপর্য্যটন)। ‡ সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা (১৩১৮।২)।

মাখাইবার জন্য, চির পিপাসিতের শুষ্ককণ্ঠে অমৃতধারা ঢালিবার জন্য, তাঁহারা সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র হইয়াও ধরার বুকে অবতরণ করিয়া ত্রিতাপদগ্ধ ইহাকে সুশীতল ও সুপবিত্র করেন। তাঁহারাই সমাজ-স্থিতির মেরুদণ্ড, জাতীয় জীবনের আলোক-স্তম্ভ।

বৈষ্ণব-পরিভাষায় শ্রীধাম ও শ্রীপাট শব্দদ্বয় যথাক্রমে শ্রীভগবান্ ও শ্রীভক্তের লীলানিকেতনকে বুঝায়। শ্রীনবদ্বীপ শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীক্ষেত্রকে 'শ্রীধাম' এবং কাটোয়া, যাজিগ্রাম, শ্রীখণ্ড প্রভৃতিকে 'শ্রীপাট' বলা হয়। 'পট্ট'-শব্দের অপভ্রংশ—পাট অর্থাৎ গ্রাম। ভাগবতগণের বাসস্থান বলিয়া ইহার শ্রীপাট। আবার একাধিক ভক্তের আবির্ভাবাদি-বিজড়িত গ্রামটিকে 'মহাপাট' {} বলে। যেমন শ্রীখণ্ড, মাউগাছি প্রভৃতি। শ্রীগৌড়মণ্ডলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পঞ্চধাম ও ২৯টি শ্রীপাট আছে—এই ২৯টির মধ্যে ১২টি শ্রীপাট দ্বাদশ গোপালের। শ্রীঅভিরামদাসকৃত "পাটপর্যটনে" ও 'পাটনির্ণয়' গ্রন্থে ইহাদের বিবরণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

তীর্থসমূহের সঠিক স্থাননির্ণয় করা এক মহাদুঃসাধ্য ব্যাপার; প্রথমতঃ বহু স্থান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ নাম-পরিবর্ত্তন, সীমার সঙ্কোচন বা বিবৃদ্ধি হইয়াছে, তৃতীয়তঃ একই নামে বহুতীর্থ পাওয়া যাইতেছে। এতাদৃশ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা মাদৃশ বাতুলের পক্ষে ধৃষ্টতা এবং অন্যায় জানিয়াও কোন অজ্ঞাত প্রেরণায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবসাহিত্য-সম্পাদনার সময়ে আমার মনে হইয়াছিল যে শ্রীগৌড়ীয়গৌরবগ্রন্থগুচ্ছ স্বতঃপূর্ণ অর্থাৎ এই সম্প্রদায় কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, রসশাস্ত্র, ব্যাকরণ; দর্শন, স্মৃতি, পদাবলী, চরিতাবলী এবং ভাষ্যটীকানুবাদাদি-বিষয়ে মহাধনী হইলেও কিন্তু ইহার তিনটি অভাব রহিয়াছে - ইতিহাস, ভূগোল ও অভিধান। সেই অভাবটির পূর্ত্তি করা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে জানিয়াও কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয়মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণের কৃপা-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রথমতঃ 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবমঞ্জুষা' নামক অভিধানের শব্দার্থচয়ন করিতে প্রবৃত্ত হই। প্রতি গ্রন্থে যে সব স্থান আছে—তাহার সমাহরণ করা ঐ কার্য্যে অপরিহার্য্য হইল; তখন হইতে ভিন্নভাবে স্থানসমূহের বিবরণও সঙ্কলিত হইতে থাকিল। ক্রমে ক্রমে উহ বিপুলায়তন হইল—কাজেকাজেই মঞ্জুষার জন্য শ্রীমদ্-ভাগবতোক্ত স্থানগুলি নির্দিষ্ট করিয়া অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থ হইতে সমাহৃত স্থানসম্পর্কিত বিবরণী এ গ্রন্থে প্রকাশিত হইল। বলা বাহুল্য যে এ গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত স্থান সমূহের সমাহরণ হয় নাই- তজ্জন্য অস্মৎসঙ্কলিত ও অচিরাৎ প্রকাশ্যমান শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবমঞ্জুষাই দ্রষ্টব্য।

এ ক্ষুদ্র জীবাধম এতাবৎকাল গৌড়ীয়-গুরুগোস্বামিগণের অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলির আহরণে, সঙ্কলনে ও প্রকাশনে যত্নবান্ ছিল। ইতিহাস বা ভূগোলের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ অপরিচিত—এই বিষয়ে প্রথম তাহার 'হাতেখড়ি' হইল। কৃতি গবেষকগণ ইহাতে প্রতিপদে ত্রুটিবিচ্যুতি ধরিতে পারিবেন—তাহারা দোষ-গ্রাহী হইলে তাহার অনিচ্ছাকৃত, অজ্ঞানতাপ্রসূত ভ্রমপ্রমাদাদি যথেষ্ট আবিষ্কার করিবেন। এ ক্ষেত্রে তাহার মনস্বিতা বা পাণ্ডিত্য-প্রতিভা আদৌ নাই—আছে কেবল পূর্বতন মনস্বিগণের পদাঙ্কানুসরণক্রমে যথাযথ ভাবে স্থানসমূহের লিপিবদ্ধ করিবার সামান্য চেষ্টা। স্থান-নিরূপণে মতান্তরগুলি কোথাও বা মূলগ্রন্থে স্থূলাক্ষদ্বারা, কোথাও বা পাদটিকায় বিন্যস্ত হইয়াছে।

প্রাচীন বৈষ্ণবমুখে শুনা যায় যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঞ্চারিতশক্তি শ্রীরূপ সনাতনাদির প্রতি লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের ভার ছিল। তাঁহারা ব্রজলীলার পরিকর হইলেও - শ্রীগৌরের চিহ্নিত দাস হইলেও—লুপ্ত-

তীর্থোদ্ধারে নয়নজলকেই সাধন করিয়া শ্রীগৌরাজ্ঞা পালন করিয়াছেন ; কিন্তু এ দীনদাসের বিন্দুমাত্রও অশ্রু সম্বল নাই ; সুতরাং এই গ্রন্থের কোথাও সঙ্কলয়িতার নিজ মত বিন্যস্ত হয় নাই—প্রমানপঞ্জীতে উল্লিখিত গ্রন্থাদিই ইহার প্রধান উপজীব্য। শ্রীপাট পাণিহাটির অক্লান্তকর্মা, নীরবকর্মবীর শ্রীল অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয় তদীয় 'দ্বাদশগোপাল' গ্রন্থে দ্বাদশ পাটের বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সাময়িক পত্রিকায় (গৌরাঙ্গসেবক প্রভৃতিতে) দুই চারিটি শ্রীপাট-সম্বন্ধে প্রবন্ধও লিখিয়াছেন। শ্রীগৌড়মণ্ডলের যাবতীয় শ্রীপাট, তীর্থস্থান বৈষ্ণবস্মৃতি-বিজড়িত স্থান, এমন কি বিধর্মি-গণ-কর্তৃক উপদ্রুত স্থানগুলি মালমসলায় যেসব মস্‌জিদ প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল— তাহাদেরও বিবরণী লিখিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলে দেশের বহু ইতিকথা জানিতে পারা যাইত। এ ক্ষুদ্রতম সম্পাদক তাঁহারই আদর্শে, করুণায় ও প্রেরণায় প্রোৎসাহিত হইয়া গত তিন বৎসর পর্য্যন্ত যেসব বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে, তাহাই মাত্র সম্বল করিয়া এ গ্রন্থ প্রকাশ করিল ; সুতরাং সবিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহারই পূত করকমলে এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিয়া আত্মপ্রসাদও লাভ করিল।

বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে রসিকমঙ্গলের স্থান-নির্দেশে বিস্তর গোলযোগ হইয়াছে ; এ গ্রন্থে সানুনাসিক বর্ণগুলিকেও নিরনুনাসিকক্রমে সজ্জিত করা হইল এবং যে সব স্থানের সংস্থান-নির্ণয় হয় নাই, (?) জিজ্ঞাসাবোধক চিহ্নে সুচিত হইল। পরিশেষে সর্বভাগবতের শ্রীচরণে কাতর প্রাণে দীনহীন দাসের নিবেদন—

যদন্যৈর্বর্ত্ম ন ক্ষুন্নং তত্র বিচরতঃ শিশোঃ।
পদে পদে প্রস্খলতঃ সন্তঃ সন্ত্বলম্বনম্॥

সাঙ্কেতিক চিহ্নাদি

চৈঃ চঃ …শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত }
চৈঃ ভাঃ……শ্রীচৈতন্যভাগবত } গৌড়ীয়-মিশন সংস্করণ
চৈঃ মঃ… …শ্রীচৈতন্যমঙ্গল }
নরো ‥ …শ্রীনরোত্তমবিলাস—বহরমপুর-সংস্করণ
প্রেম… শ্রীপ্রেমবিলাস— ঐ
ভক্তি……শ্রীভক্তিরত্নাকর—গৌড়ীয়-মিশন-সংস্করণ
ভাঃ… ‥ শ্রীভাগবত—শ্রীপুরীদাস-কর্ত্তৃক সম্পাদিত
মহাঃ……শ্রীমহাভারত—
রঃ মঃ ‥ ‥ শ্রীরসিকমঙ্গল—শ্রীগোপালগোবিন্দানন্দ গোস্বামী-সম্পাদিত

ENGLISH WORKS CONSULTED

1. Ancient Geography of India (Cunninghum)
2. Ancient and Mediaeval Geography of India (N. L. De)
3. Antiquities of Orissya.
4. Archaelogical Survey Reports.
5. Arcot Manual.
6. Asiatic Researches.
7. Assam District Gazetteer.
8. Bombay Gazetteer.
9. Cuddapah Manual.
10. Early History of Vaishnava Sect (H.C. Roy Choudhury)
11. Epigraphica Indica.
12. Geography & History of Bengal (Blochmann).
13. Imperial Gazetteer of India.
14. Indian Antiquary.
15. Indian Bradshaw (Newman).
16. Kurnool Manual.
17. Mathura (Growse).
18. Select Inscriptions (D. C. Sarkar).
19. Seir Mutaqherin.
20. Statistical Account of Bengal (Hunter).
21. Studies in Indian Antiquities (H.C. Roy Choudhury).
22. Tanjore Gazetteer.
23. Tinnevelly Manual.
24. Vizagapatam Gazetteer.

সংশোধন ও সংযোজন ●

১৭।২।৫……কোটাসুর স্থানে কোটপুর হইবে।

২৪।১।৩১ ….মতান্তরে বর্তমান নবদ্বীপ সহর।

৩৪।১।৬… .. শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত।

৩৫।২।১ ……'ভট্ট' স্থানে 'ভট্টাচার্য্য'।

৩৬।১।৪……'দাসের' স্থানে 'আচার্যের'।

৩৭।২।৫ …'ত্রিপুরা বামা' স্থলে 'ত্রিপুরবালা'।

৪৯।১।৩৩ …'১৮৩০ সালে' স্থানে '১৩৮০ শাকে'।

৫৮।১।১২৮… 'শ্রীক্ষত্রমণ্ডলেরই' স্থলে 'শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলেরই'

৬০।২।১৮… 'পণাতীর্থ' স্থানে 'পনাতীর্থ'।

৬১।১।২৮…. 'শশথ স্থানে 'শপথ'।

৮৩।১।১৫… 'রামামন্দের' স্থলে 'রামানন্দের'।

১০৬।১।১৩ . …'সাঁচড়াপাড়া' স্থানে 'সাঁচড়াপাঁচড়া'।

১০৭।১।১৮……'আলেয়ার' স্থলে 'আলোয়ার'।

১১৬।১।৩৪ ….'স্থানের . বহির্ভাগে' স্থলে 'স্থানের… বহির্বাসে'।

১১৮।১।১০……'কন্যার' স্থানে 'কন্থার'।

১১৯।১।৩……'বশিষ্টাগ্রাম' স্থানে 'বশিষ্টাশ্রম'।

১২১।১।৩৫ 'পশুপতিনাথের' স্থলে 'পশুপতিনাথের'।

● প্রথমতঃ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয়তঃ স্তম্ভ ও তৃতীয়তঃ পংক্তি-সংখ্যা সূচিত।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-তীর্থ

বা

শ্রীপাট-বিবরণী

(অ)

অক্রুরতীর্থ—শ্রীবৃন্দাবন ও মথুরার মধ্যপথে যমুনাতীরে অবস্থিত—এস্থানে অক্রুর শ্রীকৃষ্ণবৈভব দর্শন করেন। শ্রীগৌরপদাঙ্ক-পূত স্থান।

(চৈ০ চ০ মধ্য ১৮।৭০)।

অক্ষয়বট—মথুরায় রামঘাট হইতে ভাণ্ডীর বনে যাইবার পথে অবস্থিত। (ভক্তি০ ৫।১৫৬৭)। ২ প্রয়াগে অবস্থিত। ৩ নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে। ৪ গয়াধামে ব্রহ্মকুণ্ড-সমীপে।

অগস্ত্যাশ্রম—শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত (চৈ০ চ০ মধ্য ৯।২২৩, চৈ০ ভা০ আ ৯।১৩৯)।

(ক) তাঞ্জোর জিলা—কলিমিয়ার পয়েণ্টে বেদারণ্যমের নিকটে অগস্ত্য পল্লীগ্রামে অগস্ত্য মুনির মন্দির আছে।

(খ) মাদ্‌রা জেলার শিবগিরি পর্ব্বতের শিখরে অগস্ত্য-নির্মিত একটি সুবহ্মণ্যের (স্কন্দের) মন্দির আছে।

(গ) কুমারিকা অন্তরীপের নিকটবর্ত্তী পঠিয়া-পর্ব্বতকে অগস্ত্যের 'বাসস্থান' বলে।

(ঘ) তাম্রপর্ণী নদীর উভয় পার্শ্বে মোচাকৃতি শৃঙ্গটি অগস্ত্যমলয় নামে বর্ণিত হয়।

শ্রীনন্দলাল দের গ্রন্থে—(**Ancient and Mediaeval Geography of India**)

(১) নাসিক হইতে ২৪ মাইল দক্ষিণ-পুর্ব্ব-দিকে অগস্তিপুরী।

(২) নাসিকের পূর্ব্বদিকে অকোলাতে অগস্ত্যা-শ্রম।

(৩) বোম্বাই প্রদেশে কোলাপুর।

(৪) যুক্তপ্রদেশে সঙ্কিশা হইতে এক মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং ইটা হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সরৈয়াঘাট।

(৫) তাম্রপর্ণীর উদ্গম-স্থানে, তিন্নেবেলী জেলায় অগস্ত্যকূট।

(৬) (গারোয়াল জেলায়) রুদ্রপ্রয়াগ-হইতে ১২ মাইল দূরে অগস্ত্যমুনি-গ্রামে আশ্রম ছিল।

(৭) (মহা° বন° ৮৮) বৈদূর্য্য বা সৎপুর পর্ব্বতে।

অগস্ত্য কুণ্ড—ব্রজমণ্ডলে, মথুরায় অবস্থিত কংসকূপের নৈঋ্ত কোণে। (চৈ০ মঃ শেষ ২।১১৪)

অগ্রদ্বীপ—কাটোয়ার তিন ক্রোশ দক্ষিণে। অগ্রদ্বীপ ঘাট ষ্টেশন হইতে অগ্রদ্বীপ এক ক্রোশ উত্তর। তথায় শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমাধব ও শ্রীবাসু-দেব ঘোষের বাস ছিল। অগ্রদ্বীপে শ্রীগোবিন্দ ঘোষের সমাধি। অনতিদূরে কাশীপুর গ্রামে বৃক্ষতলে ঘোষ ঠাকুরের বাটী ছিল। তাঁহার জ্ঞাতি বংশ বর্তমান।

'ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত' ১৮শ অধ্যায়ে আছে—শ্রীচৈতন্যের শিষ্য শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর

অগ্রদ্বীপে শ্রীশ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। একদিন শ্রীচৈতন্যদেব আহারান্তে মুখবাস-নিমিত্ত হরীতকী চাহিলেই ঘোষঠাকুর প্রভুকে হরীতকী প্রদান করেন। ইহাতে সঞ্চয় করিয়া রাখা হইয়াছে জানিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীগোবিন্দকে বর্জন করেন। শ্রীগোবিন্দ ঘোষ কাতর হইলে তাঁহাকে শ্রীগোপীনাথ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা করিতে আদেশ দেন। কথিত আছে যে ঘোষ ঠাকুর স্বপুত্রের মত শ্রীগোপীনাথের সেবা করিতেন। পুত্রের বিয়োগে ঘোষঠাকুর অধীর হইলে গোপীনাথ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন যে শ্রীবিগ্রহই তাঁহার শ্রাদ্ধাদি করিবেন। চৈত্রমাসীয় কৃষ্ণা একাদশীতে শ্রীশ্রী গোপীনাথ শ্রাদ্ধীয় বাস ও কুশাঙ্গুরি পরিয়া শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। এখনও প্রতিবৎসর ঐ দিনে শ্রীগোপীনাথ যথারীতি শ্রাদ্ধ করেন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির করিয়া দেন। প্রাচীন স্থান গঙ্গাগর্ভে অর্দ্ধক্রোশ দূরে। নিকটে বর্দ্ধমানরাজ-দত্ত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবা আছে। তাহার নিকট শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীউ। নাটোরের মহারাজের বৃত্তি আছে।

অঘবন—(মথুরায়) অঘাসুর-বধের স্থান, বর্ত্তমান নাম 'সপৌলী'।

অঙ্গ—গঙ্গা-সরয়ূ-সঙ্গমস্থলস্থ দেশ—বিহার প্রদেশ ; ২ আধুনিক ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলা। ৩ মগধরাজ্য—শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বৈদ্যনাথ হইতে শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগকে 'অঙ্গ'দেশ বলা হইয়াছে। [চৈ° ভা° আদি ১৩। ১৬১]।

অজয়নদ—কুগ্রাম বা কোগ্রামের উত্তর পার্শ্বে প্রবাহিত নদ। শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের শ্রীপাটের নিকটে।

অত-গ্রাম—(মথুরায়) পালিগ্রামের নিকটবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থল।

অদ্বৈত-বট—শ্রীবৃন্দাবনে যে বটবৃক্ষের তলে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীমদনমোহনপাড়ায় আদিত্যটিলার নিকটে অবস্থিত।

অনন্তনগর বা **অনন্তপুর**—খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট শ্রীঅভিরাম-শিষ্য শ্রীহীরামাধবের শ্রীপাট।

অনন্ত পদ্মনাভ—ত্রিবান্দ্রম্ জেলায় বিষ্ণুমন্দির। শ্রীগৌরপাদাঙ্ক-পূত।

(চৈ° চ° মধ্য ৯।২৪১)।

অনন্তপুরম্—[তিরু অনন্তপুরম্ বা পদ্মনাভ -ক্ষেত্র] বিষ্ণুমূর্ত্তি—শ্রীঅনন্ত পদ্মনাভ অনন্ত-শয্যাশায়ী ; ঐ স্থানের বর্ত্তমান নাম—ত্রিবান্দ্রম্। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ঐ স্থানে গমন করিয়াছিলেন [চৈ° চ° মধ্য ৯।২৪১, চৈ° ভা° আদি ৯।১৪৮]

অন্তদ্বীপ (আতোপুর)—শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত নয়টি দ্বীপের অন্যতম, পূর্ব্বকালে গঙ্গার পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল। [ভক্তি° ১২।৫০]।

অন্নকূটগ্রাম—শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিরাজের প্রান্তবর্ত্তী আনোয়ার। এস্থানে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন-কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন যাগের প্রবর্ত্তন হয়।

[চৈ° চ° মধ্য ১৮।২৬]

অপ্সরা কুণ্ড—[মথুরায়] গোবর্দ্ধনপ্রান্তবর্ত্তী।

অবন্তী—মালবরাজ বিক্রমের রাজধানী, শিপ্রানদীর তটে অবস্থিত ; মালবদেশের প্রাচীন নাম—উজ্জয়িনী। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত।

[চৈ° ভা° আদি ৯।১৯৬]

অবিমুক্ত তীর্থ—মথুরায় অবস্থিত যমুনার ঘাট

[ভক্তি ৫।২৪৯-৫০]

অভিরামপুর—(?) শ্রীদামোদর পণ্ডিতের বাসস্থান।

অম্বিকানগর—শ্রীগৌরীদাস ও শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট [কালনা]। পরমানন্দ গুপ্তের বাসস্থান (?)।

অম্বিকা বন—মথুরা-মণ্ডলে, সরস্বতী-তীরে অবস্থিত, শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্কিত ভূমি।
[চৈ° ম° শেষ ২।৩২৬]

অম্বুয়া মুলুক—'প্যারিগঞ্জ' দ্রষ্টব্য।

অম্বুলিঙ্গ ঘাট—চব্বিশ পরগণায় অবস্থিত, ছত্রভোগে গঙ্গার ঘাট, শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত।
(চৈ° ভা° অন্ত্য ২।৬০-৬৩)

অযোধ্যা—ফয়জাবাদ ষ্টেশন হইতে অযোধ্যা ঘাট ষ্টেশনে নামিয়া দুই মাইল—সরযূ তীর প্রভৃতি।

১। অযোধ্যার শ্রীতুলসীদাস-মন্দিরে নিত্য হাজার দীপের আরতি হয়।

২। সহরের মধ্যস্থানে শ্রীরামচন্দ্র-মন্দির। শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্মিত শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ।

৩। সরযূ—স্বর্গদ্বার।

৪। হনুমানগড়ে মহাবীর-মন্দির। এই মন্দিরে বার্ম্মা যুদ্ধে প্রাপ্ত একটি বৃহৎ ঘণ্টা আছে। স্বদেশী সৈন্যগণ বার্মা হইতে উহা আনিয়া মন্দিরে প্রদান করিয়াছেন।

৫। অযোধ্যার রাজার প্রাসাদ ও দর্শনেশ্বর মহাদেব। সুবুদ্ধিরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় এ স্থান দিয়া নৈমিষারণ্য হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে যান।
(চৈ° চ° মধ্য ২৫।১৯৪)

৬। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান।

অযোধ্যা কুণ্ড—ব্রজে কাম্যবনে অবস্থিত (ভক্তি ৫।৮৭৮)।

অরিষ্টকুণ্ড—ব্রজে রাধাকুণ্ড বা আরিট্ গ্রামে অবস্থিত শ্যামকুণ্ড (অরিষ্টাসুর-বধের স্থান)।

অর্ঘ্যকুণ্ড—(মথুরায়) কাম্যবনে অবস্থিত।

অর্দ্ধচন্দ্র তীর্থ—মথুরায় অবস্থিত।
(ভক্তি° ৫।১৯৮-২০২)

অলকানন্দা—গঙ্গা।

অশোকবন—শ্রীব্রজমণ্ডলস্থ গিরিগোবর্দ্ধনোপরি ব্রহ্ম কুণ্ড-তীরে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণকেলিকানন। শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাঙ্কিত ভূমি।
(চৈ° ম° শেষ ২।২৪১—২৪৬)।

অসিকুণ্ড তীর্থ মথুরায় যমুনাতীরবর্ত্তী ঘাট
[ভক্তি° ৫।২৮৬-৭, ৩২৬-৩০]।

অহোবল—(অহোবিলম্ মন্দির) দাক্ষিণাত্যে কর্ণুল জেলার সার্বেল তালুকের অন্তর্গত। পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য নয়টি বিষ্ণুবিগ্রহযুক্ত মন্দির মিলিয়া 'নব নৃসিংহ-মন্দির' নামে কথিত। প্রধান মন্দির চৌষট্টিটি স্তম্ভের উপর নির্মিত। ঐ স্তম্ভগুলির প্রত্যেকে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভে খোদিত। মন্দিরের সম্মুখে তিন ফিট-ব্যাসবিশিষ্ট ও প্রচুর স্থাপত্য-কারু-কার্য্যের নিদর্শনরূপে শ্বেতপ্রস্তর-নির্মিত প্রকাণ্ড-স্তম্ভযুক্ত অসম্পূর্ণ অথচ অতিবিচিত্র মণ্ডপ বিরাজ করিতেছে (কর্ণুল ম্যানুয়েল)। শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাঙ্কিত ভূমি।
(চৈ° চ° মধ্য ৯।১৬)।

[আ]

আইটোটা—শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে গুণ্ডিচা-মন্দিরের প্রান্তবর্ত্তী উদ্যান-বিশেষ ; রথযাত্রার সময় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশ্রামস্থান।
(চৈ° চ° মধ্য ১৪। ৬৫)।

আউড়িয়া—বর্দ্ধমান জেলায়। কাটোয়ার ৬।৭ মাইল দক্ষিণে, নিগন ষ্টেশন হইতে ৬।৭ মাইল পূর্ব্বে। শ্রীকেশব ভারতীর ভ্রাতৃবংশীয়-গণের বাসস্থান।

আউসে গ্রাম—বর্দ্ধমান জেলায় একাংশে গোবিন্দ ঘাট। শ্রীশ্রীগোপালজীউ বিগ্রহ আছেন। কমলাকান্ত রচিত 'সাধকরঞ্জন'-পুঁথিতে – শ্রীপাট গোবিন্দঘাট গোপালের স্থান।

প্রভু চন্দ্রশেখর গোস্বামী মহাজন ?

আকনা-মাহেশ—(হুগলী) বল্লভপুরের দক্ষিণে গঙ্গার তীরের উপরই প্রাচীন স্থান ছিল, এক্ষণে শ্রীপাটের চিহ্ন ও নাম পর্য্যন্তও নাই। শ্রীকবিচন্দ্র ঠাকুরের শ্রীপাট।

আকাইহাট—বর্দ্ধমান দাইহাটের এক মাইল পূর্ব্বদিকে, মাধাইতলা শ্রীপাট হইতে আধমাইল দক্ষিণে। ইহা দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীল কালাকৃষ্ণ দাসের শ্রীপাট; ইহাকে 'পাটবাড়ী' বলে। এস্থানে শ্রীকালাকৃষ্ণ দাসের সমাধি আছে। একটি ছোট পুষ্করিণী আছে, ইহাকে **'নূপুরকুণ্ড'** বলে। সেবায়েতগণের আরও কতকগুলি সমাজ আছে। প্রাচীন বিগ্রহ কুড়ইগ্রামে গিয়াছেন। বারুণীতে উৎসব হয়।

('সোণাতলা' দেখুন)।

আগরতলা– শ্রীনিত্যানন্দ-পৌত্র শ্রীগোপীজনবল্লভের বংশধরগণের বাস। রাজবাড়ীতে মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক প্রদত্ত হস্তিদন্ত সিংহাসন আছে (রাজমালা ১।৩২৫)।

আগ্রা—যমুনাতীরে অবস্থিত প্রাচীন নগরী, শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবৃন্দাবন-গমনকালে এই স্থানে যমুনা পার হয়েন (চৈ° ম° শেষ ২।৩৯)। ইহার নিকট **(রেনুকা** নামক গ্রামে পরশুরামের আবির্ভাব হয়। ২ শ্রীহিতহরিবংশের জন্মস্থান।

আজই—ব্রজে, চৌমুহার এক মাইল দক্ষিণে ব্রহ্মা-মোহনের পরক্ষণে ব্রজশিশুরা এস্থানে আগমন করত বলেন—'শ্রীকৃষ্ণ আজ অঘাসুরকে বধ করিয়াছেন।' তদবধি স্থানের নাম—'আজই'।

আঁজনক—ব্রজে, ইন্দুলেখার জন্মস্থান. [মতান্তরে পেশাইতে] গ্রামের দক্ষিণে অঞ্জনশিলা আছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে এস্থানে শ্রীরাধার নেত্রে অঞ্জন পরাইয়াছেন। (ভক্তি ৫।১১৬৯-৭৬)

আটপুর—'তড়া আঁটপুর' দ্রষ্টব্য।

আটস্থ—(মথুরায়) মঘেরার নিকটবর্ত্তী, অষ্টাবক্র মুনির তপস্যাস্থান।

আটিশেওড়া গ্রাম—হুগলী জেলা বলাগড়ের পার্শ্ববর্ত্তী ভাগীরথীতীরস্থ গ্রাম। বাঁশবেড়িয়ার রাজা রঘুনন্দন ১১১৪ সালে আটিসেওড়া নামের পরিবর্ত্তে **শ্রীপুর** নামকরণ করেন। তদবধি বলাগড় শ্রীপুর নাম চলিয়া আসিতেছে।

ঐ স্থানে শ্রীচৈতন্যদেব একটি কুঁচিলা গাছের নীচে বিশ্রাম করিয়াছিলেন (সম্ভবতঃ পুরী যাত্রাকালে); এজন্য ঐ স্থানটি বৈষ্ণবদিগের একটি তীর্থে পরিণত হইয়াছে।

আটিসারা—(২৪ পরগণা) বারুইপুর ষ্টেশন হইতে বাজারে শাখারিপাড়ার পূর্ব্বদিকে শ্রীঅনন্ত আচার্য্যের শ্রীপাট। মহাপ্রভু পুরীগমনকালে এই স্থানে শুভাগমন করিয়াছিলেন (চৈ° ভা° অন্ত্য ২।৫০-৫১)। কট্‌কি পুষ্করিণীর উপরেই দেবমন্দিরে মনুষ্য-প্রমাণ শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর বিগ্রহ আছেন। ঐ পুষ্করিণীটি প্রাচীনকালের। ঐ পুষ্করিণীই পূর্বে গঙ্গার একটি ঘাট ছিল।

আটোর—(মথুরায়) নন্দগ্রামের নিকটবর্ত্তী, শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থল (ভক্তি ৫।৮৮৬)।

আঠারনালা– শ্রীপুরীধামে প্রবেশপথের আঠারটি খিলানযুক্ত সেতু। (চৈঃ চঃ মধ্য ৫।১৪৭)

আঠাস—ব্রজে, অষ্টাবক্র মুনির তপস্যাস্থান।

(আটস্থ দেখ)।

আড়াইল—প্রয়াগে গঙ্গাযমুনার নিকট, যমুনার অপর পারে অড়েলী বা আড়াইল গ্রাম। শ্রীবল্লভ ভট্টের বাসস্থান। এস্থানে বল্লভী-সম্প্রদায়ের একটি প্রাচীন বিষ্ণু-মন্দির আছে।

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯৬১)।

আড়াঙ্গাইল—পাবনা, চাটমোহর থানা হইতে দুই মাইল। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শিষ্য দ্বিজ শুভানন্দের শ্রীপাট। (ইনি পূর্বলীলায় মালতী সখী ছিলেন)। শ্রীশ্রীরঘুনাথ শিলাসেবা। বংশধরগণ পাতিয়াবেড়া ও নন্দবেড়া গ্রামে বাস করেন। উহা উল্লাপাড়া ষ্টেশন ও লাহিড়ী মোহনপুর রেলষ্টেশনের নিকটে। শুভানন্দের অন্য নাম—মালতী নীলাম্বর। আড়াঙ্গাইল হইতে ১২ মাইল দূরে চুনাপুখুরিয়া গ্রামে শ্রীশ্রী রাজা রঘুনাথজীউ সেবা প্রকাশ করেন। ইনি বিশেষ ভাবে মহাপ্রভুর ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীরামদাসকৃত গৌরগণোদ্দেশে আছে—

"মালতী বলিয়া পূর্ব নাম ছিল যার।
এবে তার নাম কহি ঠাকুর নীলাম্বর॥"

শ্রীপাদ কর্ণপূরের গণোদ্দেশে আছে—মালতী (১৯৪) শুভানন্দদ্বিজঃ (১৯৯)।

আড়িয়াল—ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণায় অবস্থিত, শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শাখা-সন্তান কাষ্ঠকাটা শ্রীশ্রীজগন্নাথ দাস গোস্বামী-পাদের শ্রীপাট। ইঁহার সেবিত শ্রীশ্রীযশোমাধব জীউ। এই পরিবারের পণ্ডিত প্রভুপাদ শ্রীশ্রী হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামী। বর্তমানে শ্রী-যশোমাধব বিগ্রহ নবদ্বীপের শ্রীশচীনন্দন গোস্বামীর বাটীতে সেবিত হইতেছেন।

আদাপাসা গ্রাম—শ্রীহট্ট চৌয়াল্লিস পরগণায়। এই স্থানে সেন শিবানন্দের বংশীয়গণ বাস করেন।

আদিবদ্রীনাথ—ব্রজে, কাম্যবনের দশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। এ স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতিরমণীয়। চতুর্দিকে পর্বতমালার বিদ্যমানতায় স্থানটি দুর্গম। ইহা শ্রীনরনারায়ণের তপস্যাস্থান। এই স্থানে নারায়ণ স্বীয় বাম উরু হইতে উর্বশীর সৃষ্টি করেন। তপোবনের দক্ষিণে গন্ধমাদন পর্বত, পশ্চিমে কেশর পর্বত, উত্তরে নিষধপর্বত ও পূর্ব-দিকে শঙ্খকূট পর্ব্বত।

আনন্দারণ্য—দাক্ষিণাত্যে কেরল দেশে অবস্থিত। এস্থানে অর্চামূর্ত্তি শ্রীবাসুদেব বিরাজমান।

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২১৬)

আনয়ার—(বা বৈকুণ্ঠম্)—তিরুনগরীর চার মাইল দূরে তাম্রপর্ণীর অপর তীরে শ্রীবৈকুণ্ঠধাম।

আনিয়োর—(মথুরায়) শ্রীগিরিরাজ-সন্নিহিত গ্রাম, প্রসিদ্ধ **অন্নকূট-স্থান**।

আন্দুল—(হাওড়া) স্বনাম-প্রসিদ্ধ ষ্টেশন, খুব প্রাচীন গ্রাম। সরস্বতী-নদীর তীরে। কথিত আছে,—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সাঁকরাইল-(এখন **B.N.R.** একটি ষ্টেশন আছে)-হইতে সরস্বতী নদী বাহিয়া আন্দুলে কৃষ্ণানন্দ চোধুরীর বাটিতে অতিথি হইয়াছিলেন। পূর্বে হিজলী প্রদেশ হইতে শাল্‌তি করিয়া লবণ লইয়া যাইবার জন্য বদরশাচরের সম্মুখস্থ ডাঙ্গা হইতে সাঁকরাই-লের নিকট সরস্বতী নদী পর্য্যন্ত একটি ক্ষুদ্র খাল কাটা হইয়াছিল। উহা '**নিমকীর খাল**' নামে পরিচিত ছিল। অতি অল্প দিনে ঐ পথে উড়িষ্যায় যাওয়া যাইত। ১৫০৯ খ্রীঃ শ্রীচৈতন্যদেব ঐ পথেই পুরীর দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন।

আন্দুলের দত্তবাবুদের গৃহ হইতে কয়েক ছত্র সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া গিয়াছে—

কদাচিন্মণ্ডপে তস্য নিত্যানন্দো মহামতিঃ।
অবধূতঃ সমায়াতো বৈষ্ণবৈঃ পরিবারিতঃ॥

কৃষ্ণানন্দস্তু তান্ ভক্ত্যা পূজয়ামাস পুণ্যবান্।
জ্ঞাত্বা প্রভুং পরং তত্ত্বং বলদেব-স্বরূপকম্॥
প্রভুস্তং কৃপয়া প্রাদাৎ কৃষ্ণনামানি তানি বৈ।
প্রসিদ্ধানি কলৌ যানি তারকব্রহ্ম-সংজ্ঞয়া॥
সম্পত্তিং ন্যস্য কন্দর্পে * সোঽগচ্ছৎ পুরুষোত্তমম্।
তত্রৈব কারয়মাস চাণ্ডুল-মঠমুত্তমম্॥
মৌনভাবে বসংস্তত্র তীর্থ-সন্নাসমাশ্রিতঃ।
বর্ষাণি যাপয়ামাস ত্রিলক্ষনামসংখ্যয়া॥

আমলিতলা—(দাক্ষিণাত্যে) কন্যাকুমারী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীগৌরাঙ্গ এই স্থানে শ্রীরামচন্দ্রবিগ্রহ দর্শন করেন। (চৈ° চ° মধ্য ৯।২২৪)। ২ শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রসিদ্ধ তেঁতুল-তলা (চৈ° চ° মধ্য ১৮।৭৫-৭৮)। ৩ অম্বিকা কালনায় প্রসিদ্ধ তেঁতুলতলা যে স্থানে শ্রীগৌরের সহিত শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের মিলন হয়। 'কালনা' দ্রষ্টব্য)।

আমাইপুরা (?)—দ্বিতীয় শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-প্রণেতা জয়ানন্দ মিশ্রের বাড়ী, আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

আম্বুয়া মুলুক—বর্দ্ধমান জেলায় অম্বিকা কালনার নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান প্যারীগঞ্জ—শ্রীনকুল ব্রহ্মচারীর শ্রীপাট (চৈ° চ° অন্ত্য ২।১৬)।

আয়োরে—(মথুরার আলিপুর গ্রাম) শ্রীকৃষ্ণ দন্তবক্র-বধের পর যমুনা পার হইয়া শ্রীনন্দাদির তাৎকালীন বাসস্থান গৌরবাই বা গোরাইয়ে আসিয়া (ভক্তি ৫।৪০৯-৪২১) যে স্থানে সকলের সহিত মিলন করেন।

আরবন্দী গ্রাম—নদীয়া জেলা। শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহোদয়ের বংশধরগণ বাস করেন বলিয়া শুনা যায়।

আরবাড়ী—(আলয়াই) —ব্রজে, শাঁখির দেড় মাইল উত্তরে; এস্থানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত হোরি খেলিবার জন্য সখীগণ-সহ শ্রীরাধা অভিযান করেন।

আরাগ্রাম—(মথুরায়) ভাণ্ডীরবনের নিকট-বর্ত্তী।

আরিং—ব্রজে, গোবর্ধনের ৪ মাইল পূর্ব্বে, শ্রীবলদেবস্থল।

আরিট—মথুরা জেলায় বর্ত্তমান রাধাকুণ্ড গ্রাম। এস্থানে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অরিষ্টাসুর নিহত হইয়াছিল বলিয়া 'অরিষ্ট বা আরিট' নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

আর্য্যা—'দ্বৈপায়নী আর্য্যা' দেখুন।

আলতা পাহাড়ী—ব্রজে উচগাঁও-নামক গ্রামের নৈর্ঋত কোণে অবস্থিত 'বিহাবলী' বা আলতা পাহাড়ী।

আলমগঞ্জ—মেদিনীপুরে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর (যবনরাজা-কর্ত্তৃক) মহোৎসবক্ষেত্র।

(র° ম° দক্ষিণ ১১।১১)।

আলালনাথ—শ্রীনীলাচলধাম হইতে বালুকাময় পথে ৬।৭ ক্রোশ পশ্চিমে এই গ্রাম অবস্থিত। আলালনাথ—চতুর্ভুজ বাসুদেব বিগ্রহ। বনমধ্যে একটি গণ্ডগ্রামে মন্দির। এই স্থানে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণামের চিহ্ন বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে অদ্যাপি বিরাজমান। (চৈ° চ° ম ১।১২২)

[ই]

ইটোজা—প্রয়াগ হইতে মথুরা যাইবার পথে যমুনা তীরে জালন পরগণার অন্তর্গত ইটোজা গ্রামে একটি মন্দিরে একখানি কম্বলের পূজা হয়। পূজারীরা বলেন—ঐ কম্বলখানি শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ কাশীতে দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দিয়াছিলেন। এই মন্দিরের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ জাহাঙ্গীর দুইখানি গ্রাম জায়গীর দেন।

ইন্দ্রকুণ্ড—মথুরামণ্ডলে অবস্থিত গিরিরাজের

উপরি বিদ্যমান। শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাঙ্কিত ভূমি।
(চৈ° ম° শেষ ২।২৩২)।

ইন্দ্রতীর্থ—(মথুরায়) শ্রীগিরিরাজের প্রান্তবর্ত্তী ব্রহ্মকুণ্ডের পূর্ব্বপার্শ্বে অবস্থিত।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর— শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীমন্দির হইতে এক ক্রোশ দূরে ও গুণ্ডিচা মন্দিরের নিকটে অবস্থিত। ব্রহ্ম ও নারদ পুরাণ-মতে ইন্দ্রদ্যুম্নের যজ্ঞাজ্য হইতে, কিন্তু উৎকলখণ্ড-মতে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন-কর্ত্তৃক যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ প্রদত্ত গোসকলের খুরাগ্র-খনিত গর্ত্ত হইতে ইহার উৎপত্তি। ইহা দৈর্ঘ্যে ৪৮৬ ফিট্ ও প্রস্থে ৩৯৬ ফিট্। গুণ্ডিচা মার্জ্জনের পরে শ্রীগৌরাঙ্গ সপরিকর ইহাতে স্নানকেলি করিয়াছেন।
(চৈ° চ° মধ্য ১৪।৭৫—৯১)।

ইন্দ্রদ্বীপ—ভারতবর্ষস্থ নয়টি দ্বীপের অন্যতম।

ইন্দ্রধ্বজ বেদী—(মথুরায়) শ্রীগিরিরাজের নিকটবর্ত্তী শ্রীনন্দ মহারাজের ইন্দ্রপূজা-স্থান।

ইন্দ্রপুর—(চৈ° ভা° আদি ২।২৩০) অমরাবতী।

ইন্দ্রাণী—বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী প্রাচীন নগর। হিমালয় হইতে গঙ্গা অবতরণ করিয়া আসিলে ইন্দ্র এই স্থানে গঙ্গাস্নান করেন বলিয়া ইহার নাম হয়—ইন্দ্রেশ্বর বা ইন্দ্রাণী। প্রাচীনকালে ঐ নগর অতি সমৃদ্ধিশালী ও বহু-বিস্তৃত ছিল। এখন সেই সকল স্থান 'ইন্দ্রাণী পরগণা' বলিয়া বিখ্যাত।
[চৈ° ভা° মধ্য ২৮।১০]।

ইন্দ্রেশ্বর ঘাট—বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ায়। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের পরে ভাগীরথীর তীরে যে স্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছিলেন, ঐ স্থানের নাম ইন্দ্রেশ্বর ঘাট। ঐ ঘাটের শেষ চিহ্ন একখণ্ড প্রস্তর কাটোয়ার পরলোকগত কালিদাস কর্মকারের বাড়ীতে রক্ষিত আছে। ইন্দ্রদ্বাদশীর দিন ঐ ঘাটে স্নানার্থী বহু লোকের সমাগম হয়।

ইন্দ্রোলী—(মথুরায়) আদিবদরির *নিকটবর্ত্তী —ইন্দ্রকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যানের স্থান। [ইদঁরোলি]

ইসলামপুর—জেলা মুর্শিদাবাদ। শ্রীল শ্রীনিবাস-শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, তৎশিষ্য শ্রীহরিরাম আচার্য্য। এই হরিরাম সৈদাবাদের শ্রীকৃষ্ণরায়ের বাটির আদি পুরুষ। (উক্ত শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায়-জীউ দুইবার ভগ্ন হয়, বর্ত্তমানে প্রতিরূপ মূর্ত্তি আছেন)।

ঐ সৈদাবাদের রাধাদামোদর ঠাকুর-নামক জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীরাধারমণ বিগ্রহ ও শালগ্রাম শিলা লইয়া ইসলামপুরে বাস করেন।

[ঈ]

ঈষিকাটবী—(মথুরায়) ভাণ্ডীরবনের নিকটবর্ত্তী, দাবানল-পানের স্থান [মুঞ্জাটবী]।

[উ]

উচ্চহট্ট (হাটডাঙ্গা) নদীয়া জিলায় বামনপুখ্‌রার নিকটবর্ত্তী গ্রাম (ভক্তি ১২ ৩৫১—৩৭১)।

উজানি—'কোগ্রাম' দেখ। ২ মথুরায়, পয়-গ্রামের চারি মাইল ঈশান কোণে; এ স্থানে শ্রীকৃষ্ণের বংশীগানে যমুনা উজান বহিয়াছিল।

উড়ুপী— দাক্ষিণাত্যে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে। পাপনাশন নদীতীরে শ্রীশ্রীমধ্বাচার্য-স্থাপিত শ্রীশ্রী উড়ুপীকৃষ্ণ বিগ্রহ। ইহাই আদি শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ; অর্জ্জুন কর্ত্তৃক দ্বারকায় স্থাপিত হয়েন। দ্বারকার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমুদ্রগত হইলে বহু শতাব্দী পরে হরিচন্দন-(তিলক করিবার মৃত্তিকা, 'গোপীচন্দন' ও বলে)-বোঝাই একখানি জলযানের মধ্য হইতে শ্রীমধ্বাচার্য্য ইহাকে প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত স্থান (চৈ° চ° মধ্য ৯।২৪৫)।

উড়ুপিগ্রামের **উত্তরাদি** মঠে যে শ্রীরামসীতার বিগ্রহ আছেন, তাঁহার সম্বন্ধে জানা যায় (অধ্যাত্ম-রামায়ণে)—শ্রীরামচন্দ্র জনৈক রামভক্ত ব্রাহ্মণকে স্বীয় যুগলমূর্ত্তি প্রদানের জন্য লক্ষ্মণকে আদেশ করেন। লক্ষ্মণ ঐ বিগ্রহদ্বয় ভক্ত ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন। উক্ত ব্রাহ্মণের পর মহাবীর ঐ বিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন ও পরে তিনি ভীমসেনকে প্রদান করেন। ভীমসেনের পরে ঐ দেশের শেষ রাজা ক্ষেমকান্তের সময় পর্যন্ত শ্রীবিগ্রহ রাজ-প্রাসাদে ছিলেন। তৎপরে **উৎকলের** গজপতি রাজগণের হস্তে আইসে। শ্রীমধ্বাচার্য্যকে তদীয় শিষ্য নরহরি তীর্থ রাজভবন হইতে আনিয়া ঐ শ্রীবিগ্রহকে সেবা করিবার সুযোগ দেন। শ্রীমধ্ব-তিরোভাবের তিনমাস ষোল দিন পূর্ব হইতে ঐ বিগ্রহদ্বয় উড়ুপী মঠে আছেন।

উড্র দেশ—(ওড্র) সমগ্র উৎকলপ্রদেশ।
(চৈ° ম° শেষ ২।১৪)

উৎকল—প্রাচীন কলিঙ্গের দক্ষিণ ভাগ, ওড্র বা ওড়িষ্যা। তাম্রলিপ্তের দক্ষিণে অবস্থিত. পূর্বে কপিশা নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রধান নগর এক্ষণে ভুবনেশ্বর, কটক ও পুরী।
[চৈ° ভা° অন্ত্য ৩।২৬৯]।

উত্তর মানস—গয়াধামের অন্তর্গত তীর্থবিশেষ শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত। (চৈ° ভা° আদি ১৭।৭৪)।

উত্তরা যমুনা—যমুনোত্তরী, হিমালয়ের যে-স্থানে (বানরপুচ্ছ পর্ব্বতে) যমুনা আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দপদাঙ্কিতা।
(চৈ° ভা° আদি ৯।১৩৮)।

উথুলি—(ঢাকা) শ্রীশ্রীঅদ্বৈতবংশীয়গণের অন্যতম শ্রীপাট।

উদ্ধ গ্রাম—(মথুরায়) নন্দীগ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থান—শ্রীউদ্ধব মহারাজ এস্থানে অবস্থিত হইয়া নন্দালয়ে গিয়াছিলেন।

উদ্ধোক্রিয়া—(মথুরায়) নন্দালয়ের নিকট-বর্ত্তী, শ্রীউদ্ধব মহারাজের বিশ্রামস্থান, যেস্থলে গোপীগণের ভাবমুদ্রাদি দেখিয়া তিনি নিজেকে ধন্য মানিয়াছেন।

উদ্ধারণপুর—বর্দ্ধমান। কাটোয়ার দুই মাইল উত্তরে গঙ্গার তীরেই। গঙ্গাতীর হইতে ঈষৎ পশ্চিমদিকে শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের ভজন-স্থান এবং দেবমন্দির ছিল। এখন সব ভগ্ন, জঙ্গলে পূর্ণ। শ্রীমন্দিরে শ্রীদত্ত ঠাকুরের যে শ্রীবিগ্রহ ছিলেন, তাহা বনোয়ারীআবাদের দানিসমন্দ বাহাদুরের রাজবাটীতে নীত হইয়াছিল। (বনো-য়ারীআবাদ পাচুন্দি ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ) মন্দিরের পশ্চিম দিকে শ্রীদত্ত ঠাকুরের সমাধি এবং পূর্ব্বদিকে একটি প্রাচীন নিমগাছ। প্রবাদ—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু উক্ত বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়াছিলেন।

নিকটে বেণেপাড়ায় উদ্ধারণ ঠাকুরের স্বজাতীয়-গণের বাস ছিল। এক্ষণে কতকগুলি বৈষ্ণব আখড়া আছে। গৌণী পৌষী কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে দত্তঠাকুরের তিরোভাব উৎসব হয়।

উনাই গ্রাম—(মথুরায়) বৎসবনের নিকটবর্ত্তী, সখাগণসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ভোজনরঙ্গের স্থান।
(ভক্তি ৫।১৬০২)।

উমরাও—(মথুরায়) ছত্রবনের নামান্তর (ভক্তি ৫।১২২০-৫৮)। ছত্রবনে শ্রীকৃষ্ণ রাজা হইলে পৌর্ণমাসী এস্থানে শ্রীরাধাকে 'বৃন্দাবনে-শ্বরী' করেন। শ্রীললোকনাথ গোস্বামিপাদ-কর্ত্তৃক শ্রীরাধাবিনোদ-প্রাকট্য-স্থান।

[ঊ]

ঊচগাঁও—ব্রজমণ্ডলে বরসানার বায়ুকোণে অবস্থিত। গ্রামের পশ্চিমে দেহিকুণ্ড, ঐ ঘাটের উপরে শ্রীরাধার চরণ-চিহ্ন বিরাজমান। অল্পদূরে

শ্রীনারায়ণভট্টজির সমাধিস্থান।

[ঋ]

ঋণমোচন কুণ্ড—মথুরায়, গোবর্দ্ধন-প্রান্তবর্ত্তী

ঋতুদ্বীপ—(রাতুপুর) নবদ্বীপান্তবর্ত্তী অন্যতম দ্বীপ। (ভক্তি ১২।৫২, ৪৮২-৪৯৭)।

ঋষভ পর্ব্বত—মাদুরাস্থিত পল্নি পর্বতমালা —মলয় পর্ব্বতের উত্তরদিকে অবস্থিত। [মহাভারত বনপর্ব্ব ৮৫ অধ্যায়ে পাণ্ড্যদেশে অবস্থিত।] স্থানীয় নাম—বরাহ পর্ব্বত। শ্রী-নারায়ণের অর্চাপীঠ ও শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ পদাঙ্ক-পূত। (চৈ° চ° মধ্য ৯।১৬৭, চৈ° ভা° আদি ৯।১৩৮)।

ঋষিতীর্থ ঘাট—মথুরায় যমুনার ঘাটবিশেষ। বিশ্রামতীর্থের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। শ্রীগৌর-পদাঙ্ক-পূত [চৈ° ম° শেষ ২।১০৮]।

ঋষ্যমূক পর্বত--তুঙ্গভদ্রা নদীতটে অনাগুণ্ডি হইতে ৮ মাইল দূরবর্ত্তী পর্ব্বত, বেলারি জেলায় হাম্পিগ্রামের নিকট তুঙ্গভদ্রা নদীতীরস্থ সর্বা-পেক্ষা অপ্রশস্ত গিরিপথটির পার্শ্ববর্ত্তী যে পর্ব্বতটি নিজামরাজ্যে গিয়া পড়িয়াছে, উহাই ঋষ্যমূক পর্বত। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈঃ চঃ মধ্য ৯।৩১১)

ঋষ্যমূক পর্ব্বত হইতে পম্পানদী বাহির হইয়া অনাগুণ্ডির নিকটে তুঙ্গভদ্রায় মিলিত হইয়াছে।

[মতান্তরে—(১) মধ্যপ্রদেশের রাজ্য। বর্ত্ত-মান--'রাম্প'। (২) ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন-মলয়।]

[এ]

এই (এওরী)—ব্রজে, তরলীর দেড় মাইল পূর্ব্বভাগে অবস্থিত।

এক আনা চাঁদপাড়া—মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গী সাবডিভিসনের মধ্যেস্থিত গ্রাম। এইস্থানে সুবুদ্ধি রায়-নামক সমৃদ্ধ জমিদার বাস করিতেন। হুসেন শাহ ইহার অধীনে কর্ম্মচারী ছিলেন, ভাগ্য পরিবর্ত্তনে ইনি যখন গৌড়েশ্বর হন, তখন প্রাক্তন প্রভু সুবুদ্ধি রায়কে ইনি চাঁদপাড়া গ্রাম দান করেন—কিন্তু যবনের দান লইতে অস্বীকৃত হওয়ায় হুসেন উহার এক আনা কর ধার্য্য করেন। সেই হইতে ঐ গ্রাম 'এক আনা চাঁদপাড়া' নামে অভিহিত হয়।

(যশোহর খুলনার ইতিহাস ১।৩৪৮ পৃঃ)

একচক্রাধাম—(**বীরচন্দ্রপুর, গর্ভবাস**)। জেলা বীরভূম, মহকুমা—রামপুরহাট; ই, আই, আর-লুপ লাইনে মল্লারপুর ষ্টেশন হইতে ৮ মাইল পূর্ব্বে। রামপুরহাট ষ্টেশন হইতে ৫॥ ক্রোশ।

(১) মল্লারপুর হইতে একচক্রাধামে গমন-সময়ে উত্তরবাহিনী 'দ্বারকা' নদী অতিক্রম করিতে হয়। (এই নদীর পূর্ব্বতীরে বশিষ্ঠাশ্রম ও ৺তারামার বিখ্যাত মন্দির। নদীর পূর্ব্বপারে কিয়দ্দূরে ৺ডাবুকেশ্বর মহাদেবের মন্দির। এই-স্থান হইতে একচক্রাধাম দুই মাইল।

(২) একটি মন্দিরে প্রস্তরবেদী আছে—উহা শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর **সূতিকা-গৃহ**।

(৩) সূতিকাগৃহের পার্শ্বে বৃহৎ বটবৃক্ষ—উহা প্রভুর **ষষ্ঠীপূজার স্থান**।

(৪) **যমুনা**—গর্ভবাস হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে পেঁড়োল শিবগ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া বীরচন্দ্রপুর ও গর্ভবাসের মধ্য দিয়া ক্রমে দ্বারকা ও ময়ূরাক্ষী নদীতে পড়িয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে।

(৫) **পদ্মাবতী**—পুষ্করিণী। শ্রীনিত্যানন্দ-জননী পদ্মাবতী এই পুষ্করিণীতে প্রসবের ২১ দিন

পরে স্নান করিয়াছিলেন। 'পদ্মাতলাও' বলে।

(৬) গর্ভবাস মন্দিরের প্রবেশদ্বারে অবস্থিত একটি অশ্বত্থবৃক্ষের শাখায় শ্রীচৈতন্যদেব মালা রাখিয়াছিলেন, বলিয়া প্রবাদ আছে—এজন্য এই বৃক্ষকে '**মালাতলা**' বলিয়া থাকে। মূল বৃক্ষের একাংশ মাত্র বর্ত্তমান।

(৭) সূতিকাগার-মন্দিরের অপর পার্শ্বে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর **শ্রীবিগ্রহ** বিরাজমান। গোবর্দ্ধনবিলাসী শ্রীরাঘব পণ্ডিত-কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

(৮) **সিদ্ধবকুল**—প্রকাণ্ড বৃক্ষ। বড়ই মনোরম ও পবিত্রস্থান। ইহারই তলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বাল্যলীলা করিতেন। এস্থলে শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেবের বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন। ইহার শাখা-প্রশাখা অবিকল সর্পের ন্যায়।

(৯) **হাঁটুগাড়া**—বারবিঘা জমির মধ্যস্থানে একটি গর্ত্ত আছে। এই গর্ত্তে বা কুণ্ডে জলবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে। প্রবাদ—শ্রী শ্রীবঙ্কিমদেব এখানে হাঁটু গাড়িয়াছিলেন।

(১০) একচক্রায় চোঙাধারী বাবাজীর সমাধি আছে। একচক্রা উত্তর দক্ষিণে ৮ মাইল, ইহার মধ্যে বীরচন্দ্রপুর। শ্রীল বীরভদ্রপ্রভুর নামানুসারেই ঐ গ্রাম। শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব ও বাল্যলীলাক্ষেত্র—গর্ভবাস।

(১১) **বীরচন্দ্রপুর**—শ্রীমন্দিরের দিকে যাইবার অগ্রেই কতকগুলি বিপণী ও বকুল বৃক্ষ। তৎপরে বৃহৎ মন্দির, নাট্যমন্দির এবং প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত সমতল প্রাঙ্গণ। এই মন্দিরের পার্শ্বে একটি গৃহে সিংহাসনে **শ্রীশ্রীবঙ্কিমদেব** বা **বাঁকা রায়** এবং ইহার দক্ষিণে শ্রীশ্রীজাহ্নবা মাতা এবং বামভাগে শ্রীমতী রাধিকা।

অন্যস্থানে শ্রীশ্রীমুরলীধর ও শ্রীশ্রীরাধামাধব আছেন। বৃহৎ মন্দির মধ্যে শ্রীশ্রীমনোমোহনজীউ আছেন। এই শ্রীবিগ্রহ মুর্শিদাবাদ জেলার বিপ্রবাটী হইতে আগমণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবঙ্কিম রায়ের দক্ষিণের সিংহাসনে যোগমায়া আছেন। ১৩৩১ সালে বৃহৎ মন্দিরে বজ্রপাত হওয়ায় মন্দিরের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

এই বীরচন্দ্রপুরের পূর্ব্বদিকে সামান্য দূরে যমুনা নামক একটি ক্ষুদ্র নদী বা কন্দর। উহা পার হইলেই গর্ভবাস ধাম। শুনা যায়—উক্ত যমুনার কদমখণ্ডি ঘাট হইতে শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীশ্রীবঙ্কিমদেবকে জলমধ্যে প্রাপ্ত হন ও বীরচন্দ্রপুরের পশ্চিমে সামান্য দূরে ভড্ডাপুর-নামক স্থানের একটি নিম্ববৃক্ষমূল হইতে শ্রীমতীকে প্রাপ্ত হন। প্রাচীনেরা এখনও উক্ত শ্রীমতীকে 'ভড্ডাপুরের শ্রীমতী' বলিয়া থাকেন।

একচক্রায় শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জ্ঞাতিপুত্র 'মাধব' ছিলেন। শ্রীশ্রীজাহ্নবা মাতা যখন একচক্রায় গমন করেন, তখন তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

দ্বিতীয় মন্দিরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পিতৃদেব শ্রীহাড়াই পণ্ডিত এবং মাতা শ্রীপদ্মাবতী দেবী, যোগমায়া এবং শ্রীরাধামাধব, শ্রীমুরলীধর, দ্বাদশ গোপাল ও অনেক শিলা আছেন।

মূল মন্দিরের কিঞ্চিৎ উত্তরে ভাণ্ডীরেশ্বরতলা ও শ্রীজগন্নাথের মন্দির। ঐ স্থানে একটি পুষ্করিণীর উপরে বৃহৎ বটবৃক্ষ, উহাতে বহু প্রাচীনকালের মাধবীলতা বেষ্টিত আছে এবং ঐ বৃক্ষতলে একটি ভগ্ন বেদী আছে। ঐ স্থানে শ্রীবঙ্কিমদেবের গোষ্ঠলীলা হয়।

প্রবাদ—উক্ত স্থানের ভাণ্ডীরেশ্বর শিবকে শ্রীল হাড়াই পণ্ডিত সেবা করিতেন।

(১২) **কুণ্ডলতলা**—ময়ূরেশ্বর-সাঁইথিয়া হইতে উত্তর পূর্ব্বে দুই ক্রোশ। মন্দিরে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ

প্রভুর 'কুণ্ডল' আছে।

একাম্রক গ্রাম, একাম্রক বন, একাম্রক-নগর—ওড়িষ্যার অন্তর্গত শ্রীভুবনেশ্বর ক্ষেত্র (চৈ° ভা° ২।৩৬৫-৩৯৫, চৈ° ম° মধ্য ১৫।৭৭-১১০)।

এগারসিন্দুর—ব্রহ্মপুত্রতীরবর্ত্তী দেশ, প্রবাদ—শ্রীগৌরাঙ্গ এ স্থান দিয়া শ্রীহট্টে গিয়াছেন (প্রেম ২৪)।

এচোমুহা—(মথুরায়) এস্থানে ব্রহ্মা অশেষ বিশেষে শ্রীকৃষ্ণ-স্তুতি করিয়াছেন(ভক্তি ৫।১৬০৮)।

এড়িয়াদহ—২৪ পরগণা। দক্ষিণেশ্বর হইতে দুই মাইল উত্তরে। শ্রীল দাসগদাধরের শ্রীপাট। গঙ্গার ধারে দেবালয়। শ্রীল দাস গদাধরের সমাধি-বেদী আছে। পূর্ব্বে সিদ্ধ শ্রীভগবান্ দাস বাবাজী মহোদয় এই স্থানে থাকিতেন। ১৩১২ সালে শ্রীনিতাই-গৌর বিগ্রহ এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপিত হন। শ্রীশ্রীজাহ্নবা মাতার শ্রীমূর্ত্তি আছেন। শ্রীগোপেশ্বর মহাদেব ও একখানি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনের অপরূপ তৈলচিত্র আছে।

ওকড়সা গ্রাম—(বর্দ্ধমান)—শ্রীশ্রীবৃন্দাবনের শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউর সেবায়েতগণের আদিবাস-স্থান।

ওঢ (ওঢ্রদেশ)—সমগ্র উৎকল-রাজ্য (চৈ° ভা° আদি ১৩।১৬১, অন্ত্য ২।১৪৯-১৫৩)।

ওঢসীমা—সুবর্ণরেখা নদীই বঙ্গ ও উৎকলের সীমা।

[ক]

কংসকূপ—মথুরায় অবস্থিত কংস-খনিত কূপ। শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত (চৈ° ম° শেষ ২।১১৩)।

কংসখালি— মথুরায় অবস্থিত স্থান—যে গ্রামের মধ্য দিয়া হত্যার পরে কংসকে আকর্ষণ করা হইয়াছিল (চৈ° ম° শেষ ২।৩৭৫)। গত-শ্রমের নিকটবর্ত্তী খাল, অদূরেই 'কংসখালি ঘাট' (চৈ° ম° শেষ ২।১০৬)।

কচ্ছবন—(মথুরায়) রামঘাটের নিকটর্ত্তী, এ স্থানে গোপশিশুগণ কচ্ছপের ন্যায় খেলা করিয়াছেন (ভক্তি ৫।১৫৬৩)।

কটক—গঙ্গাবংশীয় রাজা অনঙ্গভীমদেব-কর্ত্তৃক নির্মিত। শ্রীমন্ মহাপ্রভু পুরী হইতে গৌড়ে আগমনকালে কটকের যে ঘাটে স্নান করিয়া নদী পার হইয়াছিলেন, ঐ ঘাট কটকের প্রাচীন দুর্গের সম্মুখে বিদ্যমান। ঘাটের উপরে একটি দেব-মন্দির ও শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণ-চিহ্ন আছে। ঐ ঘাটের বা নদীর পরপারে (উত্তরে) **চতুর্দ্বার** (বর্তমান নাম চৌদারা), শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত স্থান (চৈ° চ° মধ্য ৫।৫)। শ্রীল কবিকর্ণপুর-কৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে (১৯।১০০) আছে শ্রীমন্মহাপ্রভু চতুর্দ্বারস্থ প্রাচীন জগন্নাথ মন্দিরের নাটমন্দিরে রাত্রে অবস্থান করিয়া প্রাতে স্নান ও মহাপ্রসাদ সেবা করত গমন করেন।

কড়ই—শ্রীগোকুল কবীন্দ্রের পূর্ব্ববাসস্থান, ইনি পরে পঞ্চকূটে সেরগড় বাসী হয়েন।

(ভক্তি ১০।১৩৯)।

কন্টক-নগর—বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়া; শ্রীমন মহাপ্রভু এ স্থানে শ্রীকেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন (চৈ° ভা° মধ্য ২৮।১০২)। শ্রীদাসগদাধরের শ্রীপাট ও শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সেবা। 'কাটোয়া' দ্রষ্টব্য (চৈ° ম° মধ্য ১২।১২৬)।

কণ্ঠাভরণ-মজ্জন—মথুরায় দশাশ্বমেধ ঘাটের দক্ষিণে অবস্থিত। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত।

(চৈ° ম° শেষ ২।১৩৫)।

কতুলপুর—বাঁকুড়া জেলায়। শ্রীমঙ্গল ঠাকুরের শ্রীপাট। ইহার বংশধর গোস্বামিরা

আছেন।

কনখল তীর্থ—মথুরায় অবস্থিত যমুনার ঘাট।

কানোয়ারো—(মথুরায়) কাম্যবনের নিকট-বর্ত্তী। কণ্ব মুনির তপস্যাক্ষেত্র। (ভক্তি ৫।৮৩১)।

কন্যাকানগরী— কুমারিকা অন্তরীপ—দাক্ষি-ণাত্যে সর্ব্ব দক্ষিণ সীমান্তে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে অবস্থিত। শ্রীনিত্যানন্দ চরণাঙ্কপূত (চৈ° ভা° আদি ৯।১৪৭, মধ্য ৩।১১২)।

কন্যাকুমারী—(কুমারিকা অন্তরীপ) মাদ্রাজ হইতে সাউথ ইণ্ডিয়া রেলে ৪৪৩ মাইল তিনেভেলী, তথা হইতে ৬২ মাইল। মাদ্রাজ এগ্‌মোর ষ্টেশন হইতে ত্রিবান্দ্রম একস্‌প্রেসে মাদুরা হইয়া তিনেভেলী কুইলন্ হইয়া ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ত্রিবান্দ্রম্ যাওয়া যায়। ত্রিবান্দ্রম্ হইতে নাগের-বাইল ৪৩ মাইল; তথা হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ বা কন্যাকুমারী। তিনেভেলী তাম্রপর্ণী নদীর উত্তর তীরে।

শ্রীনেলী আপ্পাদেব (ধ্যানেশ্বর) ও শ্রীকান্তি-মতী দেবীর বৃহৎ মন্দির আছে। ৯৫০ খৃঃ খোদিত শিলালিপি আছে। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট মন্দিরে আঠার হাজার টাকা বৃত্তি দিতেন।

তাম্রপর্ণী নদীর তীরে অগস্ত্য ঋষি অনেক তীর্থ প্রতিষ্ঠা করেন। খৃঃ ২য় শতাব্দীতে গ্রীসদেশীয় এরিয়ান্ আসিয়া দেবীমূর্ত্তি (দুর্গা) দেখিয়া-ছিলেন। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।২২৩)।

কমলপুর—দণ্ডভাঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। মালতী পাটপুর ষ্টেশন হইতে নিকটবর্ত্তী গ্রাম। পুরীগমন-সময়ে শ্রীমহাপ্রভু এইস্থানে আগমন করেন (চৈ° চ মধ্য ৫।১৪১)।

করালা—(মথুরায়) বরসানের পূর্ব্বদিকে; শ্রীললিতা সখীর জন্মস্থান। চন্দ্রাবলীর মাতামহী করালার গ্রাম।

করেলকুণ্ড—(মথুরায়) নন্দীশ্বরে অবস্থিত 'করিলের বন' (ভক্তি ৫।১০১৩)।

কর্ণাট—দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত রামনদ হইতে সেরিঙ্গপটম্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড। মতান্তরে বিজয়নগর রাজ্যই কর্ণাট (Imperial Gazetteer of India IV) শ্রীরূপসনাতনাদির পূর্ব্ব-পুরুষ শ্রীসর্ব্বজ্ঞের বাসস্থান।

কলিকাতা, বাগবাজার— শ্রীশ্রীমদনমোহন-জীউ। এই শ্রীবিগ্রহকেই বিষ্ণুপুরের রাজা বীর-হাম্বীর সেবা করিতেন। রাজবংশীয়গণ বাগবাজার নিবাসী গোকুলচন্দ্র মিত্রের নিকট একলক্ষ টাকায় শ্রীবিগ্রহকে বন্ধক দিয়া যান। এ বিষয়ে মোক-দ্দমাদিও হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরের ইতিহাসে তাহার উল্লেখ আছে।

আরও প্রবাদ—হুগলী জেলার চাতরা গ্রামে মহাপ্রভুর সেবায়েত শ্রীল কাশীশ্বর পণ্ডিতের বংশধর চৌধুরীগণ পূর্ব্বে শ্রীমদনমোহনের সেবক ছিলেন। রাজা বীরহাম্বীর তাঁহাদের নিকট হইতে শ্রীমদনমোহনকে প্রাপ্ত হয়েন। পরে বীরহাম্বী-রের অধস্তন কোন রাজার নিকট হইতে গোকুল মিত্র ঐ বিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন।

কলিন্দ পর্বত—হিমালয়ের অন্তর্গত বান্দরপুচ্ছ পর্বতমালা—এস্থান হইতে যমুনা নদীর উৎপত্তি হয়।

কশেরু—ভারতবর্ষের নব দ্বীপের অন্যতম।

কাউগাছি—২৪ পরগণা জেলা। শ্যামনগর ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ। পূর্বে ইহা নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল। এখানে শ্রীল বিদ্যাবাচ-স্পতি থাকিতেন।

কাউপুর—বালেশ্বর জেলা, ভদ্রক হইতে ৭।৮ মাইল নদীর ধারে শ্রীল রামচন্দ্র খানের বংশধরের

শ্রীপাট।

এই বংশীয়গণ বালেশ্বর জেলায় ডাকপুর, লক্ষ্মণনাথ, দেউড়দা প্রভৃতি স্থানে আছেন। হুগলী উত্তরপাড়ার নিকট কোতরং গ্রামে শ্রীল-রামচন্দ্র খাঁনের জন্মভূমি। এখন লুপ্ত। কাউ-পুরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ সেবা।

কাগজপুকুরিয়া— যশোহর জেলায় বেনাপো-লের নিকটবর্ত্তী গ্রাম। ইহাতে দুর্বৃত্ত ও বেশ্যা-সক্ত রামচন্দ্র খাঁ বাস করিতেন। রামচন্দ্র শ্রীশ্রী হরিদাসঠাকুরের সাধনায় বিঘ্ন উৎপাদন করিবার জন্য হীরা বেশ্যাকে নিযুক্ত করেন, কিন্তু সেই বেশ্যাও ঠাকুরের কৃপায় পরে 'পরম মহান্তী' হইয়াছিলেন।

কাঁচড়াপাড়া— (কাঞ্চনপল্লী—২৪ পরগণা জেলার শেষ উত্তর সীমায়)।

(ক) শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট। আদি বাস—চট্টগ্রামে। প্রথমে নবদ্বীপ ধামের নিকটে মামগাছীতে সেবা প্রকাশ করেন। পরে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরকে ঐ সেবা ভার দেন।

(খ) শ্রীশিবানন্দ সেনের জন্মভূমি বর্দ্ধমান কুলীন গ্রামে; শ্বশুরবাড়ী—কাঁচড়াপাড়ায়। বংশধরগণ শ্রীহট্টের চৌয়াল্লিশ পরগণার আদা-পাসা গ্রামে আছেন।

কাঁচড়াপাড়া প্রভৃতি পূর্বে রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যভুক্ত ছিল। শ্যামনগর ষ্টেশন হইতে এক মাইল জগদ্দলে উহার গড় ও প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

কাঁচড়াপাড়ার 'কৃষ্ণপুর'-নামক স্থানে কবিকর্ণ-পূরের স্থাপিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায়জী বিগ্রহ আছেন। বৃহৎ শ্রীমন্দিরের গাত্রে লেখা আছে ১৭০৮ শকে শ্রীমন্দির নির্মিত হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহের শ্রীপাদ-পদ্মের নিম্নে একটি শ্লোক আছে। তাহাতে শ্রী-শিবানন্দ সেনের শ্রীগুরু শ্রীনাথ পণ্ডিতের নাম দৃষ্ট হয়, যথাঃ—

স্বস্তি শ্রীকৃষ্ণদেবায় (যো) প্রাদুরাসীৎ স্বয়ং কলৌ।
অনুগ্রহায় দ্বিজং কঞ্চিৎ শ্রীলশ্রীনাথ-সংজ্ঞকম্॥

শ্রীল শিবানন্দ সেন কুলগুরু শ্রীল শ্রীনাথ আচার্য্যের শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায় বিগ্রহকে কাঞ্চনপল্লীতে প্রতিষ্ঠিত করান। ঐ শ্রীবিগ্রহ প্রথমে শ্রীনাথ আচার্য্যের দৌহিত্র মহেশ্বর আচার্য্যের নিজ বাটিতে থাকিতেন। পরে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত-পুত্র কচু রায় বহু অর্থব্যয়ে শ্রীমন্দিরাদি নির্মাণ করিয়া দেন, পরে কিন্তু উক্ত মন্দির গঙ্গা-গর্ভে গত হয়। তৎপরে কলিকাতার বদান্য ও দানশীল শ্রীনিমাইচরণ মল্লিক ও শ্রীগৌর মল্লিক মহোদয় ১৭০৮ শকে শ্রীকৃষ্ণরায়জীর প্রকাণ্ড মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীমন্দিরের দ্বারের উপরে উর্দ্ধে একটি ইষ্টক-লিপি আছে। এরূপ বৃহৎ মন্দির এ অঞ্চলে পরিদৃষ্ট হয় না।

কাছাড়—রাজা বীরদর্পনারায়ণ ১৫৫৩ শাকে দশাবতার মূর্ত্তি চিহ্নিত এক শঙ্খ করিয়াছিলেন।

কাজলীগ্রাম— (বর্দ্ধমান) শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জননী শ্রীশ্রীপদ্মাবতী মাতার জন্মভূমি। ইঁহার পিতার নাম—শ্রীশ্রীমহেশ্বর শর্ম্মা।

কাজির নগর—নবদ্বীপের অন্তর্গত, গঙ্গা ও খড়িয়ার সঙ্গম হইতে তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত ছিল। উহার বাটির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দেখা যায়। [চৈ° ভা° মধ্য ২৩।৩৫৯-৩৭৯]।

কাজির সমাধি— বর্ত্তমান গঙ্গার পরপারে বাজারের নিকট। গঙ্গা ও খড়িয়া নদীর সঙ্গম হইতে প্রায় তিন মাইল উত্তরে। ইঁহার নাম **চাঁদকাজি** ছিল। কেহ বলেন ইনি গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহের দৌহিত্র ছিলেন। মতা-ন্তরে ইনি হুসেন শাহের গুরু—ঐ প্রদেশের

শাসনকর্ত্তা বা দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা ছিলেন। কেহ কেহ বলেন ইনি নবদ্বীপের ফৌজদার ছিলেন। ইঁহার বাটির বহির্ভাগে একটি গোলক চাঁপার গাছ আছে। উহার তলে কাজির সমাধি। স্থানটি চারিদিকে অনতি উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা। ইহার পশ্চাতে তাঁহার বাটি ছিল। সমাধি বৃক্ষের প্রাঙ্গনে কাজি বাটির চিহ্নস্বরূপ একখণ্ড প্রস্তর পড়িয়া আছে। পূর্ব্বে ঐ স্থান মুসলমানদের অধিকারেই ছিল। তাঁহারা কাজির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিস্তৃত বিবরণ আছে। এই স্থানের কিঞ্চিৎ উত্তর-পশ্চিমে বল্লালস্তুপ এবং বল্লাল দীঘি আছে।

কাঞ্চনগড়িয়া—মুর্শিদাবাদ জেলায় কাঁদি সাবডিভিসনে। বাজারসাহু ষ্টেশন হইতে এক মাইলের মধ্যে। থানা ভরতপুর।

১। শ্রীহরিদাস আচার্য্যের শ্রীপাট। দ্বিজ হরিদাসের পুত্রদ্বয় শ্রীদাস ও শ্রীগোকুল দাস এখানে বাস করিতেন। ইঁহারা ছয় চক্রবর্ত্তীর মধ্যে দুই জন; আচার্য প্রভুর শিষ্য। বৃন্দাবনে দ্বিজ হরিদাস ঠাকুরের দেহরক্ষা হইলে তাঁহার অস্থি আনিয়া কাঞ্চনগড়িয়াতে সমাধি দেওয়া হয়। তিরোভাব—মাঘী কৃষ্ণা একাদশী। শ্রীশ্রীমোহনরায়জীউয়ের সেবা আছে।

বর্ত্তমানে গোকুল দাসের বংশ টেঁয়া বৈদ্যপুরে এবং শ্রীদাসের বংশ বেলডাঙ্গার নিকট সাটুই গ্রামে বাস করিতেছেন।

২। শ্রীরাধাবল্লভ দাস মণ্ডলের শ্রীপাট। ইনি শ্রীদাস গোস্বামিকৃত বিলাসকুসুমাঞ্জলির অনুবাদ করেন।

৩। শ্রীশ্রীনিবাস-শিষ্য শ্রীবৃন্দাবন চট্টরাজের শ্রীপাট।

৪। শ্রীমতী ফুল্লরাণী ঠাকুরাণীর শ্রীপাট (ইঁহার পিতা কুমুদ চট্টোপাধ্যায় এবং স্বামী রামেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)।

৫। শ্রীনিবাস-শিষ্য শ্রীনৃসিংহ কবিরাজের শ্রীপাট।

৬। শ্রীরঘুনাথ করের শ্রীপাট (ইনি অষ্ট কবিরাজের অন্যতম)।

কাঞ্চননগর—বর্দ্ধমান হইতে তিন ক্রোশ দামোদর নদের কাছে। শুনা যায় "গোবিন্দের করচা" নামক গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীলগোবিন্দ কর্ম্মকারের ইহাই জন্মভূমি। ইহার পিতার নাম শ্যামাদাস কর্ম্মকার। মাতার নাম মাধবী, পত্নীর নাম শশিমুখী। ২ শ্রীলভূগর্ভ ঠাকুরের শ্রীপাট, ইনি সম্ভবতঃ শ্রীবৃন্দাবনবাসী ভূগর্ভ ঠাকুর হইবেন। ৩ কাটোয়ার নামান্তর (চৈ° ম° মধ্য ১২।৩৮)।

কাঞ্চনাগ্রাম—চট্টগ্রাম। সাতকুলিয়া থানার অন্তর্গত। এই স্থান শ্রীবাসুদেব দত্ত ও শ্রীমুকুন্দ দত্ত দুই ভাইয়ের জন্মভূমি। শ্রীনারায়ণ দত্ত (বোধ হয় পিতা) রাঢ় দেশ হইতে গিয়া এখানে বাস করেন। বংশধরগণ ঐ গ্রামে আছেন। শ্রীবাসুদেব দত্ত পরে নদীয়া কাঁচড়াপাড়ায় গিয়া বাস করেন। ইনি সেন শিবানন্দের বিষয় সম্পত্তি দেখিতেন। এই বাসুদেবই মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন—

"জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক-ভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাহ ভব-রোগ॥
[চৈ°চ°ম ১৫।১৬৩]

কাঞ্চীনগর—দাক্ষিণাত্যে ভিজাগাপটমের নিকটবর্ত্তী শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত ভূমি।
[চৈ° ম° শেষ ১।৮৩-৮৪]।

কাঞ্চীপুর—(দক্ষিণ কাশী) মাদ্রাজ হইতে ২৩ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে। আর্কানাম্ লাইনে কাঞ্জিভরম্ ষ্টেশন। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত

[চৈ° ভা° আদি ৯।১৩৬]।

শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী দুই ভাগে নগরটী বিভক্ত। শ্রীবরদস্বামীর মন্দির আছে। এই-স্থানে সাতটী বারের নামে সাতটি তীর্থ আছে—রবিতীর্থ, সোমতীর্থ, শনিতীর্থ ইত্যাদি। কাঞ্জি-ভরম্—চিঙ্গেলপুট জেলা।

কাঁটালপুলি— চাকদহের নামান্তর— শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট [চাকদহ দ্রষ্টব্য]।

কাটুনিয়া রাজবাটী জেলা যশোহর।

রাজা প্রতাপাদিত্য-কর্ত্তৃক উড়িষ্যা হইতে আনীত শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব বিগ্রহ এবং উহার পিতৃ-দেব রাজা বিক্রমাদিত্যের পৈত্রিক কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীউ এই মন্দিরে আছেন। পূর্ব্বে ঐ শ্রীবিগ্রহ গোপালপুরে ছিলেন। সেখানকার মন্দির ভগ্ন ও জঙ্গলাকীর্ণ।

প্রতাপাদিত্য উড়িষ্যা বিজয় করত তথা হইতে উৎকলের শিব ও ঐ শ্রীগোপাল বিগ্রহ আনয়ন করেন। "সারতন্ত্রতরঙ্গিণী" গ্রন্থে এ বিষয়ে বর্ণিত আছে।

প্রতাপাদিত্যের পিতামহ ও বিক্রমাদিত্যের পিতা রামচন্দ্র গুহ উক্ত শ্রীশ্রীরাধাকান্ত-বিগ্রহের সেবক ছিলেন। শ্রীশ্রীবিগ্রহ অর্দ্ধহস্ত দীর্ঘ। এই রামচন্দ্র গুহ হালিসহরে বাস করিতেন।

ডামরাইল পরগণার মথুরেশপুরের মুস্থাফাপুরে কালিন্দীতীরের কিছু দূরে একটি ভগ্ন মন্দির আছে। ঐ মন্দিরের গর্ভমন্দিরের পশ্চিম দিকের বাহিরের প্রাচীরে বঙ্গাক্ষরে একটি ফলক আছে। ঐ মন্দির প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্যের কৃত।

শাকে বেদ-সমাযুক্তে বিন্দুবাণেন্দু-সংমিতে।
ময়েয়ং স্বর্গ-সোপানং শ্রীকৃষ্ণেন কৃতং স্বয়ম॥

দ্বারের কিঞ্চিৎ উপরের দেওয়ালে গরুড়-স্কন্ধে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তি আছে।

বসন্তপুরে প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত পরম বৈষ্ণব বসন্ত রায় রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রতা-পাদিত্যের যশোরেশ্বরীর মন্দির ঈশ্বরীপুরে। প্রাচীন মন্দির নাই। তদুপরি মন্দির আছে। ১৭৩১ শকে উহা নির্মিত।

যশোরেশ্বরী দেবীর নাট্যমন্দিরে পিত্তল ফলকে লিপি আছে উহাতে নির্ম্মাণ শক আছে--সংস্কৃতে। যশোরেশ্বরী ৫১ পীঠের অন্তর্গত। চূড়ামণিতন্ত্রে ইহার বিবরণ আছে। এখানের ভৈরব ষণ্ডেশ্বর মহাদেব, দেবীর মন্দিরেই এখন আছেন। দেবী কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্মিত। মুখমণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়।

মন্দিরের বামদিকে গঙ্গাদেবী (মূর্ত্তি) ও লক্ষ্মী-জনার্দ্দন শিলা আছেন। উহা প্রতাপাদিত্যেরই। মন্দিরে রৌপ্য নির্মিত কোষা ও কুণ্ডের 'গাত্রে শ্রীকালী' লিখিত আছে। উহা রাজার সময়েরই।

যশোরেশ্বরী দেবী মন্দিরের চণ্ডীপাঠক ও সভা-সদ শ্রীঅবিলম্ব সরস্বতী শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গুরু শ্রীলকেশব ভারতীর বংশীয় ছিলেন বলিয়া প্রবাদ।

প্রতাপ খুল্লতাত বসন্ত রায়ের আদেশে উৎকল হইতে উৎকলেশ্বর শিব আনয়ন করেন। ঈশ্বরী-পুরের পূর্ব্বদিকে বহুদূরে কপোতাক্ষী নদীতীরে ঐ শিবের মন্দির ছিল। এক্ষণে ধ্বংশ হইয়াছে। উহাতে একখানি ফলক ছিল, তাহাতে বসন্ত রায়ের নাম আছে।

উড়িষ্যা হইতে প্রতাপাদিত্য শ্রীগোবিন্দদেবকে আনিয়া খুল্লতাত বসন্ত রায়কে প্রদান করেন; কিন্তু যুগলমূর্ত্তি আনয়ন সময়ে সুবর্ণরেখা নদীতে শ্রীমতীবিগ্রহ হারাইয়া যায়। এজন্য রাজা বসন্ত রায় শ্রীমতীর মূর্ত্তি নির্মাণ করেন, কিন্তু স্বপ্নে

জানিতে পারেন যে উহা শ্রীমতীর মূর্ত্তি হয় নাই, এজন্য একে একে অনেকগুলি শ্রীমতীর মূর্ত্তি নির্মিত হয়, কিন্তু মনঃপূত হয় নাই দেখিয়া মহারাজা প্রতাপাদিত্য ঐ সকল শ্রীমতীর সহিত এক একটি কৃষ্ণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করত নানাস্থানে যুগল বিগ্রহ স্থাপনা করেন।

কাটোয়া (কন্টকনগর)—বর্দ্ধমান জেলা ই আই আর ব্যাণ্ডেল বারহারোয়া রেলের ষ্টেশন কাটোয়া। ষ্টেশন হইতে গঙ্গার ধার এক মাইল। এই স্থানে শ্রীদাস গদাধরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির।

দর্শনীয় স্থানঃ—(১) মহাপ্রভুর মন্দির। মন্দিরের সীমানায় প্রবেশ করিয়া পশ্চিম দিকে মহাপ্রভুর শ্রীকেশমুণ্ডনের স্থান। (২) ইহার পূর্ব্বদিকে শ্রীকেশের সমাধি ও (৩) শ্রীল গদাধর দাসের সমাধি। (৪) এই সমাধি ছাড়াইয়া বামদিকে ঘেরা প্রাচীর মধ্যে শ্রীশ্রীকেশব ভারতীর সাধনা ও সিদ্ধির স্থান ; (৫) ইহার সম্মুখে শ্রীমধু নাপিতের সমাধি। (৬) ইহার পশ্চিমে মহাপ্রভুর বাটীর সেবায়েত বেণীমাধব ঠাকুরের সমাজ। তৎপরে (৭) বাটীর মধ্যে প্রকোষ্ঠ-মধ্যে শ্রীল গদাধরদাস প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভুর অপরূপ শ্রীবিগ্রহ এবং পরবর্ত্তীকালের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ বিগ্রহ। (৮) কাঠগোলা—কাটোয়ার কাঠগোলা-নামক স্থানের পশ্চিমে মালীপুষ্করিণীর পূর্ব্ব পাড়ে যে ভক্ত নরসুন্দর সন্ন্যাস-পূর্বে প্রভুর শ্রীকেশ-মুণ্ডন করিয়াছিলেন—তাঁহার ভজন-স্থান। এই স্থানকে 'বিম্ব দাসের আখড়া' ও 'সখীর আখড়া' বলে। এই স্থানের একটি বৃক্ষতলে বসিয়া তিনি অবিরত শ্রীগৌরাঙ্গ-ধ্যান করিতেন। আখড়াতে একটি মূর্ত্তি আছে (বুদ্ধ মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়) ; তাহাকে উক্ত নরসুন্দরের বিগ্রহ বলা হয় এবং 'বিম্বাষ্টক' নামক একখানি প্রাচীন পুঁথি আছে। মন্দিরের অনতিদূরে গঙ্গা-অজয় সঙ্গম ও শ্রীগৌরাঙ্গ-ঘাট। নবমন্দির ১২৮৮ সালে নির্মিত।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের ক্ষৌরকারের নাম ভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন দেখা যায়—কণাধর, দেবনাথ, হরিদাস ও বিম্বদাস। মন্দিরে শ্রীরাধাগোবিন্দ-জীউ আছেন। মহাপ্রভুকে ক্ষৌর করার পরে এই নরসুন্দরগণ ক্ষৌরকার্য্য ত্যাগ করেন। উহাদের বংশধরগণ 'মধুনাপিত' নামে অভিহিত হয়েন।

কাটোয়া—বর্ত্তমান নাম, কণ্টকনগর—প্রাচীন নাম। এড়িয়াদহের শ্রীলদাসগদাধর এই স্থানে থাকিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ এই স্থানে স্থাপন করেন। ১৪৫৮ শকে অন্তর্দ্ধান। ইঁহার শিষ্য যদুনন্দন চক্রবর্তী (বটব্যাল, শাণ্ডিল্য গোত্র)। ইঁহার বংশধরগণ কাটোয়ায় শ্রীল দাস গদাধরের স্থাপিত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবায়েত।

পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাটী দেউলাকারে ছিল। ১৩০৪ সালে ভূমিকম্পে ধ্বংস হওয়ায় রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুর প্রভৃতি ১৩০৮ সালে বর্তমান মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন।

কাটোয়ায় শ্রীযদুনন্দন দাসের বাস। জন্ম পালিগ্রামে। ইনি শ্রীল আচার্য প্রভুর কন্যা হেমলতা দেবীর শিষ্য ছিলেন। পিতার নাম শিবপ্রসাদ, মাতা ব্রহ্মময়ী দেবী। 'বিদগ্ধমাধব' 'গোবিন্দলীলামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদক।

কাণাডাঙ্গা—বর্দ্ধমান জেলায় কৈচর ষ্টেশনের অনতিদূরে শ্রীনিত্যানন্দ-বংশ্যদের বাস। শ্রীশ্রী-বলরামের সেবা [কাননডাঙ্গা দেখুন]।

কাথিয়ার— গুজরাট-প্রদেশস্থ উপদ্বীপ-বিশেষ। পঞ্চদশ শকশতাব্দীতে কাথিয়াবার

হইতে উত্তম বস্ত্র আমদানী হইত, তদ্দারা চাঁদোয়া প্রস্তুত করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নাট্য-গৃহ সজ্জিত হইয়াছিল। (চৈ° ভা° মধ্য ১৮।১৫)।

কাঁদরা—(বৰ্দ্ধমান) কেতুগ্রাম থানার অধীন। আমেদপুর-কাটোয়া রেলে রামজীবনপুর ষ্টেশন। শ্রীল জ্ঞানদাসের ও শ্রীযত্নন্দন দাসের শ্রীপাট। এখানে শ্রীজ্ঞান দাসের মঠ আছে। পৌষী পূর্ণিমাতে তিন দিন মেলা হয়। ১৫৩১ খৃঃ অব্দে মঙ্গল ঠাকুর বংশে কাঁদড়াতে জ্ঞানদাসের জন্ম হয়।

এস্থানে কবি চন্দ্রশেখর, শশি-শেখর মঙ্গল ঠাকুর ও আউল মনোহর দাস প্রভৃতি থাকিতেন। জ্ঞানদাসের প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাগোবিন্দজীউ আছেন। ঐ স্থান 'জ্ঞানদাসের মঠ' বলিয়া অভিহিত হয়। পুকুর-ধারে একখানি পাথর আছে, উহাতে শ্রীল বীরভদ্র প্রভু উপবেশন করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। কাঁদরার 'দাস ঠাকুর' উপাধিধারী কায়স্থ বংশও এক সময় প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইঁহাদের আদিপুরুষ বলরাম দাস স্বকুল-দেবতা শ্রীকৃষ্ণরায়ের সহিত এ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন। বলরামের পিতা জয়গোপাল শ্রীকৃষ্ণবিলাস ও জ্ঞান-প্রদীপাদি গ্রন্থের রচয়িতা। জয়গোপাল শ্রীসুন্দরানন্দ গোপালের আশ্রিত।

কাঁদরা 'মনোহরসাহী' কীৰ্ত্তনের জন্যও বিখ্যাত। খেতরীর উৎসবের পরে শ্রীখণ্ডে ও কাটোয়ার উৎসবে মনোহরসাহী কীৰ্ত্তনে কাঁদরার মঙ্গল-ঠাকুর-বংশীয় বংশীবদন অগ্রণী ছিলেন।

কান্দলা গ্রাম—মজফরপুর জেলায়। ঐস্থানে ভক্তমালের অনুবাদক লছ্মন দাসজী (?) ১১০০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

কাঁদিখালি—ভাগীরথী-তটে। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-শিষ্য শ্রীবিষ্ণুদাস আচার্য্যের পাট। বংশধর গোস্বামিগণ—রাঢ়ী শ্রেণী।

['মাণিক্যডিহি' দ্রষ্টব্য]।

কাননডাঙ্গা (বৰ্দ্ধমান)—বৰ্দ্ধমান-কাটোয়া লাইট রেলের কৈচর ষ্টেশন হইতে আধ মাইল পূর্ব্ব দিকে। শ্রীনিত্যানন্দ-বংশীয় প্রভুদের বাস। শ্রীবলরামজীউর সেবা।

কানাইর নাটশালা (বা কানায়ের খাল) —সাঁওতাল পরগণা দুমকা জেলায়, ডাকঘর তালঝরি। ই, আই, আর তিনপাহাড়ী জংশনের পর তালঝরি ষ্টেশন হইতে হাঁটাপথে (বর্ষাভিন্ন) দুই মাইল মাত্র।

অন্য পথ—তিনপাহাড়ী জংশন হইতে রাজমহল ষ্টেশন, তথা হইতে পাঁচ মাইল নাটশালা। পথে মঙ্গলহাট নামক স্থান পড়ে। গভীর জঙ্গলমধ্যে উচ্চভূমিতে দেবালয়। নিকটেই পাহাড়। শ্রীমন্দির হইতে গঙ্গাদেবী এক পোয়া পথ। মন্দির হইতে গঙ্গা দর্শন হয়। শ্রীগৌর নিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত [চৈ° ভা° মধ্য ২।১৭৯]।

শ্রীমন্দিরে ধাতুময় শ্রীশ্রীরাধামাধব বিগ্রহ ও শ্রীশালগ্রাম আছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়াযাত্রাকালে এই স্থানে আগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়াছিলেন। পরে কোন ভক্ত ঐ স্থানে মহাপ্রভুর স্মৃতিস্বরূপ ঐ শ্রীচরণ প্রতিষ্ঠিত করেন।

কানাইয়ের নাটশালা হইতে রাজমহলের পাহাড়শ্রেণী প্রাচীরের মত দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত শৈলশ্রেণী বিহার ও গৌড়রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করে।

কান্দী—মুর্শিদাবাদ জেলায়; শ্রীগৌরাঙ্গ সিংহ (জন্ম ১৬৯৯ খৃঃ) শ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (১৭৩৯—১৭৯৯) নবদ্বীপে শ্রীগোবিন্দ গোপী-

নাথ-মদনমোহনের প্রতিষ্ঠা করেন ; অধুনা স্থানটি গঙ্গাগর্ভে লুপ্ত (Vide Territorial Aristocracy of Bengal pp. 6-7)। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সিংহের (লালা বাবুর) ভক্তিময় ও বৈরাগ্যপূর্ণ জীবনী সর্বজন-বিদিত (১৭৭৫—১৮২১ খ্রীঃ), ইনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রজীউর প্রতিষ্ঠাপক।

কান্যকুব্জ—পঞ্চগৌড়ের অন্যতম। [কান্যকুব্জ, সারস্বত, গৌড়, মৈথিল এবং উৎকল—এই পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণ, আন্ধ্র, কর্ণাট, গুর্জর, দ্রাবিড় ও মহারাষ্ট্র—পঞ্চদাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ]।

কান্তনগর— (দিনাজপুরে) শ্রীকান্তজীর মন্দির অতি প্রসিদ্ধ, কারুকার্য্য অতি রমণীয়। অত্রত্য রাজগণ পরম বৈষ্ণব, সেবাপরিপাটিও প্রশংসনীয়।

কাবেরী—দাক্ষিণাত্যের নদী (বর্ত্তমান নাম—অর্দ্ধগঙ্গা)। ষ্টেশন—মায়াভরম্ ও ত্রিচিনোপলী। শ্রীগৌরনিত্যানন্দপদাঙ্কিত তীর (চৈ° চ° মধ্য ১।১০৩, চৈ° ভা° আদি ৯।১১৬)।

কামকোষ্ঠিপুরী— শ্রীশৈলও দক্ষিণ মথুরার (বর্ত্তমান 'মাতুরা') মধ্যবর্ত্তী স্থান ; শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।১৭৮ ; চৈ° ভা° আদি ৯।১৩৬)।

তাঞ্জোর জিলায় কুম্ভকোণম্। এ স্থানে চারিটি বিষ্ণুমন্দির ও বারটি শিব-মন্দির আছে। 'মহামোক্ষম্' কুণ্ড আছে। প্রতি মাঘ মাসে মেলা বসে ও প্রতি দ্বাদশ বৎসর পরে বৃহস্পতির সিংহ-রাশিতে গমনে মহামাঘোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কুম্ভেশ্বর শিবের মন্দির সমধিক প্রসিদ্ধ। S. I. Ry ষ্টেশন—কুম্ভকোণম্।

কামনাকুণ্ড—(মথুরায়) কাম্যবনের অন্তর্গত।

কাময়িগ্রাম—ব্রজে কুশীর পশ্চিমে অবস্থিত।

(ভক্তি ৫।১৪০৮)

কামসরোবর— (কামসাগর) মথুরাস্থিত কাম্যবনান্তর্গত কৃষ্ণকেলিস্থান।

(ভক্তি ৫।৮৬৯—৭১)

কামাই—(মথুরায়) বরসানের পূর্ব্বদিকে—শ্রীবিশাখা সখীর জন্মস্থান।

কাম্যবন—মথুরা মণ্ডলান্তর্গত, দ্বাদশ বনের অন্যতম। শ্রীবৃন্দাজি, শ্রীকামেশ্বর শিব, বিমলা কুণ্ড, সেতুবন্ধ, শ্রীচরণচিহ্ন, ব্যোমাসুর-গুহা, ভোজনস্থলী, 'চৌরাশি-খাম্ভা' প্রভৃতি বহু দর্শ-নীয় স্থান। বিমলা-কুণ্ডতীরে সিদ্ধ শ্রীশ্রীজয়-কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি।

কারণ-সমুদ্র—পরব্যোমের বাহিরে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধাম, তাহারও বাহিরে কারণ-সমুদ্র বা বিরজা নদী। জগৎ-কারণ 'কারণাব্ধিশায়ী' এই সমুদ্রে শায়িত থাকেন। প্রধান বা মায়িকতত্ত্ব এবং পরব্যোম—এই দুইয়ের মধ্যে বিরজা নদী—ইহা পুরুষের ঘর্ম্মজলে পূর্ণ। বিরজার পারে অমৃত, শাশ্বত, অনন্ত পরব্যোমের সংস্থান, ত্রিপাদ বিভূতির আলয় ; মায়িক ব্যাপার-মাত্রই প্রকৃতি-গত ও পাদবিভূতির অন্তর্গত।

কালনা—বর্দ্ধমান জেলায়। প্রাচীন নাম—আম্বুয়া মুলুক। বর্ত্তমান নাম অম্বিকা কালনা। ই, আই, আর হাওড়া ষ্টেশন হইতে ৫১ মাইল কালনা। ষ্টেশন হইতে শ্রীপাট দেড় মাইল।

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত দ্বাদশ গোপালের এক-তম। ইনি পূর্ব্বলীলার সুবল সখা।

দর্শনীয় ঃ—তেঁতুলবৃক্ষ, মহাপ্রভু, প্রাচীন-পুঁথি, ও শ্রীলমহাপ্রভুর শ্রীহস্তের একখানি বৈঠা বা হাল।

শ্রাবণী শুক্লা ত্রয়োদশীতে শ্রীগৌরীদাস প্রভুর তিরোভাব তিথি।

কালনাতে—(১) শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত (২) ঐ

ভ্রাতা শ্রীসূর্য্যদাস-পণ্ডিত (৩) শ্রীহৃদয়চৈতন্য [শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর গুরু] (৪) শ্রীপরমানন্দ গুপ্ত এবং (৫) শ্রীকৃষ্ণদাস সরখেল প্রভৃতির শ্রীপাট।

শ্রীপাটে প্রবেশ করিতেই একটি প্রাচীন তেঁতুল বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। মূল বৃক্ষ পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্যভাবে গুঁড়ি হইতে একটি ঝুরি নামিয়া পুনরায় বৃক্ষটি বৃহদাকার হইয়াছে। তেঁতুল গাছের ঝুরি কোথাও দেখা যায় না।

সেবায়েতগণ বলেন ঐ বৃক্ষতলে শ্রীগৌরীদাস ও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রথম মিলন হয়। তেঁতুল বৃক্ষতলে একটি ফলকে লিখিত আছে—শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিশ্রামাস্থান আমলিতলা, শ্রীগৌর ও গৌরীদাস সম্মিলনস্থান॥

ইহার পরে ও নিকটে রাস্তার ডানহাতি একখানি ৪ হাত উচ্চ পিতলের রথ দেখা যায়। উহাতে "১১৬৫ সাল" খোদিত আছে। উহার পরেই নাটমন্দির ও মূল মন্দির।

শ্রীপাটে একখানি প্রাচীন (গীতা) পুঁথি আছে, উহা মহাপ্রভুর শ্রীহস্তের লেখা বলিয়া সেবায়েতগণ বলেন। একটি বৈঠা বা হাল আছে। উহাও মহাপ্রভুর হস্তের বলিয়া কথিত হয়।

(শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্টের দ্বাদশগোপালগ্রন্থে শ্রীপাটের বিস্তৃত বিবরণ আছে)।

শ্রীলসূর্য্যদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট—শ্রীলগৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাটের নিকটেই পশ্চিম দিকে শ্রীল সূর্য্যদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট। সেবায়েত মহাশয় কুলবৃক্ষ দেখাইয়া বলেন যে ঐ স্থানে শ্রীল সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা শ্রীবসুধা মাতাও জাহ্নবা মাতার শুভ বিবাহ হইয়াছিল।

শ্রীভগবান দাস বাবাজীর আশ্রম—এই স্থানে সিদ্ধ মহাত্মা ভগবান্ দাস বাবাজী মহারাজ কৃত **শ্রীশ্রীনাম ব্রহ্মের সেবা** আছে এবং বাবাজী মহারাজের সমাধি আছে।

প্রাঙ্গনের একধারে একটি ইঁদারা আছে, উপর হইতে জল পর্য্যন্ত নামিবার সিঁড়ি আছে। বাবাজী মহারাজ ইন্দারার শীতল স্থানে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া ভজন করিতেন। আর একটি পুরাতন কামরাঙা গাছ আছে। গৌণী কার্ত্তিকী কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীলবাবাজী মহারাজের তিরোভাব উৎসব হয়।

কালিকাপুর—(বর্দ্ধমান) কাটোয়ার নিকট শ্রীশ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামী-বংশীয়দের শ্রীশ্রীরাধামাধবজীউর সেবা।

কালিন্দী—যমুনা নদী।

কালিয় হ্রদ--(কালীয়দহ) শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিত বর্ত্তমান 'কালিদহ'।

কাশী—(বারাণসী) ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং আসিয়া কাশীধামে শতাধিক দেব-মন্দির দেখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শতহস্ত উচ্চ তাম্রময় শ্রীবিশ্বেশ্বরের মন্দির ছিল। আওরঙ্গজেব মূল মন্দির ভাঙ্গিয়া তদুপরি মসজিদ নির্মাণ করে। বর্ত্তমান মন্দির ৩৪ হাত উচ্চ। মহারাজ রণজিৎ সিং ইহাকে সংস্কার ও তাম্রমণ্ডিত করিয়াছেন।

জ্ঞানবাপী—শিবপুরাণে ইহার নাম বাপীজল। কালাপাহাড়ের ধ্বংসলীলা-সময়ে শ্রীবিশ্বেশ্বরকে ঐ কূপে রাখা হইয়াছিল। ইহার ছাদটি ১৮৮২ খ্রীঃ গোয়ালিয়রের রাণী বৈজবাই নির্মাণ করেন।

নিকটে নেপালরাজ-দত্ত পাঁচ হাত উচ্চ একটি প্রস্তরের বৃষভ আছে। ঐ স্থানের উত্তর-পশ্চিম দিকে আদি বিশ্বেশ্বরের ৪০ হাত উচ্চ মন্দির আছে ও নিকটে কাশী কর্ব্বট নামক পবিত্র কূপ। তৎপরে শনৈশ্চরের মন্দির ও তাহার নিকটে অন্ন-

পূর্ণার মন্দির। বর্ত্তমান মন্দির পুনার রাজা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

কাশীতে চৈতন্য-(যতন)-বটের নিকট কলিকাতার শ্রীশশিভূষণ নিয়োগী মহাশয় শ্রীগৌর-নিতাই সেবা প্রকাশ করিয়াছেন।

কাশীতে পঞ্চনদী ও পঞ্চগঙ্গা। বর্ত্তমানে কেবল উত্তরবাহিনী গঙ্গাদেবীই আছেন। পঞ্চনদী—ধূতপাপা, কিরণা, সরস্বতী, যমুনা ও গঙ্গা।

কাশীতে প্রাচীন স্থান ঃ—

১। মণিকর্ণিকা ঘাট ও মন্দির। ২। দশাশ্বমেধ ঘাট ও মন্দির। ৩। ৬৪ যোগিনী। ৪। কেদার ঘাট ও মন্দির। ৫। হরিশ্চন্দ্র ঘাট ও মন্দির। ৬। প্রহ্লাদ ঘাট ও মন্দির। ৭। নারদ ঘাট ও মন্দির। ৮। হনুমান ঘাট ও মন্দির। ৯। তুলসী ঘাট ও মন্দির। ১০। পঞ্চগঙ্গা। ১১। মানমন্দির। ১২। অহল্যাবাই ঘাট। ১৩। শিবানীর ঘাট। ১৪। ভোঁসলা ঘাট। ১৫। কপিলধারা। ১৬। কোণার্ক কুণ্ড। ১৭। অগস্ত্য কুণ্ড। ১৮। সারনাথ (দূরে)। ১৯। তুলসীদাস আখড়া। ২০। পঞ্চক্রোশী পথ। ২১। কবির চৌরা প্রভৃতি।

বিন্দুমাধব—অধুনা বেণীমাধব। মন্দির মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ, গরুড়, শ্রীরামসীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমান আছেন। সাতরা জেলার করদরাজ্য আউন্ধের শ্রীমন্তরাণীসাহেব মহারাজা এই মন্দিরের ব্যয় নির্বাহ করেন। ২০০ বৎসর হইতে ঐ রাজ বংশের হাতে সেবা আছে।

কাশীকুণ্ড— ব্রজে কাম্যবনান্তর্গত।

(ভক্তি ৫।৮৫৫)

কাশীপুর—(মেদিনীপুর), নয়াবসানের সন্নিকট এই কাশীপুর গ্রাম। শ্রীলশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীরসিকানন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাশীনাথ দাসের স্থাপিত। ময়ূরভঞ্জের রাজা এই কাশীপুর হইতে বলপূর্ব্বক ইঁহাদের শ্রীবিগ্রহ লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু রসিকানন্দ পরে ময়ূরভঞ্জ হইতে ঐ বিগ্রহ আনয়ন করিয়া শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউ নামে কাশীপুরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর নির্দ্দেশে কাশীপুর গোপীবল্লভপুর হয়। [র০ ম০ দক্ষিণ ৩।৪৯-৮৬]

কাষ্ঠকাটা বা কাঠাদিয়া— ঢাকা বিক্রমপুর। কাষ্ঠকাটা শ্রীজগন্নাথ আচার্য্য প্রভুর শ্রীপাট। ইহার বংশধরগণ আড়িয়াল, কামারখাড়া, পাইকপাড়া প্রভৃতি গ্রামে বাস করেন। ঠাকুর জগন্নাথ আচার্য্য কর্ত্তৃক ঘাসিপুকুরে প্রাপ্ত ও সেবিত শ্রীশ্রীযশোমাধব বিগ্রহ—বর্তমানে নবদ্বীপে আছেন।

কিরীটেশ্বরী—(কিরীটকণা) মুর্শিদাবাদের পরপারে। ডাহাপাড়া গ্রাম হইতে এক মাইল পশ্চিমে। মহাপীঠ। দেবীর কিরীট পতিত হয়। দেবী বিমলা, ভৈরব সম্বর্ত্ত। পৌষমাসে মঙ্গলবারে মেলা হয়।

ভৈরব-মন্দিরের সম্মুখে একটী প্রস্তরফলকে শ্লোকে ১৬৮৭ শক লিখিত আছে। নবাব মীরজাফর এই দেবীর চরণামৃত পান করিয়াছিলেন।

(Seir Mutaqherin Vol II p. 342)

এই স্থানে সাধকপ্রবর রামকৃষ্ণের প্রস্তর-আসন আছে। গ্রামমধ্যে নবনির্মিত মন্দিরে বা গুপ্ত মঠে বর্তমানে দেবীর রৌপ্যকিরীট রক্তবস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া আছে।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক মঙ্গল বৈষ্ণব ও তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধরগণ এই দেবীর সেবায়েত ছিলেন। এই মঙ্গল বৈষ্ণব শ্রীল গদাধর প্রভুর শিষ্য ছিলেন এবং বর্দ্ধমান জেলার কাঁদরা গ্রামে

পরে বাস করেন। মঙ্গল ঠাকুরের পৌত্র বদনচাঁদ ঠাকুর প্রসিদ্ধ মনোহরসাহী কীর্তনের প্রবর্তক।

কিশোরনগর—'জালালপুর' দ্রষ্টব্য।

কিশোরীকুণ্ড—ব্রজে ছত্রবনের নিকটবর্ত্তী উমরাও গ্রামে অবস্থিত। এ স্থানে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী-প্রভুর প্রাণধন শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ প্রকট হন।

কীর্ণাহার—বীরভূম জেলা। কাটোয়া হইতে A.K.R. ছোট রেলে কীর্ণাহার ষ্টেশন।

(ক) এখানে শ্রীশ্রীচণ্ডীদাসের সমাধি আছে। ষ্টেশন হইতে ৭।৮ মিনিটের পথ।

(খ) পূর্ব সেবায়েতের সমাধি।

(গ) দেবালয়ে আধুনিক স্থাপিত শ্রীবিগ্রহ আছেন।

কীর্ণাহারের শ্রীশ্রীমদনমোহন-মন্দিরে নান্নুর হইতে চণ্ডীদাস নিত্য সন্ধ্যায় আগমন করিয়া কীর্ত্তন করিতেন। রামী রজকিনী সঙ্গে থাকিতেন। উক্ত মন্দিরের ভগ্ন স্তূপ আছে। ঐ স্তূপ খুঁড়িতে একটি ত্রিশূল বাহির হইয়াছিল। শুনা যায় চণ্ডীদাসের হস্তাক্ষরযুক্ত একখানি পুঁথি ছিল। উহা বোলপুরের বিশ্বভারতী আশ্রমে গিয়াছে। এই স্থান হইতে চণ্ডীদাসের জন্মস্থান নান্নুর ৪ মাইল।

কুঞ্জঘাটা—(রাজবাড়ী, মুর্শিদাবাদ)—বৈষ্ণবচূড়ামণি মহারাজ নন্দকুমারের বাটী, এখানে মহারাজ-সংগৃহীত লক্ষ বৈষ্ণব-পদরজঃ এবং "নরেন্দ্রসরোবর তীরে মহাপ্রভুর ভাগবত-শ্রবণের" প্রাচীন চিত্রখানি আছে। লক্ষ বৈষ্ণব ভোজন-সময়ে যে কাষ্ঠাসনে বসিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু এখনও আছে। মহারাজা মুর্শিদাবাদ জেলার (বর্ত্তমানে বীরভূম জেলার) আকালিপুর নামক স্থানে শ্রীশ্রীভদ্রকালী মাতা স্থাপন কনেন। ঐ ভদ্রপুরে নবরত্নমন্দিরে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীউ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখন ঐ সব বিগ্রহ কুঞ্জঘাটায় আছেন।

কুঞ্জঘাটায় নন্দকুমারের দৌহিত্র জগচ্চন্দ্রদেবের পুত্র রাজা মুকুন্দ পরমবৈষ্ণব ছিলেন। তিনি কুঞ্জঘাটাতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধামোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। রাজভবনে রক্ষিত মহাপ্রভুর চিত্র-সম্বন্ধে জানা যায়—

উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি মহারাজা প্রতাপরুদ্র পুরীধামে নরেন্দ্র সরোবরের তীরে পারিষদসহ শ্রীগৌরাঙ্গের যে চিত্রখানি অঙ্কিত করাইয়াছিলেন, ঐ চিত্রখানি তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহে কাতর শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু পুরীধামে যাইলে তাঁহাকে প্রদান করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধর শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর (ইনি মহারাজা নন্দকুমারের গুরু) উক্ত চিত্রখানি মহারাজকে প্রদান করেন। তদবধি ঐ চিত্র কুঞ্জঘাটাতে রহিয়াছে। চিত্রখানি সওয়া ফুট স্কোয়ার আকারে। চারিশত বৎসরের অঙ্কিত হইলেও উহা মলিন হয় নাই, যেমন রং তেমনই আছে।

কুঞ্জরা—ব্রজে, রাধাকুণ্ডের দেড়মাইল উত্তরে অবস্থিত। এস্থানে কুঞ্জরবেশধারিণী নব গোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিয়াছেন।

কুড়ইগ্রাম—কাটোয়া বর্দ্ধমান লাইট রেলের কৈচর ষ্টেশন হইতে ৭ মাইল। কাটোয়া হইতে ৫ ক্রোশ।

প্রবাদ—এখানে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মতান্তরে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের নূপুর পতিত হইয়াছিল। অদ্যাপি সেই নূপুর রক্ষিত আছে। শ্রীশ্রীগোপীনাথ ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর সেবা। এই বিগ্রহ আকাইহাট শ্রীপাট হইতে এস্থানে আনীত হইয়াছেন।

কুণ্ডলতলা— (কুণ্ডলীদমন-স্থান) বীরভূমে

সাঁইথিয়া ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কর্ণের কুণ্ডল এই স্থানের মন্দিরে আছে। এই স্থানের কোটপুর নামক স্থানে বকাসুরের সহিত ভীমসেনের যুদ্ধ হয়। গ্রামের দক্ষিণে কুণ্ডলীতলায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের জ্ঞাতিপুত্র মাধব বাস করিতেন। জাহ্নবী মাতাকে ইনি অন্নভোজন করাইয়াছিলেন।

কুণ্ডলকুণ্ড—ব্রজে ছোট বৈঠানগ্রামের নিকটবর্ত্তী। শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ-সঙ্গে এস্থানে কেশবিন্যাস করেন।

কুবেরতীর্থ—ব্রজে গোবর্দ্ধন-নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত।

কুব্জাকূপ—ব্রজে মথুরায় কংসখালির নিকটবর্ত্তী।

কুমরপুর- শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের প্রশিষ্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণাচার্য্যের শিষ্য গোপালচক্রবর্ত্তীর বসতিস্থান। [নরো° ১২]

কুমারনগর—সম্ভবতঃ মুর্শিদাবাদে। শ্রীনরোত্তম-শিষ্য শ্রীলবিষ্ণুদাস কবিরাজের শ্রীপাট। ২ ভাগীরথী তীরবর্ত্তী গ্রাম—এস্থানে শ্রীচিরঞ্জীব সেনের বসতি ছিল। (ভক্তি° ১।২৪৯)।

কুমারপাড়া—[বা কোঁয়ারপাড়া]—মুর্শিদাবাদ সহরের আধক্রোশ পূর্ব্বে মতিঝিলের পূর্বতীরে।

শ্রীজীবগোস্বামীর শিষ্যা শ্রীমতী হরিপ্রিয়া দেবী শ্রীবৃন্দাবন হইতে আসিয়া কুমারপুরে শ্রীরাধামাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। পুরাতন মন্দির ভগ্ন হইলে শ্রীবিগ্রহ এখন নূতন মন্দিরে আছেন। স্নানযাত্রায় উৎসব হয়।

প্রবাদ—আলিবর্দির ভ্রাতুষ্পুত্র মন্দিরের শঙ্খ-ঘণ্টা-রবে বিরক্ত হইয়া সেবকদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য হিন্দুর অখাদ্য পাঠাইয়া দেন, কিন্তু পরে উহা যুঁইফুলে পরিণত হয়, তদ্দর্শনে মহম্মদ খাঁ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া মতিঝিলের ৪ ঘাটে জীবহিংসা নিবারণ করিয়া দেন এবং মন্দিরের সিংহ দরজা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

মুসলমানগণ অনেক সম্পত্তি বিগ্রহকে দান করিয়াছিলেন। শ্রীমতী হরিপ্রিয়াকৃত অতিথিশালার ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। প্রাচীনকালের একটি মাধবীবৃক্ষ অদ্যাপি আছে।

শ্রীগৌরাঙ্গসেবক ষোড়শবর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় আছে যে শ্রীজীবগোস্বামীর শিষ্য ফরিদপুর জেলায় খান্‌খানাপুর গ্রামের নিকটস্থ ফুলতলাগ্রামবাসী বংশীবদন ঘোষই শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীশ্রীরাধামাধব বিগ্রহের সহিত কুমারপাড়ায় আসিয়াছিলেন। ১১৩৩ হিজরীর মহম্মদ শাহর মোহরযুক্ত বাদশাহী ফারমান শ্রীমাধবের সেবকগণের নিকট আছে, তাহাতে শাহাবাদপরগণার সুজা শিকাব ও সফ্‌দরপুর এই দুই মৌজা সামান্য পণে পুরস্কার দেওয়া হয়। এ স্থানের স্নানযাত্রার মেলা প্রসিদ্ধ।

কুমারহট্ট—২৪ পরগণা জেলায়। শ্রীঈশ্বর পুরীর, শ্রীনিবাস পণ্ডিতের ও শ্রীখঞ্জ ভগবান আচার্য্যের শ্রীপাট। ('হালিসহর' দ্রষ্টব্য) শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত [চৈ° চ° মধ্য ১৬।২০৫]।

কুমুদবন— মথুরা-মণ্ডলে, দ্বাদশ বনের অন্যতম।

কুম্ভকোণম্— (কুম্ভকর্ণ-কপাল) তাঞ্জোর জিলায়। কুম্ভকর্ণের মস্তকের খুলিতে সরোবর হয়। তাঞ্জোর হইতে বিশ মাইল উত্তর-পূর্বে। এখানে বারটি শিবমন্দির, চারিটি বিষ্ণুমন্দির ও একটি ব্রহ্মা-মন্দির আছে। (তাঞ্জোর গেজেটিয়ার)। শ্রীগৌরপদাঙ্কিত ভূমি (চৈ° চ° মধ্য ৯।৭৮)। এস্থানে 'মহামোক্ষম্' সরোবর।

কুম্ভস্থান—প্রয়াগে, হরিদ্বারে, উজ্জয়িনীতে

ও গোদাবরীর তটে প্রতি তিন বৎসর পর পর ক্রমশঃ কুম্ভযোগ বা পুষ্করযোগ হয়। 'মোক্ষপ্রদ সপ্ততীর্থ' দ্রষ্টব্য।

কুরুক্ষেত্র—থানেশ্বরের নিকটবর্ত্তী প্রাচীনতম তীর্থ। পুরাকালে কুরু-নামক রাজর্ষি এই ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই নাম (মহা° শল্য ৫৩।২)। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭।৩০), শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণ (১১।৫।১।১৪), কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র (২৪।৬।৪), পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণ (১৫।১৬।১২), তৈত্তিরীয় আরণ্যক (৫।১) প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে কুরুক্ষেত্রের নাম আছে। অপর নাম—'সমন্তপঞ্চক'। দৃশদ্বতীর উত্তরে ও সরস্বতী নদীর দক্ষিণে এই ক্ষেত্র বিদ্যমান। ইহার পরিমাণ ৪৮ ক্রোশ। এই স্থানে ৩৬৫টি তীর্থ আছে। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত [চৈ° ভা° আদি ৯।১১৯] ভক্তমালমতে শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত।

কুরুয়া—শ্রীহট্ট জেলায় অবস্থিত, শ্রীনারায়ণ দাস বিদ্যাবাচস্পতির পুত্র মনোহর রায়ের শ্রীপাট। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবা। শ্রীনারায়ণ দাস ৬৪ মেহান্তের অন্যতম। (চৈ° চ° আ ১২।৬১) শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শাখাসন্তান।

কুলনগর—(যশোহর) ইহা শ্রীপ্রেমদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বা পুরুষোত্তম মিশ্রের শ্রীপাট। ইনি কবিকর্ণপূরের সংস্কৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের পয়ারে অনুবাদ করেন।

কুলাই (বা কুলুই গ্রাম)—বর্দ্ধমান জেলা। কাটোয়া হইতে পাঁচ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অজয়-তীরে। কুলাই যাইবার পথে কাটোয়া হইতে ২॥ ক্রোশ দূরে শ্রীবিল্বেশ্বর শিব আছেন। তন্ত্রচূড়ামণিমতে ইনি অট্টহাসের শ্রীফুল্লরাদেবীর ভৈরব।

এই কুলাই গ্রাম শ্রীগোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব ঘোষের জন্মভূমি। অজয়-তীরে মহাপ্রভুর বিশ্রামের স্থান। ইহার এক পোয়া উত্তরে বাসু ঘোষের ভজনস্থান। বাসু, গোবিন্দ ও মাধবের বাস-চিহ্ন আছে।

বাসুদেব ঘোষের পিতৃদেব গোপাল ঘোষ ফতেসিংহ পরগণার রসোড়া গ্রাম হইতে কুলাই গ্রামে বাস করেন।

শ্রীযুক্ত গোপাল ঘোষের তিন বিবাহ। প্রথমা পত্নীর গর্ভে বাসু, গোবিন্দ ও মাধব। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে দনুজারি, কংসারি, মীনকেতন ও মুকুন্দ। তৃতীয়া পত্নীর গর্ভে—জগন্নাথ ও দামোদর। ইঁহারা সকলেই মহাপ্রভুর ভক্ত।

কুলিয়া পাট—নদীয়া জেলা। ই, আই, আর কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন হইতে ১॥ ক্রোশ পূর্বে। পৌষী কৃষ্ণা একাদশীতে বিরাট মেলা হয়।

শ্রীল দেবানন্দের শ্রীপাট। ইহা প্রাচীন কুলিয়া নহে। ৮০।৯০ বৎসর পূর্ব্বে জনৈক উদাসীন ভক্ত এই স্থানে শ্রীশ্রীনিতাইগৌর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপরে খড়দহের জনৈক গোস্বামী ঐ সেবা প্রাপ্ত হন, কিন্তু ঐ স্থানের জমিদার মাধবচাঁদ বাবু খড়দহের গোস্বামী প্রভুকে সেবাচ্যুত করিয়া বলাগড়ের অচ্যুতানন্দ গোস্বামীকে সেবা প্রদান করেন। ইহার পরে কলিকাতা মলঙ্গা লেন নিবাসী কিষণদয়াল ধর মহাশয় মন্দিরাদি নির্মাণ করিয়া দেন। শ্রীনিতাইগৌর শ্রীমূর্ত্তি অতীব রমণীয়।

কুলিয়া বা সাতকুলিয়া—('কুলিয়া পাহাড়পুর') এস্থানে মাধব দাসের বাস ছিল। ইঁহার গৃহে মহাপ্রভু অবস্থান করিয়াছিলেন। (কেহ কেহ বলেন—এই মাধব দাস কুলীন গ্রামের শ্রীল গুণরাজ খান-কৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থকে 'শ্রীকৃষ্ণ

মঙ্গল' নাম দিয়া স্বীয় নামে প্রচার করিয়াছিলেন)। ইহা কবিদত্ত ও সারঙ্গ ঠাকুরের শ্রীপাট। বংশীবদনানন্দ ঠাকুরের পূর্ব্বপুরুষগণের এই স্থানে বাস ছিল, তাঁহাদের সেবা—শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ। বংশীবদন ঠাকুর এখানে প্রাণবল্লভ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন ও উত্তরকালে বিল্বগ্রামে বাস করেন। পরে নবদ্বীপ ধামে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতার অনুমতি লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমানে দেবীর পিতৃবংশীয় যাদব মিশ্রের বংশধরগণই উক্ত বিগ্রহের সেবায়েত। ঐ বিগ্রহই নবদ্বীপে 'শ্রীশ্রীমহাপ্রভু'-নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে প্রেমদাস বা পুরুষোত্তম দাসের শ্রীপাট ছিল। সন্ন্যাসের পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু কুলিয়ায় আগমণ করত শ্রীশচীদেবী প্রভৃতির সহিত মিলন করেন [চৈ° ম° শেষ ৩।২৩—৫০] এবং পরে নবদ্বীপের বারকোণাঘাটে নিজ বাড়ীর সমীপে গিয়া শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ঘরে ভিক্ষা করিয়াছিলেন [ঐ শেষ ৩'৫১-৫২]।

কুলিন-গ্রাম—বর্দ্ধমান জেলা। ই, আই রেলপথে নিউ কর্ড জৌগ্রাম ষ্টেশন হইতে তিন মাইল।

(১) **শ্রীবসু রামানন্দের ভিট**— কুলীনগ্রামের চৈতন্যপুর পটি বা পাড়াতে। বর্তমানে পরলোকগত ভোলানাথ বসুর বাড়ীর দক্ষিণে ও চৈতন্যপুরের ভিতর দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার উত্তরে ছিল। এখনও ইষ্টক-স্তূপ আছে। ঐ বাসভবনের দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর দিকের কতকাংশ গড়খাত ছিল। অদ্যাপি সামান্য সামান্য চিহ্ন আছে। শ্রীরামানন্দ বসু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নামানুসারে স্বীয় বাসভবনের নামকরণ করিয়াছিলেন।

(২) **শিবানীমাতা**—এই শিবমূর্ত্তি বহু প্রাচীন। পাল-বংশীয় তান্ত্রিক রাজগণের সময়েও ইনি বর্তমান ছিলেন। প্রাচীন মন্দির ভগ্ন হইবার পর বর্তমানে মৃত্তিকামন্দিরে ইনি সেবিত হইতেছেন। প্রাচীন মন্দিরের দ্বারদেশের উপরিভাগে একটি ইষ্টক-লিপি আছে, উহার অনেক স্থান ভগ্ন হওয়ায় পাঠোদ্ধার করা যায় না। উহার মধ্যে "শুভমস্তু" "১১৬৩" এই দুই শব্দ বেশ বুঝা যায়। **শিবা দীঘি** নামে দেবীর একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে, উহা মূল শ্রীমদনমোহনের মন্দিরে দক্ষিণে।

(৩) **শ্রীজগন্নাথ-মন্দির**-- শ্রীশ্রীজগন্নাথ, সুভদ্রা, বলদেব এবং ধাতুময় শ্রীরাধাগোবিন্দ ও একটি শালগ্রাম আছেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা হয়।

(৪) **শ্রীরঘুনাথ-মন্দির**—মন্দিরের অভ্যন্তর ভগ্ন হওয়ায় বাহিরে জগমোহন-মধ্যে শ্রীরামসীতা ও শ্রীহনুমানজীর দারুময় বিগ্রহ আছেন। ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দির ভগ্ন হওয়ায় তিনিও ঐ স্থানে সেবিত হইতেছেন।

(৫) **শ্রীমদনগোপাল-মন্দির**— ইহাই এ স্থানের প্রধান মন্দির। বৃহৎ মন্দির, জগমোহন ও নাটমন্দির। সম্মুখে পূর্বদিকে গোপাল দীঘি-নামে বৃহৎ পুষ্করিণী। সিংহাসনে শ্রীমদনগোপাল, বামে শ্রীমতী রাধিকা, দক্ষিণে শ্রীমতী ললিতা দেবী, পূর্ব্বে প্রভু একক ছিলেন, বহু পরে শ্রীমতী দ্বয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন নাড়ুগোপাল, চণ্ডীদেবী, জগদ্ধাত্রী ও ৮টি শালগ্রাম আছেন। ইহাদের মধ্যে একটি শ্রীধর, ইনি সত্যরাজ খানের পূর্ববর্তী এবং আরও একটি শিলা মহাপ্রভুর সময়ে ঐ স্থানের কৃষ্ণদাস আচার্য্য নামক বর্তমানের সেবায়েতগণের পূর্ব্বপুরুষগণের সেবিত।

শ্রীসত্যরাজখাঁনের সেবিত একটি ক্ষুদ্রাকৃতি

শিবলিঙ্গ আছেন, উহার নাম—**গোপেশ্বর শিব**।

কুলীনগ্রামে—(১) শ্রীহরিদাস ঠাকুর, (২) শ্রীসত্যরাজ বসু, (৩) শ্রীরামানন্দ বসু, (৪) শঙ্কর, (৫) বিদ্যানন্দ ও (৬) বাণীনাথ বসু প্রভৃতির শ্রীপাট।

শ্রীকৃষ্ণদেব আচার্য্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সময়ে সেবায়েত ছিলেন। ঐ স্থানে পৌষ পূর্ণিমা হইতে মাঘী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত উৎসব হয়। বসু রামানন্দের বিস্তৃত বংশ বাংলায় ও কটকে বর্তমান আছেন।

(৬) **শ্রীগোপেশ্বর শিব-মন্দির**।

(৭) **শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থান**—শ্রী মদনগোপাল মন্দির হইতে এক পোয়া পথেরও কম দক্ষিণ দিকে। এই স্থানকে 'গঙ্গারামপটি' বলে। এই স্থানটি বৃহৎ বৃহৎ বকুল বৃক্ষে আচ্ছাদিত। শ্রীলহরিদাস ঠাকুরের ভজনাশ্রমের পার্শ্বে প্রাচীন বৃহৎ বটবৃক্ষ। ঐ বৃক্ষতলে যে স্থানে শ্রীহরিদাস প্রভু জপ করিতেন, তথায় একটি বেদী ছিল। ১৭৩৩ শকে বৈদ্যপুরবাসী দীননাথ নন্দী মহোদয় উহার উপরে একটি ছোট মন্দির করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরের দরজার উপর ইষ্টক-লিপি আছে।

এই স্থানে নিত্য লক্ষনাম-জপকারী শ্রীজগদানন্দ পাঠকের বাড়ী ছিল। উহার গৃহে ঠাকুর হরিদাস ভজন করিতেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের বিগ্রহ সত্যরাজ ও রামানন্দ বসু প্রতিষ্ঠা করেন—দারুময় বিগ্রহ, মুসলমান ফকিরের বেশ; ঐ স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীশ্যামসুন্দরের বিগ্রহ আছেন। কুলীনগ্রামে মাকরী সপ্তমীতে ও ভীষ্মাষ্টমীতে উৎসব হয়। মাঘী শুক্লা প্রতিপদ হইতে উৎসব আরম্ভ।

কুলীনপাড়া—(খড়দহ, ২৪ পরগণা) প্রসিদ্ধ কামদেব পণ্ডিত এই স্থানে বাস করিতেন। ইঁহার স্ত্রীর নাম শ্রীমতী রাধারাণী দেবী। ইনি স্বীয় পিতা কমলাকর পিপলাইকে বলিয়া শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে খড়দেহে বাস করান।

কামদেবের প্রপৌত্র চাঁদ শর্ম্মা। ইনি প্রতাপাদিত্যের বিশিষ্ট কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি খড়দহ কুলীনপাড়ায় শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কুলীনপাড়ার শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের সেবিত। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিয়া লইয়া গেলে ঐ বিগ্রহ চাঁদ শর্ম্মা স্বগৃহে লইয়া আসিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি ঐ স্থানে কামদেব-বংশীয়গণদ্বারা ঐ সেবা চলিয়া আসিতেছে।

কুশাবর্ত্ত—পশ্চিমঘাট বা সহ্যাদ্রির কুশট্ট-নামক প্রদেশ হইতে গোদাবরীর মূলধারাসমূহ উদ্ভূত হয়। উহা নাসিকের নিকটবর্ত্তী, কাহারও মতে বিন্ধ্যের পাদমূলে। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।৩১৭)।

কুশী বা কুশস্থলী—ব্রজে ধনশিঙ্গার চারি মাইল উত্তরে। এস্থানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনন্দরাজকে দ্বারকাধাম দর্শন করান।

কুসুম-সরোবর—মথুরায়, গোবর্দ্ধন ও রাধাকুণ্ডের মধ্যস্থানে অবস্থিত প্রকাণ্ড কুণ্ড। শ্রীরাধারাণীর পুষ্পচয়নস্থান।

কূর্ম্মস্থান—গঞ্জাম জিলা। **B. N. Ry** চিকাকোল ষ্টেশন হইতে আট মাইল পূর্ব্বে। তেলেগুভাষিগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° ম ১।১০২; চৈ° ভা° আদি ৯।১৯৭; চৈ° ম° শেষ ১।৪)। মন্দিরে শ্রীশ্রীকূর্ম্মদেব বা কূর্ম্মমূর্ত্তি আছেন।

এই মন্দির মাধ্ব্যমঠের তত্ত্বাবধানে বিজয়নগরের রাজার অধীনে ছিল।

নবশ্লোকী প্রস্তর-ফলকের নবম শ্লোকে লিখিত আছে "শুভ ১২০৩ শকাব্দে বৈশাখী শুক্লপক্ষে একাদশী তিথিতে বুধবারে কামতদেবের সম্মুখে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক অশেষ কল্যাণদাতা যোগানন্দ নৃসিংহদেবের উদ্দেশ্যে সানন্দে উৎসর্গীকৃত হইল। ইতি"

(কীলহর্ণ সাহেব ১২৮১ খৃঃ ২৯ মার্চ শনিবার)

শ্রীরামানুজ যে কালে একাদশ শতাব্দীতে কূর্ম্মাচলে শ্রীজগন্নাথ-দেবকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হন, তখন কূর্ম্মমূর্ত্তিকে শিবমূর্ত্তি জ্ঞান করিয়া একদিন উপবাস করেন, পরে উহা বিষ্ণুমূর্ত্তি জানিয়া কূর্ম্মদেবের সেবা প্রকাশ করেন (প্রপন্নামৃত ৩৬ অধ্যায়)।

কৃতমালা—(দাক্ষিণাত্যস্থিতা নদী)। বৈগাই বা ভাগাই নদীর একটি ধারা। 'সুরুলী', 'বরাহ নদী', ও 'বট্টিল্লগুণ্ডু নদী'—এই ধারাত্রয় বৈগাই বা ভাগাই নদীতে পড়িয়াছে। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত (চৈ° চ° মধ্য ৯।১৮১, চৈ° ভা° আদি ৯।১৩৮)।

কৃষ্ণকুণ্ড—ব্রজে আরিট গ্রামে শ্যামকুণ্ড, কাম্যবনে (ভক্তি ৫।৮৬৬), নন্দীশ্বরের নিকট (ঐ ৫।৯২৭), যাবটে (ঐ ৫।১০৮৪), বৈঠানে (৫।১৩৮৯) এবং বিল্ববনে (৫।১৬৯২) অবস্থিত।

কৃষ্ণগঙ্গা—মথুরার নিকটবর্ত্তী যমুনার শাখা-বিশেষ।

কৃষ্ণনগর—(খানাকুল কৃষ্ণনগর) হুগলী ; দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে। হাওড়া আমতা রেলের চাঁপাডাঙ্গা ষ্টেশনে নামিয়া দ্বারকেশ্বর নদী পার হইয়া ৯ মাইল পথ নদীর বাঁকে বাঁকে যাইতে হয়।

শ্রীল অভিরাম গোপালের শ্রীপাট। তিনি দ্বাদশ গোপালের একতম। শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউ সেবা। চৈত্রী কৃষ্ণা অষ্টমীতে উৎসব। শ্রীলঅভিরাম স্থাপিত শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউ বিগ্রহ অতীব মনোহর। অভিরাম কুণ্ড, প্রাচীন বকুল বৃক্ষ (প্রায় ৪।৫ শত বৎসরের), তদ্‌ভিন্ন রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ প্রভৃতি বহু দর্শনীয় স্থান আছে।

নাটমন্দির ১২৬৩ সালে মেদিনীপুর জেলার ধীবরগণ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। পরে উহা ভগ্ন হইলে ঐ সকল ধীবরের বংশধরগণ ১৩২০ সালে পুনরায় সংস্কার করিয়া দেন। নাট্যমন্দিরের প্রস্তরফলকে ভক্ত ধীবরগণের নাম আছে।

বর্ত্তমান মন্দিরের দক্ষিণে প্রাচীন নবরত্ন মন্দির আছে। উহা ১১৮১ সালে নসীরামসিংহ নির্মাণ করিয়া দেন। মন্দিরের বাহিরে বা প্রবেশ-পথের বামদিকে একটি বহু প্রাচীন সিদ্ধ বকুল বৃক্ষ উচ্চ বেদীর উপর আছে। ঐ স্থানে শ্রীঅভিরাম উপবেশন করিতেন।

শুনা যায়—শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের **জয়মঙ্গল-চাবুক** শ্রীপাটে রক্ষিত আছে। শ্রীপাটে ৩৬ ঘর অভিরামবংশীয় গোস্বামিগণের বাস। এই স্থানের পূর্ণ বিবরণ শ্রীল অমূল্য ধন রায়ভট্ট-প্রণীত 'দ্বাদশগোপাল' গ্রন্থে আছে।

খানাকুল কৃষ্ণনগর দেবমন্দির হইতে একক্রোশ দক্ষিণে শ্রীঅভিরামশিষ্য কৃষ্ণদাসের শ্রীপাট ছিল। এক্ষণে লুপ্ত।

কৃষ্ণপুর—হুগলী। সপ্তগ্রাম পাটবাড়ী হইতে এক পোয়া দক্ষিণ দিকে। প্রাচীন সরস্বতী নদীর পূর্ব্বতীরেই শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর জন্মস্থান। এইখানেই রাজা হিরণ্যদাস মজুমদার ও গোবর্ধন দাস মজুমদারের প্রাসাদ ছিল।

E. I. R. আদি সপ্তগ্রাম ষ্টেশনে নামিয়া ১॥

মাইল মধ্যে পাটবাড়ী। দেবমন্দিরে এক জোড়া কাষ্ঠপাদুকা এবং একখানি পুরাকালের পাথর আছে ; শুনা যায় —উহার উপর শ্রীরঘুনাথ প্রভু উপবেশন করিতেন।

কৃষ্ণপুর—(গোপালপুর) ব্রজে, দীর্ঘ বিরহের পর যে স্থানে ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণরামকে পাইয়া আনন্দোৎসবে ব্রজকে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণবেণ্বা নদী—কৃষ্ণবীণা, বেণী, সিনা ও ভীমা। সহ্যাদ্রিস্থ মহাবলেশ্বর হইতে কৃষ্ণা নদীর ধারাদ্বয়ের উৎপত্তি হইয়া মছলিপটমের কিঞ্চিদ্ দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। এই নদীতীরে শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বাড়ী ছিল। এস্থানে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত প্রাপ্ত হন।
[চৈ° চ° মধ্য ৯।৩০৩-৪]।

কেদারনাথ—ব্রজে পশপোগ্রাম হইতে পাঁচ মাইল পশ্চিমে উচ্চপর্ব্বতোপরি শ্রীকেদারনাথ মহাদেব বিরাজমান। দুর্গম পথ, স্থানের দৃশ্য মনোরম।

কেন্দুঝরি—মেদিনীপুরে(?) বর্ত্তমান কেন্‌ঝোর রাজ্য কি ? শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীগোকুলদাসের নিবাস (র° ম° পশ্চিম ১৪।৯০)।

কেন্দুবিল্ব—বীরভূম জেলায়। সিউড়ী হইতে ২০ মাইল দক্ষিণে, অজয় নদীর তীরে। ই, আই রেলপথে দুর্গাপুর ষ্টেশন হইতে মোটরবাসে শিবপুর, শিবপুর হইতে পদব্রজে দুই মাইল অজয় নদী। পরপারেই কেন্দুলি বাজার। কেন্দুবিল্বের পশ্চিমে অনতিদূরে বিল্বমঙ্গলের নিবাসভূমির ধ্বংসাবশেষ। পূর্ব্বে ইতিহাস—প্রসিদ্ধ 'লাউসেনতলা' ও দক্ষিণে অজয়ের অপর তটে 'ঘোষের দেউল।'

কেন্দুবিল্ব শ্রীজয়দেবের শ্রীপাট। ইনি লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার কবি ছিলেন। পিতার নাম—ভোজদেব ও মাতার নাম—বামাদেবী।

'শ্যামারূপার গড়' বা 'সেন পাহাড়ী'—লক্ষ্মণ সেন এই স্থানে বহুদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি জয়দেব-সহ পরিচিত হন।

জয়দেব অজয় নদ হইতে শ্রীরাধামাধব বিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন। পরে পত্নীসহ ইনি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। দ্বাদশ বৎসর পরে উভয়েই বৃন্দাবনে দেহরক্ষা করেন।

কেন্দুবিল্বের শ্রীবিগ্রহ—বর্দ্ধমানের রাণীমাতা সেনপাহাড়ী হইতে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহ আনিয়া এই স্থানে স্থাপন করেন। লক্ষ্মণ সেনের পরে রাজা বিনোদ রায় স্বীয় নামে ঐ বিগ্রহ ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। মন্দিরের শিলালিপিতে ১৬১৪ শক লিখিত ছিল। মন্দিরের নিকটে অজয় তীরে কুশেশ্বর শিব আছেন। এই স্থানে জয়দেব বিশ্রাম করিতেন। শিব-সমীপবর্ত্তী একখণ্ড প্রস্তরে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত আছে। এটিকে 'ভুবনেশ্বরী যন্ত্র' বলে। ঐ যন্ত্রে জয়দেব সাধনা করিতেন।

কুশেশ্বর শিবের মস্তক হইতে ১৪ই আশ্বিন (১৩১৬) হইতে তিন ধারায় অবিরত সলিল-উৎস উঠিয়াছিল। ১৩২০ সালেও ঐরূপ জলধারা দেখা গিয়াছিল।

সেনপাহাড়ী বা শ্যামারূপার গড়ে বিগ্রহের যাহারা সেবায়েত ছিলেন, কেন্দুবিল্বে উক্ত বিগ্রহ আগমন করাতে তাঁহাদের পরিবর্ত্তে কেন্দুবিল্ববাসী অধিকারী-বংশীয় ব্রাহ্মণগণকে বিগ্রহের সেবক নিযুক্ত করা হয়।

মূল মন্দিরের নিকট অন্য একটি দেবালয়

আছে। বহুপূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবন হইতে আগত রাধারমণ গোস্বামী শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ ও রাজরাজেশ্বর শিলা ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। এই দেবালয় মধ্যে গোস্বামীজীর সমাধি আছে। উঁহার শিষ্যধারা এইরূপ ঃ—

শ্রীরাধারমণ, ভরত দাস, প্যারীলাল, ফুলচাঁদ, রামগোপাল, সর্বেশ্বর, মহান্ত দামোদর ব্রজবাসী।

সন্ন্যাসী রাধারমণ গোস্বামী এই স্থানে পরে জমিদার হয়েন। এই দেবালয় দেখিতে রাজ-প্রাসাদের ন্যায়। ফুলচাঁদ গোস্বামী শ্রীবিগ্রহের রথ নির্ম্মাণ করেন। পৌষ সংক্রান্তিতে এবং রথের সময়ে মেলা হয়।

'জয়দেব-চরিত্র' তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বনমালী দাস ভাষা পয়ারে রচনা করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন। শ্রীজয়দেব-কৃত শ্রীগীতগোবিন্দের পূজারী গোস্বামী-কৃত বালবোধিনী টীকা, শ্রীশঙ্কর-মিশ্রকৃত রসমঞ্জরী, রাণাকুম্ভ-কৃত রসিকপ্রিয়া প্রভৃতি বহু টীকা।

জয়দেবের দুই মাইল দক্ষিণে বিল্বমঙ্গল গ্রাম। উহার দক্ষিণে অজয়পারে জামদহ চিন্তামণি ভিটা। প্রবাদ—বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণির বাড়ী এই স্থানে ছিল। একটি আখড়া আছে।

শ্যামারূপার গড়—(ইছাই ঘোষের দেউল) শ্রীশ্যামারূপার গড়ের অধীশ্বর ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া গৌড়েশ্বরের সেনাপতি লাউসেন শিবির করেন। ঐ শিবিরের স্থানকে '**লাউসেনতলা**' বলে।

সেনপাহাড়ী বা সেনাচল, ত্রিষষ্ঠিগড় বা ঢেকুর ৮।১০ মাইল ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান আছে। ঐ পাহাড়ের পূর্ব্বে অনতিদূরে ইছাই ঘোষের দেউল। একটি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ। সেনরাজাদের প্রতিষ্ঠিত গড় বলিয়া উহার নাম 'সেন-পাহাড়ী' হইয়াছে এবং ইছাই ঘোষের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্যামারূপাদেবীর জন্য 'শ্যামারূপার গড়' নাম হইয়াছে। গড়ের উপরে উত্তর পশ্চিমাংশে প্রাচীর ও পরিখার বহির্দ্দেশে শ্রীশ্রীশ্যামারূপা মাতার মন্দির। মন্দিরে দেবী এখন নাই। সুহ্মারূপার অপভ্রংশ শ্যামারূপা।

ঐ গড়ের অদূরে ইসলামপুরের বাজারের নিকটবর্তী দেবীপুরের পার্শ্বে সুহ্মেশ্বরী দেবী আবিস্কৃত হইয়াছিলেন। দ্বিভুজা বৌদ্ধ তারামূর্তি—ক্ষুদ্র মন্দিরে আছেন। মুখ হইতে উদর পর্য্যন্ত ভগ্ন। দেবীর পাদপীঠে আছে—

'যে ধর্মা হেতুপ্রভবা হেতুং তেষাং তথাগতাহ্যবদৎ।
তেষাঞ্চ যো নিরোধঃ এবং বাদি মহাশ্রমণঃ॥

ই, আই, আর সীতারামপুরের পরের ষ্টেশন সালানপুর তথা হইতে এক মাইল দূরে ভাঁড়ার পাহাড়ের সান্নিধ্যে সেনপাহাড়ী গড়ের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্যামারূপা দেবী এখন কল্যাণেশ্বরী দেবী নামে অভিহিত। প্রবাদ—শেখর ভূমের রাজা কল্যাণেশ্বর বল্লাল সেনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া যৌতুক-স্বরূপে উক্ত দেবীকে লইয়া গিয়া নিজ-নামে দেবীর নামকরণ করেন।

কেরল দেশ—কন্যাকুমারী হইতে গোনর্দ্ধ (গোয়া) পর্য্যন্ত। শ্রীনিত্যানন্দপদাঙ্কিত [চৈ° ভা° আদি ৯।১৪৯]

কেশবপুর--বর্দ্ধমান জেলায় কুলীনগ্রামের নিকট। শ্রীবিষ্ণুদাস আচার্য্যের বাসস্থান।

কেশিতীর্থ—যমুনার ঘাট, এস্থানে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক কেশী দৈত্যের বধ হয়।

কেশীয়াড়ী—মেদিনীপুর জেলায়। খড়্গপুর ষ্টেশন হইতে মোটরে যাওয়া যায়। **B.N.Ry.** কণ্টাইরোড ষ্টেশন হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে।

এই স্থানে **শ্রীল** শ্যামানন্দ প্রভুর কিশোর,

উদ্ধব, পুরুষোত্তম ও দামোদর—এই চারি শিষ্য ছিলেন।

কেশীয়াড়ীর নিকটে তলকেশরী পল্লীতে শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের পুরাতন মন্দির আছে। উহার অর্দ্ধক্রোশ দূরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা বাড়ী। রথের সময় মেলা হয়। এই স্থানে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু অন্নকূট উৎসব করেন।

কৈয়ড়—(বর্দ্ধমান জেলায়) শ্রীল বেদগর্ভ প্রভুর শ্রীপাট। শ্রীশ্রীমদনগোপাল এবং শ্রী-বিজয়গোপাল, শ্রীমতী নাই। শ্রীবেদগর্ভ প্রভুর পূর্ব্ব পুরুষের সেবিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দন শিলা আছেন।

শ্রীবেদগর্ভপ্রভুর নিম্নতমবংশে শ্রীল আউলিয়া গোস্বামি সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। উঁহার এবং তাঁহার সহধর্মিণীর সমাজ হুগলী জেলার (সোনা-লুক) বনের মধ্যে আছে; তাঁহার পাদুকা সোনালুকে শ্রীশ্রীগোপীনাথ-মন্দিরে আছে। তারকেশ্বর হইতে সোনালুক ৩ ক্রোশ পশ্চিমে।

কৈলাস—স্বনাম-প্রসিদ্ধ পর্ব্বত, মহাদেব ও কুবেরের বাসস্থান [চৈ° ম সূত্র ১৬১]। বৃহৎ-সংহিতামতে উত্তরদিকে ইহা নির্ণীত। মৎস্য-পুরাণে—(২১৪ অ) ইহার দক্ষিণে এলাশ্রম, উত্তরে সৌগন্ধিক পর্ব্বত, দক্ষিণ-পূর্বে শিবগিরি, পশ্চিমোত্তরে ককুদ্মান্ এবং পশ্চিমে অরুণ পর্বত অবস্থিত। বর্ত্তমান তিব্বতদেশে মানস-সরো-বরের নিকট ও কাশ্মীর রাজ্যের উত্তর-পূর্বে কৈলাস। ইহা হইতে সিন্ধু, শতদ্রু ও ব্রহ্মপুত্র বহির্গত হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান নাম—গাঙ্‌রি। বরাহপুরাণাদিতে মাহাত্ম্য দ্রষ্টব্য। কৈলাসনাথ—প্রাচীন মূর্ত্তি। হরিবংশ ২৬৪-২৮১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কোকিলা বন—ব্রজে নন্দগ্রামের তিন মাইল উত্তরে (ভক্তি ৫।১১৫৭-৬৮)। এস্থানে শ্রীকৃষ্ণ কোকিলের ধ্বনি করিয়া শ্রীরাধার সহিত মিলিত হন।

কোগ্রাম বা উজানী—বর্দ্ধমান জেলায়। মঙ্গলকোটের নিকট। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট। ইঁহার হস্তা-ক্ষর ঐ স্থানের রাজেন্দ্রলাল মল্লিক মহাশয়ের গৃহে আছে। কেহ বলেন—ঐ গ্রন্থ গুস্করা ষ্টেশনের নিকট কাঁকড়া গ্রামের প্রাণবল্লভ চক্র-বর্ত্তীর গৃহে আছেন। ঠাকুর তাঁহার বাটীতে ফুল-গাছতলায় যে প্রস্তরের উপর বসিয়া শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল গ্রন্থ লিখিতেন, এই প্রস্তরখানি এখনও আছে। শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের শ্বশুরালয়—আমেদপুর কাকুট গ্রামে ছিল। এই স্থানে বিক্র-মকেশরী নামে রাজা থাকিতেন। চণ্ডীকাব্যের ধনপতি, শ্রীমন্তদত্ত ও খুল্লনার ধাম ছিল।

চূড়ামণি-তন্ত্রমতে উজানী—পীঠস্থান। বর্ত-মান পীঠস্থান প্রাচীন নহে। মঙ্গলকোটে দুর্গ-মধ্যে ছিল। এখানে দেবী—মঙ্গলচণ্ডী ও ভৈরব—কপিলেশ্বর শিব।

ঐ মন্দির হইতে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট। শ্রীলোচনদাসের ইষ্টক-নির্মিত সমাধি আছে। উহার উত্তর দিকে শ্রীনিতাইগৌর মৃন্ময় বিগ্রহ আছেন। মকর-সংক্রান্তিতে শ্রীলোচন ঠাকুরের আবির্ভাব উৎসব হয়।

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট হইতে নিকটেই অজয় নদ এবং অল্পদূরে অজয়-কুনুরের সঙ্গম। ঐ সঙ্গম-স্থানের পশ্চিমে মহাশ্মশান। শ্মশানের এক পার্শ্বে **'খড়্গামোক্ষণ'** নামক পবিত্র তীর্থ-ক্ষেত্র।

গঙ্গামঙ্গল-রচয়িতা দ্বিজ কমলাকান্তের এই গ্রামে বাস ছিল। মঙ্গলকোটে মুসলমানদের যে

কীর্ত্তি ছিল। কালক্রমে সব ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। বড়বাঙ্গারের মসজিদ বা হোসেন সার মসজিদ ধ্বংসোন্মুখ। এই মসজিদের মধ্য প্রবেশ দ্বারের বামদিকে স্তম্ভের পাদদেশে 'শ্রীচন্দ্রসেন নৃপতি' এই নামটি প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে লিখিত আছে। ঐরূপ লেখাযুক্ত আরও চারখানি প্রস্তর ফলক মসজিদের ভিতরে আছে। মুসলমানগণের নিদারুণ অত্যাচারের ঐ সব প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আরও মঙ্গলকোটের রাজা বিক্রমাদিত্যকে গজনবী মিঞা যুদ্ধে পরাস্ত করে ও সমুদয় অধিবাসীগণকে মুসলমান করিয়া দেয়। ঐ সময়ে মঙ্গলকোটের দেবদেবী চূর্ণীকৃত হইয়াছিল। কুনুব নদী হইতে জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দুদের দেবদেবী মূর্ত্তি অনেক পাওয়া গিয়াছে। (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা)।

এই স্থানের শ্রীনারায়ণচন্দ্র মণ্ডলকে শ্রীশ্রীজাহ্নবা মাতা কৃপা করেন।

[বীরভূম জেলার নলহাটি আজিমগঞ্জ রেলের তকিবপুর ষ্টেশন হইতে এক মাইল উত্তরে এক কোগ্রাম আছে। উহা কিন্তু শ্রীলোচনদাসের শ্রীপাট নহে]।

কোটবন—(কোটরবন) ব্রজে কুশীর উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। সখাসহ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসস্থলী।

কোটরা—(হুগলী) থানাকুল থানার নিকট। শ্রীঅভিরাম-শিষ্য শ্রীঅচ্যুত-পণ্ডিতের শ্রীপাট।

কোটিতীর্থ—মথুরায় বিশ্রামঘাটের দক্ষিণে অবস্থিত যমুনার ঘাট।

কোণার্ক বা কোণারক—চন্দ্রভাগা নদীর নিকট। ইহা সূর্য্য-মন্দির, পুরী হইতে বিশ মাইল। কোণারকের এক মাইল দক্ষিণে চন্দ্রভাগা নদী সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। ঐ স্থানকে চন্দ্রভাগা বলে। মাঘী শুক্লা সপ্তমীতে ঐ স্থানে মেলা হয়। কেণারকে নবগ্রহের মূর্ত্তি আছে। ঐই মন্দির নৃপতি নরসিংহদেব ১২৩৭-১২৮২ খৃঃ নির্মাণ করেন। প্রবাদ—কোণারকের মন্দিরের শিখরদেশে বৃহৎ চুম্বক পাথর (কুম্ভ পাথর **Lodestone**) ছিল। উহার আকর্ষণে সমুদ্রগামী জাহাজসকল আকৃষ্ট হইয়া তীরে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া যাইত। এজন্য একদা পোতবাহী মুসলমানগণ উক্ত প্রস্তর খুলিয়া লইয়া যায়। হাণ্টার সাহেবের (**Antiquities of Orissa**) গ্রন্থেও ঐ প্রবাদ লিখিত আছে। [**Vide also Statistical Account XIX pp 84—91**]।

কোতরং—(হুগলী, কোর্ট একতিয়ারপুর—প্রাচীন নাম) গঙ্গাতীরে, কোন্নগর ষ্টেশন হইতে এক মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে, বালি উত্তর পাড়ার উত্তরে। এই গ্রামে পূর্ব্বে শ্রীল রামচন্দ্র খানের বাস ছিল। এই রামচন্দ্র খান মহোদয় মহাপ্রভুর পুরী-গমনের সময়ে ছত্রভোগ হইতে নৌকা করিয়া দিয়াছিলেন। ছত্রভোগে থাকিয়া দেখাশুনা করিতেন। শ্রীচরিতামৃতে ইহার বিবরণ আছে। বংশধরগণ বর্ত্তমানে লক্ষ্মণনাথ, দাঁতন, কাউপুর, ডাকপুর, দেউড়দা প্রভৃতি স্থানে বাস করেন। সকসেই ধনী জমিদার ও গণ্য মান্য ; 'মহাশয়' ইঁহাদের খ্যাতি।

কোন্দলিয়া—মথুরামণ্ডলস্থ কুমুদ বন। এ-স্থানে শ্রীদামসুবলাদি পরস্পর কোন্দল করিয়াছিলেন (চৈ° ম° শেষ ২।৩২৫)

কোনাই—(কেঙনাই) ব্রজে, রাধাকুণ্ডের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত গ্রাম। একদা শ্রীরাধা বিরহে শ্রীকৃষ্ণ দূতীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'কেঁও না আই?' এই জন্য এস্থানের নাম 'কোনাই'।

কোলদ্বীপ— কুলিয়াপাহাড়পুর, নবদ্বীপের অন্তর্গত—বর্ত্তমানে গঙ্গার পূর্ব তীরে অবস্থিত 'সাতকুলিয়া' এবং পশ্চিমদিকস্থ কোলের গঞ্জ প্রভৃতি। [ভক্তি ১২৩৭২—৪০২]।

কোলাপুর—বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্য। উত্তরে সাঁতরা, পূর্ব্ব ও দক্ষিণে বেলগাম, পশ্চিমে রত্নগিরি। উর্ণানদী আছে, কোলাপুরে পূর্ব্বে ২৫০টী মন্দির ছিল।

প্রধান মন্দির—(১) অম্বাবাঈ বা মহালক্ষ্মীর মন্দির ; (২) বিঠোবার মন্দির ; (৩) টেম্ব্রা-ইর মন্দির ; (৪) মহাকালীর মন্দির ; (৫) ফিরাঙ্গই বা প্রত্যঙ্গিরার মন্দির ; (৬) য়্যাল্লাম্মার মন্দির (বোম্বাই গেজেটিয়ার,)। শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত (চ° চ° মধ্য ৯।২৮১)।

কৌশিকী—মগধের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা ভাগীরথীর শাখা নদী। উত্তর ভাগলপুর ও পশ্চিম পূর্ণিয়ার মধ্য দিয়া দ্বারভাঙ্গার পূর্ব্বে প্রবাহিতা কুশী নদী। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিতা (চৈ° ভা° আদি ৯।১২৬)।

ক্রীড়াকুণ্ড—(মথুরায়) কাম্যবনে চরণ-পাহাড়ীর নিকটবর্ত্তী (ভক্তি ৫।৮৫৭)।

ক্ষীরগ্রাম—দাঁইহাট হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম ১০ মাইল দূরে ক্ষীরগ্রাম। ঐখানে সতীর দক্ষিণ চরণাঙ্গুষ্ঠ পতিত হইয়াছিল। বৈশাখ সংক্রান্তিতে উৎসব।

ক্ষীরসাগর, ক্ষীরোদধি— লবণ সমুদ্রের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত, সর্বাশ্রয় শ্রীবাসুদেবতত্ত্বের নিবাস। ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুই জগৎপালক।

ক্ষুন্নাহার সরোবর—ব্রজে নন্দগ্রামের নিকট-বর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণকেলিকুণ্ড।

ক্ষেত্র—নীলাচল।

[খ]

খড়দহ—২৪ পরগণা। ই, আই, আর খড়-দহ ষ্টেশন হইতে দুই মাইল পশ্চিমে শ্রীমন্দির। গঙ্গার নিকটে অবস্থিত।

শ্রীমন্দিরের শিখরদেশে একটি ভগ্ন ইষ্টক-লিপি আছে, উহার কিছু কিছু পাঠ করা যায়—

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ শুভমস্তু ১৬৭৩ শকাব্দ শিল্পি-কার…দাস।

শ্রীমন্দির-মধ্যে মধ্যস্থলে সিংহাসনে—

১। শ্রীমতীও শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর প্রভু। ২। শ্রীজগন্নাথ। ৩। বহু শালগ্রাম। শ্রীশ্রী-নিত্যানন্দ প্রভুর বক্ষঃস্থিত ১৪টি চক্রবিশিষ্ট **শ্রীঅনন্ত শিলা**, মস্তকে অবস্থিত **শ্রীশ্রীত্রিপুরা সুন্দরী যন্ত্র**—(তাম্র ফলকের) আর হস্তের **যষ্টিখণ্ড** আছে। বহুকাল হইতে একখানি শ্রী-মদ্ভাগবত পুঁথি আছে। কেহ বলেন—উহা শ্রীশ্রীবীরভদ্র প্রভুর লিখিত, কেহ বলেন উহা শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লিখিত, (?)। সিংহাসনের উত্তর ভাগে শ্রীশিবের ঘর। উহার মধ্যে চতু-র্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং বহু শিবলিঙ্গ প্রভৃতি আছেন। পূর্ব্বে এই মন্দিরের কুলুঙ্গীতে দারু-ময় শ্রীনিতাই-গৌর বিগ্রহ, অষ্টধাতুর শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ ও বিস্তর শালগ্রাম ছিলেন। বর্তমানে তাঁহারা লুপ্ত।

প্রাচীন মন্দির এখন নাই। যাহাকে প্রাচীন মন্দির বলে, ঐ স্থানের প্রভুর বাস-ভবন ছিল। বর্তমানে বহু পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে।

ঐ স্থানেই শ্রীশ্রীবীরভদ্র প্রভু ও শ্রীশ্রীগঙ্গামাতা দেবীর সূতিকাগৃহ ছিল। বর্তমানে ঐ স্থানে একটি বড় বেদী হইয়াছে, উহার উপরে দুইটি তুলসী-মঞ্চ। উহাই সেই 'আঁতুর ঘরের স্মৃতি'।

খড়দহে শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীল নরোত্তম প্রভুর আগমন হইয়াছিল।

বর্তমান মন্দিরের উত্তর পূর্বের পুষ্করিণীর নাম —'**শ্বেতগঙ্গা**' এবং ঐ শ্বেতগঙ্গার পূর্ব্বদিকে পুষ্করিণীর নাম — '**যমুনা**'।

শ্রীলবীরভদ্র প্রভুর আনীত প্রস্তরে শ্রীবিগ্রহ নির্মিত হয়। সে কাহিনী অনেক স্থানেই বিবৃত আছে। গঙ্গার যে ঘাটে প্রস্তর আসে, সেই ঘাটের নাম 'শ্যামসুন্দর ঘাট।'

শ্রীবীরভদ্র প্রভুর আনীত প্রস্তরখণ্ডে তিন বিগ্রহ—শ্রীশ্যামসুন্দর, শ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীনন্দদুলাল জীউ নির্মিত হইয়া যে অবশিষ্ট প্রস্তর থাকে, উহা ঐ স্থানের গঙ্গার ধারের দিকে একটি অশ্বত্থবৃক্ষতলে অদ্যাপি আছে। উহার আকার একহাত দীর্ঘ ও একহাত প্রস্থ। উহাকে '**ডহরকুমারী**' বলে।

প্রাচীন রাসমন্দির—গঙ্গার ধারে লালু পালের বাঁধা ঘাটের উপরে রাস্তার পূর্ব্বদিকে ছিল। ১২৮৪ সালে গোস্বামী প্রভুদের মধ্যে গৃহবিবাদ হওয়াতে ঐ স্থানে বিগ্রহের রাসযাত্রা বন্ধ হইয়া যায়। তৎপরে নূতন রাসমন্দির হয়—খড়দহ খেয়াঘাটের পূর্ব্বদিকে।

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের বার মাসে তের পার্বণ হয়। তন্মধ্যে **ফুলদোল ও রাসযাত্রাই** বিশেষ প্রসিদ্ধ। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উৎসবও হইয়া থাকে।

ভোগে ছোলা, গুড় ও কদলী দিবার বিশেষ প্রথা। উহা শ্রীবীরভদ্র প্রভু-হইতেই প্রবর্তিত হইয়াছে।

শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর সময় হইতে নিত্য ১॥ মণ ধান্যের চাউল ও সেই উপযুক্ত উপকরণ নিরূপিত ছিল। পূজারীরা পূর্ব্বে বেতন পাইতেন না। দেবমন্দিরে সোনা-রূপা ছাড়া যাহা প্রণামী পড়িত, তাহাই তাঁহাদের প্রাপ্য ছিল। উহাতে তাঁহাদের বেতন অপেক্ষা প্রচুর পাওনা হয় দেখিয়া ১২৮৪ সাল হইতে বেতন বন্দোবস্ত হয়। বহুপূর্বে প্রণামী কড়ি দিয়া সাধারণে দণ্ডবৎ করিতেন।

প্রাচীন ফার্সি দলিলে জানা যায় যে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের শ্রীমন্দিরে প্রণামী কড়ির ভাগ-বাটোয়ারা লইয়া গোস্বামীদের মধ্যে বিবাদ হয় এবং তদানীন্তন মুসলমান বিচারকের নিকট মোকর্দ্দমা হয়। ঐ মোকর্দ্দমা রুজু করেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হইতে ৪।৫ পুরুষ অধস্তন বংশধর শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী। সেই দলিল কলিকাতায় গোস্বামী গৃহে আছে। উক্ত ফার্সি দলিলের ইংরাজী অনুবাদ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ-মন্দিরে রক্ষিত আছে।

খড়দহের বিবরণ **Hunter's Statistical Account of Bengal Vol 1. P. 107-8** এ আছে। পণ্ডিত শ্রীহরিমোহন বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন ঃ—বর্ত্তমান মন্দির করান—শ্রীবীরভদ্র-প্রভু হইতে ষষ্ঠ-সংখ্যক শ্রীহরিরাম গোস্বামীর স্ত্রী শ্রীমতী পটেশ্বরী মা গোস্বামিনী, ইঁহার পুত্র লালবিহারী গোস্বামী নবাব-কর্ত্তৃক বন্দী হন এবং এক লক্ষ মুদ্রার পরিবর্তে নবাব তাহাকে মুক্ত করিতে চাহিলে মা গোস্বামী শিষ্যগণের নিকট হইতে লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া নবাবের নিকট পাঠান ; কিন্তু নবাবের মত পরিবর্ত্তন হয় ও বিনা অর্থে লালবিহারীকে মুক্তি দেন। মা গোস্বামী উক্ত লক্ষ টাকা শিষ্যদিগকে ফিরাইয়া দিতে চাহিলে তাঁহারা রাজি হন নাই। ঐ অর্থে তিনি খড়দহের মন্দির নির্মাণ করান।

শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে যে অনন্ত শিলা ও

ত্রিপুরা সুন্দরীর যন্ত্র থাকিতেন, উহা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর উর্দ্ধতন বংশ-পর্য্যায়ে চন্দ্রকেতু ঠাকুরের পিতার সেবিত ছিলেন। তিনি ঘোর শাক্ত ছিলেন। কিন্তু চন্দ্রকেতু পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত—শ্রীবঙ্কিম দেব। খড়দহে শ্রীঅনন্তশীলা ও ত্রিপুরাসুন্দরী যন্ত্র আছে। শ্রীবঙ্কিমদেবকে-গোপীজনবল্লভ ও রামকৃষ্ণ প্রাপ্ত হন।

(নিত্যানন্দ-বংশবল্লী ৭৮ পৃঃ)

শ্রীধাম খড়দহে শ্রীপুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়ে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সর্ব্বপ্রথম আগমন করেন; কিন্তু ঐ দেবালয় এখন কোথায় ?

খণ্ড—বর্দ্ধমান জেলায় 'শ্রীখণ্ড' দেখুন।

খদির বন—(খায়রো)—শ্রীব্রজ মণ্ডলের অন্তর্গত দ্বাদশ বনের অন্যতম। শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ-স্থল।

খম্বহর—ব্রজের উত্তর সীমায় অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ স্থলী (ভক্তি ৫।১৪৩০)।

খয়রাশোল—বীরভূম জেলায়। অণ্ডাল সাঁইথিয়া লাইনে পাঁচরা ষ্টেশন হইতে দেড় মাইল। দুবরাজপুরের নিকট।

মঙ্গলডিহির ভক্ত পান্নুয়া গোপালের পাঁচটি পোষ্যপুত্র ছিল। অনন্ত-নামক পুত্রের বংশধরগণ পান্নুয়া গোপালের সেবিত শ্রীবলরামজীকে খয়রাশোলে প্রতিষ্ঠিত করেন।

খরারো—ব্রজের উত্তরদিকে যমুনার তীরবর্ত্তী গ্রাম।

খাতড়া—(বাঁকুড়া) রাজবাটী। মহারাজা জগন্নাথ ঢোলের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহ। রাজারা দাস গদাধর-বংশের শিষ্য।

খানচৌড়া—(খানাজোড়া, খালাছড়া বা খানাচৌড়া) নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী গ্রাম—শ্রীনিত্যানন্দের বিহারভূমি (চৈ° ভা° অন্ত্য ৫।৭০৯)

খানাকুল—দ্বারকেশ্বর নদীতটে—শ্রীল অভিরাম গোপালের পাট। 'কৃষ্ণনগর' দেখুন।

খাঁপুর—ব্রজে, ভাদাবলীর এক মাইল দক্ষিণে; রণবাড়ীতে ফাগুযুদ্ধের পর শ্রীরাধাকৃষ্ণ এস্থানে ভোজন করেন।

খামীগ্রাম—ব্রজের উত্তরসীমাস্থ 'খম্বহর'। শ্রীবলদেবস্থল—এস্থানে শ্রীবলদেবের হস্তে প্রোথিত 'খাম' অদ্যাপি আছে।

খালগ্রাম—(বাঁকুড়া) ব্রজরাজপুরের নিকট (মল্লভূম), বাঁকুড়া ষ্টেশন হইতে সিমালপালের মটরে ভেণ্ডায় নামিয়া ঐ খালগ্রাম। শ্রীশ্রীগদাধর-চৈতন্য ও শ্রীরাধাগোবিন্দজীউ সেবা। শ্রীদাসগদাধর-বংশীয় মথুরানন্দের পৌত্র ব্রজকিশোর গোস্বামি প্রতিষ্ঠিত।

খেতুরী—রাজসাহী জেলায় রামপুর বোয়ালিয়ার ছয় ক্রোশ দূরে। ই, আই, আর, রেললাইনের শিয়ালদহ হইতে লালগোলাঘাট, তথা হইতে ষ্টীমারে পার হইয়া প্রেমতলী, তথা হইতে দুই মাইল দূরে খেতুরী।

খেতুরী শ্রীলনরোত্তম ঠাকুরের শ্রীপাট। ইং ১৮৯৭ খৃঃ ভূমিকম্পে শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গহানি ঘটে। বর্ত্তমানের মন্দির শ্রীলঠাকুর মহাশয়ের সময়ের নহে। ঐ মন্দিরের পশ্চিমে গোপালপুরের রাজা সন্তোষ দত্ত-কর্ত্তৃক নির্মিত বৃহৎ মন্দির ছিল। এখনও তাহার ভিত্তি দেখা যায়। উহার দক্ষিণে শ্রীরাধাকুণ্ড ও উত্তরে শ্রীশ্যামকুণ্ড। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর যে প্রস্তরের উপর উপবেশন করিতেন (৫ × ২ × ২ ফুট) তাহা এখনও আছে। মধ্যে একটি ফাটা দাগ দেখা যায়। ঐ মন্দিরের উত্তর দিকে রাজবাটী ছিল। শ্রীলনরোত্তম ঠাকুরের প্রসব-স্থানটি এখনও আছে।

ঐ মন্দির হইতে ১॥ মাইল উত্তরে শ্রীলঠাকুর

মহাশয়ের **'ভজনটুলি'**। প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ও তেঁতুল গাছ আছে। ভজনটুলির পশ্চিম পার্শ্বে শ্যামসাগর দীঘি। ভক্ত রামদাস বাবাজীর সমাধি আছে। প্রেমতলীতে একটি তমাল বৃক্ষ আছে।

খেতুরীতে—আসনবাড়ী, আমলীতলা, দাঁতন ও প্রেমতলী। আসনবাড়ীর মধ্যে প্রস্তর। কিছু দূরে চারি শত বৎসরের আমলীতলা হইতে ভজনটুলিতে যাইবার পথে একটি প্রাচীন গাছ আছে। প্রবাদ—ঠাকুর মহাশয়ের দাঁতন হইতে ঐ বৃক্ষ হইয়াছে। খেতুরির দক্ষিণে এক ক্রোশ দূরে পদ্মাতীরে প্রেমতলী। এই স্থানে শ্রীশ্রী-মহাপ্রভুর আগমন হয় ও তিনি ঠাকুর মহাশয়ের জন্য পদ্মাতে প্রেম রক্ষা করেন।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ছয়টি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীব্রজ-মোহন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত এবং শ্রীরাধামোহন।

শ্রীগৌরাঙ্গের বামে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া, দক্ষিণে শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, সর্ব্বদক্ষিণে শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রী-কৃষ্ণ, শ্রীরাধামোহন ও শ্রীরাধাকান্ত।

শ্রীল নরোত্তম প্রভুর ছয়টি বিগ্রহের মধ্যে শ্রী-রাধারমণ বালুচরে গোকুলানন্দ গোস্বামির গৃহে আছেন, শ্রীব্রজমোহনকে রাজসাহীর বারিয়াহাটি নিবাসী গৌরসুন্দর সিংহ শ্রীবৃন্দাবনে স্থাপিত করেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্যবংশের রাধা চৌধু-রাণীর পরে বালুচরের গোকুলানন্দ চক্রবর্ত্তী সেই সেবা প্রাপ্ত হন। ইঁহার পোষ্যপুত্র সচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী ১৩১৫ সালে উক্ত সেবাভার খেতুরীর পূর্ণচন্দ্র ও রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দানপত্র করেন। পরে রাখালচন্দ্রের পত্নী (পুটিয়ার) শ্রীনরেশচন্দ্র রায় বাহাদুরকে ১৩২৬ সালে সমর্পণ করেন।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম যখন ঐ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন নানাদেশ হইতে ঐ সময়ে ভক্তগণ আগমণ করিয়াছিলেন। শ্রীজাহ্নবীমাতাও শুভা-গমণ করিয়াছিলেন। খেতুরির ঐ উৎসবই বৈষ্ণব-জগতের প্রসিদ্ধ মহোৎসব। শ্রীনরোত্তমবিলাস গ্রন্থে তাহার বিবরণ আছে।

খেরর—ব্রজে, শেষশায়ীর চারি মাইল দক্ষিণে 'খেরট' শ্রীকৃষ্ণের গোচারণস্থান।

খেলন বন—(খেলাতীর্থ) ব্রজে সেরগড়ের উত্তরে অবস্থিত, শ্রীকৃষ্ণবলরামের ক্রীড়াস্থলী। (ভক্তি° ৫।১৪৩৪-৫)।

[গ]

গঙ্গা—লালগোলা ঘাটের উজানে রাজমহল পর্ব্বতমালার কিছু ভাঁটিতে জয়রামপুর ও ধুলি-য়ানের মধ্যে ছাপঘাটির মোহনা দিয়া গঙ্গা হইতে **ভাগীরথী** বাহির হইয়া দক্ষিণে বহিয়া গিয়াছে। এই মোহনার পর হইতেই গঙ্গা পদ্মা-নামে অভিহিত।

মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার মধ্য দিয়া ভাগী-রথী দক্ষিণ মুখে বহিয়া গিয়াছে। পদ্মা হইতে আরও দুইটি শাখানদী বাহির হইয়া ভাগীরথীতে মিশিয়াছে। একটি জলঙ্গী, অন্যটি মাথাভাঙ্গা। জলঙ্গী নবদ্বীপের কাছে, ছাপঘাটির মোহনা হইতে ১৬৪ মাইল নীচে ভাগীরথীতে মিশিয়াছে। এই স্থান হইতে ভাগীরথী হুগলী নদী নামে পরিচিত। মাথাভাঙ্গা—নবদ্বীপের আরও ৩৯ মাইল নীচে চাকদহের নিকটে হুগলী নদীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের দক্ষিণে ভাগীরথীর পূর্ব্ব বা বামপারে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র। পরে ভাগীরথীর পশ্চিম বা ডানপারে কাটোয়া। আরও দক্ষিণে কালনা, হুগলী নদীর পূর্ব্ব বা বামপারে শান্তিপুর, শান্তিপুরের পরে ভাগীরথীর

পশ্চিম পারে হুগলী ; ইহার ২৫ মাইল দক্ষিণে কলিকাতা।

কলিকাতা হইতে ৩৫ মাইল ভাটার দিকে ডান পারে দামোদর নদ আসিয়া হুগলীতে মিশিয়াছে। ঐ মোহনার ৬ মাইল ভাঁটি পথে রূপনারায়ণ নদও হুগলী নদীতে মিশিয়াছে। এই দুইটি নদ ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে বাহির হইয়া মানভূম, বর্দ্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলা বিধৌত করিয়া হুগলী নদীতে মিশিয়াছে।

গঙ্গানগর— শ্রীধাম নবদ্বীপের পার্শ্ববর্ত্তী, 'ভারুইডাঙ্গার' সন্নিহিত গ্রাম, অধুনা অন্তর্হিত। (চৈ° ভা° মধ্য ২৩।৩০০)।

গঙ্গাবাস—শ্রীধাম নবদ্বীপের এক ক্রোশ পূর্ব্বে। অলকানন্দার তীরে। কৃষ্ণনগর নবদ্বীপ ঘাট লাইট রেলের আমঘাটা ষ্টেশনের নিকট। এস্থানে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকৃত শ্রীহরিহর-মন্দির আছে।

হরিহর মন্দিরের গাত্রের লিপিতে আছেঃ— "পামর সকল শ্রীশিব ও শ্রীবিষ্ণুকে পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানে কখনও বিদ্বেষ করে, সেই সকল নিরয়গামী ব্যক্তিগণের ভ্রান্তি নিরাকরণার্থ ভুবনবিদিত বাজপেয়ী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক ১৬৯৮ শকে (১৭৭৬ খৃঃ) গঙ্গাবাসে এই মন্দির ও শ্রীহরিহর মূর্ত্তি লক্ষ্মী ও উমার সহ স্থাপিত হইলেন।"

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ১১৮৯ সালের ১২ই আষাঢ় পরলোক গমন করেন। শ্রীজগন্নাথাচার্য্যের বাসভূমি (?) (চৈ° চ° আদি ১০।১০৮)।

গঙ্গাসাগর—সাগর-সঙ্গম যে স্থানে গঙ্গা বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে, ইহাকে সাগরদ্বীপ বলে। প্রতি বৎসর মকরসংক্রান্তিতে মেলা হয়। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° আদি ৯।২০২)।

গজাগ্রাম— (বাঁকুড়া) রাজপুতনার করৌলী এবং বৃন্দাবনের শ্রীমদনমোহনজীউর সেবায়েত ভট্টাচার্য্যগণের গজাগ্রামে বাস ছিল।

গজেন্দ্রমোক্ষণ-- (বা গজেন্দ্রমোক্ষম্) নগরকৈল হইতে ২॥ মাইল দক্ষিণে। শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত ভূমি (চৈ° চ° মধ্য ৯।২২১)।

একটি খালের ধারে হাজার বৎসরের প্রাচীন শুচিন্দ্রম্ বৃহৎ শিব-মন্দির। গৌতম-কর্ত্তৃক অভিশপ্ত ইন্দ্র এই তীর্থে পাপমুক্ত হয়েন। ভক্তগণের বিশ্বাস—ইন্দ্রদেব এখানে আসিয়া নিত্য শ্রীশিবপূজা করিয়া যান। স্থাণুলিঙ্গ ও দেবেন্দ্রমোক্ষণ শিব আছেন। উহা কিন্তু বিষ্ণুমূর্ত্তি।

গড়বেতা— বগড়ীর নিকটেই গড়বেতা। মেদিনীপুর জেলা। **B. N. Ry.** একটি ষ্টেশন। হাওড়া হইতে ১০৯ মাইল। ইহা বিক্রমাদিত্যের বেতাল-সিদ্ধির স্থান। গড়বেতার রায়কোট দুর্গের উত্তর প্রান্তে উত্তরমুখী পাষাণমূর্ত্তি সর্ব্বমঙ্গলা আছেন। বগলাযন্ত্রে ইহার দেউল নির্ম্মিত। এই স্থানে রামেশ্বর মহাদেব ও শ্রীরাধাবল্লভজীউর মন্দির আছে। বগড়ীর রাজা দুর্জ্জয়সিংহ মল্ল শ্রীরাধাবল্লভজীউর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

গড়বেতার নিকট শ্রীল কানুঠাকুরের একটি শ্রীপাট আছে। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় শ্রীপাটে সমাধি-মন্দিরে উৎসব হয়।

গড়িদ্বার—কানাইর নাটশালা হইতে রাজমহলের পাহাড়শ্রেণী প্রাচীরের ন্যায় দৃষ্ট হয়। এই শৈলরাজি বিহার ও গৌড়রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। উহার মধ্যে তেলিয়াগড়ি ও শক্রগলি নামক গলিপথ। ইহাদিগকে **গড়িদ্বার** বলে। এই নির্জন শৈলপথে শ্রীলসনাতন প্রভু কাশীর পথে গমন করিয়াছিলেন।

গড়িপা—(সংস্কৃতে—গুরুপাদগিরি) গয়া জেলায় অবস্থিত, বোধগয়া হইতে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ। অপর নাম—কুক্কুটপাদ গিরি।

গ্রাণ্ডকর্ড লাইনে 'গুরপা' ষ্টেশন হাওড়া হইতে ২৬৫ মাইল। গয়া ফল্গুতীর্থ হইতে ২৮ মাইল, মহাপ্রভু পিতৃকার্য্য করিবার জন্য গয়া-গমন-কালে এই স্থান দিয়া গমন করিয়াছিলেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামী যখন শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন, তখন **পাতোড়া** পর্ব্বত পার হইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ ঐ গড়িপার নিকট হইবে।

গড়ুই (খেড়িয়া)—ব্রজে, রাবেলের চারি মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণে। কুরুক্ষেত্র-মিলনের পরে ব্রজরাজ নন্দীশ্বরে না গিয়া এখানে শ্রীকৃষ্ণাগমন প্রতীক্ষা করেন।

গড়ের হাট— পরগণাবিশেষ, রাজসাহী জেলায়, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় এই স্থানে আবির্ভূত হন। তৎ-প্রবর্ত্তিত সুরের নাম—গড়েরহাটী বা গরাণহাটি।

গণেশ তীর্থ—মথুরায় অবস্থিত, গতশ্রমের সর্ব-দক্ষিণের তীর্থ, শ্রীগৌরপদাঙ্কিত (চৈ° ম° শেষ ২।১১০)।

গণ্ডকী—নেপাল হইতে প্রবাহিতা গঙ্গার উপনদী। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিতা (চৈ° ভা° আদি ৯।১২৭)।

গন্ধমাদন— মানসসরোবরের নিকটবর্ত্তী। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত স্থল (চৈ° ভা° আদি ৯৮৬—৮৮)।

গন্ধর্বকুণ্ড—ব্রজে চন্দ্রসরোবরের নিকট ও কাম্যবনের অন্তর্গত (ভক্তি ৫।৮৭৭)।

গন্ধশিলা—ব্রজে আদিবদ্রির নিকটবর্ত্তী স্থান।

গন্ধেশ্বর—মথুরা নগরীর পশ্চিমে অবস্থিত স্থান। (ভক্তি ৫।৪৪৯)।

গম্ভীরা—শ্রীধাম নীলাচলে শ্রীকাশী মিশ্রের বাটির অভ্যন্তর প্রকোষ্ঠ। (ওড্র ভাষায় 'গম্ভীরা' -শব্দে ভিতরের ক্ষুদ্র গৃহই বাচ্য)। এ স্থানে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীব্রজবিরহিণীর মহাভাবে বিভাবিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে যে অপরূপ লীলাবিনোদ আবিস্কার করিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। সৌভাগ্যবান্ ভক্তগণই তাহা অনুভব, আস্বাদন ও নিদিধ্যাসন করিতে পারেন।

গয়া—ফল্গুনদীর তীরে অবস্থিত স্বনাম-প্রসিদ্ধ তীর্থ। শ্রীগদাধরের পাদপদ্ম বিরাজমান। গয়াতে শ্রাদ্ধকালে প্রদত্ত বস্তু অনন্তফল-জনক। গয়শির, অক্ষয়বট, রামশিলা, প্রেতশিলা, ব্রহ্মকুণ্ড, ধেনুকতীর্থ, যোনিদ্বার, ফল্গুতীর্থ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য স্থান। বায়ুপুরাণে, মহাভারতে দ্রোণপর্ব্ব ৬৪ অধ্যায়ে ও হরিবংশ ১০ম অধ্যায়-প্রভৃতির মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এই ক্ষেত্রে ৪৫ বেদী বা তীর্থ আছে। বিষ্ণুপদ-মন্দিরটি রাণী অহল্যাবাঈ-কর্তৃক নয় লক্ষ-মুদ্রা ব্যয়ে নির্মিত। রামশিলা পাহাড়ে মহাদেব ও পার্ব্বতীর মন্দির আছে। ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের উপরে অদ্ভুত গহ্বরটিকে 'ভীম গয়া' বলে। এই ক্ষেত্রকে 'পিতৃতীর্থ' ও বলে। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিতা ভূমি (চৈ° চ° আদি ১৭।৮, ২০৬, চৈ° ভা° আদি ৯।১০৭) *

গয়াকুণ্ড—ব্রজে কাম্যবনের অন্তর্গত।

গয়েজপুর— (মালদহ) শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-বংশীয় প্রভুগণের গাদি, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পৌত্র শ্রীল রামচন্দ্র প্রভু এই গয়েজপুরে গাদি স্থাপন করেন।

গয়েসপুর— মালদহে। মালদহ ইংলিশ বাজারের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত—মনস্কামনা রোড,

ইহার উত্তর প্রান্ত হইতে গয়েসপুর রোড বাহির হইয়া গয়েসপুরে গিয়াছে। প্রবাদ—হোসেন সার রাজকর্ম্মচারী কেশব ছত্রীর ঐ স্থানে বাড়ী ছিল। ঐ কেশব ছত্রীর বাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। পরে গয়েসপুরের একটি আম্র-বাগানে শ্রীশ্রীবীর-ভদ্র প্রভু কেশব ছত্রীর পুত্র তুর্লভ ছত্রীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন [বসুমতী ১৩৩৩ ফাল্গুন]।

গরিফা—২৪ পরগণা জেলায়। নৈহাটির নিকট। ব্যাণ্ডেল-নৈহাটি রেলের ষ্টেশন। গরি-ফার রং কলের বাহিরে রাস্তার ধারে শ্রীলকন্দর্প সেনের সমাধি। ভগ্নাবস্থায় কতকগুলি ইষ্টক মাত্র আছে। গরিফায় বহু গৌরভক্ত বাস করি-তেন। এই গ্রামের পূর্ব্বনাম—গৌরের পাট। এই কন্দর্প সেন শ্রীনিবাস-পরিবার। ইনি প্রসিদ্ধ কেশব সেনের পূর্বপুরুষ ছিলেন।

গরুড় গোবিন্দ—ব্রজে, শ্রীবৃন্দাবনের পশ্চিম দক্ষিণ কোণে অবস্থিত। এ স্থানে শ্রীগোবিন্দ গরুড়রূপী শ্রীদামের স্কন্ধে আরোহণ করেন।

গর্ভবাস—বীরভূম জেলায় মল্লারপুর ষ্টেশন হইতে ৫।৬ মাইল দূরে। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান। অনতিদূরে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস-স্থলী, সিদ্ধবকুল বৃক্ষ, যমুনা নদী ও কদম্বখণ্ডী। যমুনার অপর পারে বীরচন্দ্রপুরে শ্রীবীরভদ্র-স্থাপিত শ্রীশ্রীবাঁকারায়। (একচক্রা দেখ)।

গহ্মগড়— (?) শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর বহু শিষ্যের নিবাস। [র° ম° পশ্চিম ১৪।১৪০]

গহ্বর বন—ব্রজে বরসানার অন্তর্গত পর্ব্বত-গহ্বরবর্ত্তী নিবিড় কানন।

গাঠোলী—গোবর্ধনের দুই মাইল পশ্চিমে। গোপালপুর বা বিলছুর সন্নিকটবর্ত্তী, এ স্থানে ব্রজ-নবযুবদ্বন্দের প্রণয় গ্রন্থি বদ্ধ হইয়াছিল (ভক্তিরত্না° ৫।৭৯৭—৮০০)। শ্রীগোপালজীউ মধ্যে ম্লেচ্ছ-ভয়ে এই গ্রামে আগমণ করিতেন (চৈ° চ° মধ্য ১৮।৩৬)।

গাণ্ডিবনগর—(নদীয়া), কৃষ্ণনগর সহর হইতে পূর্ব্বদিকে ১৪ মাইল। পল্‌দানদীর ধারে। এস্থান শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিহার-ভূমি। শ্রীনিত্যানন্দতলী নামক একটী প্রাচীন স্থান আছে। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-বিগ্রহ আছেন। কার্ত্তিকী অমাবস্যাতে উৎসব হয়।

গাদিগাছা—গোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীধাম নবদ্বীপের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত, স্বরূপগঞ্জ, মহেশগঞ্জ প্রভৃতি গ্রাম [চৈ° ভা° মধ্য ২৩।৪৯৮]। এস্থানে বাণীনাথ পণ্ডিতের শ্রীপাট (?)।

গাম্ভীলা বা বালুচর— মুর্শিদাবাদ জেলায়। ই, আই, আর রেল লাইনের জিয়াগঞ্জ ষ্টেশন হইতে এক মাইল, গঙ্গাতীরে। অথবা ই, আই রেল লাইনের আজিমগঞ্জ (সিটি) ষ্টেশনের অপর পারে যাইতে হয়। প্রাচীন শ্রীপাট গঙ্গাগর্ভে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্র-বর্ত্তী (বারেন্দ্র) ঠাকুরের শ্রীপাট। এ স্থলে যে শ্রীরাধারমণজী আছেন, তিনি খেতুরীর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শ্রীপাটের শ্রীবিগ্রহ। শ্রীগঙ্গা-নারায়ণের পুত্র শ্রীকৃষ্ণচরণ, তৎপুত্র রাধারমণ চক্রবর্ত্তী, ইনি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শ্রীগুরুদেব।

শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর কন্যা শ্রীমতী বিষ্ণু-প্রিয়া দেবী। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল দাস গোস্বা-মীকে যে শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা প্রদান করেন, ইনি তাঁহার সেবিকা ছিলেন।

শ্রীগঙ্গানারায়ণের দুই বিগ্রহ সেবা—শ্রীশ্রী-গোবিন্দ ও শ্রীরাধারমণ। শ্রীগোবিন্দজীউ বালু-চরে আছেন। শ্রীরাধারমণ শ্রীবিগ্রহের পদতলে 'গঙ্গারাম দাস' খোদিত আছে। বর্তমানে ঐ বিগ্রহ কাশীমবাজার রাজধানীতে আছেন।

গায়ঘাট—বাঁকিপুরে গঙ্গার নিকটেই, শ্রীচৈতন্য মঠ। চারিশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই স্থানের একটি মন্দিরে হিন্দুস্থানী বেশে গাত্রে জামা ও মাথায় টুপীপরা শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীবিগ্রহ আছেন। মন্দিরের সেবায়েতগণ হিন্দুস্থানী। মন্দিরের দরজার উপরে ফলকে লেখা আছে—

'শ্রীল শ্রীশ্রীরাধারমণ ভট্টগোপাল শ্রীবৃন্দাবন নিত্যলীলা।'

গারোপাহাড়—(ভক্ত হাজং জাতি) মৈমনসিংহ জেলার সেরপুর পরগণার বা সেরপুর টাউনের উত্তরে গারো পাহাড়। সেরপুর হইতে পাহাড় দেখা যায় জঙ্গলপূর্ণ। এই সব স্থানে গারো, কোচ, ভান্নু, বলাই এবং হাজং প্রভৃতি পার্বত্য জাতিগণের বাস।

সেরপুরের ১০ মাইল উত্তরে বনগ্রাম। এই স্থানে মালঝি কান্দারে ভক্তবর রাধাবল্লভ চৌধুরী মহাশয়দের জমিদারী ও কাছারী আছে। উক্ত কাছারী হইতে উত্তরমুখে ৬ মাইল ভাল পথ, তার পরে জঙ্গল। ধারে ধারে গারোদের বাড়ী, তৎপরে হাজং পাড়া, ঐ স্থানের নাম ধোপাকুড়া।

এই পাহাড়ী হাজং জাতিগণ প্রাচীনকাল হইতে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদের গৃহে গৃহে বিগ্রহসেবা আছে। এই স্থানের নারায়ণ অধিকারীনামক জনৈক হাজংয়ের গৃহে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন।

এই হাজং জাতিমধ্যে প্রাচীন সময়ে ভক্তবর শ্রীল পাথর হাজং ১৪৪০ শকে পুরীধামে গমন করেন। যাত্রাকালে তাহাকে জলমগ্ন হইয়া বহু পথ সাঁতরাইতে হইয়াছিল। তিনি পুরীধামে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন পান এবং পতিতপাবন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং দেশে পার্বত্য জাতি মধ্যে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম প্রচার করেন। সেই হইতে ঐ সব স্থানের অধিবাসিগণ শান্ত ও ভক্ত হয়েন। কালধর্মে সব লোপ পাইতে বসিলেও এখনও কিছু কিছু পূর্ব্বভাব লক্ষিত হয়। উক্ত পাথর হাজংয়ের বংশধরগণ অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন। উহাদের উপাধি 'পাথর', বাঙ্গালী নামঅনুকরণে তাঁহাদের নামকরণ হয়। বর্তমান পাথর হাজংএর বংশধর যিনি আছেন, তাঁহার নাম শ্রীহরিচরণ পাথর। ইহারা লুকোর গাদির শ্রীনিত্যানন্দ বংশীয়গণের শিষ্য। আর মৈমনসিংহ সুসঙ্গ দুর্গাপুরের হাজংগণও বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। মৃদঙ্গকরতাল-যোগে ইহারা কীর্তন করেন। এই হাজংদের মধ্যে যাঁহাদের পদবী --অধিকারী, তাঁহাদের গৃহে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও গোপাল বিগ্রহ আছেন। সেরপুরের হাজংগণও বৈষ্ণব, তাহারা এই সুসঙ্গ হইতেই বৈষ্ণবভাবাপন্ন হয়।

দাউধারা গ্রামের হাজং অধিকারীর গৃহে শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সেবিত হয়েন।

গুণ্ডিচা মন্দির—ক্ষেত্রধামে অবস্থিত সুন্দরাচলের নামান্তর। এ স্থানে রথযাত্রার নয় দিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব বিশ্রাম করেন। শ্রীগৌর-প্রেমলীলা-নিকেতন।

গুজরাট—পঞ্জাব প্রদেশের একটি জেলা। প্রধান নগর—গুজরাট, জালালপুর, কুঞ্জা ও দিঙ্গা। সংস্কৃত নাম— গুর্জর। (চৈ° ভা° আদি ১৩।১৬০, মধ্য ১৯।৭৬)।

গুপ্তকাশী—ভুবনেশ্বর (চৈ° ভা° অন্ত্য ২।৩০৭)

গুপ্তকুণ্ড—ব্রজে নন্দগ্রামের নিকটবর্ত্তী (ভক্তি ৫।১০৬৭)।

গুপ্তিপাড়া—(বর্দ্ধমান) শ্রীল কৃষ্ণদাস ব্রহ্ম-

চারীর স্থাপিত শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রজীউ আছেন। শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শ্রীপাট। ইহার জন্মস্থান সেটেরী গ্রামে (?), মহাপ্রভু ইঁহাকে পুরীধামে শ্রীরাধাকান্ত মঠ ও কাশীমিশ্রালয়ে শ্রীগম্ভীরা মঠের ভার অর্পণ করেন। এই স্থানে কংসারি সেনের শ্রীপাট ছিল (?)।

গুলালকুণ্ড—ব্রজে গাঠুলি গ্রামে অবস্থিত ফাগুখেলার স্থান (ভক্তি ৫।৮০২)।

গুহকচণ্ডাল রাজ্য– শৃঙ্গবেরপুর (এলাহাবাদ হইতে ২২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গাতীরবর্তী 'শিঙ্গরৌর' গ্রাম)। ২ বর্ত্তমান চণ্ডালগড় বা চুনার, ৩ এলাহাবাদ জিলার 'বান্দা' নামক দেশ। শ্রীনিত্যানন্দ-চরণস্পৃষ্ট ভূমি (চৈ° ভা° আদি ৯।১২৩)।

গুহ্যতীর্থ—মথুরায় বিশ্রামঘাটের দক্ষিণে অবস্থিত যমুনার ঘাট।

গেদুখোর— ব্রজে নন্দীশ্বরের বায়ু-কোণে অবস্থিত গেড়ুখেলার স্থান (ভক্তি ৫।১০৫৪-৫৫)।

গোকর্ণ—বোম্বাই প্রদেশে উত্তর কানারায় কারওয়ারের ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে। এ-স্থলে মহাবলেশ্বর শিব আছেন। (বোম্বাই গেজেটিয়ার)। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত (চৈ° চ° মধ্য ৯।২৮০, চৈ° ভা° আদি ৯।১৪৯)। ২ মথুরার সন্নিহিত তীর্থবিশেষ (চৈ° চঃ মধ্য ১৭।১৯১)।

গোকুল— মথুরায়, যমুনার পূর্ব্বতীরবর্তী প্রদেশ, শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বাল্যলীলার স্থান।

গোদাবরী— দাক্ষিণাত্যের নদী। নাসিক হইতে দশ ক্রোশ দূরে ব্রহ্মগিরি হইতে উৎপন্ন। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত তীর (চৈ° চঃ মধ্য ১১।০৪, চৈঃ ভাঃ আদি ৯।১৯৬)।

গোদ্রুম দ্বীপ— সীমন্তদ্বীপের পূর্ব্ব-দক্ষিণে গাদিগাছা।

গোপকুণ্ড—ব্রজে কাম্যবনে অবস্থিত (ভক্তিঃ ৫।৮৫৮)।

গোপাকূপ— গোকুলে অবস্থিত (ভক্তি ৫।১৭৮৭)।

গোপালকুণ্ড— ব্রজে কাম্যবনে অবস্থিত (ভক্তি ৫।৮৮০)।

গোপালটিলা—শ্রীহট্টে, শ্রীহট্ট সহর হইতে ২॥ মাইল পূর্ব্বদিকে সাদিপুর মহল্লার প্রান্তে। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর "গণের" শিষ্য অবধূত নরোত্তম বাউল রাঢ়দেশ হইতে এস্থানে আসিয়া শ্রীপাট করেন। শ্রীশ্রীগোপাল ও শিলা সেবা।

গোপালপুর—রাঢ়দেশে। শ্রীরাঘব চক্রবর্ত্তীর কন্যা শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া বা শ্রীপদ্মাবতী দেবীর সহিত শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর দ্বিতীয় বার বিবাহ হয় (ভক্তি ১৩।২০৪)। ২ পদ্মার তীরে অবস্থিত, রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের রাজধানী (ভক্তি ১।৪৬৪)। ৩ শ্রীনরোত্তমের শাখা কৃষ্ণ আচার্য্যের বাসস্থান (প্রেম ২০)।

গোপীঘাট—শ্রীব্রজমণ্ডলে চীরঘাটের উত্তরে অবস্থিত যমুনার ঘাট। এস্থানে গোপীগণ কাত্যায়নীব্রত করেন।

গোপীনাথপুর— বা মেলা গোপীনাথপুর (বগুড়া জিলায়) বগুড়া সাঁড়া ষ্টীমার ঘাট হইতে E. B. R আক্কেলপুর ষ্টেশন, তথা হইতে ৫ মাইল পূর্ব্বদিকে শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী সীতা দেবীর শিষ্যা শ্রীমতী নন্দিনীপ্রিয়ার শ্রীপাট। শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউর সেবা। দোল-যাত্রায় উৎসব হয়। সেবায়েৎ বংশধরগণের উপাধি—"প্রিয়া"।

গোপীবল্লভপুর– (মেদিনীপুরে)— মেদিনীপুর সীমার প্রান্তভাগে। বি, এন, আর সরডিহা ষ্টেশন হইতে আট ক্রোশ মটরবাসে, তথা হইতে

চারিক্রোশ পদব্রজে বা গোগাড়ীতে। তৎপরে সুবর্ণরেখা নদী পার হইয়া গোপীবল্লভপুর।

শ্রীরসিকানন্দপ্রভু ময়ূরভঞ্জের রাজার নিকট হইতে যে বিগ্রহ প্রাপ্ত হন, শ্রীলশ্যামানন্দপ্রভু তাঁহার নাম রাখেন—শ্রীশ্রীগোপীনাথ এবং যে স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন, ঐ স্থানের নাম হয়—গোপীবল্লভপুর।

শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ, আনন্দানন্দ ও মধুসূদনের শ্রীপাট। এখানে শ্রীগোবিন্দজীউ—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীরসিকানন্দের বংশধরগণই গোপীবল্লভপুরের গোস্বামী। পুরীতে শ্রীরসিকানন্দ প্রভু ফুলটোটা বা কুঞ্জমঠ স্থাপন করেন। ঐ স্থানের বিগ্রহের নাম শ্রীবটকৃষ্ণ। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সমাধি বি, এন, আর রূপশা ষ্টেশন হইতে ১০।১২ মাইল সমুদ্রের ধারে রামগোবিন্দপুর—বরমপুর মঠ হইতে তিন ক্রোশ পূর্ব্ব দিকে। মন্দিরে লক্ষ বৈষ্ণবের পদরজঃ ও পদজল আছে।

প্রাচীন কালের বহু মুদ্রা, বাদসাহী আমলের দলিল, শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর গলদেশের মালা, ব্যবহৃত কন্থা দুই খানি, শ্রীমদ্ভাগবত পুঁথি, প্রাচীন মাটির ভাঁড় ও তিলক মৃত্তিকা, বাঁশী ৩।৪টি এবং মোহান্ত পরলোকগত নন্দ নন্দনানন্দ দেব গোস্বামীর পুত্র শ্রীগোপীবল্লভানন্দ দেব গোস্বামীর গৃহে একটি বৃহৎ সিন্ধুকে নানা আকারের হস্তলিখিত রাশি রাশি বৈষ্ণব পুঁথি আছে।

গোবর্দ্ধন—মথুরামণ্ডল মধ্যবর্ত্তী শ্রীগিরিরাজ বহুবিধ শ্রীকৃষ্ণলীলাবিনোদের স্থান। শ্রীহরিদেবের অর্চ্চাপীঠ।

গোবিন্দ কুণ্ড—শ্রীগিরিরাজ-প্রান্তবর্ত্তী সরোবর, ইহার জলে শ্রীগোবিন্দাভিষেক হইয়াছিল। ২ শ্রীবৃন্দাবনে।

গোবিন্দ ঘাট—শ্রীরাধাকুণ্ডের পূর্ব্বতীরস্থিত ঘাটবিশেষ। এস্থানে শ্রীসনাতন গোস্বামী গোপীগণের পৃষ্ঠদেশে ব্যালাঙ্গনা-ফণারূপ বেণীর দর্শন করেন (ভক্তি ৫।৭৫২—৭৬৫)।

গোবিন্দপুর—মেদিনীপুর জেলায়, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সাময়িক বাসস্থান। এখানে শ্রীরসিকানন্দ প্রভু শ্রীগুরুর মহোৎসবে বহু বৈষ্ণব মহাজনকে সমবেত করিয়াছেন।

গোবিন্দপুর—সুতানটি কলিকাতা। শ্রীশ্রীগোবিন্দ দেব। সপ্তগ্রামের শেঠেরা এখানে বাস করেন। তাঁহাদের আনীত ও সেবিত শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের নামানুসারেই গোবিন্দপুর নাম হয়।

গোবিন্দস্বামী-তীর্থ— বৃন্দাবনে অবস্থিত (ভক্তি ৫।৩৭৫৮)।

গোমতী—অযোধ্যাবাহিনী নদী গুমতী, শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিতা (চৈ° ভ° আদি ৯।৮৫৫)।

গোমতী কুণ্ড—ব্রজে কাম্যবনে অবস্থিত (ভক্তি ৫।৮৫৫)।

গোমাটিলা—শ্রীবৃন্দাবনের যোগপীঠ-স্থান।

গোয়াল পুকুর— ব্রজে, কুসুমসরোবরের দক্ষিণে। এস্থানে মধুমঙ্গল হইতে সখাগণ সূর্য্যপূজার নৈবেদ্য লুণ্ঠন করিয়াছিলেন।

গোয়াস—কাশীমবাজার ষ্টেশন হইতে পূর্ব্বে ২০ মাইল। মুর্শিদাবাদ জেলায়। চক ইসলামপুর হইতে দুই মাইল উত্তর-পূর্ব্বে। গোয়াস শ্রীনিবাস-শিষ্য শ্রীল বলরাম কবিরাজ ও শ্রীল রামকৃষ্ণ কবিরাজের শ্রীপাট। এক্ষণে জঙ্গলে পরিপূর্ণ। শ্রীগোকুলচাঁদ শ্রীবিগ্রহ মুর্শিদাবাদ ভগীরথপুরের নিকট শ্রীরামপুর গ্রামে ও বিনাখালিতে আছেন। উক্ত শ্রীল রামকৃষ্ণ আচার্য্যের নিকট মণিপুরের রাজারা দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শ্রীগোকুলচাঁদের অঙ্গনে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর আদি '**বাইশভোগ-মহোৎসব**' হয়।

গোলক—সর্বোর্ধ্বতন শ্রীকৃষ্ণ ধাম—ইহা গোকুলের বৈভব-বিশেষ; শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপার্ষদগণের লীলাক্ষেত্র।

গোশালা—(মথুরায়) নন্দগ্রামের নিকটবর্ত্তী, গোপগণসহ শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসের স্থান (ভক্তি ৫।১০৪৪)।

গোসমাজ— কাবেরী-তটবর্ত্তী শৈবতীর্থ। শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত ভূমি (চৈ° চ° ম ৯।৭৫)।

গোসাঞি গ্রাম—(মুর্শিদাবাদ) শ্রীশ্রীহেমলতা দেবীর (শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কন্যার) শিষ্য শ্রীবল্লভদাসের শ্রীপাট।

গোস্বামী দুর্গাপুর— নদীয়ায়, আলমডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে পূর্ব্ব-দক্ষিণে দুই ক্রোশ। শ্রীশ্রীরাধারমণজীউর সেবা। কার্ত্তিক পূর্ণিমায় এক পক্ষ মেলা হয়। খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীতে জনৈক সন্ন্যাসী দুর্গাপুরের অরণ্যে দস্যুগণের নিকট হইতে শ্রীবিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠা করেন। পরে দুর্গাপুরের ১৪ ক্রোশ দক্ষিণে জয়দিয়াগ্রাম-নিবাসী রাজা মুকুট রায় মৃগয়া করিতে আসিয়া উক্ত বিগ্রহ সেবক গোস্বামীর দর্শনে প্রীত হন, স্বীয় কন্যা দুর্গাদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ প্রদান করেন এবং অরণ্য পরিষ্কার করিয়া স্বীয় কন্যা ও গোস্বামীর নাম-যুক্ত ঐ স্থানকে "গোস্বামীদুর্গাপুর" নাম প্রদান করেন।

পরে মুকুটরায়ের পুত্র রাজা কৃষ্ণরায় ১৫৭৩ শকে শ্রীশ্রীরাধারমণের শ্রীমন্দির করিয়া দেন। মন্দিরের প্রস্তরফলকে আছে ঃ—

কালাঙ্ক-বাণেন্দু-মিতে শকাব্দে
জ্যৈষ্ঠে শুভে মাসি সুনির্ম্মলাশয়ঃ।
শ্রীকৃষ্ণরায়ঃ শুভ-সৌধমন্দিরং
শ্রীযুক্তরাধারমণায় সন্দদৌ ॥

গোস্বামিরামপুর—পাবনা জেলা। শ্রীশ্রীসীতাঅদ্বৈত-বিগ্রহ-সেবা।

গোহনা—ব্রজে, বদরীনারায়ণের এক মাইল দক্ষিণে। শ্রীসুদামের জন্মস্থান।

গৌড়দেশ—শক্তিসঙ্গমতন্ত্রমতে বঙ্গদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ভুবনেশ্বর-পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ড। প্রবোধচন্দ্রোদয়মতে (খৃঃ একাদশ শতাব্দী) বর্ত্তমান বর্দ্ধমান প্রভৃতি গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত। কূর্ম্ম ও লিঙ্গপুরাণমতে—অযোধ্যা প্রদেশের গোণ্ডা নামে যে বৃহৎ জেলা আছে, তাহারই প্রাচীন নাম—গৌড়দেশ। বরাহমিহির (খৃঃ সপ্তম শতাব্দী) গৌড়, পৌণ্ড্র, বঙ্গ ও বর্দ্ধমানকে স্বতন্ত্র জনপদরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। হিতোপদেশে গৌড়দেশে 'কৌশাম্বী' নগরীর উল্লেখ আছে—কৌশাম্বী (বর্ত্তমান এলাহাবাদ জেলার কোসাম্)। খৃষ্টীয় নবম হইতে একাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ রাষ্ট্রকূট, চেদিরাজগণের তাম্রশাসন ও শিলালিপিতে জানা যায় যে চেদি, মালব ও বেরার রাজ্যের সীমান্তে 'গৌড়দেশ' ছিল। রাজতরঙ্গীণীতে (৪।৪৬৫) আছে যে জয়াদিত্য পঞ্চ-গৌড়ের রাজগণকে জয় করেন। 'পঞ্চগৌড়' বলিতে সারস্বত, কান্যকুব্জ, উৎকল, মৈথিল ও গৌড়দেশবাসিগণই লক্ষ্য। ইহার মধ্যে মিথিলা ও বঙ্গের মধ্যবর্ত্তী গৌড়রাজ্যই সমধিক পরিচিত। সেনবংশীয় প্রথম রাজা বিজয় সেন দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া গৌড়াধিপতি হন। তদ্বংশীয়েরা 'গৌড়েশ্বর'-নামে খ্যাত। বিজয়ের পুত্র বল্লাল সেন গঙ্গাতীরে 'গৌড়'-নামক নগরে রাজধানী করেন। বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণ সেন উহার নাম রাখেন—লক্ষ্মণাবতী। নবদ্বীপেও তাঁহার দ্বিতীয় রাজধানী ছিল। এক্ষণে মালদহ জেলার মধ্যে

গঙ্গার প্রাচীন গর্ভে প্রাচীন গৌড় অবস্থিত (অক্ষাংশ ২৪° ৫২´ উত্তর, দ্রাঘিমা ৮৮° ১০´ পূর্ব্বে)। লক্ষ্মণের পুত্র কেশবের রাজত্বকালে বখ্‌তিয়ার গৌড় অধিকার করেন বলিয়া হরিমিশ্র 'প্রাচীন কারিকায়' লিখিয়াছেন।

পুরাকালে বঙ্গদেশবাসী বা আর্য্যাবর্ত্তবাসীগণই গৌড়ীয়শব্দে অভিহিত হইতেন। শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাবের পরে তদীয় ভক্তগণই 'গৌড়ীয়' শব্দের বিশেষ বাচ্য হইয়াছেন। (চৈ° চ° আদি ১।১৯)।

গৌড়নগরে বহু বহু মুসলমান-কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। **কদম-রসুল, কোতোয়ালী দরজা, দাখিল দরজা, ফিরোজ মিনার, সোনা মসজিদ্‌** প্রভৃতিতে বঙ্গীয় শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত স্থান (চৈ° চ° মধ্য ১।১৬৬)।

গৌড়ে কদমরসুল মসজিদ—

(উহাতে একখানি ইষ্টকে মহম্মদের পদচিহ্ন আছে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার রাজত্ব-সময়ে ঐ ইষ্টক আনীত ও মীরজাফর-কর্ত্তৃক উহার মধ্যে স্থাপিত হয়।)

উক্ত মসজিদ, ১৫৩৩ খৃঃ নফরত সাহ-কর্ত্তৃক নির্মিত হয়। মধ্যদ্বারের উপরে একটি লিপিতে লেখা আছে—(বঙ্গানুবাদ) "এই পবিত্র বেদী ও তাহার প্রস্তর যাহার উপর মহাপুরুষের পদচিহ্ন আছে, তাহা সৈয়দ আসরফউল হোসেনীর পৌত্র সম্রাট হোসেন সাহের পুত্র প্রতাপশালী ও সওদাগর নরপতি নাছিরউদ্দিন আবুল মজাফর নাছের হোসেন কর্ত্তৃক স্থাপিত।" ৯৩৭ হিজরী (১৫৩০-১ খৃঃ)

গৌতমী গঙ্গা— গোদাবরীর ধারাবিশেষ। রাজমহেন্দ্রীর অপর তটে। এখানে গৌতম ঋষির আশ্রম ছিল।

গৌরবাঈ (গৌরাই)—ব্রজে, গোকুলের ঈশানকোণে অবস্থিত (খেড়ি); এস্থানে ঢানার জমিদার শ্রীনন্দমহারাজকে কুরুক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে গৌরবসহকারে বাস করাইয়াছেন (ভক্তি° ৫।৪২২-৪৩০)।

গৌরবাজার—বাঁকুড়া হইতে পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে। শ্রীনিতাইগৌরবিগ্রহ—শ্রীল যদুনন্দন গোস্বামি-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

গৌরহাটী— (?) শ্রীলঅভিরাম গোপালের শিষ্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের বাসস্থান।

গৌরাঙ্গপুর—(হুগলী) খানাকুল কৃষ্ণনগর হইতে এক মাইল উত্তরে। নদীর ধারে শ্রীঅভিরাম-শিষ্য শ্রীকমলাকর দাসের সমাধি আছে। ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে উৎসব হয়। এখানে শ্রীলগঙ্গাদাস ঠাকুর বাস করিতেন।

২ গোপাল ঠাকুর ও কোকিল গোপালের বাসস্থান।

৩ শ্রীমাধবঘোষের শ্রীপাট।

গৌরীতীর্থ—ব্রজের পৈঠগ্রামের নিকটবর্ত্তী (ভক্তি° ৫।৬৩০-৩২)। গৌরীপূজাছলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত চন্দ্রাবলীর মিলনস্থান।

[ঘ]

ঘণ্টাভরণতীর্থ—মথুরায় যমুনাতীরবর্ত্তী ঘাট (ভক্তি ৫।২৯৪—৯৫)।

ঘণ্টাশিলা—(ঘাটশিলা) মেদিনীপুর জিলায় সুবর্ণরেখা নদীর তীরে পাণ্ডবদের বিশ্রামস্থান ও শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর দীক্ষাস্থান (ভক্তি° ১৫।৩০-৪৮)।

ঘোষরাণীকুণ্ড—মথুরায় কাম্যবনে অবস্থিত (ভক্তি ৫।৮৫৮)।

[চ]

চক্রতীর্থ—(১) কুরুক্ষেত্রস্থিত রামহ্রদ, (২) প্রভাসে, গুজরাটে গোমতীনদীতটে, (৩) গোদাবরীতটে, ত্র্যম্বক্ গ্রাম হইতে তিন ক্রোশ দূরে, (৪) কাশীধামে মণিকর্ণিকাঘাটের কুণ্ড। (৫) রামেশ্বর সেতুবন্ধে [স্কান্দ ব্রহ্মখণ্ড সেতু-মাহাত্ম্য ৩]। (৬) শ্রীক্ষেত্রে সমুদ্রতটে, (৭) কুরুক্ষেত্রে [ভা° ১০।৭৮।১০ বৈষ্ণবতোষণী]। (৮) ব্রজের চাকলেশ্বর (গোবর্দ্ধন-মানসগঙ্গাতটে)। (৯) মথুরায় যমুনায় তীরবর্ত্তী (ভক্তি° ৫।৩০৩-৫)।

চক্রদহ— (চাকদহ) গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থান (ভক্তি° ১২।৭৯৭-৭৯৮, চাকদহ দেখ)।

চক্রবেড়—গয়াধামে অবস্থিত, যেস্থানে শ্রীবিষ্ণুপদ বিদ্যমান। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° আদি ১৭।৩২)। ২ পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরের চতুর্দিকে অবস্থিত।

চক্রশালা—(চট্টগ্রামে) শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির জন্মস্থান।

চটক পর্বত—শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সমুদ্রতীরে বালুকার স্তূপ। ইহারই নিকটে টোটা গোপীনাথ—শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিতের সেবিত বিগ্রহ।

চতুরপুর—মালদহ জিলায়, গৌড়ের নিকটবর্ত্তী গ্রাম। (প্রেম° ৮)

চতুঃসামুদ্রিয় কূপ—মথুরায় অবস্থিত যমুনার তীরবর্ত্তী। (ভক্তি° ৫।৩৩১)

চতুর্দ্বার—কটক হইতে মহানদী পার হইয়া চতুর্দ্বার গ্রামে যাওয়া যায়। ইহাকে সাধারণতঃ 'চৌদার' বলে। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত স্থান (চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।১১৬, ১২২ ; চৈঃ চঃ মহাকাব্য ১৯। ১০০)। এস্থানে পাহাড়ের গায়ে শ্রীমনমহাপ্রভুর শ্রীচরণচিহ্ন অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে—অত্রত্য লোক ইহাকে 'পাদ-পথর' বলে। প্রবাদ—এস্থানে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর বিশাল বিগ্রহ ছিল। নদীর ভাঙ্গনে উহা ভাসিয়া গিয়াছিলেন, পূর্ব্বকচ্ছ গ্রামে বর্ত্তমানে সেবিত হইতেছেন।

চতুর্ভুজ কুণ্ড— (মথুরায়) কাম্যবনে অবস্থিত। (ভক্তিঃ ৫।৮৭৩)।

চতুর্ম্মুখ স্থান—(মথুরায়) কাম্যবনেয় উত্তরে অবস্থিত (ভক্তিঃ ৫।৮৮৭)।

চন্দননগর—গোঁসাই ঘাট—শ্রীখুন্তির মেলা। জগদীশ তীর্থ। প্রবাদ—আকবর বাদশাহ (মতান্তরে হোসেন সা) সংকীর্ত্তনে কোন মুসলমান বাধা দিতে পারিবে না বলিয়া নিজ পাঞ্জাকৃত একখানি খুন্তি বা পাশচিহ্ন প্রদান করেন। বর্তমানে সংকীর্তনের অগ্রে অগ্রে ঐ খুন্তিকে লইয়া যাওয়া হয়।

প্রবাদ নবদ্বীপধামের শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের নিকট একখানি ঐরূপ খুন্তি বা পাশ ছিল। তিনি উহা পরে শ্রীরঘুনাথ গোস্বামীকে (মালপাড়ার) প্রদান করেন। ঐ খুন্তি লইয়া শ্রীবীরভদ্র প্রভুর সহিত বিবাদ হইলে, বীরভদ্র প্রভু খুন্তিকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। পরে ঐ খুন্তিখানি অগ্রহায়ণী পূর্ণিমাতে চন্দননগরে একটি ঘাটে দেখা দেন। ঐ ঘাটকে 'গোঁসাইঘাট' ও 'জগদীশ-তীর্থ' বলা হয়। উহা চন্দননগর সহরের উত্তরাংশে। রঘুনাথ উঁহা প্রাপ্ত হইয়া ঐ খুন্তিকে পূজা করিতে থাকেন। উক্ত গোস্বামীদের আদিদেবতা শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীউ এই স্থানে শ্রীমন্দিরে আছেন। ১২৯২ সাল হইতে উক্ত খুন্তির মহোৎসব প্রতি বৎসর পূর্ব্বোক্ত মাসে ও তিথিতে মন্দিরের নিকট মহাসমারোহে হইয়া থাকে।

অন্য বিবরণ— মালাপাড়ার গোস্বামীদের আউল নামক আদি পুরুষ নিত্য মালপাড়া হইতে পদব্রজে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন। গঙ্গার

পরপারে ক্ষীরপাড়ার পুষ্করিণীতে তিনি শ্রীশ্রী-রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া ঐ চন্দননগরে প্রতিষ্ঠা করেন।

গোঁসাইঘাটার গোস্বামিদের গৃহবিবাদ জন্য এখন দুই স্থানে মেলা হয়। নূতন মেলায় শ্রী-রাধাবল্লভ এবং পুরাতন মেলায় শ্রীরাধাগোবিন্দ-জীউ আসেন।

বর্তমানে ঐ খুন্তিখানি দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐরূপ প্রাচীন খুন্তি হুগলী জেলা তড়া-আটপুর শ্রীল পুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীপাটে এক-খানি ও শ্রীলঠাকুর কানাইয়ের সুযোগ্য বংশধর শ্রীলকানুপ্রিয় গোস্বামীর নিকট একখানি আছেন।

সংকীর্তনে ত্রিবিধ আকারের খুন্তি দেখিতে পাওয়া যায়। খুন্তি সাধারণতঃ পিত্তলে নির্মিত হয়। কোন কোন গোস্বামি-গৃহে রৌপ্যেরও আছে। খড়দহে রৌপ্যের খুন্তি। অর্দ্ধচন্দ্র মুসলমানগণের জাতীয় প্রতীক। পূর্ব্বে রোমক বাদসাহগণের ঐ চিহ্ন জাতীয় পতাকাতে থাকিত। ১৪৫৩ খৃঃ তুরস্কের সুলতান দ্বিতীয় মোহম্মদ খাঁন রোমকদিগকে জয় করিয়া ঐ পতাকা কাড়িয়া আনেন। তদবধি উহা সমগ্র মুসলমান জগতের জাতীয় চিহ্ন হইয়াছে।

চন্দ্রসরোবর—ব্রজে পরামলি গ্রামের নিকট-বর্ত্তী, পরাসৌলিতে বসন্তরাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এস্থানে বিশ্রাম করেন (ভক্তি° ৫৷৬২০)।

চন্দ্রাসেন পর্বত— ব্রজের কাম্যবনে স্থিত, এ স্থানের পিছলিনী শিলায় শ্রীকৃষ্ণ সখাগণসহ 'পিছলি' খেলিতেন।

চম্পকহট্ট—(চম্পাহট্ট) 'চাঁপাহাটী' দ্রষ্টব্য।

চরণকুণ্ড—ব্রজে কাম্যবনে অবস্থিত (ভক্তি° ৫৷৮৩৯)।

চরণ পাহাড়ী--ব্রজের বৈঠানগ্রামে অবস্থিত (ভক্তিঃ ৫৷১৩৯১); ২ ঐ নন্দীশ্বর পর্ব্বতে।

চলনশিলা—(ব্রজে) পাইগ্রামের নিকটে (ভক্তিঃ ৫৷১৪০৭)।

চাকদহ--নদীয়া জেলায়। শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট। চক্রদহ ও প্রদ্যুম্ননগর—প্রাচীন নাম। প্রবাদ শ্রীভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন-কালে তাঁহার রথচক্র এই স্থানে ভগ্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন এই স্থানে শম্বরাসুরকে বধ করিয়া নিজ-নামে নগর স্থাপন করেন। তৎপূর্ব্বে ইহার নাম ছিল—রথবর্ত্ম নগর। এখানে প্রদ্যুম্ন-হ্রদনামে একটি খাত আছে। চাকদহ, মনসা-পোতা, কাজীপাড়া, যশোড়া প্রভৃতি গ্রামকে 'প্রদ্যুম্ননগর' বলিত। ইহা পাঁজনোর বা পাঁজি-নগর পরগণা মধ্যে।

চাকদহ ষ্টেশন হইতে তিন ক্রোশ পূর্ব্বদিকে কামালপুর! এই স্থানে একটি ভগ্ন মন্দিরে এক-হস্ত পরিমিত পোড়া মহেশ্বর-নামক শিব আছেন। প্রবাদ—ঐ শিবের মস্তকে পরশ পাথর ছিল। জনৈক সন্ন্যাসী ঐ শিবকে পোড়াইয়া ঐ মণি লইয়া পলায়ন করে।

চাকুন্দী—(জেলা নদীয়া) দাঁইহাট ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। অগ্রদ্বীপের দেড় ক্রোশ উত্তরে। বর্দ্ধমান ও নদীয়া সীমার মধ্যস্থানে পাটুলী ষ্টেশন হইতে দেড় ক্রোশ। চাকুন্দীর অনেক অংশ গঙ্গাগর্ভে যাইলেও বহু প্রাচীন স্মৃতি-চিহ্নাদি এখনও আছে। গ্রামটি বর্ত্তমানে স্থানা-ন্তরে নীত হইয়াছে। কার্ত্তিকী গোষ্ঠাষ্টমীতে এখানে ও যাজিগ্রামে উৎসব হয়।

ইহা শ্রীলনিবাস আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব-স্থান। তৎপিতা শ্রীগঙ্গাধর ভট্ট বা শ্রীচৈতন্য-দাসের শ্রীপাট। চাকুন্দীতে শ্রীল আচার্য্য প্রভুর সমাধি ছিল, বর্ত্তমানে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

চাকুলিয়া—মেদিনীপুর জিলায়, শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর শিষ্য দামোদরের বাসস্থান [রঃ মঃ দক্ষিণ ১।৫০]।

চাটিগ্রাম—চট্টগ্রাম জিলা, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যা-নিধি, চৈতন্যবল্লভ ও বাসুদেব দত্ত প্রভৃতির জন্ম-স্থান [চৈঃ ভাঃ আদি ২।৩১, ৩৭]।

চাতরা—(হুগলী) শ্রীরামপুর ষ্টেশন হইতে দেড় মাইল, শ্রীমন্দির চৌধুরী পাড়ায় অবস্থিত। শ্রীশ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের শ্রীপাট ও দেবালয়, ইহা শ্রীশঙ্করারণ্য পণ্ডিতেরও শ্রীপাট। শ্রীনিতাই-গৌর, শ্রীরাধাকৃষ্ণ, সূর্য্যদেব ও একটি কুণ্ড আছে। বারুণীর সময়ে ও দোলযাত্রায় এস্থানে উৎসবাদি হইয়া থাকে।

চাঁদ কাজীর সমাধি—বাহ্মণপুষ্করিণী গ্রামে। প্রাচীন গোলক চাঁপার গাছ আছে। একখানি পুরাকালের প্রস্তর আছে। নিকটে বল্লাল সেনের বাটীর ধ্বংসাবশেষ। অনতিদূরে বল্লালদীঘি—একমতে ইনি হোসেন সার গুরু ছিলেন। ইহার নাম—মৌলানা সিরাজুদ্দিন (অন্যমতে—হবিবর রহমন)। একঘর মুসলমান ইঁহার বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন।

চাঁদপাড়া—মুর্শিদাবাদ ষ্টেশন হইতে চারি ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে শ্রীসুবুদ্ধি রায়ের জন্মস্থান। স্ত্রীর কথায় হোসেন সাহ শ্রীসুবুদ্ধি রায়ের মুখে করোয়ার পানি দেন। ইহাতে ইহার জাতিনাশ হয়। ব্রাহ্মণগণ ইহার জন্য তপ্ত ঘৃত পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিবার পরামর্শ দেন। শ্রীমন্মহা-প্রভুর শরণাগত হইলে প্রভু ইঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া শ্রীহরিনাম করিতে আদেশ দেন। সুবুদ্ধি রায় বৃন্দাবনে গমন করেন। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। (চরিতামৃত মধ্য ২৫ পরিচ্ছেদে সুবুদ্ধি রায়ের বিশেষ পরিচয় আছে)। এক আনা কর ধার্য্য করিয়া হোসেন সাহ সুবুদ্ধি মিশ্রকে ঐ গ্রাম দান করে। এজন্য 'এক আনি চাঁদপাড়া' বলিয়া উহার নাম হয়।

চাঁদপুর—হুগলী, সপ্তগ্রাম যে সাতটী গ্রাম লইয়া, তাহার মধ্যে চাঁদপুর একটী। এখানে সপ্তগ্রামের রাজা গোবর্দ্ধন দাসের পুরোহিত ও কুলগুরু যদুনন্দন আচার্য্যের শ্রীপাট ছিল। বাল্যকালে রঘুনাথ এই পরম ভাগবতের সংস্রবে আসিয়াই পরে শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গের চরণ লাভ করেন। ঠাকুর হরিদাস প্রভু যদুনন্দন দাসের ভবনে আগমন করিয়াছিলেন।

চাঁদুড়ে—সিমুরালি ষ্টেশন হইতে অনতিদূরে গঙ্গার ধারে। এই স্থানে শ্রীশ্রীজাহ্নবী মাতার গাদি। দ্বাদশ গোপাল-পর্য্যায়ের শ্রীল পুরুষো-ত্তম ঠাকুরের শ্রীপাট সুখসাগর ধ্বংশ হইলে তদীয় শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ এ স্থানে নীত হইয়া সেবিত হইতেছেন।

সুখসাগর গ্রাম গঙ্গাগর্ভে গত হইলে দেব-বিগ্রহ প্রথমে বেলেডাঙ্গায় নীত হয়েন। তৎপরে উহাও ভাঙ্গিলে বেড়িগ্রামে, তৎপরে উহাও গঙ্গাগর্ভে যাইলে উক্ত চাঁদুড়ে গ্রামে আনীত হয়েন। মতা-ন্তরে সুখসাগর গ্রাম ধ্বংসোন্মুখ হইলে শ্রীল ঠাকুর কানাই তদীয় পিতা ও শ্রীশ্রীপ্রাণবল্লভজীউ সহ প্রথমতঃই বোধখানায় গমন করেন।

চান্দোড়া—চূড়াধারী মাধবাচার্য্যের বংশধরগণ মৈমনসিংহ জেলার চান্দোড়া ও যশোদল গ্রামে আছেন।

চাঁপাহাটী—বর্দ্ধমান জেলায়। নবদ্বীপ হইতে দুই মাইল পশ্চিমে। সমুদ্রগড় ষ্টেশনে নামিয়া যাওয়া যায়। শ্রীবাণীনাথের শ্রীপাট। ইনি ব্রজলীলায় কামলেখা সখী(গৌরগণোদ্দেশ ২০৪)। এখানে শ্রীবাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌরগদা-

ধরের সেবা বর্ত্তমান।

চামটাপুর—ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যস্থিত চেঙ্গান্নুর। শ্রীরাম-লক্ষ্মণের মন্দির আছে। শ্রীগৌরপদাঙ্ক-পূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।২২২)।

চিক্‌শৌলি (চিত্রশালী) – ব্রজে বরসানায় বিহার কুণ্ডের উত্তরে ; শ্রীসুচিত্রাসখীর জন্মস্থলী।

চিত্রোৎপলা নদী—কটক হইতে বহির্গত হইয়া যে স্থানে মহানদীকে পাওয়া যায়, তাহারই নাম চিত্রোৎপলা। তন্ত্রে আছে—"কলৌ চিত্রোৎ-পলা গঙ্গা"।

চিন্তাহরণ ঘাট—ব্রহ্মাণ্ড ঘাটের অল্প পূর্বে। শ্রীচিন্তেশ্বর মহাদেবজি।

চিদাম্বরম্— (চরিতামৃতোক্ত নাম—পীতাম্বর)। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।৭৩)। চিদাম্বর মাদ্রাজ হইতে রামেশ্বর-পথে ১৫১ মাইল দূরে। কুডালোর নগর হইতে ২৬ মাইল দক্ষিণে। এখানে 'আকাশলিঙ্গ' শিব আছেন। এই মন্দির ৩৯ একর জমির উপর অবস্থিত। চারিদিকে ৬০ ফিট্ প্রশস্ত রাস্তা দ্বারা পরিবেষ্টিত (দক্ষিণ আর্কট্ ম্যান্নুয়েল)। S. I. Ry. ত্রিচিনোপল্লী লাইনে চিদাম্বরম্ ষ্টেশন।

চিয়ড়তলা— 'ছেরতলা', ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে নগরকৈলের নিকট ; এস্থানে শ্রীরামলক্ষ্মণের মন্দির আছে। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত তীর্থ (চৈ° চ° ম ৯।২২০)।

চিরা নদী—মগধদেশবাহিনী মন্দার পর্বতের নিকটবর্ত্তিনী। মহাপ্রভু মন্দারে গমনের পূর্বে এ নদীতে স্নান করিয়াছিলেন। মন্দারের দুই দিকে দুই নদী—চিরা ও চন্দনা।

চিরায়ু পর্বত—পুরীতে, চটক পর্ব্বত।

চিল্কাহ্রদ— শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এই স্থানে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীল বীরভদ্রপ্রভু এই স্থানে পুরীর এক রাজাকে দীক্ষাদান করেন। অত্যাচারী যবনের ভয়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে ইহার নিকটে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। তখন উড়িষ্যায় মহম্মদ তকির শাসন ছিল। মুর্শিদকুলি পরে আদেশ দিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে পুনরায় স্ব-স্থানে স্থাপন করান।

চীরঘাট—গোপীঘাটের দুই মাইল দক্ষিণে—ঘাটের উপর প্রাচীন কদম্ব-বৃক্ষ আছে ; কাত্যায়নী ব্রতের উদ্‌যাপন-দিবসে শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্র হরণ করত এই কদম্ব-বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন। শ্রীকাত্যায়নীদেবীর মন্দির—নিকটে। গ্রামের নাম—'শিয়ারো'।

চুঁচুড়া— (হুগলী) কামারপাড়া বাজারে পঞ্চাননতলায় শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহ আছেন। ইহা শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর পৈতৃক বিগ্রহ।

সপ্তগ্রামে যবন-উপদ্রব হইলে, গোবর্দ্ধন মজুমদার (রঘুনাথ-পিতা) চুঁচুড়া নিরাপদ বুঝিয়া ঐ বিগ্রহকে এখানে রক্ষা করেন। তদবধি শ্রী-বিগ্রহ ঐ স্থানে আছেন।

চুঁচুড়া (চৌমাথা)— (হুগলী) শীলবাবুদের দেবালয়ে শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভুর শ্রীনিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গ শ্রীবিগ্রহ। এই শ্রীবিগ্রহ হালিসহরে শ্রীবাস পণ্ডিত-দ্বারা সেবিত হইতেন। পরে সেবার অভাবে বহু দিন ধরিয়া একটি গৃহে থাকেন। বহু পরে ঐ স্থানে আনয়ন করা হয়।

চুনাখালি—(?)—শ্রীল অভিরামগোপালের শিষ্য শ্রীনন্দকিশোর দাসের শ্রীপাট।

চৌমুহা— ব্রজে জৈতের চার মাইল বায়ু কোণে, এ স্থানে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করত চরণে প্রণাম করিয়াছিলেন।

[ছ]

ছত্রবন—(ছাতাই)—ব্রজে অবস্থিত উমরাও গ্রাম—এ স্থানে শ্রীকৃষ্ণ রাখালরাজা হইয়াছিলেন (ভক্তি° ৫।১২২০—৫৮)।

ছত্রভোগ (খাড়ি)— ২৪ পরগণা জেলা, থানা মথুরাপুর। ই, আই, আর মগরা হাট ষ্টেশন হইতে জয়নগর মজিলপুর, তথা হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণে শতমুখী গঙ্গা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরী-গমন সময়ে এই স্থান হইয়া গমন করিয়াছিলেন। ভাগীরথীর আদিম প্রবাহের স্থান। চিহ্নস্বরূপ নানাপুরে শঙ্খ-দোলা ও কাশীনগরে চক্রতীর্থ নামে দুইটি গঙ্গাসম্বন্ধীয় তীর্থস্থান আছে।

শঙ্খদোলা-সম্বন্ধে প্রবাদ—ভগীরথ গঙ্গাকে লইয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ আর দেখিতে পান নাই। এ জন্য চিন্তিত হইলে দেবী স্বীয় হস্ত উত্তোলন করত হস্তের শঙ্খবলয় এই স্থানে দর্শন করাইয়াছিলেন।

চক্রতীর্থে ভাগীরথীর শুষ্ক গর্ভের উপর চক্রকুণ্ড, গোপালকুণ্ড ও মণিকুণ্ড নামে তিনটি পুষ্করিণী আছে। যাত্রীগণ প্রাচীন গঙ্গাদেবীজ্ঞানে ঐ জলাশয়ে তীর্থক্রিয়াদি করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর চৈত্র শুক্ল-প্রতিপদে ঐ স্থানে একটি মেলা হয়। উহাকে 'নন্দাস্নান' মেলা বলে।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে অন্ত্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে (৭২) মহাপ্রভুর এই স্থানে আগমন-কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

"জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে
অম্বুলিঙ্গ ঘাট করি' বলে সর্ব্বজনে॥

ঐ ছত্রভোগের অম্বুলিঙ্গ শিব এক্ষণে ভাগীরথীর পশ্চিম-কূলে বড়াশীতে আছেন। বর্ত্তমান নাম বদরিকানাথ। বড়াশী দ্বারির জাঙ্গালের পশ্চিমে। প্রাচীন মন্দির ভূমিকম্পে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ছত্রভোগে ত্রিপুরাসুন্দরী ও অন্ধমুনি নামে প্রাচীন বিগ্রহ আছে। প্রাচীন তীর্থ—জ্যৈষ্ঠ ও মাঘ মাসে দুই স্থানে মেলা হয়।

ত্রিপুরাসুন্দরীকে ত্রিপুরা বামা বলে। দারুময় বিগ্রহ। পুরোহিতগণ বলেন—ইহা একটি পীঠস্থান। দেবীর বক্ষঃস্থল এই স্থানে পতিত হইয়াছিল। দেবীর ভৈরব—ঐ বড়াশির বদরীনাথ। ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরে প্রস্তরের নৃসিংহদেব ও শিবলিঙ্গ আছে। এখানের পুষ্করিণী প্রভৃতি হইতে বহু দেব দেবীর বিগ্রহ পাওয়া গিয়াছে। ছত্রভোগ কুণ্ড হইতে ৮৯৭ শকে উৎকীর্ণ রাজা চন্দ্রের ও দ্বিতীয় লক্ষ্মণাব্দে লক্ষ্মণ সেনের প্রদত্ত দুই খানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। রামগতি ন্যায়রত্নের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে উহার চিত্র আছে।

পূর্ব্বে লিলুয়া (হাওড়া জেলা) হইতে কালীঘাট পর্য্যন্ত গঙ্গার ধারে ধারে একটি সুগম পথ ছিল। ঐ পথ দিয়াই মহাপ্রভু ছত্রভোগে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ছত্রভোগ হইতে রায়দীঘি পর্য্যন্ত ভাগীরথীর পশ্চিম কূলের স্থানে স্থানে একটি প্রাচীন রাস্তার চিহ্ন দেখা যায়। উহাকে 'দ্বারির জাঙ্গান' বলে। (এই দ্বারির জাঙ্গাল নামক প্রাচীন রাস্তা—বাংলার অনেক স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আছে ; যুক্ত করিলে বরাবর পুরী পর্য্যন্ত একটি সড়করূপে পরিগণিত হইবে।) শুনা যায় প্রাচীনকালে দ্বারিকা দেবী নামে জনৈক বিধবার অর্থে-ই ঐ পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ছত্রভোগে অম্বুলিঙ্গ, ত্রিপুরা দেবী, নীলমাধব ও সঙ্কেতমাধব বিগ্রহের ও তীর্থের নাম আছে। উক্ত নীলমাধবজীউ ঐ স্থানের খাঁড়ির উত্তরে মাদপুরগ্রামে ভূতনাথ

চক্রবর্ত্তীর গৃহে আছেন। খাঁড়ির এক মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে সঙ্কেতমাধব ও সোণার মহেশের মন্দির ছিল।

ছনহরা গ্রাম (চট্টগ্রাম জেলায়)—মেখলা হইতে ১০ ক্রোশ দূরে, পটিয়া থাথার অন্তর্গত। ঐ স্থানে মহাপ্রভুর পরিকর শ্রীল বাসুদেব দত্ত ও শ্রীমন্ মুকুন্দ দত্তের পূর্ব্ববাস।

ছাতনা চণ্ডীদাস (বাঁকুড়া)—**B. N. R** বাঁকুড়ার পরের ষ্টেশন। এক মতে এই খানে প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের জন্মস্থান, (বীরভূম) নান্নুরের মত এখানেও চণ্ডীদাসের ভিটার ভগ্নাবশেষ, রামী রজকিনীর ঘাট, বাসুলীদেবীর মন্দির প্রভৃতি সবই আছে! দ্বিতীয় মন্দিরের শিলাফলকে—

'ব্রহ্মাশেষসুরেশ-বন্দ্যচরণশ্রীবাসুলী-প্রীতয়ে'

দ্বিতীয় মন্দির রাজবাটীর গড়ের মধ্যে বিবেক নৃপতি-কর্ত্তৃক ১৬৬৫ শকে নির্মিত হয়।

প্রথম মন্দিরে রাজা উত্তর হাম্বীরের নাম ও ১৪৭৬ শক লিখিত আছে।

ছাহেরী—ব্রজে, ভাণ্ডীরবনের নিকটবর্ত্তী, যমুনাতটে অবস্থিত গ্রাম (ভক্তি ৫।১৬৮৫)।

ছূনরাক্—বৃন্দাবনের এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত, সৌভরি মুনির আশ্রম।

[জ]

জখিনগাঁও—আরিং হইতে আড়াই মাইল উত্তর-পূর্ব্বে, শ্রীরাধার দাক্ষিণ্যভাব-প্রকাশের স্থান।

জগতীমণ্ডলপুর—শ্রীপাট, চৈত্রী পূর্ণিমায় শ্রীবংশীবদনানন্দ গোস্বামীর আবির্ভাব উৎসব।

জগন্নাথ ক্ষেত্র—পুরী দেখ।

জগন্নাথবল্লভ—শ্রীজগন্নাথ-ধামে। গুণ্ডিচা-বাড়ী ও শ্রীমন্দিরের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত উদ্যানবাটিকা। তত্রত্য দমনকভঞ্জনলীলা প্রসিদ্ধ। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত ভূমি (চৈ° চ° মধ্য ৩৪।১০৫)।

জঙ্গলীটোটা— মালদহ টাউন হইতে তিন ক্রোশ। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী সীতা মাতার শিষ্যা শ্রীমতী জঙ্গলীপ্রিয়া দেবীর গাদি। শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউ-সেবা (প্রেম ২৪)।

জনতী—ব্রজে, তোষের দুই মাইল বায়ু কোণে অবস্থিত।

জনাই—ব্রজে, বাজনার দেড় মাইল দক্ষিণে, অঘাসুর বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এ স্থানে সখাগণসহ ভোজন করেন এবং এ স্থান হইতে ব্রহ্মা গোপ শিশু প্রভৃতি হরণ করেন। ('জেওনাই' দ্রষ্টব্য)।

জনার্দ্দন—ত্রিবান্দ্রম্ জেলার ২৬ মাইল উত্তরে বিষ্ণুমন্দির। ভরকলাই ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে পর্ব্বতের উপরে মন্দির। পর্ব্বতের নিম্নে 'চক্রতীর্থ'-নামক কুণ্ড। **S. I. Ry.** ত্রিবান্দ্রম্ ব্রাঞ্চ লাইনে বর্কালা ষ্টেশন।

জম্বুদ্বীপ—(চৈ° ভা° আদি ১৩।৩২) সমগ্র ভারতবর্ষ ও এশিয়ার কিয়দংশ। মতান্তরে সমগ্র এশিয়া।

জয়পুর—প্রাচীন রাজধানী অম্বরে পাহাড়ের উপরে **শিলাদেবী** আছেন। অম্বরে যাইতে হইলে জয়পুর হইতে পাশ লইতে হয়। ঐ শিলা-খণ্ডে কংস দেবকীর সন্তানদিগকে আছড়াইয়া মারা হইত বলিয়া প্রবাদ।

যশোহরের প্রতাপাদিত্য ঐ শিলা লইয়া তাহাতে অষ্টভূজা দেবীমূর্ত্তি করান। দেবীর মুখ বামদিকে ঘূর্ণিত; দেবী বলি দর্শন করিতে পারেন না। পরে মানসিংহ ঐ মূর্ত্তি লইয়া গিয়া স্বীয় অম্বরে স্থাপন করেন। মতান্তরে ঐ শিলাদেবী প্রতাপাদিত্যেরই বিগ্রহ বলিয়া প্রচারিত ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় প্রমাণ করিয়াছেন—উহা চাঁদ রায় ও কেদার

রায়ের রাজধানী শ্রীপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। মানসিংহ কেদার রায়কে পরাজিত করিয়া ঐ দেবীকে অম্বরে আনয়ন করেন। দেবী অষ্টভূজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি। দক্ষিণ হস্তে খড়্গ, তীর ও ত্রিশূল।

১। **শ্রীগোবিন্দজীর মন্দির**—চন্দ্রমোহন-নামক প্রাসাদের নিকট উদ্যানের অপর প্রান্তে।

২। জয়পুর হইতে দেড় মাইল দূরে পাহাড়ের উপর সূর্য্যদেবের গলিতা (গল্‌তা)-নামক মন্দির আছে। এস্থানে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ অন্য সম্প্রদায়ীকে পরাস্ত করিয়া বাঙ্গালীর গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন। গলতার নীচে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-স্থাপিত শ্রীবিজয়গোপাল মূর্ত্তি বিরাজমান। শ্রীরামানন্দি-সাধুদের সেবা। অন্যদিকে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির।

৩। জয় সিংহের মানমন্দির ও প্রাচীন যন্ত্রসমূহ দর্শনযোগ্য।

ভক্তরাজ-বংশ— ভগবান্ দাস—মানসিংহ—ভবসিংহ—(১৬৭২) মহাসিংহ—(১৬৭৭) জয়সিংহ—(মানসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র)—রামসিংহ—বিষ্ণুসিংহ—সবাই জয়সিংহ—(১৭৫৫) ঈশ্বরী সিংহ—(১৮০০) মধুসিংহ (১৮১৭) পৃথ্বীসিংহ (১৮৩৩) প্রতাপ সিংহ—(মধুসিংহের দ্বিতীয় পুত্র ১৮৩৩) জগৎ সিংহ—(২) [১৮৬০] মোহন সিংহ— (১৮৭১) জয়সিংহ— (৩) [১৮৭৬] রামসিংহ—(১৮৯২) মাধো সিংহ—(দত্তক) ১৯৩৭ সম্বতে অভিষিক্ত হন।

শ্রীগোপীনাথজীউ— মহল হইতে এক ক্রোশ দূরে শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউর মন্দির।

শ্রীরাধাদামোদর— ত্রিপোলিয়া বাজারের নিকট শ্রীজীবগোস্বামি-সেবিত শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীগিরিরাজ শিলা বিদ্যমান। তত্রত্য দলিলে দেখা যায় যে ১৭৯০ সম্বতে ভাদ্র শুক্লাষ্টমী বুধবারে শ্রীগিরিরাজ-চরণচিহ্ন সর্ব্বপ্রথম শ্রীবৃন্দাবন হইতে জয়পুরে আসেন। এ বিষয়ে তিন বার পাট্টা হয়। ১৮১৭ সম্বতে মাঘী কৃষ্ণা নবমীতে মাধব সিংহজির রাজত্বকালে দৈনিক তিন টাকা ভোগের বরাদ্দে শ্রীরাধাদামোদর জয়পুরে আসেন। ১৮৫৩ সম্বতে পুনরায় সকল বিগ্রহই শ্রীবৃন্দাবনে যান এবং ১৮৭৮ সম্বৎ জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লা নবমীতে পুনরায় আগমন করেন। ১৮৮৩ সম্বতেই এই বিষয়ে শেষ পাট্টা হয়। ১১১২ হিজরীতে মুসলমানী পাট্টা আছে। [এসব দলিলাদি জয়পুর শ্রীরাধাদামোদর-মন্দিরে দ্রষ্টব্য]।

শ্রীরাধাবিনোদ— ত্রিপোলিয়া বাজারের নিকট বড় রাস্তার উপরে শ্রীরাধাবিনোদ-মন্দির।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র— ১৮২২ সম্বতে কার্তিকী শুক্লা তৃতীয়ায় মাধব সিংহের রাজত্বকালে বার্ষিক ৮০০, টাকা ভোগের জন্য ও ১০০, পোষাকের বাবৎ বরাদ্দ হইলে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র জয়পুরে আসেন।

ঘাট দরজাতে শ্রীজয়দেবের **শ্রীরাধামাধবজীউ** আছেন। জয়পুর শ্রীগোবিন্দজীর মহল হইতে বা সহর হইতে এই স্থান তিন ক্রোশ দূরে।

জয়পুর—শ্রীহট্টে, তরফপরগণার অন্তর্গত। শ্রীশ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর শ্রীপাট। ইনি শ্রীশ্রীশচীমাতার পিতৃদেব।

জয়েৎপুর— (জৈট্‌গ্রাম)— শ্রীবৃন্দাবনের পশ্চিমে অবস্থিত—এস্থানে অঘাসুর-বধের পরে দেবগণ জয়ধ্বনিসহকারে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে পুষ্পবৃষ্টি করেন (ভক্তি০ ৫।১৬১২)।

জলঙ্গীনগর—পদ্মানদী হইতে যেস্থানে খড়িয়া নদী বাহির হইয়াছে, ঐ স্থানে বা মোহনাতে পূর্ব্বে জলঙ্গী নামক এক নগর ছিল। এখন

উহা গঙ্গাগর্ভে।

জলন্দী—বীরভূমে, বোলপুর ষ্টেশন হইতে ৪।৫ ক্রোশ পূর্ব্বে। শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের ভ্রাতা (শিষ্য) সঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট।

জলাপন্থ- অত্রত্য জমিদার দস্যুবৃত্তি হরিশ্চন্দ্র রায়কে শ্রীলঠাকুর মহাশয় শিষ্য করিয়া পরম ভক্ত করেন (প্রেম ২০)।

জলেশ্বর—উৎকলে বালেশ্বর জেলায় অবস্থিত, প্রাচীন নগর; জলেশ্বর শিবমূর্ত্তি আছেন। শ্রী গৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° অন্ত্য ২।২৬৩)।

জহ্নুদ্বীপ—'জান্নগর' দ্রষ্টব্য।

জাগুনিগ্রাম--তালখড়ি হইতে ছয় ক্রোশ পূর্ব্বদিকে! প্রবাদ—মহাপ্রভু ঐ স্থানের বারাঙ্গনা নদীর তীর দিয়া সংকীর্ত্তন করিয়া যাইতে যাইতে লোকনাথকে ডাকিয়াছিলেন।

জান্নগর—নবদ্বীপের পশ্চিমে। ইহার উত্তরে মামগাছি বা মোদদ্রুমদ্বীপ। জান্নগর ও মাউগাছির গ্রামের সীমার মধ্যে একটি জল-নির্গমনের প্রণালী ছিল। মাউগাছী গ্রামের উত্তর সীমায় ব্রহ্মাণীমাতা বা ব্রহ্মাণীতলা। ব্রহ্মাণীমাতা হইতে ২০০ হস্ত ব্যবধানে বায়ুকোণে পূর্ব্বে কালী গোস্বামী নামে এক সিদ্ধপুরুষ বাস করিতেন। ব্রহ্মাণী বেদীর পূর্ব্বভাগে দুইশত হস্তের মধ্যে ছাড়ি গঙ্গাতীরে 'রামবট' নামে প্রাচীন বটবৃক্ষ। প্রবাদ—বনভ্রমণকালে শ্রীরামসীতা ও লক্ষ্মণ ঐ স্থানে কিছুকাল ছিলেন।

ব্রহ্মাণীতলার উত্তরে পোলের হাট। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে ব্রহ্মাণী দেবীর পূজা-উপলক্ষে ৭।৮ দিন ব্যাপী মেলা হয়। ঐ পোলের হাটের অনতিদূর উত্তরে ভাগীরথী তীরে একডালা বা অর্কটিলা গ্রাম।

জান্নগরের এক ক্রোশ দূরে—বিদ্যানগর। শ্রী নিতাইগৌর সেবা বর্তমান। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এই স্থানে অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। জান্নগর গ্রামে ছাড়ি গঙ্গাতীরে জহ্নুমুনির আশ্রম ছিল। উহার কিছু দক্ষিণে ভীষ্মদেবের টিলা। জান্নগরের পশ্চিমে অর্দ্ধক্রোশ দূরে রাক্ষসীপোতা—রাজা চন্দ্র সিংহের রাজপুরী ছিল। ঐ স্থানে একটি রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যায়। উহার এক দিকে 'শ্রীশ্রীচন্দ্রকান্ত সিংহ—নরেন্দ্রস্য' বাংলায় ও অপরদিকে মৈথিলী অক্ষরে 'শকে ১২৪৩' লিখিত ছিল। রাজা লক্ষ্মণের পরেই রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহ প্রাদুর্ভূত হয়েন। মামগাছী গ্রামে—তিন শ্রীপাট—

১। শ্রীসারঙ্গমুরারি প্রভুর শ্রীপাট—শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ।

২। শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট—শ্রীশ্রী রাধামদনগোপাল।

৩। শ্রীমালিনী ঠাকুরাণীর শ্রীপাট শ্রীশ্রীগৌরনিতাই।

জাবট— ব্রজে, 'যাবট' দেখুন।

জালালপুর—বা কিশোরনগর (২৪ পরগণা) টাঁকি পোঃ। B. B. লাইট রেলে কলিকাতা শ্যামবাজার ষ্টেশন হইতে জালালপুর ষ্টেশন। শ্রীনিবাস-শিষ্য ভাইয়া দেবকীনন্দনের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীনন্দদুলালজীউ আছেন। দেবকীনন্দনের পূর্ব্বনিবাস ২৪ পরগণা গরিফা গ্রামে ছিল। ইনি কাটোয়ার ফৌজদার ছিলেন। ভক্তমালে ইঁহার কথা আছে।

জিয়ড় নৃসিংহ— মাদ্রাজের বিশাখাপত্তন জেলার তীর্থস্থান। B. N. Ry. ভিজাগাপটম্ হইতে পাঁচ মাইল উত্তরে 'সিংহাচলম্' ষ্টেশন। পর্বতের উচ্চ-প্রদেশে শ্রীনৃসিংহ-মন্দির। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের পদাঙ্কপূত ভূমি। [চৈ° চ°

মধ্য ১।১০৩, চৈ° ভা° আ ৯।১৯৬]।

প্রস্তরফলকে আছে—"রাজা তৃতীয় গোঙ্কারের এক ভক্তিমতী মহিষী শ্রীবিগ্রহকে স্বর্ণমণ্ডিত করিয়াছেন।" (ভিজাগাপটম্ গেজেটিয়ার)।

শ্রীবিগ্রহের বিজয়মূর্ত্তি বাহিরে এবং মূল মূর্ত্তি অভ্যন্তরে বিরাজ করেন। রামানুজীয়গণের সেবা।

জিয়াগঞ্জ—(বা বালুচর), গাম্ভিলা (বা গমলা) মুর্শিদাবাদ জেলায় বুধুইপাড়ার নিকট। জিয়াগঞ্জ ষ্টেশন হইতে তুই মাইল। মুর্শিদাবাদ হইতে তিন মাইল উত্তরে গঙ্গার পরপারে আজিমগঞ্জ ষ্টেশন। জিয়াগঞ্জই বালুচর নামে খ্যাত। শ্রীলনরোত্তমঠাকুরের শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর শ্রীপাট। শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ ও শ্রীগোকুলানন্দের সেবা বর্ত্তমান। এই স্থানে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গঙ্গাজলে মিশিয়া যান। বিগ্রহদ্বয়ই শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীশ্রীগোবিন্দ বিগ্রহের পাদপদ্মে "শ্রীগঙ্গারাম দাস" খোদিত আছে। এ স্থানের শ্রীশ্রীরাধারমণ-বিগ্রহ কাশীমবাজার রাজধানীতে নীত হইয়াছেন।

জিরাট—বলাগড় (হুগলী), নবদ্বীপ লাইনে জীরাট ষ্টেশন আছে। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-তনয়া গঙ্গামাতাগোস্বামি প্রভুগণের শ্রীপাট। শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউ-সেবা।

জেওনাই—ব্রজে, অঘাসুর বধের পরে শ্রীকৃষ্ণ এস্থানে সখাগণসহিত ভোজন করেন।

['জনাই' দ্রষ্টব্য]।

জৈত—ব্রজে, মঘেরা হইতে ঈশান কোণে অনতিদূরে অঘাসুর-বধের পর এস্থানে দেবগণ 'জয়জয়'ধ্বনি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপরি পুষ্পবর্ষণ করেন।

জোফলাই—বীরভূম জেলায়। জয়দেব হইতে তিন মাইল পশ্চিমে। ভুবরাজপুর থানা। অজয়-তীরে। কবি জগদানন্দের বাসস্থান। শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দনের বংশে ইঁহার জন্ম। পিতার নাম —নিত্যানন্দ। ইনি শ্রীখণ্ড হইতে কালীগঞ্জের অন্তর্গত আগরডিহিতে বাস করেন। জগদানন্দ ১৭০৪ শকে (১৭৮২ খৃঃ) ৫ই আশ্বিন বামনদ্বাদশীতে দেহরক্ষা করেন। ভিন্নমতে জন্ম ১৬২৪ শকে, তিরোভাব ১৭৪৪ শকে। ইনি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন। ইহার পদাবলী মধুর হইতেও সুমধুর। ইনি জোফলাই গ্রামে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবা প্রকাশ করেন। মন্দির-মধ্যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ভিন্ন শ্রীগোপীনাথজীউ একক আছেন। শ্রীমতী নাই। অপর কয়েকটি বিগ্রহ ও বহু শিলা আছেন। মন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে শ্রীজগদানন্দের ভিটা ছিল। জগদানন্দ আতিথেয় ছিলেন। এক সময়ে পশ্চিমদেশীয় কয়েকজন অতিথি আসিয়া পথশ্রমে ও পিপাসায় কাতর হইয়া ব্রাহ্মণ-প্রতিষ্ঠিত কূপের জল-পানার্থী হইলেন। তখন ঐ গ্রামে কূপই ছিল না। জগদানন্দ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর স্মরণ করত একটি লৌহদণ্ডদ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতেই পাতাল ভেদ করিয়া জল উঠিয়া সাধুদের তৃষ্ণা নিবারণ করিল। ইহাই উত্তরকালে '**গৌরাঙ্গসায়ের**' নামে অদ্যাপি বিরাজমান।

জোলকুল—ডাকঘর ভাস্তাড়া, জেলা হুগলী, কুলীন-গ্রাম হইতে পাঁচ মাইল দক্ষিণে। এই স্থানে বসু রামানন্দ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীঅনন্ত বাসুদেব (চতুর্ভুজ নারায়ণ বিগ্রহ) আছেন। অনন্ত চতুর্দ্দশীতে উৎসব হয়।

[ঝ]

ঝাঁকপাল—ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমায়

অবস্থিত। যমুনা ও পদ্মা নদীর সঙ্গমের উপরে এই গ্রাম। শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ প্রণেতা শ্রীল ঈশান নাগরের শ্রীপাট। ঈশান শান্তিপুর হইতে এই গ্রামে আসিয়া শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা প্রকাশ করেন।

ঝাঁকরা—কটক শহর হইতে পনর মাইল পূর্ব্বদিকে প্রাচীন গ্রাম—সারলাদেবীর প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। এস্থান হইতে শ্রীদাসগোস্বামি-পাদের অন্বেষণকারী লোকগণ শ্রীশিবানন্দ সেনের নিকট তাঁহাকে না পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ঝাটীয়াড়া—মেদিনীপুরে, শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর বিহারস্থলী। [র° ম° দক্ষিণ ১২।৮]

ঝামটপুর—জেলা বর্দ্ধমান। শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীমীনকেতন রাম-দাসের শ্রীপাট।

ই, আই, রেল লাইনের কাটোয়া হইতে সালার ষ্টেশনে নামিয়া দুই মাইল। গঙ্গাটিকুরী হইতে তিন মাইল। বর্তমানে বাহরাণ হল্ট (Flag Station) হইয়াছে। তথা হইতে ৫।৬ মিনিটে শ্রীপাটবাড়ীতে যাওয়া যায়।

দর্শনীয়—শ্রীমন্দিরে (ক) শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই -বিগ্রহ, (খ) শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর কাষ্ঠপাদুকা, (গ) একখানি প্রাচীন তেরেট পত্রের জীর্ণ পুঁথি, (ঘ) একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে শ্রীশ্রীনিত্যা-নন্দ-শ্রীচরণযুগল, এই স্থানেই শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীকবিরাজ গোস্বামীকে দর্শন দান করেন। (ঙ) পূর্ব্বতন মহান্ত শ্রীগোঁসাইদাস বাবাজির সমাজ-মঞ্চ। বিজয়াদশমীর পরের দ্বাদশীতে এ স্থানে উৎসব হয়।

গ্রামের প্রান্তে 'জগন্নাথ আখড়া' আছে। প্রবাদ— শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীকবিরাজ গোস্বামীকে এই স্থানে দীক্ষা দান করেন।

ঝামটপুরে শ্রীবীরভদ্র প্রভুর শ্বশুর শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য, শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত ও শ্রীশ্যামদাস কবি-রাজের শ্রীপাট। শ্রীযদুনন্দন আচার্য্যের কন্যা শ্রীমতী নারায়ণী দেবীকে শ্রীবীরভদ্র প্রভু বিবাহ করেন।

ঝারিখণ্ড (বুণ্ডু)—রামগড় রাজ্যের মধ্যে; ছোটনাগপুরের মধ্যভাগে ও রাঁচির মধ্যভাগে—রামগড়। এই রামগড় গ্রাম দামোদর নদের তীরে এবং একটি ছোট পার্ব্বত্য নদীর মোহনার মুখে। শাল, মহুয়া, চির প্রভৃতির বনভূমি। ইহাই ঝাড়িখণ্ড-নামে প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান আটগড়, ঢেঙ্কানাল, আঙ্গুল, লাহারা, কেঞ্জর, বামড়া, বোনাই, গাঙ্গপুর, ছোটনাগপুর, যশপুর, সরগুজা প্রভৃতি পার্ব্বত্য রাজ্য। মহাপ্রভু এই ঝারিখণ্ড পথ দিয়া শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন—

নির্জ্জন বনে চলেন প্রভু কৃষ্ণনাম লঞা।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুরে দেখিয়া॥
পালে পালে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করিলা গমন॥
(চৈ° চ° ম° ১৭।২৫-২৬)।

প্রবাদ—মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন-গমনকালে রাঁচি হইতে ২৭ মাইল দূরবর্ত্তী বুণ্ডুগ্রামে বিশ্রাম করিয়াছিলেন (রাঁচি জেলার পূর্বভাগে বুণ্ডু, তামার প্রভৃতি ৫টী পরগণা) এবং ঐস্থানের অরণ্যবাসিগণের মধ্যে হরিনাম প্রচার করিয়া-ছিলেন। এখনও সেই স্মৃতি জাগরূক আছে। প্রতি বৎসর মহাপ্রভুর জন্মতিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে ঐস্থানে উৎসব ও মেলা হইয়া থাকে। মহাপ্রভু—

মথুরা যাইবার ছলে আসেন ঝারিখণ্ড।
ভিল্লপ্রায় লোক তাঁহা পরম-পাষণ্ড॥
নাম-প্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার।
চৈতন্যের গূঢ়লীলা বুঝিতে শক্তি কার॥
(চৈ° চ° ম° ১৭।৫৩-৫৪)

শ্রীসনাতন প্রভু মহাপ্রভুর নিকট হইতে ঝারিখণ্ডের পথের বিবরণ লিখিয়া লইয়া ঐ পথ দিয়া পুরী হইতে বৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন।

এখনও ঐ স্থানের কোন কোন মুণ্ডা পরিবার বৈষ্ণবমত অক্ষুন্ন রাখিয়াছে এবং তত্রস্থ কুড়মী কোন কোন জাতির মধ্যে বৈষ্ণবমত ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-বিষয়ক অসংখ্য ঝুমুরপদ প্রচলিত আছে ও রচিত হইতেছে।

কুড়মী প্রভৃতি জাতির মধ্যে বৈষ্ণবমত এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে যে কালীপূজার পরিবর্ত্তে তাহার পর দিবস উহারা শ্রীগিরিগোবর্দ্ধন পূজা করে। ওরাঁও প্রভৃতি জাতিরা বৈষ্ণব গুরুদের প্রভাবে গঠিত হইয়াছে। ছোটনাগপুরের পূর্ব্বভাগে বাংলাদেশের গৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এবং মধ্য ও পশ্চিম-ভাগে রামানন্দী সম্প্রদায়ের মত অধিক প্রচলিত। (আনন্দবাজার ১৩৪০)

[ট]

টেঞা বৈদ্যপুর— (বর্দ্ধমান) কাটোয়ার নিকট, ঝামটপুর হইতে তিন ক্রোশ দূরে। শ্রী-বৈষ্ণবানন্দের পাট বলিয়া জানা যায়। পদকল্প-তরু-গ্রন্থের সংগ্রহকর্ত্তা শ্রীবৈষ্ণব চরণ দাসের লীলাভূমি। বৈষ্ণবচরণ যে সুরে কীর্ত্তন করিতেন, তাহাকে 'টেঞার ছপ্' বলে।

টোটাগ্রাম— পুরী। শ্রীলমুরারী মাহাতির শ্রীপাট। ২ এস্থানে শ্রীলগরুড় পণ্ডিতও বাস করিতেন।

[ড]

ডাককোণা গ্রাম— বগুড়া জেলা, বগুড়া হইতে ১২ মাইল। ঐ গ্রামে শ্রীলনরহরি সরকার ঠাকুরের স্থাপিত শ্রীশ্রীনিতাইগৌর-বিগ্রহ আছেন।

ডাভারো (ডভরারো)—ব্রজে বরসানার দক্ষিণে অবস্থিত—এস্থানে শ্রীরাধার দর্শনে শ্রী-কৃষ্ণের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল (ভক্তি ৫।৯১১-১২)। শ্রীতুঙ্গবিদ্যার জন্মস্থান।

ডাহাপাড়া—(মুর্শিদাবাদ জেলা) গঙ্গাতীরে।

এই স্থানে শ্রীশ্রীজগবন্ধু প্রভু ১২৭৮ সালে ১৭ই বৈশাখ সীতানবমীতে আবির্ভূত হন। পিতা—দীননাথ চক্রবর্ত্তী, মাতা—বামাসুন্দরী দেবী। ডাহাপাড়ার এক মাইল দূরে প্রসিদ্ধ কিরীটেশ্বরীর মহাপীঠ।

ডেরাবলি—ব্রজে রাধাকুণ্ডের বায়ুকোণে অবস্থিত, এস্থানে শ্রীনন্দ মহারাজ ষঠিঘরা হইতে নন্দীশ্বর যাইতে 'ডেরা' করিয়াছিলেন (ভক্তি ৫।৭৮২)।

ডোলঙ্গ নদী—মেদিনীপুরে প্রবাহিতা নদী, ইহার তীরে 'বারায়িত' গ্রামে শ্রীরামচন্দ্র রামেশ্বর শিব স্থাপন করেন (ভক্তি ১৫।২৩-২৪)।

[ঢ]

ঢাকা—শ্রীঢাকেশ্বরীপীঠ। দেবীর মস্তক-ভূষণ পতিত হয়। ভৈরব—বৃদ্ধশিব আছেন। এই দেবীকে বল্লাল সেন অরণ্যমধ্যে প্রাপ্ত হয়েন।

বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের পূর্ব্ব পুরুষানুক্রমে সেবিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ শিলা ঢাকা নগরে আছেন। ঐ শিলা ৯৮২ সালে ঢাকার কৃষ্ণদাস মুচ্ছুদ্দি মহাশয় প্রাপ্ত হয়েন। নবাবপুর আখড়াতে প্রাচীন শ্রীনিতাইগৌর বিগ্রহ আছেন। বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামে দীপঙ্কর বা চন্দ্রগর্ভ শ্রীজ্ঞান ৯৮০ খৃঃ জন্ম-গ্রহণ করেন। ইঁহার নামে তিব্বতীয় লামাগণ ভক্তিভরে মস্তক নত করেন। ঢাকাতে শ্রীল-বীরভদ্র প্রভু গমন করেন। তাঁহার স্মৃতিস্থান আছে।

ঐ সময়ে ঢাকার নবাব (হোসেন সার পুত্র বা

আত্মীয়) শ্রীলবীরভদ্র প্রভুর উপর বিদ্বেষভাব পোষণ করেন। পরে প্রভুর মহিমায় তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়েন। কথিত আছে—ঢাকা রাজবাটির তোরণের উপরিভাগে একখানি সুচিহ্নিত প্রস্তর বীরভদ্র প্রভু নবাবের নিকট প্রার্থনা করায় নবাব প্রভুকে উহা প্রদান করেন এবং ঐ প্রস্তর হইতেই প্রভু শ্রীশ্যামসুন্দর প্রভৃতির বিগ্রহ নির্ম্মাণ করেন। গৌড়ের বাদসাহের তোরণ হইতে প্রস্তর আনয়-নের প্রবাদ শুনা যায়।

শ্রীলবীরভদ্র প্রভুর ঢাকায় অবস্থানকালে ঐ অঞ্চলের সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ঐ সময়ে প্রভু নবাবের কারাগার হইতে ১২ শত কয়েদিকে উদ্ধার করেন এবং তাঁহাদিগকে হরিনাম দিয়া খড়দহে (মতান্তরে বলাগড়ে) লইয়া আসেন। উহারা পরে প্রবল হইয়া প্রভূত ক্ষমতাশালী হয়েন। প্রভু ইহাদিগকে বিবাহ করিতে আজ্ঞা দেন। উহাদিগকেই ১২ শত নেড়া বলে। ঐ নেড়াদের মধ্যে সকলেই বিবাহ করেন—কেবল ৪ জন যোষিৎসঙ্গ ভয়ে পলায়ন করেন। উঁহাদের তিন জনের নাম—

আউল বা আতুর—রাঢ়দেশে

মনোহর দাস—পূর্ব্বাঞ্চলে

গোকুলানন্দ—সুন্দরবন অঞ্চলে।

ঢাকাতে বহুদিন হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-বংশী-য়গণের বাস আছে।

ঢাকা দক্ষিণ – শ্রীহট্ট টাউন হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণে।

(ক) বৃদ্ধ গোপেশ্বর শিব।

(খ) ইক্ষু নদী—বর্তমান নাম কুইসার। তীরে কৈলাস বন, ইহার ভিতরে অমৃতকুণ্ড।

(গ) মহাপ্রভুর সন্ন্যাসমূর্ত্তি।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও তৎপিতা শ্রীউপেন্দ্র মিশ্রের জন্মস্থান। মহাপ্রভু পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণসময়ে যে বাটিতে গিয়া পিতামহীকে দর্শনদান করিয়া-ছিলেন, সেই স্থানে মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছিল। পরে ১১২৫ সালে সে বাটি হইতে অন্যত্র বিগ্রহকে লইয়া যাওয়া হয়। পূর্ব বাটি জঙ্গলে পূর্ণ হয়। পরে উক্ত প্রাচীন স্থান উদ্ধার করত ১৩২১ সালের ৯ই চৈত্র দোল পূর্ণিমায় পূর্ব মন্দিরে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-বিগ্রহ স্থাপিত হই-য়াছে। প্রাচীন কালের ভিটা ও প্রাচীর অদ্যাপি আছে।

ইহা প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান—'গুপ্ত বৃন্দাবন' নামে খ্যাত। একই সিংহাসনে একধারে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সন্ন্যাসবিগ্রহ; অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ বিরাজমান। 'ঠাকুরবাড়ী' হইতে দুই ক্রোশ দূরে কৈলাস-নামক ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর গোপে-শ্বর শিব আছেন। ইহার পার্শ্বে অমৃতকুণ্ড ছিল, বর্তমানে নাই।

The place which is held by the Vaishnavites in most respect is the temple of Chaitanya at Dhaka Dakshin or Thakurbari.

Assam District Gazetteers II (Sylhet) Chap III P. 87.

ঢানাগ্রাম—ব্রজে আয়োরে-গ্রামের নিকট-বর্ত্তী। এস্থানের বিশিষ্ট জমিদার শ্রীনন্দ মহা-রাজকে কুরুক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে যথেষ্ট গৌরব করিয়াছিলেন (ভক্তি ৫।৪২৩—৪৩০)।

[ত]

তকিপুর (বৰ্দ্ধমান)—কাটোয়ার নিকট বেল-গ্রামের কাছে। শ্রীঅভিরামগোপালের শাখা বলরাম দাসের বাসস্থান। শ্রীঠাকুরগোপাল সেবা। রামনবমীতে উৎসব।

তড়াআঁটপুর (আন্নুরবাটীও বলে)—হুগলী, চাঁপাডাঙ্গা লাইট রেলের ষ্টেশন। ষ্টেশন হইতে নিকটেই ৫ মিনিটের পথ। দ্বাদশগোপালের একতম শ্রীলপরমেশ্বর দাসঠাকুরের শ্রীপাট। দর্শনীয়—শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহ, প্রাচীন বকুল ও কদম্ববৃক্ষ একত্র, সমাধি এবং প্রাচীনকালের সংকীর্ত্তনে ব্যবহৃত শ্রীখুন্তি, (সম্ভবতঃ ইহা শ্রী-নিত্যানন্দ প্রভুর)। বকুলবৃক্ষটি শ্রীলপরমেশ্বর দাস ঠাকুরের দন্তধাবন-কাষ্ঠে উৎপন্ন বলিয়া প্রবাদ। বৈশাখী পূর্ণিমায় তদীয় তিরোভাব উৎসব হয়।

এই দেবমন্দিরের সামান্য দূরে দেওয়ান কৃষ্ণ-কুমার মিত্র মহোদয়ের সেবিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ মূর্ত্তি আছেন।

তড়াগ তীর্থ—(মথুরায়) নন্দগ্রামে অবস্থিত (ভক্তি ৫।৯৫৪)।

তড়িৎগ্রাম (বর্দ্ধমান)— উদ্ধবদূত-প্রণেতা মাধবগুণাকরের জন্মভূমি। ইনি গজসিংহ রাজার সভাসদ্ ছিলেন।

তন্তুবায় নগর— নবদ্বীপান্তর্গত পল্লীবিশেষ [চৈ° ভা° মধ্য ২৩।৪৩৩]।

তপকুণ্ড—(মথুরায়) কাম্যবনে অবস্থিত। (ভক্তি ৫।৮৫৬)।

তপোবন—ব্রজে গোপীঘাটের নিকটবর্ত্তী, গোপীগণের তপঃস্থান। ভক্তি° ৫।১৫৮৭)।

তমলুক—মেদিনীপুর জেলা। রূপনারায়ণ-নদের তীরে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে শ্রীমন্ত রায় তমলুকের রাজা ছিলেন। ইনি ময়ূরধ্বজ-বংশীয় রাজা-দিগের দৌহিত্র।

৬৩৫ খৃঃ হিউএনসং তমলুকে আসিয়া দশটি বৌদ্ধমন্দির ও একটি অশোক-স্তম্ভ দেখিয়া-ছিলেন। তমলুকে রাজবাড়ীর নিকটে একটি বৃহৎ পুষ্করিণীর পাড়ে প্রস্তরের একখানি কাপড়-কাচা (রজকদের) পাটা আছে। প্রবাদ—উহা নেতা রজকিনীর কাপড়-কাচা পাটা। বেহুলা সতী মৃত লখিন্দরকে ভেলায় লইয়া ঐ স্থানে আসিয়াছিলেন এবং স্বহস্তে কাপড় কাচিয়া-ছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরীর পথে তমলুকে পদধূলি দিয়াছিলেন। [চৈ° ম° মধ্য ১৫।১, শেষ ৩।৬২]

কথিত আছে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞ-কালে অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞের অশ্বটিকে ঐ স্থানে আন-য়ন করিলে তত্রত্য রাজা ময়ূরধ্বজ এই অশ্ব ধরি-লেন, সেইজন্য এক যুদ্ধ হয়। পরে রাজা উহা-দিগকে চিনিতে পারিয়া ক্ষমা চাহিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে প্রার্থনা করেন যেন চিরদিন তিনি তাঁহা-দের ঐ যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিতে পারেন। সেই হইতে তমলুকে **'জিষ্ণুহরি'** বিগ্রহ স্থাপিত হয়েন। জিষ্ণু—অর্জ্জুন ও হরি—শ্রীকৃষ্ণ। প্রাচীন মন্দির ৫।৬ শত বৎসর পূর্ব্বে রূপনারায়ণ নদের গর্ভে গত হইলে তৎপরের মন্দিরে প্রভুদ্বয় এখন বিরাজমান আছেন।

এখানে **বর্গভীমা** দেবীর মন্দির খুব উচ্চ। ঐ ময়ূরধ্বজবংশীয় রাজা **গরুড়ধ্বজ** দেবীকে প্রাপ্ত হইয়া স্থাপিত করেন ও মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মন্দিরের নিকটে **কপাল মোচন তীর্থ** ছিল। রূপনারায়ণে গত হইয়াছে। দেবীমূর্তি— প্রস্ত-রের। পদতলে শিব আছেন।

তমলুকের পূর্ব্ব নাম **তাম্রলিপ্ত**—এক সময়ে উৎকল ও রাঢ়দেশ পর্য্যন্ত উহা বিস্তৃত ছিল।

তমলুকে শ্রীলবাসুদেব ঘোষের শ্রীপাট। প্রকাণ্ড মন্দির। শ্রীশ্রীগৌর-বিগ্রহ। শ্রীল-

বাসুদেব ঘোষের পরে তাঁহার শিষ্য মাধব দাস সেবায়েত হন। তমলুক, ময়না, সুজামুটা প্রভৃতির জমিদারগণ দেবসেবার জন্য বিস্তর সম্পত্তি দান করেন। তৎপরে উহা গোপীবল্লভ-পুরের গোস্বামিগণের হস্তে যায়।

শ্রীল বাসুদেব ঘোষ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পরে গৌরহীন নদীয়ায় থাকিতে না পারিয়া তমলুকে গমন করেন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমানে শ্রীমন্দিরে—শ্রীশ্রীশ্যামচাঁদ, শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীজগন্নাথ এবং বহু শিলা আছেন। (Vide Statistical Account III pp 62—67)

তমাল-কার্ত্তিক—তিনেভেলি-জিলায় ভাদাক্‌কুভেলিয়র নগরে অবস্থিত কার্ত্তিকেয়ের মন্দির। তিনেভেলি হইতে ত্রিবান্দ্রম্ যাইবার রাস্তায় তীর্থস্থান। ২ ঐ জেলায় কালগুমলয়ের মন্দির। **S. I. Ry.** ব্রাঞ্চ-লাইনে বিরুদ্ধনগর-তেনকাশী-ত্রিবান্দ্রম্। ষ্টেশন—শঙ্করনারায়ণ-কোভিল। ৩ মহীশূরের উত্তরে সান্তার-নামক রাজ্যের রাজধানী। পর্ব্বতের উপরে কুমারস্বামী কার্ত্তিকেয় বিদ্যমান। **M S.M. Ry**-হাবলি লাইন, তৎপরে হস্‌পেট্-সামিহালি লাইনে ষ্টেশন—রমণদুর্গ।

তরোলী—(মথুরায়) জৈতপুরের পশ্চিমে অবস্থিত।

তত্ত্বিবপুর—পদ্মানদীর তীরবর্ত্তী, কানাইর নাটশালা হইতে ফিরিবার কালে শ্রীগৌরাঙ্গ এই ঘাটে পদ্মাপার হন। (প্রেম° ৮)।

তলবন্দী—(বা রায়পুর) - লাহোরে সরকপুর তহসীলের অন্তর্গত ইরাবতী নদীর তীরে। শ্রীশ্রীগুরু নানকের জন্মস্থান। ইনি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন বলিয়া 'গ্রন্থসাহেবে' শেষখণ্ডে নামমাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে জানা যায়।

[বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী ১।৪৩৫ পৃঃ]।

তাপী (তাপ্তি)— মধ্যভারতের মুলতাই গিরি হইতে বহির্গত হইয়া সৌরাষ্ট্রের উত্তরাংশে পশ্চিমসাগরে পতিত হইয়াছে। মতান্তরে—বিন্ধ্যপাদ পর্ব্বত (সৎপুরা রেঞ্জ—বর্ত্তমান নাম) হইতে উদ্ভূত হইয়া আরবসাগরে পতিত হইয়াছে। শ্রীগৌরনিত্যানন্দপদাঙ্কপূত তট (চৈ° চ° মধ্য ৯।৩১০, চৈ° ভা° আদি ৯।১৫০)।

তামড়—(বাঁকুড়ায় ?) বনবিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী স্থান—এস্থান হইতে রাজা বীরহাম্বীর-কর্ত্তৃক প্রেরিত দস্যু-সমাজ শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রমুখ ভাগবতগণের পশ্চাদনুসরণ করে।

তাম্রপর্ণী— তিনেভেলী নদীর বামতটে। ইহাকে পরুণৈ বলে। পশ্চিম ঘাট পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পদাঙ্কিতা (চৈ° চ° মধ্য ৯।২১৮ ; চৈ° ভা° আদি ৯।১৩৮)। বৃহস্পতি বৃশ্চিক রাশিতে গমন করিলে এই তাম্রপর্ণীতে পুষ্করযোগ হয়। **S. I. Ry** ব্রাঞ্চ লাইনে তিরুচেন্দর, ষ্টেশন—আলোবর তিরুনগরী।

তালখড়ি (যশোহর)—মাগুরার অন্তর্গত। যশোহর হইতে ছয় ক্রোশ উত্তরে সীমাখালি। তথা হইতে তিন ক্রোশ পদব্রজে তালখড়িগ্রাম অথবা যশোহর ঝিনাইদহ লাইট রেলে শিবনগর ষ্টেশন, তথা হইতে পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে ছয় ক্রোশ।

সপ্তগোস্বামী-মধ্যে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর আবির্ভাবস্থান বা শ্রীপাট। ইনি শ্রীপদ্মনাভ চক্রবর্ত্তীর পুত্র। পূর্ব্ববঙ্গ-যাত্রাকালে মহাপ্রভু এই স্থানে শুভাগমন করিয়াছিলেন (অদ্বৈত-প্রকাশ ১৩।৫৩ পৃঃ)। শ্রীলোকনাথ প্রভু শ্রীল

নরোত্তম ঠাকুরের গুরুদেব। ইনি শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ জীউর সেবা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ছত্রবনের পার্শ্বে উমরাও গ্রামে শ্রীকিশোরী কুণ্ডের নিকটে উক্ত শ্রীরাধাবিনোদের সেবা করিতে থাকেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচনার সময়ে প্রতিষ্ঠাকে নরকবৎ ত্যাগকারী এই শ্রীলোকনাথ প্রভু স্বীয় নাম উক্ত শ্রীগ্রন্থে সন্নিবেশিত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

ভ্রাতৃবংশধরগণ ঐখানে বাস করেন। উঁহারা তালখড়ির ভট্টাচার্য্য নামে খ্যাত। এই বংশেই মহাভাগবত ও পরম পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তালবন— শ্রীব্রজমণ্ডলস্থ দ্বাদশ বনের অন্যতম।

তিন্দুকঘাট—মথুরায় বিশ্রাম ঘাটের দক্ষিণে অবস্থিত তীর্থ—শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত।

(চৈ° ম° শেষ ২।১০৭)।

তিরুপতি (তিরুপটুর)—উত্তর আর্কটে চন্দ্রগিরিতালুকের অন্তর্গত। এই সম্বন্ধে 'ত্রিপতী' দ্রষ্টব্য।

মতান্তরে ইহা **তিরুব্বাদী** S. I. Ry. ধনুষ্কোটি-লাইনে তাঞ্জোর ষ্টেশন হইতে সাত মাইল দূরে কাবেরী নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। অপর নাম–তিরুভেয়র, সংস্কৃত নাম—'পঞ্চনদম্'। কাবেরী, কোলেরুণ, কোডামূর্ত্তি, ভেত্তার ও ভেন্নার—এই নদীপঞ্চক সমান্তরাল হইয়া তিন ক্রোশের মধ্যে এই স্থানে প্রবাহিত হইতেছে। কাবেরী-তীরে 'পঞ্চনদীশ্বর' শিবের মন্দির।

তিরুমলয়— তাঞ্জোর বা তৌণ্ডর মণ্ডলের মধ্যে। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° ম° ৯।৭১)।

তিলকাঞ্চী—(তেনকাশী) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত তিনেভেলী সহর হইতে ত্রিশ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে, শিব-মন্দির আছে। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° ম ৯।২২০) S. I. Ry ত্রিবান্দ্রম্ লাইনে তেনকাশী ষ্টেশন।

তিলোয়ার—(মথুরায়) কামরি গ্রামের নিকটবর্ত্তী (ভক্তি ৫।১৪১১) এ স্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণ এরূপ নিপুণতার সহিত ক্রীড়া করিতে থাকেন, যাহাতে তাঁহাদের তিলমাত্রও অবসর ছিল না। ইহা ব্রজের সীমান্তগ্রাম।

তুঙ্গভদ্রা—কৃষ্ণা নদীর উপশাখা, ইহার তীরে কিষ্কিন্ধ্যা। তুঙ্গ ও ভদ্রা নামক নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থল—এই দুইটিই মহীশূরের দক্ষিণ-পশ্চিম-প্রান্ত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। উৎপত্তিস্থানের নাম—গঙ্গামূল (Ind. Ant. I. p 212), শ্রীগৌরপদাঙ্কিত তট (চৈ° চ° মধ্য ৯।২৪৪)। বৃহস্পতি মকররাশিতে গেলে তুঙ্গভদ্রায় 'পুষ্কর যোগ' হয়।

তুলসীচত্তর বা তুলসী চৌরা— (মেদিনীপুরে ?) ভার্গবী নদী পার হইয়া দেড় মাইল পরে ঐ গ্রাম। (পুরীর দিকে যাইতে) ভক্তবর তুলসী দাস এই স্থানে আগমন করেন। প্রাচীন মন্দির আছে। মহাপ্রভু পুরী যাত্রাকালে এই স্থান হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরের চক্র দর্শন করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়াছিলেন। গোকুলানন্দ গোস্বামীর সম্মানার্থে এখানে এক মেলা হয়। *

তেওতা, ঢাকা—ঝাঁকপালের নিকট। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-পত্নী শ্রীসীতামাতার শিষ্য শ্রীজগদানন্দের শ্রীপাট।

তেঁতুলতলা—'আমলিতলা' দ্রষ্টব্য।

তেলিয়া বুধরি– মুর্শিদাবাদ জেলায়, 'বুধুরী' দ্রষ্টব্য।

তেহাটা বা (ত্রিহট্ট)—[নদীয়া] মেহেরপুর

সাবডিভিসনে। নদীয়ার মহারাজার স্থাপিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায়জীউ আছেন। পৌষ-সংক্রান্তিতে তিন দিবস উৎসব হয়।

তৈলঙ্গ—গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্ত্তী গঞ্জাম হইতে রাজমহেন্দ্রী-পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ। [চৈ° ভা° আদি ১৩ ১৬১]।

তোষ—জখীনগ্রামের দুই মাইল ঈশান কোণে —শ্রীকৃষ্ণবলরামের তোষস্থান। তোষণ কুণ্ড দর্শনীয়।

ত্রিকালহস্তী—তিরুপতি হইতে বাইশ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে সুবর্ণমুখী নদীর দক্ষিণ তটে। শ্রী-কালহস্তী বা কালহস্তী নামেও খ্যাত। বায়ুলিঙ্গ শিবমন্দিরের জন্য বিখ্যাত (উত্তরে আর্কট, ম্যানুয়েল্)। শ্রীগৌরপদাঙ্কিত [চৈ° চ° মধ্য ৯।৭১], এস্থানে চতুষ্কোণাকৃতি 'বায়ুরূপী মহাদেব' বিরাজমান। কোন দিক্ দিয়া বাতাস প্রবেশের পথ না থাকিলেও শিবের মস্তকোপরি যে দীপালোক ঝুলিতেছে, তাহা সর্ব্বদাই ঈষৎ দোদুল্যমান, অন্য কোন দীপই সেইরূপ আন্দোলিত হয় না। M. S M. Ry ষ্টেশন - কালহস্তী।

ত্রিগর্ত্ত—লাহোর জেলার কিয়দংশ, জলন্ধর রাজ্য। [Ep. Ind. I pp 102, 116], 'ত্রিগর্ত্ত' বলিতে রাবি, বিপাশা ও (শতদ্রু) সাতলেজ, নদী-দ্বারা প্লাবিত দেশ। (Arch. S. Rep. Vol V. p 148)। ২ মতান্তরে উত্তর কানারা। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত [চৈ° ভা° আদি ৯।১৪৯]।

ত্রিতকূপ—শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত স্থান —বিশালাক্ষী-মন্দির। কোচিন রাজ্যের পশ্চিম উপকূলে ত্রিচুর বা তিরুশিবপুর নগর। প্রবাদ—পরশুরাম এই নগরের প্রতিষ্ঠা করত শিবমন্দির স্থাপন করেন। S. I. Ry ষ্টেশন ত্রিচুর। [চৈ° চ° মধ্য ৯।২৭৯; চৈ° ভা° আদি ৯।১২০] ২ সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী কূপ [ভা° ১০।৭৮।১০ তোষণী]।

ত্রিপতী—(তিরুপতি, ত্রিমল্ল, তিরুমলয়)— উত্তর আর্কটে চন্দ্রগিরি তালুকের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ তীর্থ। ব্যেঙ্কটেশ্বরের নামানুসারে ব্যেঙ্কটগিরি বা ব্যেঙ্কটাদ্রির উপর আট মাইল দূরে 'শ্রী' ও 'ভূ'-শক্তিসহ চতুর্ভুজ বালাজী (বিষ্ণুবিগ্রহ) আছেন। ইহাকে ব্যেঙ্কটক্ষেত্রও বলে। নিম্ন-তিরুপতি ব্যেঙ্কটাচলের উপত্যকায় এবং তিরুমল্লয় ঊর্দ্ধ তিরুপতির প্রাচীন নাম বলিয়া ধারণা হয়। M. S. M. Ry তিরুপতি ওয়েষ্ট ও তিরুপতি ইষ্ট। শ্রীগৌরপদাঙ্কিত (চৈঃ চঃ মধ্য ১১।০৫, ৯।৬৪)।

ত্রিপদী নগর— মাদ্রাজে, উত্তর আর্কট জেলায়। ঐ স্থানে দুল্ বা দুর্লভ গোঁসাই নামক জনৈক বাঙ্গালী বৈষ্ণবের সমাধি আছে। গো-কর্ণগিরিতে ঐ সমাধি—গিরির উপরেই। দুর্লভ গোস্বামী মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ সেবা করিতেন। তিনি পরলোক গমন করিলে ঐ বিগ্রহ কুম্ভকোণমে জনৈক ব্রাহ্মণগৃহে নীত হন। অদ্যাবধি ঐ বিগ্রহ ঐ স্থানেই আছেন। দুর্লভ গোস্বামীর নিত্য পাঠের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের (পুঁথির) কয়েক পৃষ্ঠা ত্রিপদীর বৈষ্ণবাচার্য্যগণের গৃহে সযত্নে রক্ষিত আছে।

ত্রিপুরা—ধন্য মাণিক্য (১৪৬৩—১৫১৫ খৃঃ) উৎকলখণ্ড পাঁচালী ও জ্যোতিষের যাত্রারত্নাকরের বঙ্গানুবাদ করাইয়াছেন। অমর মাণিক্যের পুত্র রাজধর মাণিক্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন (১৬১১—২৩ খৃঃ)। তিনি সার্বভৌম ও বিরিঞ্চিনারায়ণ-নামক পরম বৈষ্ণব পুরোহিত ও ২০০ ভট্টাচার্য্যের সহিত সর্ব্বদা শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রা-

লোচনা করিতেন। রত্ন মাণিক্যের কালে (১৭১২ খৃঃ) কুমিল্লার প্রসিদ্ধ '১৭ রতন' মন্দির নির্মিত হয়। দ্বিতীয় ধর্ম্ম মাণিক্য (১৭১৪ –৩২) অষ্টাদশ-পর্ব মহাভারতের অনুবাদ করান। উনকোটি তীর্থের শিব ১৮০ ফুট লম্বা ও এক কর্ণ হইতে অপর কর্ণ ২১ ফুট। বীরচন্দ্র মাণিক্য, রাধাকিশোর মাণিক্য প্রভৃতিও বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারে যথেষ্ট সহায়ক ছিলেন। ত্রিপুরাবাসিরা মহাপ্রভুর দর্শনে নীলাচলে গিয়াছিল। [চৈ° ভা° অ ৯।২১৪]

ত্রিপুরার চতুর্দ্দশ দেবতা—শিব, দুর্গা, হরি, লক্ষ্মী, বাগ্‌দেবী, কার্ত্তিক, গণেশ, ব্রহ্মা, পৃথিবী, সমুদ্র, গঙ্গা, অগ্নি, কামদেব ও হিমাদ্রি। ইহারা ত্রিপুরা-রাজবংশের কুলদেবতা। ঐ সকল দেবদেবীর ৪টি মস্তক অর্চিত হইয়া থাকে। মহাদেবের মস্তকটি রজত-নির্মিত। ইহাদের প্রতিষ্ঠাতা—মহারাজা ত্রিলোচন। ইনি প্রায় চারি সহস্র বৎসরের লোক। প্রথমে এই সকল বিগ্রহ ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরে স্থাপিত ও তৎপরে আগরতলায় নীত হন। আষাঢ়ী শুক্লা অষ্টমীতে দেবতাগণের বিশেষভাবে অর্চনা হয়।

ত্রিবেণী—হুগলী জেলায়। হাওড়া কাটোয়া লাইনে ত্রিবেণী ষ্টেশন হইতে সামান্য দূরে ঘাট। সপ্তগ্রামে অবস্থানের সময় ত্রিবেণীর ঘাটে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্নান করিতেন। সপ্তগ্রাম হইতে ৫।৬ মাইল। ত্রিবেণীর উত্তরে বংশবাটিতে শ্রীহংসেশ্বরীদেবীর বৃহৎ মন্দির আছে।

ত্রিবেণী—গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম। ইহা '**মুক্তবেণী**' বলিয়া বিশেষ তীর্থ।

উড়িষ্যার নৃপতি শ্রীমুকুন্দদেব ত্রিবেণীতে একটি গঙ্গার ঘাট করিয়াছিলেন। (উহার রাজ্যপ্রাপ্তিকাল—১৫৫২ খৃঃ অঃ)। ঐ ঘাটটি চাঁদনীহীন।

১৫৬০ খৃঃ তেলেঙ্গা বংশের হরিচন্দন মুকুন্দদেব উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহন করেন। মোগল সম্রাট আকবরের সহিত গৌড়ের পাঠান সুলতান সোলেমান কোরবাণীর বিরোধের সুযোগে মুকুন্দদেব আকবরের সহিত সন্ধি করিয়া ১৫৬৫ খৃঃ গৌড়রাজ্য আক্রমণ করেন এবং ত্রিবেণী পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন।

বেহুলা সতী মৃতপতি লখিন্দরকে লইয়া ভেলায় ভাসিতে ভাসিতে এই ত্রিবেণীতে নৃত্য বা নেতা রজকিণীর কাপড়কাচা ঘাটে আসিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত মুকুন্দদেবের ঘাটের কিঞ্চিৎ উত্তরে বা ত্রিবেণী ও কান্দাপাড়া-নামক স্থানের মধ্যে একখানি প্রস্তর আছে। উহাকে উক্ত রজকিণীর 'কাপড়কাচা পাটা' বলে। তমলুকে ঐরূপ রজকিণীর পাটা আছে ও বেহুলা সতী তথায় গিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

ত্রিবেণীঘাট হইতে দক্ষিণদিকে রাস্তার উপরে জাফর খাঁর মসজিদ। ঐস্থানে পূর্বে হিন্দুমন্দির ছিল। ঐ জাফর খাঁ (দরাফ খাঁ) গঙ্গাভক্ত ছিলেন। গঙ্গাদেবীর মহিমাসূচক স্তব রচনা করিয়াছিলেন। (**Hunter's Statistical Account of Bengal vol III Page 311**) ঐ মসজিদের বিবরণ আছে ও উহাতে যে আরবীলেখাগুলি আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে তুরস্কদেশীয় খাঁ মহম্মদ জাফর খাঁ কর্ত্তৃক ৬৯৮ হিজরী ১২৯৪ খৃঃ মসজিদ নির্মিত হয়। ত্রিবেণী মসজিদের লিপির পশ্চাতে কৃষ্ণমূর্তি আছে।

ত্রিমঠ—হায়দরাবাদের নিকটবর্ত্তী স্থান—শ্রীবামনদেবের মূর্তি—শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।২১)। কেহ কেহ কাঞ্চীপুরকে 'ত্রিমঠ'

বলেন, যেহেতু এস্থানে বৈষ্ণবদিগের বরদরাজ বিষ্ণুর মন্দির, শৈবদিগের একাম্রনাথের মন্দির এবং বৌদ্ধদিগের বৌদ্ধবিহার আছে। S. I. Ry কঞ্জিভেরাম্ ষ্টেশন।

ত্রিমলয়—কঞ্জিভেরাম্ বা কাঞ্চীর পরের ষ্টেশন তিরুমালপুর। ২ **তিরুমালা**—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তরে আর্কট জিলায় পার্ব্বত্য নগর। M. S. M. Ry তিরুপতি ইষ্ট ষ্টেশন। এস্থানে সুব্রহ্মণ্যদেবের মূর্ত্তি ছিলেন। প্রবাদ—শ্রীলরামানুজাচার্য্যের সম্মুখে উহা চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্ত্তিরূপে প্রকটিত হন। ('তিরুপতি' দেখুন)।

ত্রিমল্ল (তিরুমলয়)— তাঞ্জোর জিলা। (ত্রিপদী—তিরুপতি বা তিরুপাট্টুর) উত্তর আর্কটে ব্যেঙ্কটাচলের উপত্যকায় অবস্থিত। শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির আছে। উপরে শ্রীবালাজির মন্দির। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের পদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ।৬৪, চৈ°ভা° আদি ৯।১৯৭)।

ত্রিহুত—দ্বারভাঙ্গা সীতামারি মহকুমার অন্তর্গত। মহাপ্রভুর ভক্ত শ্রীল রঘুপতি উপাধ্যায়ের জন্মস্থান। শ্রীল পরমানন্দপুরীও এই স্থানে আবির্ভূত হয়েন।

[চৈ° ভা° আদি ২।৪৩]

ত্র্যম্বক -নাসিক হইতে ২০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত শৈবতীর্থ। পর্ব্বতের সানুদেশে ত্র্যম্বকেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ আছে। ভারতের নানাস্থানে যে প্রসিদ্ধ দ্বাদশ শিবলিঙ্গ আছেন—এই ত্র্যম্বকেশ্বর শিব, তাহাদের মধ্যে নবম-স্থানীয়।

[থ]

থেরুট—(খেয়র) শেষশায়ীর চারিমাইল দক্ষিণে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ স্থান।

[দ]

দহিগাঁও—'দধিগ্রাম' দেখুন।

দক্ষিণ গ্রাম—(মথুরায়) বসতি গ্রামের নিকটবর্ত্তী। (ভক্তি ৫।৪৭৩)

দক্ষিণ মথুরা—(বা মাত্বরা)—ভাগাই নদীর তীরে, শৈবক্ষেত্র। শ্রীরামেশ্বর, শ্রীসুন্দরেশ্বর ও শ্রীমীনাক্ষীদেবীর বৃহৎ মন্দির আছে। পাণ্ড্য-বংশীয় রাজাদের শাসনাধীনে এই নগরী বহুকাল ছিল। মুসলমান-আক্রমণে 'সুন্দর লিঙ্গের' বহু অংশ বিধ্বস্ত হয়। ১৩৭২ খৃঃ 'কম্পন্ন উদৈয়র' মাত্বরার সিংহাসন দখল করেন। বহুপূর্বে রাজা কুলশেখর এই পুরী নির্মাণ পূর্বক এস্থানে ব্রাহ্মণ উপনিবেশ স্থাপন করেন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত (চৈ°চ° মধ্য ৯।১৭৯, চৈঃ ভাঃ আদি আদি ৯।১৩৮)।

S. I. Ry মাত্বরা লাইনে মাত্বরা ষ্টেশন।

দক্ষিণ মানস—গয়াধামে অবস্থিত তীর্থ-বিশেষ। বিষ্ণুপদ-মন্দিরের কিঞ্চিদ্দূরে মৌনার্ক-নামক সূর্য্যমন্দিরের নিকটবর্ত্তী সরোবরে কনখল, তাহারই দক্ষিণে 'দক্ষিণ-মানস'। এখানে স্নান, মৌনার্কের পূজা ও শ্রাদ্ধাদি কৃত্য। শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত স্থান [চৈঃ ভাঃ আদি ১৭।৬৭]।

দক্ষিণ সাগর—সেতুবন্ধ রামেশ্বরের নিকট-বর্ত্তী মান্নার উপসাগর। শ্রীনিত্যানন্দ-দৃষ্টিপূত (চৈঃ ভাঃ আদি ৯।১৪৭)।

দণ্ডকারণ্য—উত্তরে 'খান্দেশ' হইতে দক্ষিণে আহম্মদ নগর এবং মধ্যে নাসিক ও আরঙ্গাবাদ পর্য্যন্ত গোদাবরী নদীর তীরবর্ত্তী ভূভাগ বা বিস্তৃত বনভূমি (চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩।১১১)। পূর্ব্বকালে দণ্ডক-নামে জনৈক রাজা ব্রহ্মশাপে সপরিজন ও সরাজ্য ভস্মীভূত হন। তাঁহার রাজ্য অরণ্যানীতে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া 'দণ্ডকারণ্য'

নাম হইয়াছে।

দণ্ডেশ্বর গ্রাম—(ধারেন্দা) মেদিনীপুরে, সুবর্ণরেখা নদীরতীরে। এই স্থানে শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর পিতৃদেব বাস করিতেন।

দন্তিতা—মথুরার পশ্চিমদিকে অবস্থিত, দন্তবক্রবধের স্থান।

দত্তরাণী গ্রাম—শ্রীহট্ট ঢাকাদক্ষিণ পরগণায়। মহাপ্রভুর পিতামহ শ্রীল উপেন্দ্র মিশ্রের শ্রীপাট। এই স্থানে মহাপ্রভুর পিতৃদেব শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্র জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীশচীমাতা গর্ভাবস্থায় এই গ্রামেই ছিলেন, পরে শ্রীধাম নবদ্বীপে গমন করেন।

দত্তরাণীগ্রামে শ্রীচৈতন্যবিগ্রহ ও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ সেবিত হইয়া আসিতেছেন। উহাকে 'ঠাকুর বাড়ী' বলে।

দধিগ্রাম—(মথুরায়) কোটবনের নিকটবর্তী শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোপীগণের দধিলুঠের স্থান। (ভক্তি ৫।১৪১৮)।

দশগ্রাম—(মেদিনীপুর) সবঙ্গ থানায়, শ্রীগোকুলানন্দ গোস্বামীর সমাধি। ১লা মাঘ ঐখানে বিরাট মেলা হয়। ঐ উৎসবের নাম "তুলসীচোরা যাত্রা"। গোকুলানন্দের সমাধির উপরে যাত্রীগণ এক মুষ্টি করিয়া মৃত্তিকা নিক্ষেপ করে—ইহাই প্রথা। এজন্য ঐ সমাধিটি ক্রমেই উচ্চ স্তূপে পরিণত হইতেছে।

দশঘরা—হুগলী জেলায়। শ্রীলঅদ্বৈত প্রভুর সেবক শ্রীকমলাকান্ত বিশ্বাসের শ্রীপাট। শ্রীশ্রীগোপীনাথের সেবা আছে।

দশাশ্বমেধঘাট—প্রয়াগে গঙ্গাতটে, শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত ভূমি (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১১৪)। ২ উৎকলে যাজপুরে বৈতরণীর তটে, ঐ (চৈ° ভা° অন্ত্য ২।২৮৭)। ৩ মথুরাস্থ সরস্বতীকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী, ঐ (চৈ° ম° শেষ ২।১৩৪)।

দাঁইহাট—(দণ্ডীহাট) ; বর্দ্ধমান জিলায় ব্যাণ্ডেল বারহারওয়া রেলের ষ্টেশন আছে। গ্রাম ষ্টেশন হইতে ২।৩ মাইল। কাটোয়া হইতে ৪॥ মাইল। এখানে শ্রীবাসুদেব ঘোষের ভ্রাতা শ্রীমুকুন্দ ঘোষের শ্রীপাট। তাঁহার সেবিত শ্রীরসিক রায় বিগ্রহ অন্যত্র (শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর প্রধান শাখা শ্রীলশ্যামদাস চক্রবর্ত্তীর মতান্তরে শ্রীরামচরণ ঠাকুরের বংশধরগণের গৃহে) আছেন।

এস্থানে শ্রীলগদাধর ভাস্কর, নয়ান ভাস্কর ও গায়ন মুকুন্দ দত্তের শ্রীপাট। একমতে শ্রীলবংশীবদনানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাট ছিল। দাঁইহাট এক সময়ে ইন্দ্রাণী পরগণার মধ্যে ছিল। কাটোয়া হইতে দাঁইহাটে যাইতে ঘোষহাটে ঘোষেশ্বর, পাতাইহাটে পাতাইচণ্ডী, আকাইহাটে একাইচণ্ডীর স্থান আছে।

দাঁতন—B.N.Ry ষ্টেশন। ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে। প্রবাদ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই স্থানে নিম্বডালের দাঁতন করিয়াছিলেন। সেই প্রাচীন নিমগাছ আছে। বৃক্ষতলটি মাটি দিয়া বাঁধান। উহার নিকটেই মন্দিরে শ্রীজগন্নাথ দেব ও শ্রীশ্রীনিতাইগৌর শ্রীমূর্ত্তি আছেন এবং কতকগুলি সমাধি আছে। অন্নকূটে উৎসব হয়।

দাঁতনে শ্যামলেশ্বর মহাদেব আছেন। প্রস্তরের প্রকাণ্ড ষণ্ড দুর্বৃত্ত কালাপাহাড় ষণ্ডের পদদ্বয় ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল।

বুদ্ধদেবের দন্ত এই স্থানে ছিল বলিয়া প্রবাদ। এখানে শ্রীগোপীনাথ মন্দির ও শ্রীচৈতন্য মঠ আছে।

দানগড়—বরসানায় অবস্থিত শাকরীখোরের পশ্চিমে সংলগ্ন পাহাড়ের উপরে দানগড়, এ

স্থানে দানমন্দির ও হিণ্ডোলা আছে।

দানঘাট—শ্রীগোবর্দ্ধনের প্রান্তবর্ত্তী, শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক গব্যদানসাধনের স্থান।

(ভক্তি° ৫।৬৬১-৬৮)

দাননিবর্ত্তন-কুণ্ড—শ্রীগিরিরাজের প্রান্তবর্ত্তী গোবিন্দ কুণ্ডের নিকটে দানকেলি-সম্পাদনের স্থান।

দানপর্ব্বত—(মথুরায়) বরসানায় শ্রীরাধার মন্দিরের নিকটে দানগড়।

দামোদর কুণ্ড— (মথুরায়) কাম্যবনের অন্তর্গত।

দারুকেশ্বর নদী— খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী নদী। এস্থানে দশ কড়া কড়ি দ্বারা শ্রীলঅভিরাম গোপাল কর্ত্তৃক শ্রীআচার্য্যপ্রভুর পরীক্ষা হয়।

দিল্লী—বর্ত্তমান ভারতের রাজধানী, প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটবর্ত্তী [চৈ°ভা°আদি১৩।১৬০]।

দীনারপুর—গ্রাম শতক, শ্রীহট্ট ; ঠাকুর বাণীনাথের শ্রীপাট। ইহারা ভজবালের গোস্বামি বংশ। বাণীনাথের শিষ্য অজ্ঞান দাস, ধর্ম্মদাস ও গঙ্গারাম ঘোষ। বাণীনাথের পুত্র অনন্ত ও রাজেন্দ্র, অনন্তের পুত্র ফণী। ঐ স্থানে বাণী-নাথের রোপিত তিন শত বৎসরের প্রাচীন একটি তেঁতুলগাছ আছে। এই তেঁতুলতলায় মাঘী শুক্লা ষষ্ঠীতে উৎসব হয়। উক্ত গঙ্গারাম ঘোষ ইটা মহলের বাসুদেব ঘোষ-বংশীয় অধিকারী।

দীর্ঘবিষ্ণু—মথুরাস্থিত দেবস্থান—শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত ভূমি (চৈ° চ° মধ্য ১৭।১৯১)।

দুর্বশন—(দর্ভশয়ন) শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির। মাদুরা জিলায় রামনাদ হইতে সাত মাইল পূর্ব্বে সমুদ্রের ধারে। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° ম ৯।১৯৮)। প্রবাদ—শ্রীরামচন্দ্র রামনাদের রাজার উপর সেতুরক্ষার ভারার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীরাম সেতুবন্ধনার্থ বরুণদেবের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া দর্ভ বা কুশ শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম হয়—দর্ভশয়ন। S.I. Ry লাইনের শেষ রামনাদ ষ্টেশন।

দুলালি পরগণা—শ্রীহট্টে ; এই স্থানে মহা-প্রভুর প্রিয় পরিকর শ্রীল মুরারী গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন, পরে ইনি নবদ্বীপ-বাসী হয়েন।

দেউলিগ্রাম— (বাঁকুড়া) শ্রীনিবাস-শিষ্য শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ঠাকুরের জন্মস্থান ; বনবিষ্ণুপুরের অন্তর্গত, দ্বারকেশ্বর নদীর দক্ষিণ তীরে।

(ভক্তি ৭।১৩৪)।

দেনুড়—নবদ্বীপ হইতে চারি ক্রোশ পশ্চিমে। পোঃ পুটশুড়ী, জেলা—বর্দ্ধমান। মন্তেশ্বর থানা হইতে ৩ মাইল। ভাগীরথী হইতে মৃজাপুরের নিকট খড়ি নদী দিয়া নাদন ঘাট হইয়া সুটর্রা গ্রামের ঘাটতলা হইতে দেনুড় দেড় ক্রোশ। শ্রীকেশব ভারতীর জন্মভূমি, আবির্ভাব ১৮৩০ সালে। 'ভারতীর গোড়ে' নামক পুষ্করিণীর পাড়ে শান্তিকুটীরে ভজন স্থান। সন্ন্যাসের পরে বর্দ্ধমান জেলার খাটুন্দি গ্রামে আসেন। তথায় শ্রীগোপাল ও শ্রীগোপীনাথের সেবা প্রকাশ করেন। উহা 'শ্রীকেশব ভারতীর শ্রীপাট' নামে খ্যাত হয়। খাটুন্দীর উমাপতি ও নিশা-পতি নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে ঐ সেবা প্রদান করেন। ভারতীর জ্যেষ্ঠ সহোদর বলভদ্রের পুত্র গোপাল ইঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন ও ব্রহ্মচারী উপাধি পান। উহাকে ভারতী শ্রীগোপীনাথ ও পাঁচটি বালগোপাল মূর্তি প্রদান করেন। গোপা-লের বংশধরগণ ঐ গ্রামে বাস করিতেছেন। পরে কেশব ভারতী কাটোয়ায় আগমণ করেন। কাটোয়ায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মন্দিরের পশ্চিম-

দক্ষিণ কোণে ইঁহার সমাধি আছে।

দেন্নুড়ের উত্তর প্রান্ত দিয়া খড়্গেশ্বরী নদী প্রবাহিত হইয়া নবদ্বীপ ও কালনার মধ্যবর্ত্তী মৃজাপুরের নিকট মিলিত হইয়াছে। বর্ষাকালে জলপথে দেন্নুড়ে যাওয়া যায়।

এইস্থানে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-ভাগবত রচনা করেন। তিনি দেন্নুড়ে শ্রীনিতাই-গৌড় শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মাতা ঠাকুরাণী শ্রীশ্রীনারায়ণী দেবী এই স্থানে থাকিতেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দেন্নুড়ে 'ধরার পুষ্করিণী'-নামক আম্রবৃক্ষের বাগানে আগমণ করেন। ঐ স্থানের হরীতকী-তলায় ভোজন ও বিশ্রাম করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে সে বৃক্ষ নাই। শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীরামহরি দাস নামে তাঁহার এক শিষ্যকে শ্রীনিতাই গৌরের সেবা প্রদান করেন এবং অন্য শিষ্য শচী দাসকে শ্রীরাধাকান্তসেবা দেন। শচী দাস চাকটায় বাস করেন। আর এক শিষ্য গোপীনাথকে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা দেন। শ্রীগোপীনাথ বিম্বাগ্রামে বাস করেন। দেবীদাস-নামক শিষ্যকে শ্রীশ্যামসুন্দরের সেবা দেন। দেবীদাস সন্তরী গ্রামে বাস করেন।

দেন্নুড়ের উত্তর প্রান্তে দীনেশ্বর নামে প্রাচীন শিব আছেন।

এই শ্রীপাটে বহু পুঁথি ছিল। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে নাথু চক্রবর্ত্তী নামক শ্রীপাটের পূজারী ঐ সকল গ্রন্থ ১৬, টাকায় নিকটবর্ত্তী পাটুলীগ্রামের কিশোরী সামন্তকে বিক্রয় করেন।

(গৌরাঙ্গ-সেবক ১৩২০। শ্রাবণ ৩২০ পৃঃ)

মহাপ্রভুর হস্তাক্ষর—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার প্রিয় শিষ্য বালক শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্য শ্রীল গদাধর পণ্ডিতদ্বারা একখানি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ লিখাইয়া লইয়াছিলেন। উহার কোনও কোনও পত্রের পার্শ্বে (মার্জিনে) মহাপ্রভুর শ্রীহস্তের লিখিত ২।৪টী শব্দার্থ লিখিত আছে। উক্ত শ্রীগ্রন্থ দেন্নুড় শ্রীপাটে রক্ষিত আছেন। উহার এক পৃষ্ঠা পাণিহাটী গ্রামে আছেন।

দেবকীকুণ্ড—(মথুরায়) কাম্যবনের অন্তর্গত (ভক্তি ৫।৮৭৯)।

দেবগ্রাম— মুর্শিদাবাদ (মতান্তরে নদীয়া জেলায়)। নলহাটি—আজিমগঞ্জ রেলে সাগরদীঘি ষ্টেশন হইতে কিছু দূরে হিরোলা যাজিগ্রামের নিকট দেবগ্রাম। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের আবির্ভাব-ভূমি।

দেবশীর্ষস্থান কুণ্ড—(মথুরায়) বেহেজ গ্রামের চারি মাইল বায়ুকোণে। এ স্থানে ইন্দ্রের দৈন্য প্রকাশ হয়। গোচারণবেশী শ্রীকৃষ্ণকে দেবগণ এখানে স্তুতি করেন।

দেবস্থান—সম্ভবতঃ তাঞ্জোর জিলায়, শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চাপীঠ, শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত স্থান (চৈ° চ° মধ্য ৯।৭৭)। কেহ কেহ ইহাকে 'তিরুমালা' বা 'তিরুপতিদেবস্থানম্' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

[ত্রিমল্ল দ্রষ্টব্য]।

দেবহাটা—২৪ পরগণা। সাতক্ষিরা সাবডিভিসনের যমুনা ও ইচ্ছামতী নদীর বামতীরে শ্রীপাদ গোকুলানন্দের শ্রীপাট। ১২ শত নেড়া ও ১৩ শত নেড়ীর সঙ্গভয়ে যাঁহারা পলাইয়া যান, তাহাদের মধ্যে ইনিও একজন। গোকুলানন্দ পলাইয়া প্রথমে যমুনা ইচ্ছামতী নদীর দক্ষিণ তীরে রামেশ্বরপুর গ্রামে কৈবর্ত্তদের বাটীতে আশ্রয় লন। এই স্থানে গোকুলানন্দের অলৌকিক ক্ষমতায় বহুলোক আকৃষ্ট হন ; ঐ গ্রাম এক্ষণে নদীগর্ভে। পরে রামেশ্বরপুরের পরপার-

বর্ত্তী দেবহাটায় গমন করেন ও ঐ স্থানের কৃষ্ণকিঙ্কর চৌধুরী নামক জনৈক সাধুর ভবনে অবস্থিতি করেন। পরে উহাই 'গোকুলানন্দের পাট'-নামে অভিহিত হয়। কৃষ্ণকিশোর চৌধুরীর বংশধরগণই উক্ত পাটের বর্ত্তমান সেবায়েত। শ্রীপাটে গোকুলানন্দের সমাধি, কাষ্ঠপাদুকা ও আশাবাড়ি আছে। দেবমন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ ও শ্রীশিলা আছেন। কার্তিক মাসে একমাস অবিরাম হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। হিন্দুমুসলমান সকলেই এই পাটবাড়ীকে ভক্তি করে ও মানত করে।

গোকুলানন্দ পূর্বাশ্রমে কায়স্থ ছিলেন। ঢাকাতে নবাব সরকারে মুন্সিগিরি কার্য করিতেন। তিনি ঋণদায়ে বন্দী হইয়াছিলেন।

দেবী আঠাস—ব্রজে, শ্রীকৃষ্ণ-ভগিনী একানংসা দেবীর গ্রাম। অষ্টভুজা দেবী এই গ্রাম 'আঠাস' গ্রামের এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

দৈতে বা দধিয়া (বর্দ্ধমান) এ, কে, আর রামজীবনপুর ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দক্ষিণে। শ্রীল গোপালদাসের সমাজ আছে। মাকরী সপ্তমীতে উৎসব।

দৈবতগিরি—শ্রীগিরিরাজ।

দোগাছিয়া নদীয়া জেলা, রাণাঘাট হইতে ৮ ক্রোশ। শ্রীনিত্যানন্দ-বিহারভূমি—চৈ° ভা° অন্ত্য ৫।৭০৯), দ্বিজ বলরাম ঠাকুরের শ্রীপাট।

দোহনীকুণ্ড—(মথুরায়) বরসানার নিকটবর্তী গোদহন-স্থান।

দ্রাবিড়—বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে অবস্থিত দ্রাবিড়, কর্ণাট, গুর্জর, মহারাষ্ট্র ও তৈলঙ্গ—এই পঞ্চবিধ দ্রাবিড়। কলিঙ্গ দেশের দক্ষিণ সীমা হইতে কুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত দক্ষিণ ভারত। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত (চৈ° ভা° আদি ৯।১৩৫) *

দ্বাদশ বন—'ব্রজমণ্ডল' দ্রষ্টব্য।

দ্বাদশাদিত্য শ্রীবৃন্দাবনস্থ তীর্থ-বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ কালিয়নাগকে দমন করিয়া কালীয়-হ্রদে বহুক্ষণ অবস্থানহেতু শীতার্ত্ত হইলে দ্বাদশ আদিত্য উদিত হইয়া এস্থানে তাঁহাকে সুস্থ করেন। অত্যুচ্চ স্থান বলিয়া ইহাকে 'টিলা' বলে। শ্রীমদনমোহনের পুরাতন মন্দিরের পশ্চাদ্দেশে—শ্রীপাদ সনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য মঠ (ছোট কুঠরি) প্রস্তুত করিয়াছেন (চৈ° চ° অন্ত্য ১৩।৬৯-৭০)।

দ্বারকা—(দ্বারাবতী) গুজরাটের অন্তর্গত কাঠিয়াবাড়ের মধ্যে বিখ্যাত তীর্থ। আমদাবাদ হইতে ২৩৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে এবং বরোদা হইতে ২৭০ মাইল পশ্চিমে। বিগ্রহ—শ্রীরণছোড়জী। মূল প্রতিমা অপহৃত হইয়া গুজরাটের অন্তর্গত ঢাকুরে যান, দ্বিতীয় প্রতিমাও ঐরূপে বটদ্বীপ বা শঙ্খোড় দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এক্ষণে তৃতীয় বিগ্রহ মন্দিরে বিরাজিত। প্রথমতঃ গোমতী নদীতে স্নান, অরমরা-নামক স্থানে ছাপ-গ্রহণ, তৎপরে বটদ্বীপের রণছোড়জি-

---

* দ্রাবিড় দেশে চারি আচার্য্যের জন্ম—
১। শ্রীরামানুজ—দাক্ষিণাত্যের মহাভূতপুরীতে জন্ম। ২। শ্রীমধ্বাচার্য্য—মাঙ্গালোর জিলার বিশালগিরি নিকটে পাজ্‌কাক্ষেত্রে। ৩। শ্রীনিম্বাদিত্য—দক্ষিণাপথের মুঙ্গেরপত্তন গ্রামে। ৪। শ্রীবিষ্ণুস্বামী—পাণ্ড্যদেশে।

দর্শন করিতে হয়। পুরবন্দরের ৩০ মাইল দক্ষিণে সমুদ্র-গর্ভে প্রাচীন দ্বারকার অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। নামান্তর—কুশস্থলী। ইহা শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী। দ্বারকামাহাত্ম্য দ্রষ্টব্য। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° আদি ৯।১১৬)।

দ্বারকাকুণ্ড—(মথুরায়) কাম্যবনের অন্তঃপাতী।

দ্বারভাঙ্গা—মধুবনী ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ পশ্চিমে। ত্রিহুতের অন্তর্গত সৌরাট গ্রামে বিদ্যাপতির পিতা গজপতি ঠাকুর কপিলেশ্বর শিবপূজা করিয়া বিদ্যাপতিকে লাভ করেন। উক্ত শিব অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন। রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে বিশফি গ্রাম দান করেন। ঐ দানপত্রে (তাম্রশাসনে) লক্ষ্মণ-'সম্বত ২৯৩ (১৪০০ খৃঃ) শ্রাবণ সুদি সপ্তমাং গুরৌ' লিখিত আছে।

শিবসিংহের রাজবাটী দ্বারভাঙ্গার নিকট বাগবতী নদীর তীরে গজরথপুরে ছিল। তাঁহারই রাণীর নাম -লছমীদেবী। শিবসিংহের পিতা—দেবীসিংহ। বিদ্যাপতির বংশধরগণ এখন সৌরাট গ্রামে বাস করেন। বিশফিতে বিদ্যাপতির ভিটার একটি সুরঙ্গ আছে। বর্তমান সকল স্থান জঙ্গলময়। ঐ ভিটার ধারে কমলা নদী নামে একটি নদী আছে ও বিদ্যাপতি যে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাও আছেন। মন্দির ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় শিব মাটীর ঘরে আছেন। সিঁড়ি দিয়া নামিয়া অন্ধকারময় কূপমধ্যে মূর্তি দর্শন করিতে হয়। বিদ্যাপতি সাহিত বাজিতপুরে দেহরক্ষা করেন। ঐ স্থানে গঙ্গাদেবীর একটি সূক্ষ্মধারা আছে।

বিদ্যাপতির সিদ্ধিলাভ স্থান—মৌ বাজিতপুর জেলা দ্বারভাঙ্গা, বাজিতপুর ষ্টেশন হইতে এক মাইল। ঐ স্থানে বিদ্যাপতিনাথ-নামে শিব আছেন। মাঘী পূর্ণিমায় উৎসব হয়।

দ্বারহাটা বা দ্বীপাগ্রাম—(হুগলী) হরিপাল ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ, শ্রীল অভিরাম-শিষ্য শ্রীকৃষ্ণানন্দ অবধূতের শ্রীপাট।

দ্বৈপায়নী (আর্য্যা)—বোম্বাই প্রদেশে গোকর্ণ ও সূর্পারকের নিকটবর্ত্তী; শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত স্থান (চৈ° চ° মধ্য ৯।২৮০; চৈ° ভা° আদি ৯।১৫০)। শ্রীভাগ° ১০।৭৯।২০ শ্লোকের টীকায় শ্রীস্বামিপাদ বলেন যে ইহা স্থানের নাম নহে, প্রত্যুত দ্বীপবাসিনী আর্য্যা বা পূজ্যা দেবীর নির্দেশক। মতান্তরে পশ্চিম উপকূলে মুম্বাইদ্বীপ 'মুম্বাদেবীর' নামানুসারে প্রসিদ্ধ। মুম্বাইদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবীই ঐ 'দ্বৈপায়নী আর্য্যা'। ভিক্টোরিয়া ষ্টেসনের নিকট প্রাচীন মন্দির ছিল—এক্ষণে কিন্তু উহা কল্‌বাদেবী রোড ও আবদার রহমান ষ্ট্রীটের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। বোম্বে ষ্টেসন।

[ধ]

ধনশঙ্গা—ব্রজে, যাবটের দুই মাইল পূর্বে, শ্রীধনিষ্ঠা সখীর গ্রাম।

ধনুস্তীর্থ—(ধনুষ্কোটি) মণ্ডপম ও পম্বম্ দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রে কতকাংশ বালুকাময় ও কতকাংশ জলমগ্ন পথ। পম্বম্ দৈর্ঘ্যে ৫½ ক্রোশ এবং প্রস্থে ৩ ক্রোশ। পম্বম্ বন্দর হইতে দুই ক্রোশ উত্তরে শ্রীরামেশ্বর-মন্দির। এস্থানে ২৪টি তীর্থ আছে, তন্মধ্যে 'ধনুষ্কোটি' তীর্থ অন্যতম। উহা রামেশ্বর হইতে ৬ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে এবং রামনাদের নিকট। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈ°চ° মধ্য

৯।২০০, চৈ° ভা° আদি ৯।১৯৫)। প্রবাদ —শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কায় অভিষিক্ত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে বিভীষণ প্রর্থনা করিয়াছিলেন যে শ্রীরামচন্দ্র-নির্মিত সেতু তাঁহার ধনুর অগ্র-ভাগ দ্বারা বিভিন্ন হউক, নতুবা ভবিষ্যতে অন্য রাজা আসিয়া লঙ্কা আক্রমণ করিবে। প্রার্থনা-নুসারে শ্রীরামচন্দ্র (লক্ষ্মণ) ধনুষ্কোটি দ্বারা সেতু ভঙ্গ করেন—সেই জন্য তাহা ধনুস্তীর্থ বা ধনুষ্কোটি তীর্থ হইয়াছে। **S. I. Ry** ধনুষ্কোটি ষ্টেসন। ২ গুজরাট জিলায় 'ভৃগুতীর্থ' বা ব্রোচ্। **B. B. & C. I. Ry** বরোদা লাইনে ব্রোচ্ ষ্টেসন।

ধর্ম্মকুণ্ড—(মথুরায়) কাম্যবনের অন্তর্গত (ভক্তি ৫।৮৪২)।

ধলেশ্বর—যাজপুর রোড, ষ্টেশন হইতে দুই মাইল পূর্ব্বে। এখানে যে প্রাচীন মহাপ্রভুর সেবা আছে, উহা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রব-র্ত্তিত বলিয়া প্রবাদ শুনা যায়। জনৈক প্রাচীন বৈষ্ণব মহাত্মা বলেন যে মহাপ্রভু ঐস্থানে গমন করিয়াছিলেন।

ধাত্রীগ্রাম—বর্দ্ধমান জেলা। হাওড়া-কাটোয়া লাইনে ধাত্রীগ্রাম ষ্টেশন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ধাত্রীগ্রামে রুদ্র-নামক ব্রাহ্মণ জমিদারকে দীক্ষিত করেন। ইনি ঘোর শাক্ত ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন; পরে পরম বৈষ্ণব হন এবং ঐ স্থানে বিষ্ণু-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

ধামরাই—ঢাকা জেলায়, শ্রীশ্রীযশোমাধব-জীউর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। ঢাকা ষ্টেশন হইতে সাভার, তথা হইতে মটর লঞ্চে ধামরাই। এখানকার রথযাত্রা প্রসিদ্ধ।

ধারাপতন তীর্থ—(মথুরায়) যমুনার তীর-বর্ত্তী ঘাট।

ধারেন্দা বাহাদুরপুর—মেদিনীপুর জেলায়। বি, এন. রেলওয়ে খড়গপুর ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী স্থান। শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর শ্রীপাট। ঐস্থানে তাঁহার আবির্ভাব হয়—১৪৫৫ শকে। পিতা শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল সুবর্ণরেখার তীরে দণ্ডেশ্বর গ্রামের নিকট অম্বুয়ায় বাস করিতেন।

শ্রীলশ্যামানন্দপ্রভু পরে নৃসিংহপুরে শ্রীপাট করেন। ধারেন্দা, বাহাদুরপুর, রয়ণী, গোপী-বল্লভপুর, নৃসিংহপুর এই ৫টি শ্রীপাট শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্যগণের পুণ্যধাম। শ্রীলশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য রসিকমুরারির শ্রীপাট—গোপীবল্লভপুর। ইহার আদিবাস রয়ণী গ্রামে ছিল। রসিক শিষ্যগণের শ্রীপাট—গোপীবল্লভপুরে। শ্রীশ্যামা-নন্দপ্রভুর স্থাপিত শ্রীশ্রীগোবিন্দবিগ্রহ ঐস্থানে আছেন। শ্রীবৃন্দাবনে ইঁহার শ্রীশ্যামসুন্দরবিগ্রহ আছেন—শ্যামানন্দ কুঞ্জে।

সের খাঁ-নামক জনৈক মুসলমান শ্যামানন্দের শিষ্য হয়েন, পরে ইহার নাম শ্রীচৈতন্য দাস হয়। ধারেন্দা-নিবাসী হরি গোপও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য হয়েন।

ধারেন্দাতে শ্রীশ্যামানন্দ-শিষ্য দরিয়া দামোদর ও নিমু গোস্বামীর শ্রীপাট। মেদিনীপুর দণ্ডেশ্বর গ্রামে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীশ্যামসুন্দরজীউর প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমানে শ্রীবিগ্রহ সিংহভূম জেলায় শ্রীশ্যামসুন্দরপুরে আছেন।

এই স্থানে শ্রীরসিকমঙ্গল-প্রণেতা শ্রীগোপী-বল্লভদাসের বাড়ী।

ধীরসমীর—(শ্রীবৃন্দাবনে) বংশীবট-সমীপস্থ যমুনা তীরবর্ত্তী স্থান।

ধুলাউড়া—(মথুরায়) কাম্যবনের নিকটে

অবস্থিত (ভক্তি° ৫।৮৮৪)।

ধোয়াঘাট—শ্রীশ্রীগদাধর প্রভুর শ্রীপাট। মুর্শিদাবাদ জেলা। ভরতপুরের ১॥ মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে। ময়ূরাক্ষী নদীর শাখা কুয়ে নদীর উপর। এই স্থানে মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পরে ভ্রমণ করিতে করিতে আগমন করিয়া শ্রীচরণ ধৌত করিয়াছিলেন।

ধোয়ানিকুণ্ড—(মথুরায়) নন্দীশ্বরের ঈশান কোণে দধিপাত্র-ধৌত-জলের স্থান।
(ভক্তি° ৫।৯৬২)।

ধ্যানকুণ্ড—(মথুরায়) কাম্যবনে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক শ্রীরাধা-ধ্যান-স্থান।

ধ্রুবতীর্থ মথুরায় অবস্থিত যমুনার ঘাট—ধ্রুবের তপস্যা-স্থান।

[ন]

নগরিয়া ঘাট—শ্রীধাম নবদ্বীপের প্রান্ত-বাহিনী গঙ্গার ঘাট। ইহা বারকোণা ঘাট ও গঙ্গানগরের মধ্যবর্ত্তী (চৈ° ভা° মধ্য ২৩।৩০০)।

নত্তিগ্রাম—হালিসহরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত 'খাসবাটী'। এস্থানে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্ম হয়।

নদীয়া—নবদ্বীপ।

নন্দগ্রাম—মথুরার বায়ুকোণে অবস্থিত নন্দীশ্বর গ্রাম শ্রীনন্দ রাজার রাজধানী। মন্দিরে—শ্রীকৃষ্ণ বলরাম।

নন্দঘাট—শ্রীবৃন্দাবনের উত্তরে, যমুনার ঘাট। এস্থানে শ্রীনন্দ মহারাজ বরুণচর-কর্তৃক হৃত হন।

নন্দনকূপ—মথুরার নৈঋ্ঁত কোণে সাঁতোয়া গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী।

নন্দীশ্বর—মথুরায় অবস্থিত নন্দগ্রাম [চৈ° ম° শেষ ২।৩৩৬]

নন্যাপুর—বা নবীনপুর (গোঁসাইপুর), মৈমনসিংহে। মেঘনা নদীর তীরে। এই স্থানে সপ্তগ্রাম হইতে মাধব মিশ্র আসিয়া বাস করেন। তিনি প্রথমে শাক্ত ছিলেন। ১৫০১ শকে 'চণ্ডীগ্রন্থ' রচনা করেন; পরে বৈষ্ণব হয়েন।

নন্যাপুর—(বর্দ্ধমান) কাটোয়ার উত্তর নবহট্ট বা নৈঠির নিকট এবং উদ্ধারণপুরের কাছে। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা শ্রীমাধবের শ্রীপাট। *

নপাড়া—কাটোয়া হইতে ৪ ক্রোশ পশ্চিমে; এস্থানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাসের পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ঐস্থানকে 'বিশ্রামতলী' কহে।

নবখণ্ড—সিদ্ধান্ত-শিরোমণিতে গোলাধ্যায়ে আছে—ভারত, কিন্নর (কিম্পুরুষ), হরি, কুরু, হিরণ্ময়, রম্যক (রমণক), ইলাবৃত, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল—ইহারাই নবখণ্ড বা বর্ষ (জম্বুদ্বীপের নব বিভাগ)। পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশকে 'খণ্ড' বা 'বর্ষ' বলে।

নবগ্রাম—(লাউডি শ্রীহট্টে) সুনামগঞ্জ সাবডিভিসনের অন্তর্গত। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব-ক্ষেত্র। উক্ত পবিত্র স্থান জঙ্গলে পূর্ণ হইয়াছিল, ভক্তগণ বহুকষ্টে ও অনুসন্ধানে বাহির

---

* নন্যাপুর-নিবাসী ভগীরথ চট্টোপাধ্যায়ের পালকপুত্র মাধব চট্টোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীনিত্যানন্দ-দুহিতা শ্রীগঙ্গাদেবীর বিবাহ হয়।

করিয়া একটি আখড়া স্থাপন করিয়াছেন। ঐ স্থানে রেঙ্গুয়া নদী প্রবাহিত। অগণ্য তুলসীবৃক্ষবেষ্টিত শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর গৃহের ভগ্নাবশেষ, একটি প্রাচীন মাধবীলতা বেষ্টিত আম্রবৃক্ষ এবং একটি পুষ্করিণী আছে। অধুনা এ স্থানের নাম 'লাউড়ের গড়'।

At Nayagaon in Sunamganja an Akhra (আখড়া) has recently been constructed in honour of Adwaita, one of the Chaitanya-followers (Assam District Gazeteer 11 Sylhet III. p. 88)

নবগ্রাম—বর্দ্ধমান। **H. B.** কর্ড মশাগ্রাম ষ্টেশন হইতে দুই মাইল।

শ্রীঅদ্বৈতের শাখা শ্রীশ্যামদাস আচার্য্যের শ্রীপাট। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবা।

ভৈটা, পালসিট, বিজুর, মাৎসর প্রভৃতি স্থানে বংশধর গোস্বামিগণের বাস।

নবগ্রাম—ব্রজে ডেরাবলী গ্রামের নিকটবর্ত্তী।

নবতীর্থ—(মথুরায়) যমুনার ঘাট (ভক্তি ৫।২৮৬)।

শ্রীনবদ্বীপ ধাম—

"নিত্যানন্দা দ্বৈতচৈতন্যাত্মকং,
তত্ত্বং নিত্যালঙ্কৃতং ব্রহ্মসূত্রৈঃ।
নিত্যৈর্ভক্তৈর্নিত্যয়া ভক্তিদেব্যা,
ভাতং নিত্যো ধাম্নি নিত্যং ভজামঃ॥"

'ভূমিস্বর্গ নবদ্বীপ পৃথিবীমণ্ডলে'
—জয়ানন্দ।

'সপ্তদ্বীপমধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম'
—কৃত্তিবাস।

'নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই'
—(চৈঃ ভাঃ আ ২।৫৫)

গঙ্গার পূর্ব্ব ও পশ্চিম পারে অবস্থিত নয়টি দ্বীপ। সর্বোর্দ্ধতম শ্রীগৌরধাম।

দ্বীপ নয়টির অবস্থান—

বর্ত্তমান গঙ্গাদেবীর পূর্বপারে চারিটি—

১। **অন্তর্দ্বীপ**—ইহার অন্তর্গত প্রাচীন মায়াপুর, ভারুইডাঙ্গা, (দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দসিংহের প্রাচীন মন্দির এই স্থানে ছিল) ইহার পরে নিদয়া ঘাট, মহাপ্রভু এই ঘাট পার হইয়া কাটোয়ায় যান।

২। **সীমন্তদ্বীপ**--বামুনপুকুর, স্বরডাঙ্গা, বল্লালদীঘি, সিমুলিয়া।

৩। **গোদ্রুম-দ্বীপ**—গাদিগাছা, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ।

৪। **মধ্যদ্বীপ**— মাজিদা, পানশিলা ও ভালুকাদি গঙ্গার পশ্চিমপারে বা নবদ্বীপসহর দিকে—

৫। ● **কোলদ্বীপ**--কুলিয়া বা কোবলা, তেঘরির দক্ষিণ ও সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি।

● শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ তৎপ্রণীত 'শ্রীচৈতন্যদেব' গ্রন্থে প্রমাণপ্রয়োগসহ নির্ণয় করিয়াছেন যে বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহরই কুলিয়া, কিন্তু 'নবদ্বীপ-মহিমা' 'নবদ্বীপ-কাহিনী' প্রভৃতিতে বিরুদ্ধ মতই দৃষ্ট হইতেছে। শ্রীগৌরের পার্ষদগণ—যাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ত স্থলগুলি উদ্ধার করিয়াছেন—তাঁহারা আসিয়া এই কার্য্যটি করিলে সকল সন্দেহ নিরসম হইতে পারে।

৬। **ঋতুদ্বীপ**—রাতুপুর (রাহুতপুর) ও বিদ্যানগর।

৭। **মোদদ্রুম দ্বীপ**—মাউগাছি (মাম্‌গাছি), মহৎপুর ও ব্রহ্মাণীতলা।

৮। **জহ্নুদ্বীপ**—জান্নগর, পারুলিয়া ও সুলুঠ।

৯। **রুদ্রদ্বীপ**—রাহুপুর (রুদ্রডাঙ্গা), শঙ্করপুর এবং পূর্ব্বস্থলী।

মহৎপুর বা মাতাপুর (বর্ত্তমান নাম মাধাই-পুর)। রুদ্রদ্বীপে বেলপুকুরে, শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর বাড়ী ছিল, ব্রাহ্মণপুকুরে চাঁদকাজীর বাড়ী ছিল।

নবদ্বীপের প্রাচীন স্থান ঃ—

১। **ব্রাহ্মণপুকুর**—গ্রামের উত্তরে সীমান্ত দেবীর পীঠস্থান আছে। এস্থানে বল্লালসেনের রাজপ্রাসাদ ছিল। বল্লালঢীবি ও বল্লালদীঘি তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে। ●

২। **সুবর্ণবিহার** গ্রামে শ্রীসুবর্ণ সেন রাজার বাটীর চিহ্ন আছে। পালবংশীয় রাজাদের রাজত্বও এস্থানে ছিল।

৩। **মাজিদা**—গ্রামের নিকট হংসবাহন-বিলে **শ্রীহংসবাহন** শিব আছেন। চৈত্রী সংক্রান্তিতে তিন দিনের জন্য তিনি উপরে উঠেন।

৪। **ব্রাহ্মণপাড়া** বা ব্রাহ্মণপুরা গ্রামের দক্ষিণে দে পাড়া (দেবপল্লী) গ্রামে প্রাচীন শ্রীনৃসিংহদেব আছেন।

৫। **বিদ্যানগর**—দক্ষিণ গঙ্গাপাটি গ্রামে —**শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম** ও **শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের** বাটী ছিল।

৬। **শ্রীরামপুর**—বিশ্রামতলায় (নবদ্বীপ হইতে পশ্চিমে) মহাপ্রভু বিশ্রাম করিতেন। শ্রীবিগ্রহ আছেন।

৭। **মামগাছি**—জান্নগরের উত্তরে, এ স্থানে তিনটি শ্রীপাট। (১) শ্রীলসারঙ্গমুরারি প্রভুর শ্রীপাট—এখানে শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা আছেন। একটি প্রাচীন বকুল বৃক্ষ আছে। (২) শ্রীমতীনারায়ণী দেবীর শ্রীপাট। (৩) শ্রীলবাসুদেব দত্তের শ্রীপাট। দত্ত ঠাকুরের সেবিত শ্রীশ্রীরাধামদনগোপাল শ্রীবিগ্রহ বর্ত্তমানে শ্রীল সারঙ্গ মুরারি প্রভুর শ্রীপাটে সেবিত হইতেছেন।

৮। **জান্নগরের** পূর্ব দিয়া ভাগীরথী ছিল। ইহার উত্তরে মামগাছি মোদদ্রুম দ্বীপ। প্রবাদ আছে যে এই জান্নগরে পুরাকালে জহ্নুমুনি এক গণ্ডুষে গঙ্গা পান করিয়াছিলেন। খৃঃ ১৮৪৬ অব্দে এস্থানে দশটি বৃহৎ মন্দির ও এক-শত টোল ছিল।

৯। **সরডাঙ্গা**—কাজীনগরে উত্তরে (রাজাপুর বা স্বরক্ষেত্র)। শ্রীশ্রীজগন্নাথ সেবা। সূরবংশীয় রাজগণের বাস ছিল। কালাপাহাড় উৎপাত করিয়াছিল।

---

* শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ তৎপ্রণীত 'শ্রীচৈতন্যদেব' গ্রন্থে প্রমাণপ্রয়োগ সহ নির্ণয় করিয়াছেন যে বর্ত্তমান নবদ্বীপ শহরই কুলিয়া, কিন্তু 'নবদ্বীপ-মহিমা' 'নবদ্বীপ-কাহিনী' প্রভৃতিতে বিরুদ্ধ মতই দৃষ্ট হইতেছে। শ্রীগৌরের পার্ষদগণ—যাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ত স্থলগুলি উদ্ধার করিয়াছেন—তাঁহারা আসিয়া এই কার্য্যটি করিলে সকল সন্দেহ নিরসন হইতে পারে।

● In the village (Bamunpukur) there is a large mound which is called Ballaldhibi and is believed to be all that is left of the palace of Ballal Sen, and near by is a tank which is called Ballaldighi". [Bengal District Gazetteer, Nadia p 165]

১০। **কাজির সমাধি**—গঙ্গা ও খড়িয়া নদীর সঙ্গম হইতে প্রায় তিন মাইল উত্তরে বল্লালদীঘির অনতিদূরে মৌলানা সিরাজুদ্দিনের কবর আছে। এস্থানে প্রাচীন চাঁপাবৃক্ষটি অদ্যাপি অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে।

১১। **মালঞ্চপাড়া**—পারডাঙ্গার উত্তর দিকে। এই স্থানে শ্রীশ্রীসনাতন মিশ্রের বাড়ী ছিল। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্মস্থান ।

১২। **খোলাবেচা শ্রীধরের বাড়ী** (দ্বাদশ গোপালের একতম)—নবদ্বীপ তন্তুবায়-পল্লীতে ইঁহার বাস ছিল।

শ্রীধাম নবদ্বীপে **শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিগ্রহ** শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর স্থাপিত। কাহারও মতে শ্রীলবংশীবদনানন্দ ঠাকুরের স্থাপিত। শ্রীবিগ্রহের শ্রীপাদপদ্মে 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' নাম ও ১৪৩৫ শকাব্দ লিখিত আছে—শোনা যায়। শ্রীবিগ্রহ পূর্বে মালঞ্চপাড়ায় ছিলেন; সিদ্ধ তোতারাম দাস বাবাজি মহোদয় বর্ত্তমান মন্দিরের পূর্বদিকে আনয়ন করত দৈনন্দিন সেবার ব্যবস্থাদি করিয়াছেন।

শ্রীনবদ্বীপে প্রাচীন বিগ্রহ ঃ—

(১) **বুড়াশিব** হিন্দু স্কুলের ধারে। (২) **যোগনাথ ও পারডাঙ্গার শিব**, (৩) **সিদ্ধেশ্বরী**, (৪) **এলানে শিব**—মনিপুর রাজবাটীর উত্তরে। (৫) **বালকনাথ শিব**—চারচাড়া পাড়ায় (৬) **পোড়া মা** বা পড়ুয়ার মা বা বিদগ্ধজননী—পোড়ামা তলায়। (৭) **ভবতারিণী**—পোড়ামা তলার। দেবী উপবিষ্টভাবে আছেন। (৮) **ওলা দেবী** (৯) **পাড়ার মা দেবী**। (১০) **আগমেশ্বরী** (১১) **মঙ্গলচণ্ডী**। (১২) **সিমলা দেবী**। (১৩) **ব্রহ্মাণী দেবী** (মনসা, পোলের হাটের নিকট); (১৪) **সীমন্ত দেবীর পীঠ**—ব্রাহ্মণপুকুর। (১৫) **সিদ্ধেশ্বরী**—সমুদ্রগড়; (১৬) **শ্রীরামসীতা**—রামসীতা তলায়। (১৭) **শ্রীরাধাবল্লভজীউ**—রাধাবল্লভপাড়ায়। (১৮) **শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রজীউ**—প্রবাদ সার্বভৌম-সেবিত। (১৯) **শ্রীনবদ্বীপনাথজীউ**—কৃষ্ণনগরের রাজা গিরিশচন্দ্র স্বদেশে গঙ্গাতীরে ভূগর্ভে একটি গোপালবিগ্রহ প্রাপ্ত হন ও তাহার নাম 'শ্রীনবদ্বীপনাথ' রাখিয়া নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠা করেন। এখন কিন্তু অদৃশ্য।

শ্রীধাম নবদ্বীপে **সিদ্ধ মহাত্মগণের সমাধি ও আশ্রম—**

১। নবদ্বীপ বড় আখড়ায় শ্রীল সিদ্ধ তোতারাম দাস বাবাজীর আশ্রম। **শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরজীউ**—তাঁহার সেবিত বিগ্রহ।

২। বড়ালঘাটের উত্তর দিকের শ্রীলবংশীদাস বাবাজী মহারাজের আশ্রম।

৩। মৌনী নিম্বল সাধুর সমাধি—বনচারী বাগানে।

৪। সিদ্ধ শ্রীল গৌরীকিশোর দাস বাবাজীর সমাধি পূর্বদিকে গঙ্গার চড়ায় ছিল।

৫। সিদ্ধ শ্রীচৈতন্য দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি ও ভজন-কুটীর। মহাপ্রভুর মন্দির-সংলগ্ন।

৬। সিদ্ধ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজীর মহারাজের সমাধি ও ভজন-কুটীর—পীরতলা ঘাটের পূর্ব দিকে।

৭। সিদ্ধ শ্রীরাধারমণচরণ দাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীগৌরহরি দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি—শ্রীবাসাঙ্গন ঘাটের সংলগ্ন।

৮। কন্থাধারী বাবাজীর আশ্রম—বহু প্রাচীন।

৯। শ্রীরাধাচরণ দাস বাবাজীর সমাধি—শ্রীরাধারমণ বাগের পূর্ব দিকে।

মণিপুর রাজবাটী—নবদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে। মণিপুরবাসিগণ শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব ও শ্রীলনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পরিবার। মণিপুরের রাজা ভাগ্যচন্দ্র সিংহ বৃদ্ধ বয়সে নবদ্বীপে বাস করিবার ইচ্ছায় স্বীয় কন্যা 'লাইরোইবীর' সহিত এখানে আসেন এবং তেঘরী পাড়ায় বাসস্থান নির্মাণ করত শ্রীগৌরমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা করেন। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই ভাগ্যচন্দ্রের সহিত প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তেঘরি মৌজায় ষোল বিঘা জমি অত্যল্প বার্ষিক খাজনায় দেন এবং ঐ স্থানের নাম 'মণিপুর' রাখেন। লাইরোইবী দেবী এবং তৎপরে তদ্বংশগণ এখন পর্য্যন্ত সেবা চালাইতেছেন। [১৯৩৪ খৃঃ স্বুবর্ণময় মন্দিরে সেবা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।] ১২২২ সালে নবদ্বীপের মহারাজ গিরিশচন্দ্র-প্রদত্ত দলিলে জানা যায় যে মণিপুরের মহারাজের বাসের নিমিত্ত তিনি গঙ্গাতীরে দুই বিঘা জমি দান করিয়াছেন [নবদ্বীপ-মহিমা]।

পোড়ামাতা (পড়ুয়ার মা বা বিদগ্ধজননী)—মহেশ্বর বিশারদের পুত্র বাসুদেব (যিনি উত্তরকালে সার্বভৌম নামে পরিচিত) বাল্যকালে লেখাপড়া শিখেন নাই। তাঁহার পিতা মূর্খ পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া বিদেশে যাইবার কালে তাঁহার মাতাকে বলিয়া যান—'এমন পুত্রের মুখে ছাই দিতে হয়।' পতিব্রতা রমণী স্বামীর আদেশমত পুত্রের ভোজন-পাত্রের একপার্শ্বে একমুষ্টি ভস্ম দিলে বাসুদেব জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তাঁহার পিতার আদেশেই এই ব্যাপার হইয়াছে। বাসুদেব ভোজন না করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন এবং নির্জন দগ্ধ বনভূমিমধ্যে ভাবনামগ্নচিত্তে বসিয়া বসিয়া অবশেষে জাহ্নবী-সলিলে জীবন বিসর্জন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তখন দৈববাণী হইল—'বৎস! জীবন-বিসর্জনে প্রয়োজন নাই। আমার বরে তুমি শ্রুতিধর হইবে—তোমার সকল দুঃখ দূর হইবে। এই দগ্ধবনে আমি প্রস্তররূপে বিরাজ করিতেছি—তুমি গ্রামমধ্যে লইয়া গিয়া আমার পূজার ব্যবস্থা কর'। বাসুদেব দৈববাণী শুনিয়া গ্রামমধ্যে বটবৃক্ষমূলে ঐ প্রস্তরখণ্ডের উপর ঘটস্থাপন করত দেবীর অর্চনা করিলেন। ইনিই নবদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী- 'পোড়ামাতা'।

নবলা বিষ্ণুপুর—(নদীয়া) গঙ্গার ধারে, শ্রীবিষ্ণুদাসের শ্রীপাট। ইঁহার পিতা—সদাশিব গুণাকর। দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ—কাশ্যপ গোত্র। বিষ্ণুদাস নীলাচলে থাকিতেন। শ্রীচরিতামৃতে (আদি ১০।১৫১)—

নির্লোম গঙ্গাদাস আর বিষ্ণুদাস।
এই সবের প্রভুসঙ্গে নীলাচলে বাস॥

নবহট্ট বা নৈহাটী বা নৈটী—এই গ্রামটি কাটোয়ার দেড় ক্রোশ উত্তরে। এই স্থানে স্বাধীন হিন্দু রাজা দনুজমর্দ্দনের রাজ্য ছিল। এই স্থানে শ্রীলসনাতন গোস্বামী প্রভুর সংস্কৃত শাস্ত্রাদির শিক্ষাগুরু বঙ্গের অদ্বিতীয় পৌরাণিক শ্রীসর্ব্বানন্দ সিদ্ধান্ত বাচস্পতি থাকিতেন।

শ্রীলরূপসনাতনের পূর্ব পুরুষ শ্রীপদ্মনাভ এই স্থানে বাস করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ-প্রতিষ্ঠা ও রথযাত্রা করিতেন। শ্রীল সনাতন প্রভুর পিতাঠাকুর শ্রীকুমারদেব জ্ঞাতি-বিরোধ হেতু নৈহাটী

ত্যাগ করিয়া বাক্‌লাচন্দ্রদ্বীপে বাস করেন।

এই স্থানে 'নৈ' নামে এক রাজা ছিলেন। শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর তাঁহারই কর্ম্মচারী ছিলেন। শ্রীলনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য শ্রীশঙ্কর ভট্টের শ্রীপাট। এখানে শ্রীনিতাই-গৌর-সেবা আছে।

দক্ষিণখণ্ড গ্রামের গোস্বামিবংশীয়দের নিকট শ্রীপদ্মনাভ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারাই শ্রীলসনাতন প্রভুদের কুলগুরু। শ্রীলসনাতন প্রভু প্রেমভোগ গ্রামে ইঁহাদিগকে বিস্তর ব্রহ্মোত্তর ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন।

নয়ত্রিপদী—তিনেভেলী হইতে ১৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে, বর্ত্তমান নাম আলোবর তিরুনগরী। এই নগরীর চতুর্দ্দিকে নয়টি বিষ্ণুমন্দির আছে। পর্ব্ব-উপলক্ষে ঐ নয়টি মন্দিরের তিরুপতি (বিষ্ণু) এখানে সমবেত হয়। এজন্য 'নয় তিরুপতি' বা 'ত্রিপদী' আখ্যা। S. I. Ry ব্রাঞ্চ লাইনে তিরুচেন্দর, ষ্টেশন আলোবর তিরুনগরী।

নরঘাট (তমলুক) তমলুক সহর হইতে দক্ষিণে ১২ মাইল দূরে নরঘাট। মহাপ্রভু সগণ নীলাচলে যাত্রার পথে ১৪৩১ শকে ছত্রভোগ হইতে নৌকাযোগে তমলুক উপনীত হয়েন এবং উক্ত নরঘাটে দানিকর্তৃক প্রথম নদী পার হইয়াছিলেন। এই ঘটনার স্মরণার্থে স্থানীয় ভক্তগণ ঐস্থানে ফাল্গুনী গৌরপূর্ণিমা উপলক্ষে তিন দিন সংকীর্ত্তন ও শোভাযাত্রায় নগর পরিভ্রমণ করেন।

নরনারায়ণাশ্রম—বদরিকাশ্রম; অলকানন্দা-তীরে ও তপনকুণ্ডের পার্শ্বদেশে অবস্থিত। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত (চৈ° ভা° আদি ৯।১৪১)।

নরী—ব্রজে, শ্যামরীর এক মাইল পশ্চিমে। শ্রীবলদেব-স্থল।

নরীসেমরী (মথুরায়) ছত্রবনের নিকটবর্ত্তী; পূর্বনাম 'শ্যামরী-কিন্নরী' এস্থানে শ্রীকৃষ্ণ শ্যামাসখীবেশে বীণাবাদনে শ্রীরাধার মানভঞ্জন করেন (ভক্তি° ৫।১২৭০)।

নরেন্দ্র সরোবর—শ্রীক্ষেত্রস্থিত 'শ্রীচন্দনপুকুর'। শ্রীমন্দিরের উত্তরপূর্বকোণে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। দৈর্ঘ্যে ৮৭৩ ফিট ও প্রস্থে ৭৪৩ ফিট। প্রবাদ—খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লাকপোসি নরেন্দ্র নামক জনৈক রাজকর্মচারী ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। মতান্তরে নরেন্দ্র ইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রীপুরুষোত্তম-দেবের চন্দনযাত্রার উদ্দেশ্যে এই সরোবর নির্মাণ করাইয়াছেন। এই সরোবরে চন্দনযাত্রার একুশ দিন শ্রীজগন্নাথের বিজয়-মূর্ত্তি শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউ নৌকা বিলাস করেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিলাসের এবং শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শ্রীমদ্‌ভাগবতপাঠের স্থান।

নর্মদা—অমরকণ্টক পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া কাম্বে উপসাগরে পতিত নদীবিশেষ (চৈ° চ° মধ্য ৯।৩১০)। মধ্যভারতের নিমার জিলায় নর্মদার দক্ষিণ তীরে 'ওঁকারেশ্বর শিব' ও উত্তরতটে 'অমরেশ্বর তীর্থ'। জব্বলপুর জিলায় নর্মদার তীরে বাণগঙ্গা, নর্মদা ও সরস্বতীর সঙ্গম-স্থল ত্রিবেণী প্রভৃতি তীর্থস্থান প্রসিদ্ধ।

নাগতীর্থ—মথুরায় অবস্থিত ভূতেশ্বরের দক্ষিণে বিরাজমান। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° ম° শেষ ২।১৩৫)।

নাগরদেশ—দাক্ষিণাত্যে তাঞ্জোর হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণে। ২ বেলেডাঙ্গা, বেরিগ্রাম, সুখসাগর, চান্দুড়ে, মনসা-পোতা, পালপাড়া প্রভৃতি চৌদ্দ মৌজা পাঁচনগর পরগণায় থাকায়

উহাকে কেহ কেহ 'নাগরদেশ' বলেন। দ্বাদশ-গোপাল পর্য্যায়ের পুরুষোত্তমকে 'নাগর' আখ্যা দেওয়ার বোধ হয় এই তাৎপর্য্যই গৃহীত হইয়াছে। শ্রীসদাশিব কবিরাজের পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুর প্রথমতঃ বেলেডাঙ্গায় শ্রীপাট করেন, তৎপরে উহার ধ্বংস হইলে সুখসাগরে শ্রীপাট হয়, তাহাও গঙ্গাগর্ভে গেলে চান্দুড়ে (মতান্তরে বোধখানায়) শ্রীপাট স্থাপিত হয়।

নান্নুর—(বীরভুম জেলা) **A. K. R.** কীর্ণাহার ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ। শ্রীল চণ্ডী-দাসের আবির্ভাবভূমি। (আবির্ভাব—১৩২৫ শকে) এই স্থান বীরভুম-কাটোয়া রাজপথের ধারে।

দর্শনীয় ঃ—(১) শ্রীবাসুলী দেবী। (২) চণ্ডীদাসভিটা। (৩) রামী রজকিনীর কাপড়কাচা পাটা। উহা এক্ষণে প্রস্তরীভূত। একটি পুকুরের ধারে ইষ্টক-বেদীতে রক্ষিত। চণ্ডীদাসের ভিটার স্থান গভর্ণমেণ্ট-কর্তৃক 'প্রাচীন স্মৃতিরক্ষা-আইনে' রক্ষিত আছে। চণ্ডীদাসের বাড়ী বর্তমান বাশুলী-দেবীর বাড়ীর ঈশান কোণে ছিল। চণ্ডীদাসের ভ্রাতার নাম—নকুল ঠাকুর। প্রতি বৎসর মাঘ-মাসে উৎসব হয়।

ছাতনায় (বাঁকুড়া) এক চণ্ডীদাসের লীলাস্থান আছে। এ বিষয়ে মতভেদও আছে। দ্বিজ চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস ও তরুণীরমণ চণ্ডীদাস এই এই তিন চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায়।

নাভিগয়া—যাজপুরের অন্তর্গত বিরজা-ক্ষেত্র। শ্রীগৌরাঙ্গপদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° অন্ত্য ২।২৮৪)। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু এ স্থানে পিতৃপিণ্ড দিয়াছিলেন [অদ্বৈতপ্রকাশ ৪।১০ পৃঃ]।

নারাঙ্গাবাদ—ব্রজে, মথুরার পাঁচ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

নারদ কুণ্ড—ব্রজে কুসুমসরোবরের নিকট-বর্ত্তী, ২ কাম্যবনে, ৩ যাবটে [ভক্তি ৫।৬০৯, ৮৪৯, ১০৮৯]।

নারায়ণ গড়—মেদিনীপুরে **B. N. R.** ষ্টেশন। উহা একটী হিন্দুরাজ্য ছিল। ধলেশ্বর শিবমন্দির আছে। বাহির হইতে নারায়ণগড়ে প্রবেশ পথে একটী লৌহ কপাট ছিল। ঐ দরজার নাম 'যমদুয়ার বা ব্রাহ্মণী দুয়ার'। উৎকলে বা পুরীধামে যাইতে হইলে ঐ দরজা দিয়া যাইতে হইত, নতুবা দুইপার্শ্বে ব্যাঘ্র-ভল্লুক-পূর্ণ ভীষণ জঙ্গল ছিল। রাজার ছাড়পত্র লইয়া যাত্রীগণ যাইতে পারিত, নতুবা দরজা খোলা হইত না। ১৩০০ শকাব্দীতে ঐ দরজা নির্মিত হইয়াছিল।

নারায়ণ পীঠ – শ্রীধাম নবদ্বীপের উপকণ্ঠে স্থিত, বৈকুণ্ঠপুরে অবস্থিত—এস্থানে নারদমুনি শ্রীনারায়ণের দর্শন লাভ করেন।

নাসিক তীর্থ—বোম্বাই হইতে ১১৭ মাইল; গোদাবরী- তটে পঞ্চবটী। এ স্থানে বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্র শ্রীলক্ষ্মণ ও শ্রীসীতাদেবী সহ অবস্থান করেন। সূর্পনখার নাসিকা ছেদন-স্থান। বিষ্ণুচক্রে সতীর নাসিকা পতিত হইয়া-ছিল বলিয়া প্রাচীন পঞ্চবটীরই নাসিক-নামের কল্পনা হইয়াছে। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।৩১৭)।

নিত্যানন্দতলা—মুর্শিদাবাদ জেলার জেমোবাঘ-ডাঙ্গার মধ্যে বনিকপাড়ায় অবস্থিত। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু রাঢ়দেশে ভ্রমণকালে কীর্ত্তনাদি করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। একটি অশ্বত্থ ও

একটি বকুল বৃক্ষ যুক্তভাবে অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপে বিদ্যমান ছিল। উহারা এক্ষণে অদৃশ্য।

নিত্যানন্দপুর—হুগলীজেলায় সপ্তগ্রামের নিকট। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমতী বসুধা দেবী ও শ্রীমতী জাহ্নবী দেবীকে বিবাহ করিয়া এই স্থানে কিছুদিন ছিলেন। একটি দেবালয় আছে। দেবালয়ের শ্রীবিগ্রহ শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভুর শিষ্য শ্রীধর প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীধর ও বাণীনাথ দুই ভাই সুবর্ণবণিক ছিলেন। চট্টগ্রাম হইতে ৭ নৌকা বাণিজ্য দ্রব্য ভরিয়া সপ্তগ্রাম বন্দরে আসেন। আইন্দানগরে ইহাদের বাস ছিল। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে ইহারা স্বগৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীধর-প্রণীত 'শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ পটল' এবং বাণীনাথ-প্রণীত 'শ্রীনিত্যানন্দ-চৌত্রিশা' প্রভৃতি গ্রন্থ আছে বলিয়া শুনা যায়।

নিত্যানন্দ বট—ব্রজে, 'শৃঙ্গার বট' দেখুন।

নিধুপাড়া (?)—শ্রীঅভিরাম গোপালের শাখা পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারীর বাসস্থান।

নিধুবন—শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যবর্ত্তী শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিধুবন-স্থান।

নিমগাঁও—সখীথরার দেড় মাইল উত্তরে। শ্রীগিরিরাজ ধারণের পর এ স্থানে গোপগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে নির্মঞ্ছন করিয়াছেন। শ্রীনিম্বাদিত্যের জন্মস্থান।

নিমাই তীর্থের ঘাট—হুগলী জেলায়, বৈদ্যবাটী ষ্টেশন হইতে পূর্বদিকে গঙ্গার ঘাট। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসপরে এই গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়াছিলেন। সেই হইতে এই ঘাট নিমাই তীর্থ ঘাট' নামে খ্যাত। পুরীধাম হইতে শ্রীজগন্নাথদেব এই ঘাটে বালা বন্ধক দিয়াছিলেন। কোন ব্রাহ্মণ বালক উপনয়নের পরে এই ঘাটে দণ্ডী ভাসাইয়া স্নান করেনা। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস—তাহা হইলে সেই বালক মহাপ্রভুর ন্যায় গৃহত্যাগ করিবে।

নিমতা—(২৪ পরগণা জিলায়) বেলঘর ষ্টেশন হইতে নিকটে। মহাপ্রভুর ভক্ত কবি কৃষ্ণরামের জন্মস্থান। ইনি কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। নিমতায় ইঁহার ভিটা আছে। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে 'রায়মঙ্গল', 'বিদ্যাসুন্দর' প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচনা করেন। 'কালিকামঙ্গল' গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনা আছে।

নির্ব্বিন্ধ্যা নদী—উজ্জয়িনীর নিকটে পূর্ব্বোত্তরে অবস্থিত। পারা-নদীর পশ্চিমে ও পাবনী-নদীর দক্ষিণে। বিন্ধ্য হইতে উৎপন্ন হইয়া 'চম্বলে' আসিয়া পড়িয়াছে। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত তট (চৈ° চ° মধ্য ৯।৩১১, চৈ° ভা° আদি ৯।১৫০)।

নীপকুণ্ড—ব্রজে পৈঠ গ্রামের নিকটবর্ত্তী গৌরীতীর্থে অবস্থিত (ভক্তি° ৫।৬৩২)।

নীমগ্রাম—শ্রীরাধাকুণ্ডের অনতিদূরে নৈর্ঋত কোণে।

নীলাচল—উড়িষ্যা প্রদেশে পুরীধামের পর্বত, ইহার উপরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রকাণ্ড মন্দির বিরাজমান। সাধারণতঃ সমগ্র শ্রীক্ষেত্র-মণ্ডলেরই দ্যোতক। ২—(?) শ্রীল অভিরাম গোপালের শিষ্য জগন্নাথ দাসের বসতিস্থান।

নুরপুর—ঢাকা বিক্রমপুরের গ্রাম। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীহট্ট-গমনকালে এস্থানে গমন করেন (প্রেম ২৪)।

নৃসিংহকুণ্ড—(মথুরায়) কাম্যবনে অবস্থিত।

নৃসিংহপুর—(মেদিনীপুর জেলায়) শ্রীল

শ্যামানন্দ প্রভু অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার শিষ্য শ্রীপুরুষোত্তম মিশ্রের শ্রীপাট।

নেওছাক—(মথুরায়) বক্‌থরার নিকটবর্ত্তী—শ্রীকৃষ্ণের ভোজন-বিলাস স্থান

[ভক্তি° ৫।১২৮৮-৮৯]।

নেয়াল্লিস পাড়া—(মুশিদাবাদ) বুধুইপাড়া, সৈদাবাদে ভাগীরথীর অপর কূলে। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শ্রীবিগ্রহ শ্রীরাধামাধব এবং উহার কন্যা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর শ্রীবিগ্রহ শ্রীবংশী-বদন বিরাজিত ছিলেন।

নৈমিষারণ্য (বর্ত্তমান নাম—নিমসার)। গোমতী নদীর বামদিকে অবস্থিত। আউধ রোহিলাখণ্ড রেইলওয়ের নিমসার ষ্টেশন হইতে অল্প দূরে, সীতাপুর হইতে বিশ মাইল। এবং লক্ষ্ণৌ হইতে ৪৫ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ৬০,০০০ ঋষি এস্থানে বাস করিতেন। মহর্ষি বেদব্যাস কর্ত্তৃক বহু পুরাণ এস্থলে লিখিত হয়। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত (চৈ° ভ° আদি ৯।১২১)।

প্রজাপতি ব্রহ্মা এস্থানে ভূরিদক্ষিণ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছেন। স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপার সমাধি আছে। শ্রীরামচন্দ্র এস্থানে দশাশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। ইহাতে তিনটি তীর্থ—নৈমিষ্যরণ্য, হত্যাহরণ কুণ্ড ও মিশ্রক তীর্থ, (দেবতাগণের শ্মশান ক্ষেত্র)।

নৈহাটী—ই,আই, রেইলওয়ে সালার ষ্টেশনের নিকট; কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী গ্রাম। এস্থান হইতে শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর জন্মস্থান ঝামটপুর অতি নিকটে (চৈ° চ° আদি ৫।১৮১)। 'নবহট্ট' দেখুন।

নৌকড়ি গ্রাম—রাণাঘাটের এক মাইল উত্তর পূর্ব বাচকোর বা হাঙ্গরের খালের উত্তর কূলে নৌকড়ি গ্রাম। ঐ স্থানে শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর দ্বিতীয় বার বিবাহ হয়। (১৪৩৪ খৃঃ অঃ) অদ্বৈত-মঙ্গল গ্রন্থে বর্ণনা আছে।

[প]

পক্কপল্লী বা পাইকপাড়া (?)—সম্ভবতঃ মুর্শিদাবাদে। শ্রীনরোত্তম-শিষ্য শ্রীল নরসিংহ রায়ের বাসস্থান।

পক্ষীতীর্থ—তিরাকাড়ি কুণ্ডম (The sacred Kite Hill) নামে পরিচিত, মাদ্রাজ হইতে ৩৫ মাইল। চিঙ্গলি পট্‌ জংসন হইতে হইতে ৯ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে। রেলের নিকটের দুই মাইল দীর্ঘ ও এক মাইল প্রস্থ জলাশয় আছে। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° ম° ৯।৭২)।

নগরের মধ্যস্থানে বৃহৎ শিবমন্দির ও একস্থানে শঙ্কতীর্থ নামে বৃহৎ সরোবর আছে। বেদাবন পর্বতে গিরিশীর্ষে বেদগিরীশ্বর শিব, পার্বতী ও পক্ষীতীর্থ। পাথরের সিঁড়ি দিয়া পর্বতে উঠিতে হয়। পর্বত-শৃঙ্গ হইতে বঙ্গসাগর (৮।৯ মাইল দূরে) ও মহাবলীপুরের 'Light house' দেখা যায়। ৫০০ ফিট উচ্চ।

ঐ পর্বতগাত্রে লিখিত আছে—১৬৮১ খ্রীঃ ৩রা জানুয়ারী জনৈক ওলন্দাজ ভ্রমণকারী এই তীর্থে আসিয়া পক্ষীদ্বয়ের ভোজন দেখিয়াছিলেন। প্রত্যহ দুইটি বাজপক্ষী বারাণসী ধাম হইতে আসিয়া পক্ষীতীর্থে স্নান এস্থানে সেবায়েতের নিকট আহার প্রাপ্ত হইয়া তিনবার দেবালয় প্রদক্ষিণ করত সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গমন করে এবং তথা হইতে আবার সন্ধ্যার পূর্বে কাশীতে আসে বলিয়া প্রবাদ আছে। তাঁহার পক্ষীরূপী

'হরপার্ব্বতী। S. I. Ry. চিঙ্গেলপুট ষ্টেশন। বেদগিরি বেদাবনমের উপরে বেদগিরীশ্বর শিবের মন্দিরের নিকটেই 'শাকামন্না দেবীর' মন্দির আছে। [Ind. Ant. Vol. X. (1881) 198.]

পঞ্চকূট বা (**পঞ্চকোট বা পাঁচেট**)— পরেশনাথ পাহাড় হইতে বর্দ্ধমানের নিকট পর্য্যন্ত পঞ্চকোট রাজ্য ছিল। B. N. R. রামকালানা ষ্টেশনের নিকট পর্বতের প্রান্তভাগে রাজবংশের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান রাজধানী —কাশীপুরে। ইঁহারা রাজপুত ক্ষত্রিয়। শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে রাজগণের নাম—ভাগ্যবান্ রাজা ঃ—

(৬৪) শ্রীনাথশেখর সিংহ—রাজা বা বিষ্ণুনারায়ণ শেখর সিংহ— (১৪০২—১৪৪১ শক)

(৬৫) হীরালাল বা গণেশ শেখর—
(১৪৪২—১৪৮৩)

(৬৬) জগমোহন শেখর বা গরুড়নারায়ণ—
(১৪৮২—১৫১০)

(৬৭) হরিশ্চন্দ্র বা হরিনারায়ণ –
(১৫১১—১৫১৭)

(৬৮) রামচন্দ্র—রঘুনাথ—(১৫৫৮—১৫৫৯)

(৬৯) বলভদ্র বা গরুড়নারায়ণ—(১৫৬০— ১৬২৬) শেখর সিংহ, সুজাখাঁর সময়ে বিদ্যমান ছিলেন।

বরাকরের একটি মন্দিরে ৬২ সংখ্যক রাজা হরিশ্চন্দ্রের পত্নী শ্রীমতী হরিপ্রিয়াদেবীর নাম আছে। (Archaeological Survey of India Vol. VIII.) উহার রাজ্যকাল ১৩১২—১৩৫০ শক।

পঞ্চকোটের রাজা হরিনারায়ণ (৬৭ সংখ্যক রাজা) এবং নসিপুরের রাজা নৃসিংহ গজপতি শ্রীল রসিকমুরারির শিষ্য ছিলেন। শিখরভূম, নিয়ামতপুর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে ৫ ক্রোশ, সাঁওতাল পরগণায় পচেট রাজ্যে। (শেখরভূম সেরগড়) [**Sikharbhum or Shergarh** ... **The mahal to which Raniganj belongs.**] **Bloehmann's Geography and History of Bengal** (১৬ পৃঃ)

পঞ্চকোটের রাজা শ্রীরামোপাসক বৈষ্ণব ছিলেন। হরিনারায়ণ—শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্রের নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন (ভক্তি ৯।৩০৭ ৮)।

এস্থানে শ্রীআচার্য্য প্রভুর শিষ্য শ্রীগোকুল কবীন্দ্র বাস করিতেন [ভক্তি ১০।১৩৯]।

পঞ্চতীর্থ—বিশ্রান্তি, শৌকর নৈমিষ, প্রয়াগ ও পুষ্কর। ২ শ্রীক্ষেত্রে অবস্থিত চক্রতীর্থ স্বর্গদ্বার, শ্বেতগঙ্গা, মার্কণ্ডেয় ও ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর। [মতান্তরে— মার্কণ্ডেয়, শ্বেতগঙ্গা, রোহিণীকুণ্ড, সমুদ্র ও ইন্দ্রদ্যুম্ন।]

উৎকলে পঞ্চ উপাসকের পঞ্চতীর্থ—(১) **গণপতি তীর্থ** বা মহাবিনায়ক ক্ষেত্র। B. N. R. ধানমণ্ডল ষ্টেশন হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে পর্বতোপরি মন্দির।

(২) **সূর্য্যতীর্থ** বা অর্কক্ষেত্র কোণার্ক। অত্রত্য ধ্বংসপ্রায় সূর্যমন্দির স্থাপত্য বিদ্যার চরম আদর্শ।

(৩) **শক্তিতীর্থ** বা বিরজাক্ষেত্র—যাজপুরে বিরজাদেবীর মন্দির।

(৪) **শিবতীর্থ** বা ভুবনেশ্বর এবং

(৫) **বিষ্ণুতীর্থ** বা পুরুষোত্তমক্ষেত্র (নীলাচল)। পূর্বোক্ত পঞ্চতীর্থ কিন্তু এই বিষ্ণুতীর্থেরই অন্তর্গত।

পঞ্চধাম—শ্রীবৈষ্ণবগ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ৫টি ধাম যথা ঃ—

নবদ্বীপ ধামে প্রভুর জন্ম হয়।
কাটোয়া প্রভুর ধাম জানিবা নিশ্চয়॥
একচক্রা জন্মভূমি, **খড়দহে** বাস।
শ্রীনিত্যানন্দের দুই ধাম জানিবা নির্ধাস॥
শ্রীঅদ্বৈত-ধাম **শান্তিপুরে** হয়।
এই পঞ্চধাম সবে জানিহ নিশ্চয়॥
(পাটপর্যটন গ্রন্থ)

পঞ্চনদ—কাশীতে অবস্থিত নদীপঞ্চকরূপ তীর্থ। কাশীখণ্ডে (৫৯) ইহার বর্ণনা আছে—ধর্মনদ হ্রদে ধূতপাপা, কিরণা, ভাগীরথী, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমে পঞ্চনদ তীর্থ হইয়াছে। শ্রীগৌরপদাঙ্কিত ভূমি (চৈ° চ° মধ্য ২৫।৫৯)।

পঞ্চপাণ্ডবকুণ্ড—(মথুরায়) কাম্যবনে অবস্থিত [ভক্তি° ৫।৮৪৩]।

পঞ্চবটী—দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত বন। নাসিক নগর। ত্র্যম্বকেশ্বর শিব। এই স্থানে 'চার সম্প্রদায়কী আখড়া' নামে একটি মন্দির আছে। উহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ষড়্ভুজ বিগ্রহ সেবিত হয়েন। দোল-পূর্ণিমার মহাপ্রভুর উৎসব হয়। এস্থানে শূর্পনখার নাসাচ্ছেদ হয় এবং সতীর নাসিকা (বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত হইয়া) পতিত হয়। প্রতি বার বৎসরে যখন বৃহস্পতি সিংহরাশিতে গমন করে, তখন গোদাবরীতে কুম্ভযোগ হইয়া থাকে। G. I. P Ry. বোম্বে-কল্যাণ ভূষাভাল জংসন লাইনেষ্টেশন নাসিক রোড্।

পঞ্চসার—ঢাকা জেলার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জ হইতে দুই মাইল পশ্চিমে ধলেশ্বরীতটে অবস্থিত। শ্রীগদাধরপণ্ডিত গোস্বামীর শাখাসন্তান শ্রীবল্লভ-চৈতন্যের সন্তানদিগের শ্রীপাট। ঠাকুর বল্লভের দুই পুত্র—একজন জমিদারী ও বিষয়সম্পত্তি গ্রহণ করত 'রায়চৌধুরী' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চসারে বংশ-পরম্পরায় বাস করেন। অন্য পুত্র রাজেন্দ্র শিষ্যসম্পত্তি গ্রহণ করিয়া 'গোস্বামী'-নামে পরিচিত হন। ইঁহার বংশধরগণ শ্রীপাট পঞ্চসারে, ইছাপুরা, শিয়ালদি, টোলবাসাই, পাওলাদিয়া, দেওভোগ প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। পৈতৃক শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহ **শ্রীপাট পঞ্চসারের গোস্বামিগণ সেবা করেন।** প্রবাদ-আদিশূরের রাজধানী রামপালের অব্যবহিত পূর্বদিকে এই গ্রামেই তৎকর্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণকে বাস দেওয়া হয়। রামপালের অতি প্রাচীন গজারি বৃক্ষটি অদ্যাপি বর্ত্তমান। মতান্তরে পাঁচগাঁওকে এই পঞ্চব্রাহ্মণের আদিম বাস বলা হইলেও তাহা যুক্তিসহ নহে, যেহেতু সংহিতামতে রাজধানীর পূর্বদিকেই ব্রাহ্মণদিগের বাসস্থান দিতে হয়, পাঁচগাঁও রামপাল হইতে চারি পাঁচ মাইল দক্ষিণে এবং এতদূর হইতে ব্রাহ্মণ আসিয়া যজ্ঞ করিতেন—এ কথাও সমীচীন মনে হয় না। স্থানীয় লোকমুখে জানা যায় যে অত্রত্য কার্ত্তিক বারুণী উপলক্ষে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীহট্ট-পথে এস্থানে আগমন করিয়াছিলেন।

পঞ্চাপ্সরা তীর্থ—(শাতকর্ণি বা মাণ্ডকর্ণি) এই স্থানে ঋষির তপস্যাভঙ্গের জন্য ইন্দ্র পাঁচটি অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। উহাদের নামঃ—লতা, বুদ্বুদা, সমীচী, সৌরভেয়ী ও বর্ণা। উহারা অভিশপ্ত হইয়া কুম্ভীররূপে সরোবরে বাস করে। পরে শ্রীরামচন্দ্র মতান্তরে অর্জ্জুন ইঁহাদের শাপ বিমোচন করেন। তদবধি ঐ সরোবর তীর্থে পরিণত হয়। ২ ছোটনাগপুরের অন্তর্গত উদয়পুর জিলায়। ৩ শ্রীভাগবত-মতে (১০।৭৯) দাক্ষিণাত্যে, ৪ গোকর্ণে (চৈ° চ°

মধ্য ৯।২৭৯)। শ্রীধরস্বামিমতে মাদ্রাজ প্রদেশে ফাল্গুন বা অনন্তপুরের নিকট এবং বেলারি হইতে ৫৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।

পদ্মাবতী—গঙ্গার শাখানদী, গোয়ালন্দের নিকটে ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়া পরে মেঘনার সহিত বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত তট।

(চৈ⁰ ভা° আদি ১৪।৫৮-৬৩)

পণাতীর্থ—শ্রীহট্ট, সুনামগঞ্জ সাবডিভিসন, লাউড় পরগণায় একটি প্রস্রবণ। এই জলাশয় শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু কর্তৃক তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে। মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী বা বারুণীতে এস্থানে স্নানযাত্রার মেলা হয়। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর বরে ঐ সময়ে ঐস্থানে সর্বতীর্থের আবির্ভাব হয়। বারুণী ব্যতীত অন্য সময়ে এই তীর্থে যাওয়ার সুবিধা নাই।

শঙ্খধ্বনি বা উলুধ্বনি করিলে অথবা করতালি দিলে পর্বত হইতে তীব্র বেগে জলরাশি পতিত হয়। (অদ্বৈত-প্রকাশ ২) [**Assam District Gazetteers Vol. 11. Sylhet P 89.**]

পম্পা সরোবর—তুঙ্গভদ্রা নদীর প্রাচীন নাম—পম্পা। ২ বিজয়নগরের প্রাচীন রাজধানী হাম্পি-গ্রামটি পম্পাতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। ৩ হায়দ্রাবাদে দিকে অনাগুণ্ডির নিকটে তুঙ্গভদ্রার তীরবর্ত্তী সরোবর। ৪ ত্রিবাঙ্কুরের পম্পে নদী। পম্পা-সরোবরের পশ্চিম কোণে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণ-চিহ্ন আছে।

পয়ঃগ্রাম—(মথুরায়) কোটবনের নিকটবর্ত্তী সখাগণসহ শ্রীকৃষ্ণের পয়ঃপানের স্থান।

পয়স্বিনী—মহীশূর-সীমানায় পয়স্বিনী-তীরে মহাপ্রভু ব্রহ্মসংহিতা প্রাপ্ত হন (চৈ° চ° মধ্য ৯।২৩৭)। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে পরলার নদী; ইহার তীরে তিরুবত্তর-নামক স্থানে আদি কেশবমূর্ত্তি বিরাজমান। [ভা° ১১।৫।৩৯]। **S. I. Ry** ত্রিবান্দ্রম্ লাইনে নগরকৈল ও ত্রিবান্দ্রমের মধ্যবর্ত্তীস্থানে তিরুবত্তর। ২ কুর্গ প্রদেশের সীমান্তে প্রবাহিতা চন্দ্রগিরি, সহ্যাদি হইতে পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া কাসারগাড়ের নিকট আরব সাগরে পড়িয়াছে। ৩ পয়োষ্ণী নদী, মালাবার জিলায় পোন্নানী। ইহার ১৫ ক্রোশ পূর্ব দিকে ওট্টাপলম্ নগর। ইহার কিছুদূরে 'ত্রিকোণগড়'-নামক স্থানে শঙ্কর-নারায়ণের মন্দির। (চৈ⁰ চ० মধ্য ৯।২৪৩) **S. I. R.** মাঙ্গালোর লাইনে ওট্টাপলম্ ষ্টেশন।

পয়োষ্ণী—দাক্ষিণাত্যে বিন্ধ্যপাদ পর্বতের দক্ষিণে প্রবাহিতা নদী। বর্ত্তমান নাম—পূর্ত্তি। ইহা পশ্চিমবাহিনী হইয়া তাপ্তীর সহিত মিলিত হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিতা (চৈঃ ভঃ আদি ৯।১৫০)।

পরব্যোম—প্রকৃতির পারে অবস্থিত শ্রীভগবদবতারগণের বসতিস্থান। যথা (চৈঃ চঃ আদি ৫।১৪-১৫)—

'প্রকৃতির পার 'পরব্যোম' নামে ধাম।
কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাদি-গুণবান্॥
সর্বগ, অনন্ত, ব্রহ্ম বৈকুণ্ঠাদিধাম।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম॥

পরমাদরা—(প্রমোদনা) ব্রজে, দীগ হইতে বায়ু কোণে অবস্থিত; শ্রীকৃষ্ণের ব্রজসুন্দরীগণসহ প্রমোদ স্থান।

পরশো—(মথুরায়) বিজুয়ারীর নিকটবর্ত্তী গ্রাম। এ স্থানে শ্রীকৃষ্ণ মথুরাযাত্রাকালে 'কালি পরশ্ব আসিব' বলিয়া শপথ করিয়াছেন।

পরাশৌলি—শ্রীগোবর্দ্ধনের নিকটবর্ত্তী বাসন্ত রাসের স্থান।

পরিখম, (পরখম্)—শ্রীবৃন্দাবনের অনতি-দূরে বায়ু কোণে অবস্থিত ; এস্থানে চতুর্মুখ ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের পরীক্ষা করেন।

পশ্চিমপাড়া—মুর্শিদাবাদ জেলায় তেলিয়া বুধরির পশ্চিম দিকে স্থিত—শ্রীগোবিন্দ কবি-রাজের বাসস্থান।

পসৌলী—ব্রজে, পরখম হইতে দুই মাইল বায়ুকোণে, অঘাসুর-বধস্থান। ইহাকে 'সর্পস্থলী' (সপৌলী) ও বলে।

পাইগ্রাম—(ব্রজে কুশী হইতে পশ্চিমে অবস্থিত। শ্রীরাধাকর্তৃক সখীগণসহ শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তিস্থান ভক্তি০ (৫।৪০৬)।

পাকমালটি গ্রাম—মেদিনীপুরে জাড়াগ্রামের নিকট, এখানে শ্রীলঅভিরাম ঠাকুর-শিষ্য গুম্ফ-নারায়ণের শ্রীপাট।

পাকমাল্যাটিতে বাস গুম্ফ্যানারায়ণ'
অভিরামের শাখানির্ণয়।

পাটলগ্রাম—ব্রজে শ্রীরাধাকুণ্ডের বায়ুকোণে অবস্থিত, শ্রীরাধার সখীগণসহ পাটলপুষ্প চয়নের স্থান।

পাটলা—(?) শ্রীল অভিরামগোপালের শিষ্য লক্ষ্মীনারায়ণের বাসস্থান।

পাটুরিয়া—(ঢাকা জেলায় গোয়ালন্দ হইতে ষ্টিমারে আরিচাঘাট বা শিবালয়ে নামিয়া ৫ মাইল দক্ষিণপূর্ব কোণে পাটুরিয়া গ্রাম। গোয়া-লন্দ হইতে নৌকায় পাটুরিয়া ঘাটে নামা যায়।

গোয়ালন্দের পূর্বপারে ইছামতী ও অন্য একটি নদী পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম পাটুরিয়া গ্রাম। ঐ গ্রামে একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। প্রবাদ—মহাপ্রভু পূর্ববঙ্গে ভ্রমণসময়ে গোয়ালন্দ পার হইয়া ঐ গ্রামে আগমন করত কিছুদিন অবস্থান করেন এবং টোল খুলিয়া বিদ্যাদান করেন। সেই স্মৃতি-উপলক্ষে ঐ স্থানে মাঘী পূর্ণিমার সময়ে পদ্মা ইচ্ছামতী-সঙ্গমে স্নান ও মেলা হইয়া থাকে।

পাড়ল—(পাড়র ব্রজে, নিমগাঁয়ের দুই মাইল উত্তরে, সঙ্কীর্ণঙ্গে শ্রীরাধার পাটলপুষ্প-চয়নের স্থান। ('পাটল গ্রাম দেখুন)

পাড়ালগ্রাম—(বর্দ্ধমানে) রায় শশিশেখর বা চন্দ্রশেখরের শ্রীপাট। ইঁহারা পদকর্ত্তা। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুবংশীয়। শ্রীখণ্ডের শ্রীলরঘু-নন্দনের শিষ্য।

পানিগাঁও—ব্রজে, মান সরোবরের দুই মাইল দক্ষিণে, দুর্বাসা ঋষির গোপীগণ-হস্তে ভোজন-স্থান।

পানিহাটী—চব্বিশপরগণা জেলায় সোদপুর ষ্টেশন হইতে অনতিদূরে গঙ্গাতটে শ্রীরাঘব-ভবন। যে বটবৃক্ষমূলে শ্রীদাসগোস্বামীর দণ্ড-মহোৎসব হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান। শ্রীরাঘবভবনে মালতী ও মাধবী কুঞ্জের নীচে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের সমাজ।। 'শ্রীরাঘবের ঝালি' দময়ন্তীর সেবা-প্রবণতা ইত্যাদি আকর-গ্রন্থে আস্বাদ্য। পাণিহাটীর অমূল্যনিধি শ্রীল অমূল্য ধন রায় ভট্ট মহাশয়ের শ্রীগৌরাঙ্গ-ভবনে তৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত বহু বহু প্রাচীন মুদ্রা, লিপি, স্মৃতিচিহ্ন, পুঁথি ইত্যাদি সংগৃহীত হইয়া বরাহনগর পাটবাড়ীতে প্রদত্ত হইয়াছে। ২ (?) শ্রীল অভিরাম গোপালের শিষ্য ঠাকুর মোহনের শ্রীপাট।

পাণ্ডরপুর—(পণ্ঢরপুর) বোম্বাই প্রদেশে ভীমানদীর তীরে শোলাপুর জিলার মহকুমা শোলাপুর নগর হইতে ৩৮ মাইল পশ্চিমে চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্ত্তি। শ্রীবিঠোবাবিগ্রহ।

পঞ্চদশ শক-শতাব্দীতে এস্থানে তুকারাম-

নামক বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধু ছিলেন। এই স্থানে শ্রীশঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ-পাদপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।২৯৯-৩০০)। G. I. P. Ry বোম্বে-পুণা-কুরদওয়াদী—রাইচুরি লাইন। ব্রাঞ্চলাইনে পাণ্ডারপুর ষ্টেশন।

পাণ্ডুরি বিশ্রামতলা—শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর কাটোয়া হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমন-মানসে বাহির হইয়া বক্রেশ্বর তীর্থের ৪ ক্রোশ দূর থাকিতে বৃন্দাবনে গমন না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে থাকেন। যে স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহাকে 'পাণ্ডুরী বিশ্রামতলা' বলে। প্রভু ঐ স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন। উহা সিউড়ীর এক ক্রোশ দক্ষিণে রায়পুর ও মল্লিক-পুরের মধ্যে। সিউড়ি হইতে দুবরাজপুর বাসের রাস্তার ধারে। ঐ স্থানে পূর্বে মহাপ্রভুর সেবা ছিল এবং একটি প্রাচীন বিল্ববৃক্ষ ছিল।

পাণ্ড্যদেশ—দাক্ষিণাত্যে কেরল ও চোল-রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ। ইহা প্রাচীন দ্রাবিড়ের সর্বদক্ষিণাংশ। তিনেভেলি ও মাদুরা জেলা (N. L. De. P 147) শ্রীগৌরপদাঙ্ক-পূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।২১৮)। এই দেশে শ্রীবিষ্ণুস্বামী আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

পাণ্ডড়া পর্বত— (চৈ° চ° মধ্য ২০।১৬) রাজমহল পর্বতশ্রেণীর অন্তর্গত হইতে পারে। ('গড়িপা' দেখুন।)

পাতা বা পাতুন গ্রাম— (বর্দ্ধমান) দেনুড় হইতে এক পোয়া পথ। ব্যাণ্ডেল বারহারোয়া রেলে পাটুলী ষ্টেশন হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে ৫ ক্রোশ। বর্দ্ধমান কাটোয়া রেলের নিগণ ষ্টেশন হইতেও ৫ ক্রোশ পূর্বদিকে। ইহা শ্রীঅভিরাম-শিষ্য বিত্তুর বা যাদবেন্দু পণ্ডিতের শ্রীপাট। শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর সেবা। কার্ত্তিক শুক্লা নবমী ও দশমীতে উৎসব।

পাতাই হাঁট— (বর্দ্ধমান জেলায়) কাটোয়ার দুই মাইল দক্ষিণে, আকাই-হাট হইতে সামান্য দূরে। এখানে ভক্তগণের বাস ছিল। প্রাচীন দেবীমন্দির আছে। একটি পুষ্করিণী-খননকালে গঙ্গার পাকা ঘাট বাহির হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমানে গঙ্গাদেবী বহুদূরে আছেন।

পাদুপাড়া—(মুর্শিদাবাদে) গোপালপুরের (?) নিকট। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য শ্রীবিপ্র-দাসের শ্রীপাট। ইঁহারই ধান্যের গোলায় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহ প্রকট হয়েন, যাঁহাকে শ্রীল নরোত্তম লইয়া যান।

পাদোদক তীর্থ—শ্রীগয়াধামে অবস্থিত [চৈ° ভা° মধ্য ১।২৮. ২৯, ৬৪]

পানাগড়ি- তিনেভেলি নাগের কৈইল পানম কোট হইতে ১৯ মাইল লাঙ্গানুরী গ্রাম। এখানে তেনকাই বৈষ্ণব দিগের প্রধান তীর্থ ও মঠ আছে। লাঙ্গানুরীর চৌদ্দ মাইল দক্ষিণে পাণাগড়ি। প্রাচীন শিব মন্দিরে শ্রীরাম-লিঙ্গ আছেন। পূর্ব্বে এখানে যে রামমূর্ত্তি ছিলেন শৈবগণ তাঁহাকে 'রামেশ্বর' শিব বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছেন। একটি বিষ্ণু-মন্দিরও আছে। শ্রীমন্মাহাপ্রভু এই পথে কন্যাকুমারীকা গিয়াছিলেন (চৈ° চ° মধ্য ৯।২২১)। পানাগড়ির দ'ক্ষণে 'অরমবল্লী' নামক গিরিপথ।

পানানরসিংহ— (পানাকল নরসিংহ) কৃষ্ণা জেলার বেজওয়াদা সহরের সাত মাইল দূরে গুণ্টুর জিলায় মঙ্গল গিরি মধ্যে অবস্থিত। ৬০০ ছয় শত সিঁড়ি বাহিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়। প্রবাদ—নৃসিংহ দেবকে সরবৎ ভোগ দিলে ইনি সরবতের অর্দ্ধেকের বেশী গ্রহণ করেন না। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।৬৬)।

এই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহৃত একটি শঙ্খ আছে। তাঞ্জোরের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা ঐ শঙ্খটীকে মন্দিরেপ্রদান করিয়াছেন। মার্চ্চমাসে ঐখানে মলা হয়।

পানিহারি কুণ্ড--ব্রজে, নন্দীশ্বরে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ এই কুণ্ডের জলপান করিতেন (ভক্তি ৫।৭৭৪)।

পাপনাশন—কুম্ভকোণম সহর হইতে আট মাইল দক্ষিণে-পশ্চিমে তাঞ্জোর জিলায়। ২ তিনেভেলী জিলায় পালমকোটা-নগর হইতে ২৯ মাইল পশ্চিমে পাপনাশন-নামে নগর আছে। এই স্থানে একটি ন্দিরের নিকট তাম্রপর্ণী নদী পাহাড় হইতে সমতলে পড়িয়াছে। (তিনেভেলী ম্যানুয়েল)। শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।৭৯) S. I. Ry মনিয়াচী-শিনকোট্টা লাইনে 'অম্বাসমুদ্রম্' ষ্টেশন।

পাপমোচন কুণ্ড—শ্রীগিরিরাজ সমীপবর্ত্তী (ভক্তি ৫।৬১৭)

পাবন সরবর—মথুরাস্থ নন্দগ্রামের নিকটবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণকেলিস্থান। [চৈঃ মঃ শেষ ২।৩৩৮]

পারডাঙ্গা—শ্রীধাম নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী স্থান। বর্ত্তমান ব্রহ্মনগরের সমীপবর্ত্তী ক্ষেত্র (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।৪৯৮) — অধুনা লুপ্তা।

পারল গঙ্গা — ব্রজে, যাবটের বায়ুকোণে অবস্থিত 'পিয়লকুণ্ড'।

পারুলিয়া—বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমে পূর্ব্ব-স্থলী থানার অধীন গ্রাম। এস্থানে মহারাজ চন্দ্র-কেতুররাজধানী ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। যবনা-ধিকারের পরে ইহা 'পরল্যা' নামে অভিহিত হয়। জয়ানন্দ-কৃত চৈতন্যমঙ্গলে ইহার উল্লেখ আছে।

পালপাড়া—(নদীয়া জেলায়)দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট। পূর্ব্বে এই শ্রীপাট মশিপুরে ছিল, গঙ্গার ভাঙ্গনে পাল-পাড়ায় উঠাইয়া আনা হয়। বর্ত্তমানে শ্রীপাটে মন্দিরাদি নাই। শ্রীমহেশ পণ্ডিতের সমাজের ভগ্নাবশেষ আছে।

পৌষী-কৃষ্ণা দ্বিতীয়াতে উৎসব হয়। শ্রীল অমূল্যধন রায় ভট্ট-প্রণীত 'দ্বাদশ গোপাল' গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ আছে।

চাকদহ ষ্টেশন হইতে দুই মাইল। এখানে মহেশ পণ্ডিতের পরিত্যক্ত শ্রীপাটভূমির পার্শ্বেই একটি দেবতা-বিহীন সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট বহু প্রাচীন মন্দির আছে। উহা ৫ শত বৎসরের প্রাচীন। মন্দিরগাত্রে দুইখানি প্রস্তর-ফলক ছিল। রাণা-ঘাটের সবডিভিসনেল অফিসার রামশঙ্কর সেন মহাশয় লইয়া গিয়াছেন। 'List of Ancient Monuments in the Presideney Division' গ্রন্থে ঐ মন্দিরের বিবরণ আছে। (নদীয়ার কাহিনী ৩৪৬ পৃঃ)

পালিগ্রাম — বর্দ্ধমান জেলায়। শ্রীযদু গাঙ্গুলির শ্রীপাট। বংশধরগণ এইগ্রামে বাস করেন। ২ শ্রীগিরিরাজের প্রান্তস্থিত পালি-যুথেশ্বরীর বাসস্থান [ভক্তি ৫।৬১৩]।

পালী—ব্রজে, কুঞ্জরার দেড় মাইল বায়ুকোণে পালিকানাম্নী যুথেশ্বরীর বাসস্থান।

পাঁশকুড়া—মেদিনীপুর জিলায়, B. N. Ry ষ্টেশন। তমলুক যাইবার পথের ধারে। শ্রীরঘু-নাথজীউর সেবা আছে। শ্রীমহাপ্রভুর বিগ্রহ আছে। প্রবাদ— মহাপ্রভু এই পথ দিয়া পুরীতে গিয়াছেন। আশ্বিনী বিজয়া দশমীতে শ্রীরঘু-নাথের রথোৎসব হয়।

পাহাড়পুর—রাজসাহী জেলায়। তত্রত্য স্তূপখননে আবিষ্কার হয় যে প্রস্তরনির্মিত মূর্ত্তি-গুলির অধিকাংশই খৃষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর বলিয়া পুরাতত্ত্ববিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ নির্দ্দেশ

দিয়াছেন। একটি প্রস্তর-ফলকের একদিকে শ্রীবলরামমূর্ত্তি, আর একদিকে শ্রীকৃষ্ণমূর্তি এবং মধ্যস্থ শ্রীরাধাকৃষ্ণ মূর্তি আছে। আর একটি শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিতে দাঁড়াইবার ভাব ও ভঙ্গী বিশেষ মনোহর। এইরূপ অন্যান্য দেব-দেবীরও বহুমূর্তি আবিস্কৃত হইয়াছে; সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেও যে বঙ্গদেশে শ্রীরাধা-সম্বলিত শ্রীকৃষ্ণের পূজা হইত—তাহা সপ্রমাণ হইল।

পাহাড়পুর—বৰ্দ্ধমান জেলায়, শ্রীলপুরন্দর ও শঙ্কর পণ্ডিতের শ্রীপাট।

পিছলদা মেদিনীপুর জিলায়। বর্ত্তমান তমলুক সহরের ১৪ মাইল দূরে নরঘাট। ঐস্থানে কংসাবতী নদীর শেষাংশ 'হল্‌দী' নাম লইয়া পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত। উহা পার হইয়া দুই মাইল দক্ষিণে পিছল্‌দা নামক গণ্ডগ্রাম। ঐ স্থানের প্রাচীন শ্রীগৌরমূর্তি পার্শ্ববর্ত্তী কাসিমপুর গ্রামে পূজিত হইতেছেন। এই পিছলদা হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ নৌকাযোগে একদিন পাণিহাটীতে আসিয়াছিলেন। (চৈঃ চঃ মধ্য ১৬৷১৫৯, ১৯৯)

[মতান্তরে হাওড়া জেলায় শ্যামপুর থানার বাণেশ্বরপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত ঐ পিছলদা গ্রাম। তমলুকের অপর পারে রূপনারায়ণের তীরে ১৷৷ মাইল মধ্যে। ডি ব্যারোজের প্রাচীন মানচিত্রে ঐ স্থানটি 'পিছোলটা' বলিয়া অঙ্কিত হইয়াছে]।

পিছলিনী শিলা— (মথুরায়) কাম্যবনের অন্তর্গত চন্দ্রসেন পর্বতে অবস্থিত সখাগণসহ শ্রীকৃষ্ণের পিছলি-খেলার স্থান।

পিয়ালকুণ্ড, পিরিপুকুর—বরসানার উত্তরে অবস্থিত সরোবর। পিলুচয়নস্থলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনস্থান।

পিয়াল-সরোবর—(মথুরায়) বরসানার উত্তরে অবস্থিত।

পিয়াসো গ্রাম— (মথুরায়) বরসানার ঈশান কোনে অবস্থিত।

পিলুখোর— (মথুরায়) বরসানার উত্তরে অবস্থিত পিয়াল সরবর।

পীতাম্বর— 'চিদাম্বর' দেখুন।

পীবনকুণ্ড—ব্রজে যাবটান্তঃপাতী

[ভক্তি ৫৷১০৮৬]

পুছরি—ব্রজে, গোবিন্দকুণ্ডের দেড় মাইল দক্ষিণে গোবর্দ্ধনের প্রান্তবর্ত্তী স্থান। গ্রামের উত্তরে অপ্‌সরা ও নবলকুণ্ড। কুণ্ডের ঈশান কোণে শ্রীনৃসিংহমন্দির। কুণ্ডের উত্তরে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের গোফা। গোফার সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের মুকুটচিহ্ন। পশ্চিমে 'পুছরীকি লোটা'। তাহার এক মাইল পশ্চিমে শ্যামঢাক-নামে মনোহর বন।

পুঁটশুড়ি—বৰ্দ্ধমান ব্যাণ্ডেল কাটোয়া রেলে পুর্বস্থলী ষ্টেশন হইতে ১২ মাইল পশ্চিমে। দেনুড় গ্রামের ২ মাইল পূর্বে। শ্রীগোপাল-দাসের শ্রীপাট। বৈশাখী একাদশীতে আবির্ভাব ও কোজাগর পূর্ণিমাতে তিরোভাব উৎসব হয়। শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ-সেবা। প্রাঙ্গনে পূর্ব্বদিকে শ্রীগোপাল দাসের সমাধি আছে। সম্ভবতঃ ইনি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতোক্ত নর্ত্তক গোপাল ছিলেন।

পুটশুঁড়িতে রাজা অশোক হুইর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগজকালী দেবী আছেন। পুঁটশুড়ির জমিদার বাবুদের হস্তে দেব সেবার ভার আছে।

[গৌরাঙ্গ-সেবক ১৩২০ আশ্বিন]

পুটিয়া—শ্রীনিবাসচার্য্য প্রভুর সন্তানগণ-কর্ত্ক প্রেরিত বৈষ্ণবদ্বয়ের কৃপায় রাজা রবীন্দ্রনারায়ণ বৈষ্ণবধর্মে আস্থাবান হইয়া মালিহাটীর আচার্য্য-

গণের আশ্রয়ে ভাগবত হইয়াছিলেন।

[ভক্তমাল ১৮]।

পুণ্যতোয়া গঙ্গাদেবী—রামায়ণ বালকাণ্ড ৪৩ স্বর্গে আছে—ভগবান শঙ্কর ভগীরথের তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া গঙ্গাকে স্বীয় জটাটবী হইতে বিন্দু-সরোবর অভিমুখে পরিত্যাগ করেন। তথা হইতে গঙ্গাদেবী সপ্তধারে প্রবাহিত হয়েন। তাঁহার হ্লাদিনী, পবনী ও নলিনী নামে তিন স্রোত পূর্বদিকে। সুচক্ষু, সীতা ও সিন্ধু নামে তিন স্রোত পশ্চিম দিকে এবং অবশিষ্ট একটি স্রোতে ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া সমুদ্রে পতিত হয়। ঐ স্রোতই গঙ্গা বা ভাগীরথী। "নলিনী পদ্মার নামান্তর"।

গঙ্গা নয়টি—

"আদ্যা গোদাবরী গঙ্গা, দ্বিতীয়া চ পুনঃপুনা।
তৃতীয়া কথিতা বেণী, চতুর্থ জাহ্নবী শ্রুতা॥
কাবেরী, গোমতী, কৃষ্ণা, ব্রাহ্মী, বৈতরণী তথা।
বিষ্ণুপাদাগ্র-সম্ভূতা নবধা ভূমি-সংস্থিতা॥

পুত্তে বা পুত্তের ঘাট—নদীয়া ফুলিয়ার অনতিদূরে ভাগীরথীর তীরে। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু এই স্থানে ভক্ত মহেশ ও তাঁহার পত্নী মন্দাকিনীকে উদ্ধার করেন অধুনা স্থান লুপ্ত।

পুনপুন নদী—শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়ায় গমনকালে এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন।

পুনপুন নামে দুইটি নদী পূর্বে গঙ্গাতে গিয়া মিলিত হইত। বর্ত্তমানে একটি আছে। যে নদী ফতোয়া সহরের নিকট গঙ্গাতে পড়িয়াছে, তাহার নাম ছোট পুনপুন বা আদি পুনপুন। অপরটী পাটনার দিকে আরও কিঞ্চিৎ উত্তরে গঙ্গায় মিশিয়া ছিল, তাহাই বড় পুনপুন।

[বায়ুপুরাণ (১০৮) ও পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডে (১১) পুনপুনার মাহাত্ম্য আছে]।

পুরীধাম—শ্রীক্ষেত্র, নীলাচল, পুরুষোত্তম প্রভৃতি নামে পরিচিত; স্বনাম প্রসিদ্ধ শ্রীজগন্নাথদেবের লীলাভূমি। শ্রীকৃষ্ণ এই ধামে 'দারুব্রহ্ম'-রূপে বিরাজমান। ইহার আকার শঙ্খসদৃশ বলিয়া ইহাকে 'শঙ্খক্ষেত্র' বলে। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজই সর্বপ্রথম শ্রীনীলমাধবের আবিষ্কর্ত্তা। রাজা অনঙ্গভীমদেবের কালে শ্রীক্ষেত্রের সর্বথা সৌষ্ঠব সাধিত হয়। বর্ত্তমানের মন্দিরটি তাঁহারই প্রেরণায় শ্রীনীলকণ্ঠ রাজগুরু-মহাপাত্রের অধ্যক্ষতায় ৪০।৫০ লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে নির্মিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত শ্রীজগন্নাথের ভোগরাগ এবং যাত্রা-মহোৎসবাদির জন্যও তিনি বহু ভূমি দান করিয়াছেন। শ্রীমনমহাপ্রভুর সময়ে রাজা প্রতাপরুদ্র শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। শ্রীমন্দিরের দ্বার চারিটী—পূর্বে সিংহদ্বার, দক্ষিণে অশ্বদ্বার, পশ্চিমে খঞ্জাদ্বার ও উত্তরে হস্তিদ্বার। মন্দিরের নিকটেই অক্ষয় বট। পার্শ্বে বিমলা, লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি মন্দির। চতুর্দিকে অসংখ্য দেবদেবী মহাপ্রসাদ লোভে নিত্য বিরাজমান। শ্রীচৈতন্যদেব পুরীতে অবস্থান করত শ্রীক্ষেত্রের, এমন কি সমগ্র ওড্রদেশেরই মহাগৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। গম্ভীরায় অবস্থানকালে তিনি ক্ষণে ক্ষণে শ্রীরাধা-ভাবে বিভাবিত হইয়া যে সকল লীলামাধুরী প্রকট করিয়াছেন—তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থেই দ্রষ্টব্য, আস্বাদ্য ও নিদি-ধ্যাসিতব্য। শ্রীধামের উৎসব-যাত্রাদি—(১) জৈাষ্ঠী পূর্ণিমায় মহাস্নান, (২) আষাঢ়ী শুক্লাদ্বিতীয়াতে শ্রীরথযাত্রা, (৩) আষাঢ়ী শুক্লা একাদশীতে শয়ন, (৪ শ্রাবণী পূর্ণিমায় ঝুলন,

(৫) ভাদ্রী শুক্লা একাদশীতে পার্শ্বপরিবর্ত্তন, (৬) কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশীতে উত্থান, (৭) অগ্রহায়ণী শুক্লা ষষ্ঠীতে প্রাবরণোৎসব, (৮) পৌষী পূর্ণিমায় পুষ্যাভিষেক, (৯) উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে মাঘোৎসব, (১০) ফাল্গুনী পূর্ণিমায় হিন্দোলন, (১১) চৈত্রী শুক্লা দ্বাদশীতে দমনকভঞ্জন ও (১২) বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া হইতে ২১ দিন যাবৎ চন্দনযাত্রা। শ্রীরথযাত্রার পূর্ব্বদিন শ্রীগুণ্ডিচামার্জনলীলা শ্রীগৌরানুগগণের অবশ্য কর্ত্তব্য, আস্বাদ্য ও স্মরণীয়। শ্রীরথযাত্রাই এস্থানের সর্বপ্রধান উৎসব—এই সময় নয় দিনের জন্য শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীসুদর্শনসহ গুণ্ডিচা-মন্দিরে রথত্রয়ে আরোহণ করত গমন করেন। নবম দিনে পুনযাত্রা হয়।

দর্শনীয়ঃ—[বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মঠ থাকিলেও এস্থলে কেবল গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মঠসমূহ লিখিত হইতেছে] (১) শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠ, (২) শ্রীপুরীগোস্বামি-মঠ, নিকটে তৎপ্রতিষ্ঠিত কূপ, (৩ কোটভোগ মঠ, (৪) টোটা গোপীনাথ, (৫) শ্রীনারায়ণ ছাতা, (৬) শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধিমঠ, (৭) বালিমঠ, (৮) নন্দিনী মঠ, (৯) সাতাশন (১০) শ্রীরাধাদামোদর মঠ, (১১) শ্রীরাধাকান্তমঠ, গম্ভীরা; (১২) সিদ্ধবকুল, (১৩) গঙ্গামাতা মঠ, (১৪) ঝাঁজপিঠা এবং মঠ (১৫) শ্রীকুঞ্জমঠই সমধিক প্রসিদ্ধ।

তীর্থ—পঞ্চতীর্থ (চক্রতীর্থ, স্বর্গদ্বার শ্বেতগঙ্গা, মার্কণ্ডেয় ও ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর), নরেন্দ্র সরোবর, আঠার নালা, শ্রীযমেশ্বর শিব, শ্রীলোকনাথ এবং শ্রীকপালমোচন মহাদেব প্রভৃতি।

পুরী গোসাঞির কূপ—শ্রীক্ষেত্রধামে লোকনাথ যাইবার পথে অবস্থিত। (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।২৩৫-২৫৮)।

পুরুণিয়া—বাঁকুড়া জেলায় শ্রীনিত্যানন্দ-সন্তানগণ শ্রীপাট। শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত ও শ্রীরসকলিকার রচয়িতা শ্রীপাদ নন্দকিশোর গোস্বামি মহাশয়ের জন্মস্থান। ইঁহার পিতা কি পিতামহ লতার গাদি ত্যাগ করিয়া এখানে শ্রীপাট স্থাপনা করেন। বাদশাহী সনদ পাইয়া শ্রীপাদ নন্দকিশোর সুপ্রাচীন শ্রীশ্রীনিতাইগৌর-বিগ্রহযুগলকে শ্রীবৃন্দাবনে লইয়া যান এবং শৃঙ্গারবটে স্থাপন করেন।

পুরুষোত্তম—শ্রীক্ষেত্র বা পুরীধামের নামান্তর।

পুষ্করকুণ্ড-ব্রজে কাম্যবনের অন্তর্গত।

পুষ্করতীর্থ--আজমীর হইতে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী সারস্বত সরোবর। সাবিত্রীর মন্দির, ব্রহ্মার মন্দির, বিষ্ণু মন্দির ও শিবমন্দির প্রভৃতি দৃশ্য।

* উৎকল-খন্ডে (৩।৫২-৫৩ ও ৪।৫-৬) লিখিত আছে যে এই ক্ষেত্র – পাঁচ ক্রোশ পরিমিত। এই পাঁচ ক্রোশের মধ্যে আবার সমুদ্রতটবর্ত্তী দুই ক্রোশ অতি পবিত্র। ঐ ক্ষেত্র সুবর্ণ-বালুকা-সমাকীর্ণ ও নীলাচলে সুশোভিত। শঙ্খাকৃতি ক্ষেত্রের মস্তকে পশ্চিম সীমা উহার অগ্রে নীলকন্ঠ মহাদেব—এই ক্রোশটি সুদুর্লভই বটে। স্বয়ং ভগবান দারু ব্রহ্মের এই ক্ষেত্রটী পরম পাবন। ঔ শঙ্খের উদর-ভাগটী সমুদ্র জলে সংপ্লুত (নিমজ্জিত) হইয়াছে।

॥ এই সব বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ-জিজ্ঞাসায় শ্রীলসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রণীত 'শ্রীক্ষেত্র' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পুলহ-পৌলস্ত্যাশ্রম— (শালগ্রাম) গণ্ডকী নদীর উদ্গমস্থানের নিকটবর্তী—মধ্য তিব্বতের দক্ষিণ প্রান্তে হিমালয় পর্বতের 'সপ্তগণ্ডকীরেঞ্জ' নামক পর্বতে অবস্থিত। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° আদি ৯।১২৬)।

পূর্বস্থলী— নবদ্বীপের পশ্চিমে, বর্দ্ধমান জেলায়। প্রাচীন নাম—শঙ্করপুর। রাজা রঘুনাথ রায় এস্থানে শঙ্কর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মানসিংহ প্রথমতঃ পূর্বস্থলীতে আসিয়া গঙ্গা পার হইয়া নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। (ভারতচন্দ্র-রায়কৃত 'মানসিংহ')।

পৃথূদক– থানেশ্বর হইতে ১২ ক্রোশ পশ্চিমে, সরস্বতীর তীরে অবস্থিত বর্ত্তমান 'পেহবা'। বেণ-নন্দন পৃথু এস্থানে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন [ভা ১০।৭৮।১০ বৈষ্ণব-তোষণী] শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত ভূমি (চৈ° ভা° আদি ৯।১১৯)।

পেঙ্গথু—খামীর ৪ মাইল অগ্নিকোণে অবস্থিত, ব্রজের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত গ্রাম।

পেশাই– ব্রজে, করেলার দেড় মাইল উত্তরে, শ্রীকৃষ্ণ পিপাসার্ত্ত হইলে এস্থানে বলরাম তাঁহার তৃষ্ণা দূর করেন। মনোরম কদমখণ্ডী' আছে।

পৈঠগ্রাম– (পেটো) ব্রজে শ্রীগিরিরাজের নিকটবর্ত্তী, এস্থানে বাসন্তরাসে অন্তর্হিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া গোপীগণের সম্মুখে প্রকট হইলেও কিন্তু শ্রীরাধারাণীর দর্শনে তুই ভুজ দেহে প্রবেশ করিয়াছিল।

পৌর্ণমাসী কুণ্ড—ব্রজে নন্দগ্রামের অন্তর্গত কুটীর। (ভক্তি° ৫।৯৬৭)।

পৌলস্ত্যাশ্রম—(পুলহ-পৌলস্ত্যাশ্রম' দ্রষ্টব্য) শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° আদি ৯।১২৬)।

প্যারিগঞ্জ—(বর্দ্ধমান) কালনার নিকটেই, প্রাচীন অম্বুয়া মুলুকের অন্তর্গত। শ্রীল নকুলু ব্রহ্মচারীর শ্রীপাট। শ্রীনকুলে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইত।

শ্রীব্রহ্মচারীর সেবিত শ্রীশ্রীগোপালজীউ আছেন। ইঁহার শিষ্যধারায় সন্তোষদাস বাবাজী শ্রীনিতাই-গৌর-বিগ্রহ স্থাপন করেন। বাবাজীর সমাধি আছে।

প্রতাপপুর – ময়ূরভঞ্জের প্রাচীন রাজধানী হরিপুরের অনতিদূরে অবস্থিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রাকালে রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর বিরহ-প্রশমনার্থ তাঁহারই আজ্ঞায় যে নিম্বকাষ্ঠ-নির্মিত শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি এই স্থামে বিরাজমান।

প্রতিস্রোতা সরস্বতী—সরস্বতী নদী অনুলোমভাবে আসিতে আসিতে যেস্থানে প্রতিলোম গমন করিয়াছে। কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী স্থান। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈঃ ভাঃ আদি ৯।১২১)।

প্রতীচী তীর্থ—(?) শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (ভক্তি ৫।২৩৩০)।

প্রভাস—কাঠিয়াবাড়ে প্রসিদ্ধ সোমনাথপত্তন। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত (চৈঃ ভাঃ আদি ৯।১১৯) অতি পুরাতন তীর্থ। রাজকোট ষ্টেশন হইতে ১৫৩ মাইল। সোমনাথশিবই প্রসিদ্ধ।

প্রমোদনা—ব্রজে পরামাদরা গ্রাম– দীগের অনতি দূরে বায়ুকোণে। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অপূর্ব-বিলাসে গোপীগণের প্রমোদ-দান-স্থান।

প্রয়াগ—এলাহাবাদে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী-সঙ্গম, শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈঃ চঃ

মধ্য ৯।২৪১, চৈ° ভা° আদি ৯।১০৯)। তীর্থ-রাজ, এস্থানে কাম্যকূপে যে যে কামনা করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, তাহার কামনা সিদ্ধ হইবে এবং জাতিস্মর হইয়া সেই ব্যক্তির পূর্ব জন্মের কর্মাদি স্মরণ হইবে। [প্রয়াগ-মাহাত্ম্য দ্রষ্টব্য] এই কাম্যকূপের উপর কেল্লা হইয়াছে। উহার তীরে **অক্ষয়বট**। দুর্গাভ্যন্তরে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভূগর্ভমধ্যে অক্ষয়বট বিরাজিত। এই বৃক্ষটি খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিল বলিয়া হিউএন্‌সঙ্গের বর্ণনায় দৃষ্ট হয়। এস্থানে প্রতি বার বৎসর পর পর কুম্ভমেলা হয়। প্রতি মাঘমাসেও আবার একমাসস্থায়ী কল্পমেলা হয়।

প্রয়াগকুণ্ড—ব্রজে কাম্যবনের অন্তর্গত (ভক্তি ৫।৮৫৫)।

প্রয়াগঘাট—উৎকল-প্রবেশ-পথে মহাপ্রভু পুরী যাত্রাকালে ছত্রভোগ হইতে ঐ স্থানে গিয়াছিলেন (চৈ° ভা° অন্ত্য ২।১৪৮)। ২ মথুরার অন্তর্গত যমুনার ঘাট বিশেষ (চৈ° ম° শেষ° ২।১০৭); ৩ প্রয়াগে দশাশ্বমেধঘাট।

প্রস্কন্দন তীর্থ—শ্রীবৃন্দাবনান্তর্গত ঘাট। এই স্থানের নিকটবর্ত্তী দ্বাদশ আদিত্য টিলায় দ্বাদশ আদিত্য যুগপৎ উদিত হইয়া কালীয় হ্রদের জলে নিমজ্জন-হেতু শীতার্ত্ত শ্রীকৃষ্ণকে তাপ দেওয়ায় তদীয় দেহ-নিঃসৃত ঘর্মজলে ইহার উৎপত্তি।

প্রহ্লাদকুণ্ড—ব্রজে কাম্যবনের অন্তর্গত (ভক্তি ৫।৮৮২)।

প্রাচী সরস্বতী—কুরুক্ষেত্রস্থিতা নদী। শ্রীনিত্যানন্দ পদাঙ্কিতা (চৈ° ভা° আদি ৯।১২১)।

প্রেতগয়া—গয়ায় প্রেতশিলা নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° আদি ১৭।৬৫-৬৬)।

প্রেমতলী—রাজসাহী জেলায় পদ্মানদীর তীরে, অষ্টমবর্ষীয় শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রেমপ্রাপ্তির স্থান। ইহার অনতিদূরে—শ্রীপাট খেতুর বিরাজমান।

প্রেমভাগ বা পদ্মভাগ—বর্ত্তমান যশোহর জিলায়। চেঙ্গুটিয়া ষ্টেশনের নিকট। শ্রীসনাতন প্রভুকে হোসেন সা, ফতেহাবাদের অন্তর্গত ইউসুফ-পুর ও চেঙ্গুটিয়া পরগণা প্রদান করিয়াছিলেন। বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপের বাস-ভবন ধ্বংস হওয়ায় শ্রীল সনাতন প্রভু উক্ত পরগণায় ভৈরব নদীর তীরে রাজপ্রাসাদসম আবাস নির্মাণ করিয়াছিলেন। উক্ত প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। এস্থানে ৬।৭টি দীঘি, মঠবাড়ী, পাটবাড়ী, ফুলবাড়ী প্রভৃতি স্থান দৃষ্ট হয়।

শ্রীল সনাতন প্রভুর কুলগুরুকে এই স্থানের বহু ভূমি দান করা হয়। কাটোয়ার অন্তর্গত দক্ষিণ খণ্ডে ঐ গুরু বংশের শ্রীনৃসিংহানন্দ গোস্বামী ঠাকুর মহাশয় অদ্যাপি ঐস্থানে শতাধিক বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভোগ করেন।

শ্রীল সনাতন প্রভুর পিতা কুমারদেব এই স্থানে বাস করিতেন। উহাদের মঠবাড়ীর প্রাচীন ইষ্টক-চিহ্ন আছে।

প্রেমসরোবর—ব্রজে বরসানার উত্তরে, প্রেমবৈচিত্ত্যভাবের প্রকাশস্থান।

[ফ]

ফতেপুর—পোঃ গড়হরিপুর (মেদিনীপুর) B. N. R. কণ্টাই রোড হইতে ৫।৬ ক্রোশ। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য—ভঞ্জন, নিরঞ্জন, পরাণ ও জীবন অধিকারীগণের শ্রীপাট। ইহারা ভট্টব্রাহ্মণশ্রেণী। প্রাচীন বিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দজীউ ও শ্রী শিলা সেবা আছে। ইঁহারা

কীর্ত্তন ও মৃদঙ্গ-বাদনে বিশেষ দক্ষ ছিলেন, এজন্য শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। বংশধরগণ ঐ গ্রামেই বাস করেন।

ফতেহাবাদ—বর্ত্তমান ফরিদপুরের পুরাতন নাম—ফতেহাবাদ। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের মতে বিস্তৃত ফতেহাবাদ সরকার পূর্বকোণে সন্দীপ হইতে আরম্ভ করিয়া খালিফাতাবাদ, ইউসফপুর, রসুলপুর অর্থাৎ খুলনা যশোহরের অধিকাংশ অধিকার করিয়াছিল। ব্রাহ্মণকুলতিলক কুমারদেব বর্ত্তমান চেঙ্গুটিয়া পরগণার অন্তর্গত প্রেমভাগ (পমভাগ) গ্রামে বাস করিতেন। চেঙ্গুটিয়া ষ্টেশন হইতে 'পমভাগ' এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

(যশোহর-খুলনার ইতিহাস ৩৫২ পৃঃ)

ফরিদপুর গ্রাম—(নদীয়া) (ক) শ্রীনিবাস-প্রভুর শ্যালক ও শিষ্য শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী ও শ্যামাদাস চক্রবর্ত্তী (ইঁহাদের পিতা গোপাল চক্রবর্ত্তী) শ্রীপাট করেন! মতান্তরে কাটোয়ার নিকট বাইগোল গ্রামে শ্রীপাট।

(খ) শ্রীনরোত্তমঠাকুরের শিষ্য শ্রীমুকুটরায়ের শ্রীপাট।

ফল্গুতীর্থ—গয়াক্ষেত্রে ফল্গুনদী। গরুড় পুরাণ ও অগ্নিপুরাণমতে গয়াশিরই ফল্গুতীর্থ। ২ মাদ্রাজে অনন্তপুর জিলায় অবস্থিত, নামান্তর—ফাল্গুন; বেলারী নগর হইতে ৫৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অনন্তপুরম্ গ্রামে শ্রীবিষ্ণু সাক্ষাৎ বাস করেন। উড়ুপীর নিকটবর্ত্তী স্থান, শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত ভূমি (চৈ° চ° মধ্য ৯।২৭৮)।

ফল্গুনদী—গয়াক্ষেত্রে প্রবাহিতা নদী [চৈ° ম° আদি ৫।৭৬]

ফুলিয়া—নদীয়া জেলা। রাণাঘাট হইতে ৩॥ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে শান্তিপুর শাখা রেলে ফুলিয়া ষ্টেশন আছে। তাথা হইতে এক মাইল। শ্রীলহরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাট। এই স্থানে ভাষা রামায়ণের রচনাকার প্রসিদ্ধ কৃত্তিবাস ওঝা ১৩৫৪ শকে ২৯শে মাঘ শ্রীপঞ্চমী রবিবারে ইং ১৪৩২ খ্রীঃ ১১ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। কৃত্তিবাসের রচিত রামায়ণ সর্বপ্রথম শ্রীরামপুর মিশন-যন্ত্রে ১৮০৩ খ্রীঃ মুদ্রিত হইয়াছিল। এই স্থানের এক নাম—'ফুল্লবাড়ী'।

শ্রীলহরিদাস ঠাকুরের পূর্বের স্মৃতিচিহ্ন বিলুপ্ত হইলে ৪৫ বৎসর পূর্বে যশোহর জেলায় চাঁচুড়ী পুড়ুড়ী নিবাসী শ্রীজগদানন্দ গোস্বামী বহু পরিশ্রমে আশ্রম ও ভজনগুহা আবিষ্কার করিয়া গুহাটিকে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। উহারই উত্তর-সীমায় কৃত্তিবাসের বাস্তুভিটা (নদীয়ার কথা ২১ পৃঃ) শ্রীলহরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছেন।

হেজ সাহেবের ১৬৮২ খৃঃ ১৫ অক্টোবরের ডাইরীতে আছে—১৬৮২ খৃঃ ফুলিয়ার নিম্নে গঙ্গা-নদী প্রবাহিত হইত। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পরেই এস্থানে গমন করিয়াছিলেন। (চৈ° ভা° অন্ত্য ১।১৩১-৩২)।

[ব]

বংশীবট—ব্রজে, শ্রীবৃন্দাবনে যমুনাতটে অবস্থিত নিত্যরাসস্থলী।

বক্তিয়ার ঘাট—(নদীয়া জেলায়) শান্তিপুর ও বয়ড়ার মধ্যবর্তী স্থান, গঙ্গার ঘাট। ঐ ঘাটে বক্তিয়ার নবদ্বীপ জয় করিতে ১১৯৮ খৃঃ পার হইয়াছিল (নদীয়া-কাহিনী)। মুলুক কাজী এই ঘাট হইতে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে ধরিয়া নিয়া দণ্ডবিধান করেন।

বক্‌থরা—ব্রজে, যাবট-নিকটে বকাসুর-

বধের স্থান।

বক্রেশ্বর—বীরভূম জেলায়। দুবরাজপুর হইতে ৬ মাইল উত্তরপূর্বে। সিউড়ী হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে ১৩ মাইল। ইহা 'গুপ্তকাশী' নামে খ্যাত। অষ্টাবক্র ঋষি এই স্থানে তপস্যা করিতেন। উত্তরে বক্রেশ্বর নদ, দক্ষিণে পাপহরা নদী। মন্দির-প্রাঙ্গণে শ্বেতগঙ্গা। মন্দিরের বৃহৎ মূর্ত্তিটি অষ্টাবক্রের; ক্ষুদ্রটি বক্রনাথ শিবের।

মন্দিরগাত্রে প্রস্তরফলক আছে। উহা '১৬৮৫ শালিবাহন শকে বা ১৭৬৩ খৃঃ রাজনগরের রাজমন্ত্রী দর্পনারায়ণ-কর্ত্তৃক নির্মিত হয়' ইত্যাদি লিখিত আছে।

মন্দিরের পূর্বদিকে আরও দুইটি ফলক আছে। উহাতে হালবর্মা ও সরাব-নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম দেখা যায়। অন্য দিকে ১৬৭৭ শালিবাহন (বা ১৭৫৫ খৃঃ) অঙ্কিত। অপর ফলকের লেখা অস্পষ্ট।

মন্দির-ভিতরে দেবগম্বুজের প্রবেশ-পথের উপরেই যে ফলক-লিপি আছে, তাহা আদৌ বুঝা যায় না। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'নরসিংহ' এই শব্দটি উদ্ধার করিয়াছিলেন।

'সাতঘেটে' 'চন্দ্রসায়র' 'দামুসায়ের'-নামক কয়েকটি পদ্মবনাকীর্ণ পুষ্করিণী আছে। শ্বেতগঙ্গার উত্তর তটের উপরে মানগিরি গোঁসাই-নামক জনৈক সাধুর সমাজ আছে। মন্দিরে মহিষমর্দিনী পিত্তলের দশভুজা, প্রাচীন নহেন। প্রাচীন পাষাণমূর্তি একটি পুষ্করিণীতে ছিল। বর্ত্তমানে পাণ্ডাগণের গৃহে উহা আছেন (বীরভূম-কাহিনী)।

এই স্থানে সতীর ভ্রূযুগলের মধ্যস্থান (মন) পতিত হয়। দেবীর নাম—মহিষ-মর্দিনী। ভৈরবের নাম—বক্রনাথ। মূলমন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে এই দুই মন্দির।

Hunter's Statistical Account of the District of Birbhum p. 342তে আছে—১৮৫০ খৃঃ ২৮শে ডিসেম্বর মধ্যাহ্নকালে এই স্থানের উষ্ণতম কুণ্ডের উত্তাপ ১৬২° ছিল এবং শীতলকুণ্ডের ১২৮° ডিগ্রি ও ছায়াস্থ বায়ুর ৭৭° ডিগ্রি ছিল। ঐ সময়ে স্থানীয় নদীজলের উত্তাপ ৮৩° ডিগ্রি ছিল। শ্রীনিত্যানন্দপদাঙ্কিত (চৈ° ভা° আদি ৯।১০৬)।

বগড়ী—মেদিনীপুর জেলায়-শীলাবতী নদীর উপরেই। **B. N. Ry** বগড়ী রোড নামক ষ্টেশন আছে।

এখানে **শ্রীশ্রী**কৃষ্ণরায়জীর মন্দির আছে। বগড়ীর প্রথম রাজা গজপতি সিংহের মন্ত্রী রাজ্যধর রায়, শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায়জীউর প্রতিষ্ঠা করেন। পরে রাজা রঘুনাথ সিংহ শ্রীরাধিকা মূর্তি ও মন্দির করেন। ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে মন্দির। এই মন্দির বহুদিন হইতে এমনভাবে আছে যে নদীগর্ভে যায় যায়। পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসকালে এই স্থানে আগমন হইয়াছিল। 'একেড়ে' নামক স্থানকে প্রাচীন 'একচক্রা' বলে। একেড়ে গ্রামের নিকট ভিকনগর, উহা প্রাচীন ভীমপুর। ইহার পশ্চিমে আধ ক্রোশ দূরে গণগণি-নামক স্থান। ঐস্থানে বকাসুরের অস্থি আছে।

শ্রীঅভিরাম গোস্বামী বগড়ীর এই শ্রীবিগ্রহকে প্রণাম করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশ—ঐতরেয় আরণ্যক (২।১।১), ঐতয়ের ব্রাহ্মণ (৭।১৮), অথর্ব সংহিতা (৫।২২।১৪) প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণে অযোধ্যা-কাণ্ডে (১০) অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ প্রভৃতি উল্লিখিত।

মহাভারত আদি পর্ব (১০৪) বিষ্ণুপুরাণ (৪।১৮) ও গরুড় পুরাণে (১৪৪) অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম এই পঞ্চ প্রদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। অঙ্গ = বর্তমান ভাগলপুর প্রদেশ, বঙ্গ = বঙ্গদেশ, পূর্ববঙ্গ বা সমতট, কলিঙ্গ = যাজপুর অঞ্চল, সুহ্ম = বর্ত্তমান রাঢ়দেশ এবং পুণ্ড্র = মালদহ, গৌড়দেশ ইত্যাদি।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্গের সময়ে বঙ্গদেশ সাতটি বিভাগে বিভক্ত ছিল —

(১) কমলাঙ্ক—ত্রিপুরা, কুমিল্লা, কামরূপ ও আসাম।

(২) চম্পা—বর্ত্তমান ভাগলপুর

(৩) তাম্রলিপ্ত—বঙ্গদেশের পশ্চিম-দক্ষিণে সাগর তীরবর্ত্তী (তমলুক)।

(৪) শ্রীক্ষেত্র—বর্ত্তমান শ্রীহট্ট

(৫) সমতট— পূর্ববঙ্গ

(৬) পুণ্ড্র — বঙ্গের উত্তর বিভাগ

(৭) কর্ণসুবর্ণ — মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত রাঙ্গা-মাটি. মতান্তরে—পশ্চিম বাঙ্গালা (বীরভূম, সিংহভূম এবং সুবর্ণরেখার সমীপবর্তী স্থান)।

বঙ্গবাটী—(?) শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা শ্রীচৈতন্যদাসের শ্রীপাট। [চৈ°চ° আদি ১২।৮৫]

বজ্রনাভ কুণ্ড—আরিট্ গ্রামে শ্রীশ্যাম-কুণ্ডের মধ্যভাগে অবস্থিত।

ব্রজেরা- ব্রজে, কাম্যবনের দুই মাইল পূর্বে; শ্রীরঙ্গদেবী ও শ্রীসুদেবীর জন্মস্থান।

বটস্বামিতীর্থ - ব্রজে, মথুরায় যমুনাতীরস্থ ঘাট।

বড়াকোলা—মেদিনীপুরে, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর লীলাস্থলী [র° ম° দক্ষিণ ৮।৬৯]।

বড়গাছি বা বাহিরগাছি—ই. আই রেলপথের মুড়াগাছা ষ্টেশন হইতে দুই মাইল। শালিগ্রামের নিকট। ধর্মদহ গ্রামের পরপারে গুড়গুড়ে খালের ধারে। এখন ঐ খালকে **'কালশিরা'** খাল বলে। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিহারভূমি (চৈ°ভা° অন্ত্য ৫।৭১০-১১)। ইহার নিকটেই শালিগ্রামে শ্রীসূর্যদাস পণ্ডিতের বাড়ী। ইহার নিকটেই রুকুনপুর গ্রাম। বাহিরগাছিতে পূর্বে গঙ্গাদেবী ছিলেন। এক্ষণে উহা কালশিরা খাল নামে অভিহিত। এখানে শ্রীমকরধ্বজ সেন, সুকৃতি শ্রীকৃষ্ণদাস এবং রাজা হরিহোড়ের পুত্র রাজা কৃষ্ণদাসের শ্রীপাট। কৃষ্ণদাস শ্রীশ্রীনিত্যা-নন্দ প্রভুর বিবাহের আয়োজন করিয়াছিলেন।

বড় গৌড়ীয়া ও ছোট গৌড়ীয়া মঠ ঃ— শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেরণায় **শ্রীকৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী** মল্লার দেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার ও শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ গদি নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বনয়ারী-চন্দ্রকে প্রদান করত নিজে গুজরাট প্রদেশে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম প্রচার ও শ্রীচৈতন্য-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। গুজরাটে তাঁহার গাদিই **'বড় গৌড়ীয়া গাদি'** নামে খ্যাত হয়।

ঐ সময়ে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর এক শিষ্য শ্রীল চক্রপাণি গুঞ্জামালীর সহিত মিলিত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। ঐ চক্রপাণি যে গাদি করেন, তাহার নাম - **'ছোট গৌড়ীয়া মঠ'**।

কৃষ্ণদাস পরে পাঞ্জাবে গমন করিয়া প্রচার করিতে থাকেন এবং তথায় 'ওনয়া' নামক স্থানে বাসস্থান নির্মাণ করিয়া শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করত পাঞ্জাববাসিগণকে মহাপ্রভুর ধর্মে দীক্ষিত করেন। ঐ স্থানের জনার্দন নামক জনৈক ভক্ত বিপ্রকে শিষ্য করিয়া ঐ স্থানের গাদি অর্পণ করত উহাকে

'গোস্বামী' উপাধি দান করেন। পরে জনার্দন গোস্বামী তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীল শ্যামজীউ গোস্বামিকে ঐ গাদি অর্পণ করিয়া সিন্ধুদেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের জন্য গমন করেন। পূর্বোক্ত জনার্দন গোস্বামী মহাপ্রেমিক ছিলেন। সংকীর্তন দ্বারা হিন্দু মুসলমান সকলকেই প্রেমে মাতাইয়া তুলিতেন। ভক্তমাল গ্রন্থে এই সব বিবরণ আছে। এইরূপে ভক্তবর কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী এবং তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্য দ্বারা মল্লার, পাঞ্জাব, গুজরাঠ, সিন্ধু সরভ প্রভৃতি দেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল।

বড়গঙ্গা শ্রীহট্টে অবস্থিত, শ্রীউপেন্দ্র মিশ্রের বসতিস্থান।

বড়গ্রাম—মেদিনীপুর জিলায়, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য চিন্তামণির বাসস্থান।

বড়ডাঙ্গা—বর্দ্ধমান জেলায়, শ্রীখণ্ডের নিকটবর্ত্তী, শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের ভজন-স্থান।

বড় বলরামপুর—মেদিনীপুরে, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর লীলাস্থান।

বড় বেলুন—বর্দ্ধমান জেলায় B. K. Ry ভাতার ষ্টেশন হইতে দেড় ক্রোশ পূর্বে দেন্দুড় গ্রামের নিকটবর্ত্তী, শ্রীঅনন্ত পুরীর শ্রীপাট।

বড় বেলুনের ছয় ক্রোশ ঈশান কোণে দেন্দুড় গ্রাম—শ্রীল বৃন্দাবন ঠাকুরের শ্রীপাট। পুরী-গোস্বামী বড় বেলুনে কিছুদিন ছিলেন। বাঁধা টিলা আছে। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা। সেবায়েত—অধিকারী-বংশীয়গণ।

২ বেলুনে শিবাই পণ্ডিতের শ্রীপাট।

বৎসবন—(বচগাঁও) ব্রজে পেটোর তিন মাইল দক্ষিণে, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক বৎস হরণের স্থান।

বদনগঞ্জ বা লাটহরিগঞ্জ—বাঁকুড়া জেলায়। বনবিষ্ণুপুরের ১২ ক্রোশ দূরে আউলিয়া মনোহর চৈতন্যের শ্রীপাট। ইনি বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীরের গ্রন্থ-ভাণ্ডারী ছিলেন। ইনি দীর্ঘ-জীবী ছিলেন। ১৬০০ শকে বদনগঞ্জ হইতে অন্তর্হিত হয়েন। ঐ স্থানে রঘুনাথ-নামক জনৈক ভক্ত ইঁহার সমাধি নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

বদরিকাশ্রম—যুক্তপ্রদেশে গারোয়ালের অন্তর্গত বদ্রীনাথ—শ্রীনগর হইতে প্রায় ৫৫ মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত। (Asiatic Researches, Vol. XI. article X)

বদরিনারায়ণ—ব্রজে 'আদিবদ্রীনাথ, দেখুন।

বনছারিগ্রাম—ব্রজের উত্তর সীমান্ত গ্রাম।

বনবিষ্ণুপুর—বাঁকুড়া জেলায় রাজা বীর হাম্বীরের রাজধানী—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর লীলানিকেতন।

বয়ড়া গ্রাম—শান্তিপুরের পরপারে। এই স্থানে শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রত্নাকর বিদ্যা বাচস্পতির আদি নিবাস ছিল। পরে ইঁহারা নবদ্বীপের পার্শ্ববর্তী বিদ্যানগরে বাস করেন। মহাপ্রভু বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে বয়ড়াতে গমন করিয়াছিলেন। (জয়ানন্দের চৈ° ম° ১৪০ পৃঃ)।

বরাহদশন-হ্রদ ব্রজের সীমান্ত যাযাবর শৌকরী গ্রাম।

বরাহ নগর—(চব্বিশ পরগণা জেলায়) পূর্বকালে বরাহ-নামক জনৈক সিদ্ধ পুরুষ এ স্থানে বাস করিতেন বলিয়া ইহাকে 'বরাহ নগর' বলা হয়। কাহারও মতে এই বরাহ মহারাজ বিক্রমা-দিত্যের সভাপণ্ডিত নবরত্নের একতম। এই গ্রামে

পর্তুগীজগণ, ওলন্দাজগণ ও পরে ইংরাজগণ বাণিজ্যাভিপ্রায়ে বসবাস করত প্রাসাদ, বিচারালয় ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকায় (৮।৮) প্রকাশ যে কলিকাতা বাগবাজার-নিবাসী ভক্তবর শ্রীকালী-প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও পরাণ চক্রবর্ত্তী-নামক দুই ভ্রাতার প্রতি আদেশ হয়—'ঘি-পুষ্করিণীর পূর্বদিকে শ্রীভাগবতাচার্য্যের পাট আছে; তথায় তোমরা গমন কর এবং যে স্থানের মৃত্তিকা খনন করিতে সাপ বাহির হইবে, তাহাই আচার্য্যের সমাধি বলিয়া জানিবে। তথায় মন্দিরাদি নির্মাণ করিয়া দিবে এবং আগামী মাঘী পূর্ণিমার দিনে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রতিষ্ঠা করত মহোৎসব করিবে।' এই আদেশের ফলেই এই লুপ্ত শ্রীপাটটি উদ্ধার পাইয়াছে।

শ্রীল ভাগবতাচার্য্য প্রভুর শ্রীপাট। কলিকাতা শ্যামবাজার হইতে দক্ষিণেশ্বর বাসে যাইতে হয়। শ্রীগৌর পদাঙ্কিত [চৈ° ভা° অন্ত্য ৫।১১০] শ্রীল ভাগবতাচার্য্যের বংশধরগণের বাসগ্রাম—ঘোড়ানাশা পোঃ চন্দুনি, জেলা বর্দ্ধমান। উহা ১৩৩৪।৪ঠা চৈত্র ১৯২৮।১৭ ফেব্রুয়ারী শনিবারে স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহারাজের হস্তে আসে।

বরাহর—ব্রজে, শ্রীবৃন্দাবন হইতে বায়ু-কোণে কিছুদূরে অবস্থিত—বরাহরূপে শ্রীকৃষ্ণের খেলাস্থান।

বরুণ তীর্থ—গিরিরাজের প্রান্তবর্ত্তী ব্রহ্ম-কুণ্ডের পশ্চিমে অবস্থিত।

বরোলী—ব্রজে রণবাড়ীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

বর্ষাণ (বরসানা)—ব্রজে শ্রীবৃষভানু মহারাজের রাজধানী, নন্দগ্রামের দক্ষিণে অবস্থিত।

বলগণ্ডী—শ্রীক্ষেত্রধামে শ্রদ্ধাবালু ও অর্দ্ধাসনী দেবীর মধ্যবর্ত্তী স্থান। বলগণ্ডীতে রথ রাখিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সর্বসাধারণের প্রদত্ত উত্তম উত্তম ভোগ অঙ্গীকার করেন (চৈ° চ° মধ্য ১৩।১৯৩-২০০)

বলদেব (দাউজী)—ব্রজের দক্ষিণ সীমান্ত গ্রাম, বান্দীর তিন মাইল দক্ষিণে; শ্রীবলদেব-স্থান. মন্দিরে—শ্রীরেবতী ও শ্রীবলদেবজীউ।

বলদেবকুণ্ড মথুরায় ও কাম্যবনে।

বলরামপুর—(মেদিনীপুর জেলা) খড়্গপুর থানার মধ্যে। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর লীলাস্থান। রাজা শত্রুঘ্ন মহাপাত্র বলরামপুরের বিগ্রহ সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য যদুনাথের শ্রীপাট।

বলিগ্রাম—(বর্দ্ধমান) অম্বুয়া; কালনার অংশ। প্রাচীন গ্রন্থে 'অম্বুয়া মুলুক' নাম দেখা যায়। এই স্থানে শ্রীশ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্যদেবের শ্রীপাট। ইনি শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর গুরু ছিলেন, কালনা শ্রীপাটের বংশধারা ইঁহা হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

বলিহরপুর—(মেদিনীপুর) শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য-শাখার শ্রীপাট। শ্রীশ্রীগোবিন্দ-জীউর সেবা।

বলিহারা (বারারা)—ব্রজে, হাজরার এক মাইল নৈঋ'ত কোণে, এস্থানে শ্রীকৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে বরাহক্রীড়া করিতেন এবং এস্থান হইতে ব্রহ্মা গো-বৎসাদি হরণ করেন।

বল্লভপুর—হুগলী, শ্রীরামপুর ষ্টেশন হইতে এক মাইল। শ্রীল রুদ্র পণ্ডিতের শ্রীপাট। তাঁহার সেবিত শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীউ, অনন্তদেব,

নারায়ণ, শ্রীধর ও বাণলিঙ্গ শিব দুইটি আছেন। শ্রীরুদ্র পণ্ডিত শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ ও মঠ করিয়াছিলেম।

বল্লভপুরে মন্দিরের লিপিতে আছেঃ—"১৬৬৬ শকে নারায়ণচাঁদ মল্লিক ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন"।

'A list of Ancient Monuments of Bengal' গ্রন্থে শ্রীরাধাবল্লভজীর কথা আছে। শ্রীরাধাবল্লভজীর মন্দির পূর্বে গঙ্গাধারেই ছিল। উহা এখনও বল্লভপুর খেয়াঘাটের উত্তরে এবং শ্রীরামপুর জলের কলের সীমার মধ্যে দৃষ্ট হয়। ঐ মন্দিরের ভিতর-গাত্রে একখানি প্রস্তর-ফলকে আছেঃ—This building was occupied by the Missonary Henry Martin 1806.

বল্লভপুরের গঙ্গার ধারে ১২৪৫ সালে কলিকাতার আনন্দময়ীদেবী শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীর নামে একটি ঘাট করিয়া দিয়াছেন। ঐ ঘাটের সামান্য পশ্চিমে ১২৫১ সালে ৩০শে মাঘ মতিলাল মল্লিক মহাশয় শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীর একটি রাসমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। রথযাত্রায় উৎসব।

বসতী—ব্রজে শ্রীরাধাকুণ্ডের পূর্বদিকে অবস্থিত—শ্রীবৃষভানুরাজার পূর্ব-নিবাসস্থল।

বহুলাবন (বাটী)--শ্রীব্রজমণ্ডলান্তর্গত, সাতোঞার চারি মাইল উত্তরে শ্রীকৃষ্ণলীলাস্পদ ভূমি। গ্রামের উত্তরে বহুলাকুণ্ড। উত্তর তীরে বহুলাগাভীর স্থান।

বাকরপুর—(হুগলী) শ্রীরজনী পণ্ডিতের শ্রীপাট।

বাকলা চন্দ্রদ্বীপ—পূর্বকালে পাবনা, ঢাকা জিলার দক্ষিণাংশ, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত ছিল। বাক্‌লা বহুদিন পূর্বেই নদীগর্ভে গিয়াছে। দিগ্‌বিজয়-প্রকাশবিবৃতি-নামক গ্রন্থানুসারে ইহার পূর্ব সীমা মধুমতী, পশ্চিমে ইছামতী নদী, দক্ষিণে বাদাভূমি এবং উত্তরে কুশদ্বীপই ইহার সীমা। আকবরের সময়ে বাক্‌লা একটি স্বতন্ত্র সরকার ছিল—ইস্‌মাইলপুর, শ্রীরামপুর, শাহজাদ্‌পুর ও ইদিলপুর এই চারি মহালে বিভক্ত ছিল।

দনুজমর্দ্দন-বংশীয় রাজাদের বাস ছিল। এই স্থানে শ্রীসনাতন প্রভুর পিতৃদেব নৈহাটি গ্রাম হইতে আসিয়া বাস করেন। এই স্থানেই শ্রীসনাতন (শ্রীঅমর) প্রভু (১৩৮৬ শকে) শ্রীসন্তোষ বা শ্রীরূপ প্রভু (১৩৯২ শকে) ও বল্লভ বা অনুপম (১৩৯৫ শকে) জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীলচন্দ্রশেখর আচার্য্যের এই দ্বীপে বাস ছিল। তিনি শ্রীশ্রীনর্ত্তকগোপাল-সেবা প্রকাশ করেন।

বাগনাপাড়া—বর্দ্ধমান জেলায়। ই, আই বারহারোয়া লুপ রেলপথে কালনার পরের ষ্টেশন বাগনাপাড়া। শ্রীবংশীবদন ও শ্রীরামাই ঠাকুরের শ্রীপাট। শ্রীশ্রীকৃষ্ণবলদেব শ্রীবিগ্রহের শ্রীমন্দির অতীব মনোহর। মাঘ মাসে উৎসব হয়। যমুনা ও একটি প্রাচীন বকুল বৃক্ষ আছে।

শ্রীবংশীবদনের পিতা ছকড়ি চট্টোপাধ্যায় নবদ্বীপের নিকট পাটুলি-গ্রামে বাস করিতেন। নবদ্বীপে প্রাণবল্লভ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ ইনিই নির্মাণ করেন। শুনা যায় উক্ত শ্রীবিগ্রহের পদতলে বংশীবদনের নাম অঙ্কিত আছে। কুলিয়া-পাহাড়পুরে শ্রীবংশীবদনের জন্ম। পরে তিনি বিল্বগ্রামে বাস করিতেন।

বংশীবদনের পুত্র রামাই বা রামচন্দ্র গোস্বামী

ব্রজধামে প্রস্কন্দন তীর্থে একটি শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন এবং তাঁহাকে লইয়া বাগনাপাড়ার জঙ্গল কাটিয়া স্থাপন করেন। উহার তিরোভাব ১৫০৬ সালের মাঘী কৃষ্ণাতৃতীয়া।

বংশীবদন বিল্বগ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরামাই পণ্ডিতের গাদি বলিয়া একটি মন্দির আছে। ঐ স্থানে শ্রীরাধামুরলীধরজীউ আছেন। উহা ১২৯৪ সালে ১৪ই বৈশাখে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। গ্রামে প্রবেশ করিতেই বাজারপাড়া ও শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের বাড়ী। দ্বিতীয় গৃহে শ্রীমতীরাধা ও রেবতী দেবী। প্রবেশদ্বারের নিকট শ্রীগোপেশ্বর মহাদেব। তৃতীয় গৃহে—শ্রীজগন্নাথজীউ।

বাজনা—ব্রজে, বলিহারার এক মাইল নৈর্ঋত কোণে; দেড় মাইল পশ্চিমস্থ পাসৌলিতে অঘাসুর-বধ হইলে এস্থানে দেবগণ বাদ্যধ্বনি করেন।

বাণপুর B. N. Ry আমদা রোড ষ্টেশন হইতে উল্টাদিকে ১॥০ মাইল দূরে। ঐ গ্রামে শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর বিগ্রহ আছেন। প্রবাদ—ঐখানে শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর সমাধি আছে। এই স্থানে শ্রীরসিকানন্দ প্রভু দুষ্ট যবনরাজ আহম্মদ বেগকে ও গজপতি নৃসিংহদেবকে কৃপা করেন [র° ম° পশ্চিম ৯১৫-৬৮]। ২ বাণ-রাজার দেশ শোণিতপুর। গাড়োয়াল প্রদেশে মন্দাকিনী-তটে অবস্থিত (চৈ° ভা° মধ্য ২০।৮৫)।

বাণীগ্রাম—কিশোরগঞ্জ, মৈমনসিংহে। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর-শিষ্য দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রূপ-নারায়ণ গোস্বামির বংশধরগণের নিবাস।

বাদাই—(বাদগ্রাম) ব্রজে, শ্রীহরিবংশ গোস্বামির জন্মস্থান।

বাদ্যশীলা—(বাজনশিলা)—ব্রজে সাতোঞা গ্রামের নিকটবর্তী পর্বত (ভক্তি ৫।১৪০৫)।

বান্দী—ব্রজে, কৃষ্ণপুরের দুই মাইল অগ্নি-কোণে, বান্দীকুণ্ড ও তাহার পূর্বতীরে আনন্দী-বন্দী দেবী দর্শনীয়।

বাবলা—(নদীয়া) শান্তিপুর সহর হইতে দুই মাইল। শান্তিপুর ষ্টেশন হইতে এক মাইল। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভজন-স্থান। ঠাকুর হরিদাসও এখানে থাকিতেন। কুলপঞ্জিকায় বাবলার নাম আছে। পূর্বে যে শ্রীপাটের নিম্ন দিয়াই গঙ্গা-দেবী প্রবাহিত হইতেন, তাহার স্পষ্ট চিহ্ন দেখা যায়। এখন ঐ খাত ধান্যক্ষেত্র হইয়াছে। ঐ স্থানের মৃত্তিকা খনন-সময়ে প্রাচীন কালের মহোৎসবের মৃৎপাত্রাদি বাহির হইয়াছিল। শুনা যায়—বাবলাতে শান্তমুনি থাকিতেন। তাঁহার নিকট অদ্বৈত প্রভু বাল্যে ১২ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে বেদান্ত ও শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়া-ছিলেন। দেবালয়ে শ্রীঅদ্বৈত-বিগ্রহ, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ। সামান্য দূরে আর একটি বেদী আছে; প্রবাদ—ঐ স্থানে অদ্বৈত প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর বসিয়া ভগবৎ-প্রসঙ্গ করিতেন।

বারকোণাঘাট—(চৈ° ভা° মধ্য ২৩।৩০০) শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রাচীন গঙ্গাতটে মাধাইর ঘাটের পরবর্ত্তী ঘাট, এক্ষণে লুপ্ত। এই ঘাটের নিকটে শ্রীল শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহ ছিল। শ্রীমন্মহা-প্রভুর গৃহসমীপবর্ত্তী (চৈ° ম° শেষ ৩।৫১)।

বারদী—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জের অধীন, মেঘনা নদীর পশ্চিম তীরে। এই স্থানে ভক্তবর শ্রীল লোকনাথ ব্রহ্মচারী ১২৭০ সালে প্রথমতঃ আগমন করেন। ১২৯৭ সালে ১৯শে জ্যৈষ্ঠ

১৩০ বৎসর বয়ঃক্রমে দেহরক্ষা করেন। কাটোয়া মাধাই তলার নিকটে এই সম্প্রদায়ের একটি আশ্রম আছে।

বরাণসী - শ্রীকাশীধাম—শ্রীবিশ্বেশ্বর-মন্দির, বেণীমাধবজীউ, জ্ঞানব্যাপী, অন্নপূর্ণা, মণিকর্ণিকা, দশাশ্বমেধ, হরিশ্চন্দ্রের ঘাট, শ্রীতপন মিশ্রের ভিটা প্রভৃতি দৃশ্য।

বারায়িত গ্রাম—মেদিনীপুর জিলায় রয়ণীর নিকটবর্ত্তী গ্রাম; এ স্থানে দাশরথি রাম শ্রীরামেশ্বর-শিব প্রতিষ্ঠা করেন (ভক্তি ১৫।২৩—২৪)।

বারুইপুর—চব্বিশপরগণা জেলায়, ডায়মণ্ড-হারবার রেলপথে বারুইপুর ষ্টেশন হইতে নিকট-বর্ত্তী পল্লীতে শ্রীল অনন্ত আচার্য্যের শ্রীপাট।

বারিপদা—ময়ূরভঞ্জ জেলায়। ১৪৯৭ শকাব্দে বৈদ্যনাথ ভঞ্জ এ স্থানে 'বুড়াজগন্নাথের' মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য।

বাছৌ'লী ব্রজে, পয়গ্রামের চারি মাইল বায়ু কোণে, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার স্থল।

বালসাগ্রাম—(রাধানগর রামপুরহাট ষ্টেশন হইতে ৫ ক্রোশ পূর্বে। শ্রীমীনকেতন রামদাসের শ্রীপাট, শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম-সেবা। শ্রীমীনকেতনের সমাজ আছে।

বালছারা—ব্রজে উনাইগ্রামের নিকটবর্ত্তী—এস্থানে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বৎসবালকাদি হরণ করেন।

বালি—হুগলী শহরের মধ্যে। ঐ স্থানে শ্রীজগমোহন দত্তের গৃহে ঠাকুর শ্রীউদ্ধারণ দত্ত প্রভুর দারুময় প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। বর্ত্তমানে উহা হুগলী বড়ালপাড়া মদনমোহন দত্তের গৃহে সেবিত হইতেছেন। ঐ দারুময়ী বিগ্রহের চিত্র 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। এই মদনমোহন দত্ত শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের বংশধর।

বালিঘাটা—মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গীপুরের নিকট। এখানে ভক্ত সৈয়দ মর্তুজা জন্মগ্রহণ করেন ও ৮০ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে দেহরক্ষা করেন। সুতীর নিকট ছাপঘাটিতে ইঁহার সমাধি আছে। ইনি মুসলমান ফকির হইলেও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি ইঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক সুন্দর সুন্দর পদ রচনা করিয়াছিলেন—

"সৈয়দ মর্তুজা ভণে, কানুর চরণে, নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া, রহিনু তুয়া পায়ে, জীবন মরণ ভরি॥"

(পদকল্পতরু চতুর্থ শাখা)

জঙ্গীপুরে ইঁহার বংশধরগণ আছেন।

বালি চৈতন্যপাড়া—(জেলা হুগলী) উত্তর-পাড়ার দক্ষিণে। E. I. Ry বালি ষ্টেশন হইতে হপ্তার বাজার দিয়া পূর্ব্বমুখে চৈতন্যপাড়া। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস লইয়া পুরী যাইবার সময় গঙ্গার পশ্চিম তীরে তীরে গমন করিতে করিতে বৈদ্যবাটী নিমাইতীর্থের ঘাটে অবস্থানের পর চাতরা কোন্নগর প্রভৃতি হইয়া বালিগ্রামে জনৈক ভক্ত কায়স্থ-গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ মহাশয়দের পূর্ব্বপুরুষ যখন বালিতে চৈতন্যপাড়ায় বাস করিতেন, সেই সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভাগমন হইয়াছিল। বর্ত্তমানে কোন নিদর্শন নাই।

বাঁশদহ—জলেশ্বরের নিকটবর্ত্তী বাঁশদা বাঁশধা। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২।২৬৪)।

বাসৌলি—ব্রজে, লালাপুরের নিকটবর্ত্তী, এস্থানে শ্রীকৃষ্ণের সুবাসে জগতের ধৈর্য্য নাশ হয় (ভক্তি ৫।১৪১৪)। বসন্তকালে শ্রীরাধা-গোবিন্দের হোরীক্রীড়াস্থল।

বহাদুরপুর—(মুর্শিদাবাদ) বুধুরীর নিকট। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য বংশীবদন চক্রবর্ত্তী ও শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শ্রীপাট। ইঁহারা এই স্থান হইতে বুধুরিতে, পরে আমিনাবাজারে গিয়া বাস করেন। শ্রীশ্রী গোপীরমণজীউ-সেবা।

এই শ্যামদাসের কন্যার সহিত জাহ্নবা মাতার আত্মীয় বড়ুকৃষ্ণ দাসের বিবাহ হয়। জাহ্নবা মাতাই উদ্যোগী হইয়া এই বিবাহ দিয়াছিলেন।

বিক্রমপুর—(ঢাকা) ঢাকা জিলার প্রসিদ্ধ স্থান। বারভূঞা মধ্যে রাজা চাঁদরায় ও কেদার রায়ের বাসস্থান। ইঁহার বা শাক্ত ছিলেন। পরে শ্রীলনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য হন। শ্রীপুরে রাজধানী করেন। পদ্মাবতীর তীরে রাজবাড়ীর মঠ ইঁহাদেরই কীর্ত্তি। ইঁহাদের মাতৃদেবীর চিতাভস্মের উপরই ঐ মঠ।

১। কেদার রায় ও চাঁদরায়ের বিগ্রহের মধ্যে শ্রীভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি—বর্ত্তমানে নদীয়া জেলার কালীগঞ্জের অধীন লাখুরিয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীদাস মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে আছেন। ঐ দেবীর পদতলে লিখিত আছে—শ্রীকেদার রায়।

২। শ্রীশিলা মূর্তি—মানসিংহ ১৬০৪ খ্রীঃ যুদ্ধ জয় করিয়া ইঁহাকে জয়পুরের রাজধানী অম্বরে লইয়া যান।

৩। শ্রীকালীমাতা বিক্রমপুরে আছেন।

৪। শ্রীছিন্নমস্তা দেবীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

বিঘ্নরাজ তীর্থ—মথুরায় যমুনাতীরস্থিত ঘাট (ভক্তি ৫।৩০৯-১০)

বিছোর—ব্রজে, বৈঠানের বায়ুকোণে অবস্থিত (ভক্তি ৫।১৪০৯)। সখীগণের সহিত শ্রীরাধিকা এস্থানে শ্রীকৃষ্ণ সহিত বিলাস করেন। গৃহে যাইবার কালে কিন্তু বিচ্ছেদহেতু অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন।

বিজয়নগর—দাক্ষিণাত্যে তুঙ্গভদ্রা নদীর তটে অবস্থিত (হাম্পি) বিদ্যানগর—বেলারী হইতে ৩৬ মাইল উত্তর-পশ্চিম কোণে। ২ মালব রাজ্যে সিন্ধু ও পারানদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত—কবি ভবভূতির জন্মস্থান। ৩ গোদাবরীতটে বর্ত্তমান রাজমহেন্দ্রী। 'বিদ্যানগর' দেখ। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈঃ ভাঃ আদি ৯।১৯৫) এবং রাজা প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধরসস্থান (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।২৭০)।

বিজুয়ারী—ব্রজে, খদিরবনের পশ্চিমে, শ্রীকৃষ্ণবলরামের মথুরাযাত্রাকালে অক্রূরের রথে আরোহনের স্থান।

বিদর্ভনগর—বেরার, খান্দেশ, নিজাম রাজ্যের ও মধ্যপ্রদেশের কতকাংশই বিদর্ভ। প্রধান নগর—কুণ্ডিননগর ও ভোজকটপুর। 'বিদর্ভনগর' বলিতে কুণ্ডিননগরই বোদ্ধব্য। ভীষ্মকের রাজধানী, ভীষ্মক-দুহিতা রুক্মিণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হয় (ভা ১০-৫৩,৫৪ অধ্যায়)।

বিদ্যানগর বা বিদ্যাপুর (পোর বন্দর—বর্ত্তমান নাম) শ্রীরামানন্দ রায়ের সময়ে ইহা রাজধানী ছিল। গোদাবরীর দক্ষিণতটে গোদা-বরী নদীর সাগর-সঙ্গমে অর্থাৎ কোটদেশে ছিল। ঐ প্রদেশ তৎকালে 'রাজমহেন্দ্রী' নামে খ্যাত ছিল। কাহারও মতে বিদ্যানগর গোদাবরীর

উত্তরপারস্থিত রাজমহেন্দ্রী হইতে পূর্বদক্ষিণ ২০।২৫ মাইল দূরে। শ্রীগৌরাঙ্গপদাঙ্কপূত স্থান [চৈঃ চঃ মধ্য ৮।৩০০]।

ইহা বিজয়নগর, ভিজিয়ানগরম্ বা ভিজিয়ানাগ্রাম নহে ; শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের অনন্তবর্মন অনুশাসন হইতে জানা যায়, তাঁহার পিতা পুরুষোত্তমদেব কর্ণাট দেশের রাজধানী বিদ্যানগর আক্রমণ করত কর্ণাটরাজ নৃসিংহকে পরাজিত করেন। সেই বিদ্যানগর বা বিদ্যানগরীই বিজয়নগরের প্রাচীন নাম ছিল। [Sources of **Vijoynagar History by Prof. S. Krishnaswami Ayyangar, University of Madras, 1919, PP 106, 170.**] **M. S. M. Ry** ওয়ালটিয়ার মাদ্রাজ লাইলে রাজমহেন্দ্রীর পরে গোদাবরী ও তৎপরে 'কভুর' ষ্টেশন। এই ষ্টেশনটি গোদাবরীর পশ্চীম তীরে কভুরে গোষ্পদতীর্থে মহাপ্রভু স্নান করিয়া রায় রামানন্দের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। গোষ্পদতীর্থের উপরে অদ্যাপি শ্রীহনুমদ্‌বিগ্রহ বিদ্যমান। কথিত আছে যে পুরাকালে 'রাজমহেন্দ্র' নামে জনৈক রাজা পুণ্যতোয়া গোদাবরীর তীরে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়া উহাকে দ্বিতীয় কাশীক্ষেত্রে পরিণত করিবার ইচ্ছায় কোটিলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সেইস্থান 'কোটিলিঙ্গতীর্থ' নামে প্রসিদ্ধ।

বিদ্যানগর—বর্দ্ধমান জেলায়। চাঁপাহাটী হইতে ২॥০ মাইল দূরে। শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের শ্রীপাট ইনি শ্রীল মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। এ স্থলে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলবাটী ছিল—শ্রীমহাপ্রভু ইঁহারই টোলে কলাপ ব্যাকরণ পড়িতেন।

বিদ্যাপুর— দাক্ষিণাত্যে বিদ্যানগর—শ্রীরামানন্দ রায়ের বসতি-স্থান।

বিদ্যাদ্বারি— (বিজোয়ারী) ব্রজে, নন্দগ্রামের অগ্নিকোণে অবস্থিত গ্রাম (ভক্তি ৫।১১৭৭,৮৬)।

বিনুপুর—(?) শ্রীল অভিরামগোপালের শিষ্য রামকৃষ্ণ দাসের শ্রীপাট।

বিনোদপুর—ঢাকা জিলায়। শ্রীরাঘব পণ্ডিত-বংশের বাস। শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীকানাই-বলাই-সেবা। শিলা—রাজরাজেশ্বর, লক্ষ্মী-জনার্দ্দন, শ্রীশ্রীধর, এবং শ্রীবংশীবদন। গোয়ালন্দ হইতে আরিচা বা শিবালয়ে নামিয়া চারি ক্রোশ উত্তরপূর্ব্ব কোণে বিনোদপুর।

ঐ বিনোদপুরের অন্তর্গত বিষমপুরের একটি প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির আছে। উহা 'মঠবাড়ী' নামে খ্যাত। পূর্ব্বে ঐ স্থানে একটি দীর্ঘিকা ছিল। ঐ দীর্ঘিকার পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে উক্ত মঠবাড়ী-নামক মন্দির। পূর্ব্বে ঐ মঠের কাছ দিয়া ধলেশ্বরী নদী প্রবাহিত হইত।

প্রবাদ—সেন বংশের এক ভক্ত রাজা স্বীয় শ্রীবিগ্রহকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া নিজ রাজ্যপাট দর্শন করিতেন। তিনি বিনোদপুরে যখন আসিতেন, তখন ঐ মন্দিরে শ্রীবিগ্রহকে রক্ষা করিয়া সেবা করিতেন। বিগ্রহের প্রস্তরাসনটি অদ্যাপি আছে।

বিন্দুসরোবর---কর্দ্দম ঋষির আশ্রম, গুর্জর দেশ সিদ্ধপুরে অবস্থিত (ভা ১০।৭৯।৭৯ তোষণী)। শ্রীনিত্যানন্দপদাঙ্কিত (চৈঃ ভাঃ আদি ৯।১১৯। ২ ভুবনেশ্বরের শ্রীমন্দির-পার্শ্ববর্তী প্রকাণ্ড কুণ্ড। তীরে শ্রীঅনন্ত বাসুদেব বিরাজমান। ইহাতে শ্রীমদনমোহন ও শ্রীঅনন্ত বাসুদেবের চন্দনযাত্রা, জলকেলি ইত্যাদি সম্পাদিত হয়। শ্রীগৌর-

পদাঙ্কিত (চৈঃ চঃ মধ্য ৫।১৪০, ১৬।৯৯)।

বিন্ধ্যাচল—শ্রীযোগমায়া দেবী। এই দেবী কংসের হাত হইতে উৎক্ষিপ্ত হয়েন। পর্ব্বতের উপরে অষ্টভুজা-দেওয়ালে গাঁথা।

অপর বিন্ধ্যবাসিনী দেবী আছেন। গঙ্গাঘাট হইতে অনতিদূরে সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা, ষোড়শ-বর্ষা ও কন্যাকৃতি।

বিপাশা—পাঞ্জাবের পঞ্চনদের অন্যতমা নদী (Beas)। শতদ্রুর সহিত মিলিত হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিতা (চৈ° ভা° আদি ৯।১২৯)।

বিপ্রশাসন—উৎকল দেশে ব্রাহ্মণ-পল্লীর নাম (চৈ° চ° মধ্য ১৩।১৯৪)

বিমলকুণ্ড—ব্রজে, কাম্যবনস্থিত বৃহৎ সরোবর (ভক্তি ৫।৮৪৫)

বিরজা—কারণার্ণবস্থিত নদী (চৈ° চ° আদি ৫।৫১, মধ্য ১৫।১৭৫)। ২ উৎকলে যাজপুর-মধ্যবর্তী ক্ষেত্র (চৈ° ম° মধ্য ১৫।৭৫)।

বিলাস পর্ব্বত—ব্রজে, বরসানায় অবস্থিত 'বিলাস-গড়'। এ স্থানে মনোরম হিণ্ডোলা, রাস-মণ্ডল ও বিলাসমন্দির আছে (ভক্তি ৫।৮৯৪)।

বিল্বগ্রাম—(নদীয়া) এই স্থানে শ্রীল বংশী-বদন ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং শ্রীধাম নবদ্বীপেও ইনি শ্রীশ্রীপ্রাণবল্লভবিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন।

বিল্বপক্ষ গ্রাম—নবদ্বীপান্তর্গত বেলপৌখৈরা (ভক্তি ১২।৭৭২—৭৯২)

বিল্ববন—ব্রজে, শ্রীবৃন্দাবনের উত্তরদিকে যমুনাপারে।

বিশাখা কুণ্ড—শ্রীরাধাকুণ্ডের সন্নিহিত, ২ কাম্যবনে, ৩ নন্দগ্রামে।

বিশালা—(ভা° ১০।৭৮।১০) বৈষ্ণব-তোষণীমতে—অবন্তী ; ২ সরস্বতী-তীরবর্তী বিশাল-নামা তীর্থ, ৩ বদরিকাশ্রম। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্ক-পূত (চৈ° ভা° আদি ৯।১২০)

বিশ্বগ্রাম—(?) শ্রীল অভিরাম গোপালের শাখা ঠাকুর বলরামের বসতিস্থান।

বিশ্রামঘাট—মথুরায়, যমুনার তীরবর্তী স্বনামপ্রসিদ্ধ তীর্থ।

বিশ্রামতলা—ভরতপুর হইতে দুই মাইল উত্তরে। মুর্শিদাবাদ জেলায়। স্থানটী 'ধোপাহাট' নামক গ্রামমধ্যে কুয়ে নদীর তীরে। গঙ্গাপূজা বা দশহরার দিনে মেলা হয়। শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাসের পরে রাঢ়দেশে ভ্রমণ-কালে ঐ স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

বিশ্রামতলী—কুলাই গ্রামের নিকট। বর্দ্ধমান জেলায়। অজয়ের ধারে। কৈচর ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ। মহাপ্রভু এখানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। একটি প্রাচীন বৃক্ষতলে বেদী আছে।

বিশ্রামতীর্থ—(বিশ্রান্তিঘাট) মথুরাস্থিত প্রসিদ্ধ ঘাট, কংসাসুর-বধের পর শ্রীকৃষ্ণ এস্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন (ভক্তি ৫।১০৬)।

বিষ্ণুকাঞ্চী—কঞ্জিভেরাম্ বা শিবকাঞ্চী হইতে পাঁচ মাইল। শ্রীবরদরাজ বিষ্ণু ও অনন্ত-সরোবর আছে। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত (চৈ° চ° ম° ৯৬২, চৈ° ভা° আদি ৯।১১৮)। বৈশাখ মাসে কৃষ্ণা চতুর্থীতে শ্রীবরদ-রাজের ভোগমূর্ত্তি রথে আরোহণ করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করেন। S. I. Ry মাদ্রাজ হইতে চিঙ্গেলপুট, তথা হইতে ব্রাঞ্চ লাইনে কঞ্জিভেরাম্ ষ্টেশন।

* বিষ্ণুপুরের বিস্তৃত বিবরণ অভয় মল্লিক-কৃত ঃ—1. History of the Vishnupur Raj. 2. Annals of the Bankura District.

বিষ্ণুপুর– (বাঁকুড়া জেলায়) *। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর লীলা-নিকেতন এবং প্রথম বিশ্রাম স্থান। পরলোকগত রাধিকানাথ গোস্বামীর বাটীর নিকট প্রাচীন অশ্বত্থ-বৃক্ষতলে প্রভু বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ঐখানে একটি ভগ্ন মন্দির আছে। রাজা দুর্জ্জয় সিংহের সময়ে শ্রীশ্রীমদনমোহন-মন্দির নির্মিত হয়।

শুনা যায় বিষ্ণুপুরের মৃন্ময়ী দেবীই আদি প্রাচীন ঠাকুর, বিষ্ণুপুরের রাজবাটী-সংলগ্ন যে মৃন্ময়ী দেবী আছেন, ঐ স্থানটি প্রাচীন স্থান বটে, কিন্তু উহা প্রাচীন মৃন্ময়ী দেবী নহেন। ২৫-৩০ বৎসর পূর্বে এক পাগলিনী মৃন্ময়ী দেবীকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়া জঙ্গলে ফেলিয়া দেয়। তৎপরে কাদাকুলি গ্রামের রামরূপ ভট্টাচার্য্য দেবীকে কুড়াইয়া লালবাঁধের উপর রক্ষা করেন—সর্বমঙ্গলা-রূপে।

বিষ্ণুপুরে গণেশ মালার নিকটে অখিল কবিরাজের বাড়ীতে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কাষ্ঠপাদুকা আছে। শ্রীযদুনাথ সরকার-কর্তৃক বিলাত হইতে সংগৃহীত 'বহারি স্থান' নামক হস্ত-লিখিত ফারসী পুস্তকে (৬ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে—১৬০৮ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বঙ্গের সুবাদার ইসলাম খাঁ-কর্তৃক প্রেরিত সেখ কামালের নিকট (বিষ্ণুপুররাজ) বীরহাম্বীর মুঘল-বশ্যতা স্বীকার করেন।

রাজা বীরহাম্বীর কালিন্দী বাঁধের নিকট শ্রীরাধারমণজীর মন্দিরে ও তাহার নিকট একটি নিভৃত কুঞ্জে ভক্ত-সঙ্গে ইষ্ট-গোষ্ঠী করিতেন।

রাজা বীরহাম্বীরের সভাতে যিনি ভাগবত-পাঠক ছিলেন পরে শ্রীনিবাস-প্রভুর শিষ্য হয়েন—তাঁহার নাম পণ্ডিত ব্যাস চক্রবর্ত্তী। বর্ত্তমানে তাঁহার বংশধর শ্রীলঅনন্তলাল চক্রবর্ত্তী বিষ্ণুপুর সহরের মধ্যে হাজরা-পাড়ায় বাস করেন।

J. H. Marshall সাহেব-কৃত Archoeological Survey Reports গ্রন্থে বিষ্ণুপুরের ১২টি মন্দিরের এইরূপ বিবরণ আছে ঃ—

মল্লসাল	খৃষ্টাব্দ	মন্দিরের নাম	কাহার সময়ে নির্মিত—
৯২৮	১৬২২	শ্রীমল্লেশ্বর	রাজা বীরসিংহ
৯৪৮	১৬৪৩	শ্রীশ্যামরায়	রঘুনাথসিংহ
৯৬১	১৬৫৫	জোড় বাঙ্গলা বা কৃষ্ণরায়-মন্দির	,, ,,
৯৬২	১৬৫৬	শ্রীকালাচাঁদ	,, ,,
৯৬৪	১৬৫৮	শ্রীলালজী	রাজা বীরসিংহ
৯৭১	১৬৬৫	শ্রীমদনগোপাল	রাণী শ্রীরমণী (চূড়ামণি বা চারুমণি)
৯৭১	১৬৬৫	শ্রীমুরলীমোহন (প্রস্তরলিপিতে চারু মণির নাম আছে)।	
১০০০	১৬৯৪	শ্রীমদনমোহন	দুর্জ্জয় সিংহ
১০৩২	১৭২৬	জোড়মন্দির	গোপাল সিংহ
১০৩৫	১৭২৯	শ্রীরাধাগোবিন্দ	কৃষ্ণসিংহ (গোপাল সিংহের পুত্র)
১০৪৩	১৭৩৭	শ্রীরাধামাধব	রাণী চারুমণি
১০৬৪	১৭৫৮	শ্রীরাধাশ্যাম	চৈতন্য সিংহ *

এই বংশের সর্বপ্রথম রাজা আদি মল্ল হইতে মল্লাব্দ গণনা করা হয়। উহা খৃষ্টাব্দ ৬৯৪ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই মল্লাব্দের প্রথম মাস ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথি হইতে আরম্ভ হয়। ঐদিনে বিষ্ণুপুরের রাজগণ ইন্দ্রদেবের পূজা করিয়া থাকেন।

প্রথম বৈষ্ণব রাজা বীর হাম্বীর আদি মল্ল হইতে ৪৮ সংখ্যক রাজা ধারী মল্লের পুত্র।

৪৮ সংখ্যক রাজা ধারি মল্ল রাজত্বকাল মল্লাব্দ ৮৪৫
খৃঃ ১৫০১

৪৯	,,	,,	বীর হাম্বীর	,,	,,	৮৯৩	,,	১৫৮৭
৫০	,,	,,	ধারী হাম্বীর	,,	,,	৯২৬	,,	১৬২০
৫১	,,	,,	রঘুনাথ সিংহ	,,	,,	৯৩২	,,	১৬২৬
৫২	,,	,,	বীর সিংহ	,,	,,	৯৬২	,,	১৬৫৬
৫৩	,,	,,	দুর্জন সিংহ	,,	,,	৯৮৮	,,	১৬৬২
৫৪	,,	,,	রঘুনাথ সিংহ	,,	,,	১০০৮	,,	১৭০২
৫৫	,,	,,	গোপাল সিংহ	,,	,,	১০১৮	,,	১৭১২
৫৬	,,	,,	চৈতন্য সিংহ	,,	,,	১০৫৪	,,	১৭৪৮
					হইতে	১১০৮	,,	১৮০২

রাজা বীর হাম্বীর শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ইহাকে 'শ্রীচৈতন্য দাস' আখ্যা দেন। বীর হাম্বীরের মহিষীর নাম শ্রীমতী সুলক্ষণা দেবী। ইঁহার দুই পুত্র। প্রথম ধারিহাম্বীর, দ্বিতীয়—রঘুনাথ সিংহ। বীরহাম্বীর বিষ্ণুপুরে শ্রীকালাচাঁদ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ উৎসবে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু উপস্থিত ছিলেন। শ্রীশ্রীকালাচাঁদ মন্দির রাজার ২য় পুত্র রঘুনাথ সিংহ নির্মাণ করেন।

কথিত আছে—বিষ্ণুপুরের প্রধান বিগ্রহ বীর হাম্বীর কর্তৃক আনীত হন। এক্ষণে ঐ শ্রীশ্রীমদন-মোহনজীউ বিষ্ণুপুরে নাই। ইনি কলিকাতা বাগবাজারে পরলোকগত গোকুল মিত্রের ভবনে বিরাজ করিতেছেন। ইহার কারণ 'বিষ্ণুপুর ইতিহাসে' বিবৃত আছে।

উপরোক্ত শ্রীবিগ্রহ ও মন্দির ভিন্ন বিষ্ণুপুরের চারি দিকেই বহু দেবদেবী-মন্দির দৃষ্ট হয়। অনেক মন্দিরে দেবতা এখন নাই। রাজবাটীর নিকটেই মৃন্ময়ী দেবীমন্দির। ইহা বহু প্রাচীনকালের। এই মৃন্ময়ী দেবীর মন্দিরের অতি নিকটে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামমন্দির। উহার প্রস্তরফলকে ১৬৮০ শক লিখিত আছে। ঐ মন্দিরে দুই যুগল নিতাই-গৌর বিগ্রহ আছেন। মূল শ্রীবিগ্রহ শ্রীরাধেশ্যাম আছেন এবং অন্যান্য মন্দির হইতে এই স্থানে শ্রীবিগ্রহগণকে আনিয়া রাখা হইয়াছে।

প্রাচীনকালের ধাতু-নির্মিত ক্ষুদ্রাকারের একটি অষ্টাদশভূজা দুর্গামূর্ত্তি আছেন।

ইহা ভিন্ন প্রাচীন গেট, দুর্গের গড়খাই, দুর্গের উপরে দুইটি কামান এবং 'দলমাদল কামান'। দলমাদল কামান ৮॥০ হাত লম্বা. মুখের বেড় ৬॥০ হাত, গাত্রে ফারসী লেখা আছে। পূর্বে ইহা মাটীতে পড়িয়াছিল। ১৯১৯ সালে **Bengal Government** একটি উচ্চ প্রস্তর বেদী করিয়া তাহাতে রক্ষা করিয়াছেন। লাল বাঁধ, পোকা বাঁধ, কৃষ্ণ বাঁধ, শ্যামবাঁধ ভিন্ন যমুনা বাঁধ, কালিন্দী বাঁধ প্রভৃতি ৭।৮টি বৃহৎ বাঁধ আছে।

গুমগড়ের বিষয়ে প্রবাদ—উহাতে অপরাধী-গণকে নিক্ষেপ করা হইত। ইহা গোলাকার খুব উচ্চ। উপরের মুখ খোলা, উহা ভিন্ন ভিতরে প্রবেশ করিতে বা বাহিরে আসিতে আর কোন পথ নাই।

শ্রীশ্রীরাসমঞ্চ—ইহার ১০৮টি দরজা। পূর্বে নগরের যাবতীয় বিগ্রহ এখানে রাসের সময় আগমন করিতেন।

বিষ্ণুপুর—(১) রাজা বীরহাম্বিরের (২) শ্রীনিবাসশিষ্য রাম দাসের (৩) প্রসাদ দাস কবি-পতির (৪) গোকুল দাস মহান্তের (৫) বল্লভী কবিপতির এবং (৬) ব্যাসাচার্য্যের শ্রীপাট।

মুর্শিদকুলী খাঁ বঙ্গদেশকে ১৩ চাকলায় বিভক্ত করে। তন্মধ্যে বিষ্ণুপুর জমিদারী বর্দ্ধমান চাকলার অন্তর্গত ছিল। মুসলমান-বিজয়ের বহু-

* অভয়পদ মল্লিক-কৃত ইংরাজী 'বিষ্ণুপুররাজ্য' গ্রন্থের ১০৫ পৃঃ।

পূর্ব্ব হইতে বিষ্ণুপুরে রাজারা স্বাধীন অধীশ্বর ছিলেন। মোঘল ও পাঠানেরা ইঁহাদের স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে নাই। এই রাজবংশের আদি পুরুষ রঘুনাথ বা আদিমল্ল মুসলমান অধিকারের তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। বীর-হাম্বীরের দ্বিতীয় পুত্র রঘুনাথ হইতে ইঁহাদের 'সিংহ' উপাধি হয়।

আকবরের সময়ে বিষ্ণুপুরের রাজগণ মোঘল বশ্যতা স্বীকার করিয়া সামান্যরূপ নজরানা দিতেন। মুর্শিদকুলীর সময়ে রাজা দুর্জ্জন সিংহের সহিত একটি বন্দোবস্ত হয়।

ফসলি ১১১২ সালে (বা ১৭০৭ খৃঃ) প্রথমে খালসা সেরেস্তায় নাম লিখিত হইয়াছিল। পরে দুর্জ্জন সিংহের পুত্র গোপাল সিংহের সময়ে নূতন বন্দোবস্ত হইয়া বিষ্ণুপুর ও সেরপুর এই ক্ষুদ্র পরগণার ১,২৯,৮০৩৲ টাকা জমা ধার্য্য হয়। আকবর-সময়ে তোড়রমল্ল ১৫৮২ খৃঃ সমস্ত বঙ্গরাজ্যকে ১৯ সরকার ও ৬৬২ পরগণার বিভাগ করেন এবং বড় বড় দেশগুলিকে 'সরকার' এবং ছোট ছোট দেশগুলিকে 'পরগণা বা মহাল' নামে অভিহিত করেন। তোড়রমল্লের সরকার মাদারুণমধ্যে বিষ্ণুপুরের নাম আছে। মাদারুণে পরগণা করিয়া ১৬টি ও জমা ২৩৫০৮৫৲ টাকা ছিল।

বিষ্ণুপুর—শ্রীনারায়ণ দাস বিদ্যাবাচস্পতির পুত্রের শ্রীপাট। (শ্রীহট্ট) কুরুয়া গ্রাম। বনভাগ পরগণার রত্নাবতী নদীর তীরে।

(ইহা বাঁকুড়া জেলায়—বিষ্ণুপুর নহে)। পূর্ব্বে রাঢ়দেশে দক্ষিণ কর্ণগ্রামে ইঁহার বাস ছিল। নারায়ণের পুত্র বৈষ্ণব রায় ও মনোহর রায়। বৈষ্ণব রায় বিষ্ণুপুরে শ্রীপাট করেন ও শ্রীকালাচাঁদ বিগ্রহের সেবা স্থাপন করেন। ইঁহার স্বহস্ত-রোপিত বকুল বৃক্ষটি অদ্যাপি আছে।

মনোহর রায় শ্রীহট্টের কুরুয়াতে বাস করেন ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবা প্রকাশ করেন। ইঁহাদের বংশধরগণ শ্রীহট্টের দশ এগারটি গ্রামে এক্ষণে বাস করিতেছেন।

বিহারিয়া গ্রাম (নদীয়া)—ফুলিয়ার নিকট। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এই স্থানে বিহার করত পতিত উদ্ধার করিতেন।

বিহ্বল কুণ্ড—ব্রজে, কাম্যবনে অবস্থিত। এস্থানে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মুরলীগানে বিহ্বল হইয়াছিলেন (ভক্তি° ৫।৮৬০)।

বীণাজুরী—চট্টগ্রাম ; রাউজান থানায়। মেখলা হইতে তিন ক্রোশ দূরে। এই স্থানে গৌরভক্ত শ্রীল জগচ্চন্দ্র চৌধুরী গোস্বামী জন্ম-গ্রহণ করেন। কোয়েপাড়া গ্রামে তাঁহার সমাধি আছে। গৌণকার্ত্তিকী কৃষ্ণা নবমীতে তিরোভাব উৎসব হয়। ইনি বর্ম্মা আকিয়াবে 'শ্রীগৌরাঙ্গ-ভাণ্ডার' নামক একটি প্রতিষ্ঠান করেন এবং মহাপ্রভুর ধর্ম্ম ঐ দেশে প্রচার করেন।

বীরচন্দ্রপুর—বীরভূম জিলায়, 'একচক্রাধাম' (১১) দ্রষ্টব্য।

বীরভূম (গ্রাম ?)—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য ভগবান কবিরাজের শ্রীপাট। ইহার ভ্রাতার নাম শ্রীরূপ কবিরাজ এবং পুত্রের নাম নিমু কবিরাজ।

বীরলোক- খানাকুল কৃষ্ণনগরের নামান্তর (?) [ভক্তি° ৪।৯৭, ১৩০]

বুঢ়ন—খুলনা জেলা, সাতক্ষীরা সাব্-ডিভিসনের অন্তর্গত বুড়ন পরগণা-মধ্যে বুঢ়ন গ্রাম। বেনাপোল হইতে তিন ক্রোশ উত্তরে,

খুলনা হইতে সাতক্ষীরার ষ্টীমারে যাইতে হয়।

ইহা শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের জন্মভূমি। ভিটার চিহ্ন উচ্চ ভূমি আছে। কাহারো মতে হরিদাস ঠাকুর ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সুমতি ও মাতার নাম গৌরী। শৈশবে পিতামাতার দেহত্যাগ হয়। নিরাশ্রয় শিশু হরিদাস ঠাকুর ঐ স্থানের হালিমপুরে খাঁ সাহেবদের গৃহে পালিত হন। বুঢ়ন হইতে ২॥ ক্রোশ দূরে সালাই নদীর (স্বর্ণনদীর) অপরপারে হালিমপুর গ্রাম।

বুধুইপাড়া—মুর্শিদাবাদ জেলায়। প্রাচীন বুধুইপাড়া গঙ্গাগর্ভে যাইলে নেয়াল্লিসপাড়ায় স্থানান্তরিত হয়। সৈদাবাদের অপর পারে—ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে।

শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমলতাদেবীর সহিত এই গ্রামের শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টরাজের পুত্র শ্রীগোপীজনবল্লভের বিবাহ হয়। বুধুইপাড়ায় শ্রীরাধামাধব-বিগ্রহ আছেন। শ্রীল বংশীবদনজীউ আচার্য্য প্রভুর সেবিত ছিলেন। বর্তমানে যাহা আছেন, তাহা প্রতিরূপ বিগ্রহ। জনৈক পূজারীর-হস্তে মূল বিগ্রহ ভগ্ন হয়। রামসুন্দর মুন্সি শ্রীমন্দির করিয়া দেন। ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পে উহা ভগ্ন হয়।

শ্রীমতী হেমলতা দেবীর শিষ্য শ্রীযদুনন্দন দাসের শ্রীপাট বুধুইপাড়া। ইনি বহু বৈষ্ণবগ্রন্থের ভাষানুবাদক ছিলে।

এই স্থানে আচার্য্যপ্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র গতিগোবিন্দ প্রভুর ২য় ও ৩য় পুত্র শ্রীরাধামাধব ও শ্রীসুবলচন্দ্র বাস করিতেন।

বুধুরী—মুর্শিদাবাদ জেলা। ইহাকে বুধোড় এবং তেলিয়াবুধরীও বলে। ভগবানগোলা ষ্টেশন হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে এক মাইল।

শ্রীলরামচন্দ্র করিরাজ ও শ্রীলগোবিন্দ কবিরাজের শ্রীপাট। ইঁহার পিতা শ্রীদামোদর কবিরাজ। রাজসাহী জেলার খেতুরির নিকট কুমারনগরে বাসছিল।

বুধুরী শ্রীপাটের মালিক ছিলেন শ্রীযদুনাথ সেন কবিরাজ ঠাকুর। গোবিন্দ কবিরাজের শ্রীগোপাল বিগ্রহ এবং গোবিন্দের অধস্তন পৌত্র ঘনশ্যাম ও হরিদাস-স্থাপিত দুই মহাপ্রভু বিগ্রহ আছেন এবং আচার্য্যপ্রভু-কর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ড আছে।

বুধুরীতে শ্রীবংশীদাসের ভ্রাতা শ্যামদাসের কন্যা হেমলতা দেবীর সহিত শ্রীশ্রীজাহ্নবামাতা নিজ পিতৃবংশের বড়ু গঙ্গাদাসের বিবাহ দিয়াছিলেন ও শ্যামদাসকে শ্রীশ্যাম রায়ের সেবা দিয়াছিলেন। এই শ্রীপাটে শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের স্থাপিত শ্রীশ্রীগোপাল বিগ্রহ এবং তৎপুত্র কর্ত্তৃক স্থাপিত শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ বিগ্রহ আছেন। প্রাচীন শ্রীপাট হইতে বর্ত্তমানে কিছুদূরে নূতন শ্রীপাট হইয়াছে। প্রাচীন শ্রীপাট জঙ্গলাকীর্ণ।

বুধুরীতে শ্রীনিবাস-শিষ্য রবিরায় পূজারীর ও গোপীরমণের এবং শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য বলরাম কবিপতির শ্রীপাট। শ্রীরানচন্দ্রের তিরোভাব—কার্ত্তিকী কৃষ্ণাষ্টমী (গৌণী)। শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের তিরোভাব—আশ্বিনী শুক্লা প্রতিপদ।

বুরঙ্গা বা বড়গঙ্গা, শ্রীহট্ট। কবিচন্দ্র যদুনাথ আচার্য্য ও শ্রীজীব পণ্ডিতের শ্রীপাট।

বৃদ্ধকাশী—(বৃদ্ধাচলম্) দক্ষিণ আর্কট জিলায় ভেলার নদীর অন্যতম উপনদী মণিমুখের তটে অবস্থিত (দক্ষিণ আর্কট ম্যানুয়েল)। কাহারও মতে কালহস্তিপুরই বৃদ্ধকাশী শ্রীগৌর-

পদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।৩৮)। প্রবাদ—এই পর্বতটি পৃথিবীর আদি পর্বত বলিয়া উহাকে বৃদ্ধ-গিরি বা বৃদ্ধাচল বলে S. I. Ry ত্রিচিনোপল্লী লাইনে বৃদ্ধাচলম্।

বৃদ্ধকোল—চিঙ্গেলপুট জেলায় মহাবলী-পুরম্ বা সপ্ত মন্দিরের অন্তর্গত বলীপীঠম্ হইতে এক মাইল দক্ষিণে। মন্দিরমধ্যে বরাহদেবের উপর শেষনাগ ছত্র ধরিয়া আছেন। মন্দির একটি প্রস্তরে নির্ম্মিত। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।৭২)। চিঙ্গেলপুট ষ্টেশন হইতে মহাবলীপুরম্ প্রায় বিশ মাইল। ২ মাদ্রাজের দক্ষিণ আর্কট জিলায় শ্রীমুষ্ণম্-নামক স্থানে ভূবরাহদেবের মন্দির। এস্থানে পূর্বে শ্বেত-বরাহমূর্তি ছিলেন—এক্ষণে কিন্তু কৃষ্ণবরাহমূর্ত্তি বিদ্যমান। S. I. Ry চিদাম্বরম্ ষ্টেশন হইতে প্রায় ১২ ক্রোশ।

শ্রীবৃন্দাবন—মথুরা হইতে সাত মাইল ঈশান কোণে অবস্থিত স্বনামপ্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণলীলা-নিকেতন। যমুনার পশ্চিমতীরে। ইহা দ্বাদশ বনের অন্তর্গত হইলেও ইহাতে দ্বাদশটি উপবন আছে।

(১) অটলবন—বৃন্দাবনের দক্ষিণে। ভাত-রোলে ভোজন করিয়া এখানে আগমন করিলে সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন; তদুত্তরে তিনি আনন্দে 'অটল' হইয়াছে বলায় স্থানের নাম—অটলবন।

(২) কেবারি বন—অটলবনের বায়ুকোণে, এস্থানে প্রসিদ্ধ দাবানলকুণ্ড।

(৩) বিহারবন—কেবারিবনের নৈর্ঋত-কোণে, এস্থানে 'রাধাকূপ' আছে।

(৪) গোচারনবন—বিহারবনের পশ্চিমে, প্রাচীন যমুনাতীরে। এস্থানে বরাহদেব বিরাজ-মান।

(৫) কালীয়দমন বন—গোচারণ বনের উত্তরে কালিয়মর্দনের স্থান

(৬) গোপালবন—কালীদহের উত্তরে।

(৭) নিকুঞ্জবন—(সেবাকুঞ্জ) শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যবিহারস্থান।

(৮) নিধুবন—নিকুঞ্জবনের উত্তরে অবস্থিত।

(৯) রাধাবাগ—বৃন্দাবনের ঈশানকোণে, যমুনাতীরে।

(১০) ঝুলনবন—রাধাবাগের দক্ষিণে।

(১১) গহ্বর বন—ঝুলন বনের দক্ষিণে, এ স্থানেই পানিঘাট।

(১২) পপড় বন - গহ্বর বনের দক্ষিণে।

শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ ঘাট—

(১) বরাহঘাট—দক্ষিণ পশ্চিম কোণে, প্রাচীন যমুনাতীরে।

(২) কালীয়দমন ঘাট—কালিদহ।

(৩) গোপালঘাট—কালিদহের উত্তরে।

(৪) সূর্য্যঘাট (দ্বাদশাদিত্য ঘাট)—গোপাল ঘাটের উত্তরে।

(৫) যুগল ঘাট—সূর্য্যঘাটের উত্তরে। নিকটে যুগলবিহারীর মন্দির।

(৬) বিহারঘাট—যুগল ঘাটের উত্তরে, নিকটে যুগলবিহারীর মন্দির।

(৭) আন্ধার ঘাট—যুগল ঘাটের উত্তরে—লুকলুকানি খেলার স্থান।

(৮) আমলী ঘাট—আন্ধার ঘাটের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণলীলাকালীন অতিপ্রাচীন আমলী বৃক্ষ, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক অধ্যুষিত স্থান।

(৯) শিঙ্গার ঘাট—শৃঙ্গারবট, শ্রীমন্

নিত্যানন্দ প্রভুর বিহারভূমি।

(১০) গোবিন্দ ঘাট—শিঙ্গার বটের উত্তরে—রাসমণ্ডলে অন্তর্হিত শ্রীকৃষ্ণ এস্থানে গোপিকাদের সম্মুখীন হন।

(১১) চীরঘাট—গোবিন্দ ঘাটের নিকটে—বস্ত্র হরণ-স্থান।

(১২) ভ্রমর ঘাট—চীর ঘাটের উত্তরে—শ্রীরাধা গোবিন্দের অঙ্গ-সৌরভে অতিমত্ত ভ্রমরগণ এস্থানে উড়িয়াছিল।

(১৩) কেশিঘাট—শ্রীকেশিদৈত্যবধের স্থান।

(১৪) ধীরসমীর – বৃন্দাবনের উত্তরে।

(১৫) রাধাবাগ – বৃন্দাবনের ঈশান কোণে।

(১৬) পাণিঘাট – বৃন্দাবনের পূর্ব্বদিকে, এ স্থান দিয়া গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশে যমুনা পার হইয়া দুর্বাসাকে ভোজন করান।

(১৭) আদিবদ্রী—পাণিঘাটের দক্ষিণে।

(১৮) রাজঘাট—বৃন্দাবনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে।

শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ কুণ্ড—

(১) দাবানল কুণ্ড, (২) ললিতাকুণ্ড [নিকুঞ্জ বনের নৈঋ´ত কোণে], (৩) বিশাখাকুণ্ড [নিধুবনে], (৪) ব্রহ্মকুণ্ড গোবিন্দ মন্দিরের বায়ুকোণে, (৫) গজরাজ কুণ্ড [শ্রীরঙ্গ নাথজিউর মন্দিরে] এবং (৬) গোবিন্দ কুণ্ড [বৃন্দাবনের পূর্বভাগে]।

শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ বিগ্রহ—

(১) শ্রীরাধাগোবিন্দ—শ্রীশ্রীরূপগোস্বামি-কর্ত্তৃক প্রকটিত—বর্ত্তমানে জয়পুরে; (২) সাক্ষী-গোপাল—ছোটবিপ্র ও বড়বিপ্রের সাক্ষ্যদান নিমিত্ত শ্রীজগন্নাথধামের নিকটবর্ত্তী সত্যবাদী গ্রামে; (৩) গোপীনাথ—শ্রীমধুপণ্ডিত-কর্ত্তৃক প্রকটিত—বর্ত্তমানে জয়পুরে; (৪) শ্রীমদনমোহন—শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদকর্তৃক সেবিত, বর্ত্তমানে করৌলীতে; (৫) শ্রীরাধারমণ – শ্রীলগোপাল-ভট্টগোস্বামি কর্ত্তৃক-প্রকটিত; (৬) শ্রীরাধা-বিনোদ—শ্রীল লোকনাথগোস্বামি-কর্ত্তৃক প্রকটিত—বর্ত্তমানে জয়পুরে; (৭) শ্রীরাধামাধব—শ্রীজয়দেব-কর্ত্তৃক সেবিত, বর্ত্তমান জয়পুর ঘাটিতে; (৮) শ্রীরাধাদামোদর— শ্রীশ্রীজীবপ্রভু-কর্ত্তৃক সেবিত, বর্ত্তমানে জয়পুরে; (৯) শ্রীরাধাবল্লভ—শ্রীহরিবংশগোস্বামি-কর্ত্তৃক প্রকটিত; (১০) শ্রীবঙ্কবিহারী—শ্রীহরিদাসগোস্বামি-কর্ত্তৃক প্রকটিত। (১১) শ্রীশ্যামসুন্দর—শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু-কর্ত্তৃক সেবিত। (১২) শ্রীগোকুলানন্দ—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর-কর্ত্তৃক সেবিত। (১৩) শ্রীনিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ—শ্রীমন্মুরারি গুপ্ত-সেবিত—বনখণ্ডী মহাদেবের সম্মুখে। এই বিগ্রহের পাদদেশে 'দাস মুরারি গুপ্ত' খোদিত আছে। এই শ্রীমূর্ত্তি বীরভূম জিলায় ঘোড়াডাঙ্গা পারুলিয়া এবং কালীপুর কড্যা গ্রামদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে মৃত্তিকা-গর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়া সিউড়িতে সেবিত হইতেছিলেন, পরে শ্রীবৃন্দাবনে বিজয় করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সমাজ :—

(১) শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদের সমাজ—দ্বাদশাদিত্য টিলার নীচে।

(২, ৩) শ্রীরূপগোস্বামী ও শ্রীজীব-গোস্বামিপাদের—শ্রীরাধাদামোদর-মন্দিরে।

(৪) শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপাদের—শ্রীরাধারমণ মন্দিরের পার্শ্বে।

(৫) শ্রীলোকনাথ প্রভুর } শ্রীগোকুলানন্দে
(৬) শ্রীনরোত্তম প্রভুর }

(৭) শ্রীমধুপণ্ডিতের……শ্রীগোপীনাথ-

মন্দিরের পার্শ্বে।

(৮) শ্রীরঘুনাথ ভট্ট প্রভুর··· শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরের ঈশান কোণে চৌষট্টি মহান্তের সমাজ-বাটীতে।

(৯, ১০) শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীরামচন্দ্র-প্রভুর ধীরসমীরে।

(১১) শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর··· শ্রীশ্যামসুন্দর-মন্দিরে

(১২) শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর ···কালিদহে

(১৩) শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপাদের দন্ত সমাজ—কেশিঘাটে। [শ্রীশ্রীগদাধরপ্রভুর প্রকট-কালে তাঁহার একটি দন্ত ভগ্ন হয়। উহা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীনয়নানন্দ প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে লইয়া গিয়া প্রোথিত করিয়া সমাজ দেন। তদবধি উহা **'দন্তসমাজ'** নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে]।

(১৪) শ্রীহরিবংশ স্বামিজীর শ্রীরাধাবল্লভ মন্দিরের পার্শ্বে।

(১৫) শ্রীহরিদাস স্বামিজির শ্রীবঙ্ক-বিহারী মন্দিরের পার্শ্বে।

(১৬) শ্রীগৌরীদাস প্রভৃতির···ধীরসমীরে।

(১৭) এতদ্ব্যতীত চৌষট্টি মহান্তের সমাজ-বাটীতে আরো বহু সমাধি আছে।

শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ বট—

১। অদ্বৈতবট—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু যমুনাতীরে ঐ বৃক্ষতলে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতেন। ঐ বৃক্ষদর্শনে সর্ব্ব পাপক্ষয় হয়। শুনা যায়—প্রাচীন বৃক্ষ যমুনা-গর্ভে গেলে তাহার শাখা রোপণ করা হইয়াছে।

২। বংশীবট—যমুনাতীরে অবস্থিত।

৩। শৃঙ্গারবট—শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীরাধারাণীর বেশরচনার স্থান। এই স্থানে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু অবস্থান করিতেন। উত্তরকালে শ্রীলনন্দ-কিশোর গোস্বামী-মহোদয় বাঁকুড়া জিলার পুরুণিয়া শ্রীপাট হইতে বাদশাহী ছাড়পত্র পাইয়া শ্রীশ্রীনিতাইগৌর—বিগ্রহ লইয়া এস্থানে যান। এক্ষণে তাঁহার বংশধরগণ বাস্তব্য করিতেছেন।

শ্রীবনযাত্রা ভাদ্রী কৃষ্ণা দ্বাদশীতে পরিক্রমার্থী বৈষ্ণব মথুরার নিকটবর্ত্তী ভূতেশ্বর মহাদেবের নিকটে বাস করিবেন। প্রথম দিনে মধুবন, তালবন ও কুমুদবন হইয়া মধুবনে বিশ্রাম। দ্বিতীয় দিনে শান্তনু কুণ্ড হইয়া বহুলা বন; তৃতীয় দিনে শ্রীরাধাকুণ্ড; চতুর্থ দিনে শ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমা; পঞ্চম দিনে—লাঠাবন (দিগ্); ষষ্ঠ দিনে আদি বদ্রী হইয়া কাম্যবন; সপ্তম দিনে—কাম্যবন-পরিক্রমা, অষ্টম দিনে—বর্ষাণ; নবম দিনে—নন্দ-গ্রাম, খদিরবন ও যাবট; দশম দিনে—চরণ-পাহাড়ী হইয়া শেষশায়ী, একাদশ দিনে—সেরগড় (খেলনবন); দ্বাদশ দিনে—রামঘাট, চীরঘাট হইয়া নন্দঘাট; ত্রয়োদশ দিনে—ভদ্রবন, ভাণ্ডীর-বন, বেলবন ও মান-সরোবর হইয়া পানিগাঁও; চতুর্দ্দশ দিনে—লোহবন, আনন্দীবন্দী হইয়া শ্রীদাউজি; পঞ্চদশ দিনে—মহাবন, গোকুল, রাভেল হইয়া ভূতেশ্বর। কদাচিৎ এই নিয়মের ব্যত্যয়ও হয়।

বৃন্দাবনে আকবর বাদশাহ ঃ—

আকবর শ্রীবৃন্দাবনের নাম **'ফকিরাবাদ'** রাখেন। প্রবাদ—আকবরের স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার চক্ষু বাঁধিয়া তাহাকে নিধুবনে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তাহাতে তিনি বুঝিতে পারেন যে শ্রীবৃন্দাবন মহাধাম। আকবর শ্রীজীব গোস্বামি-পাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের সন

১৫৭০ খৃঃ।

আকবর ব্রজমণ্ডলে জীবহত্যা-নিবারণের জন্য ফারমান বা নিষেধাজ্ঞা দিয়াছিলেন. উহাতে বৃক্ষাদি পর্য্যন্ত ছেদনের নিষেধ ছিল। ১০১৪ হিজরীতে ঐ নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। (Hindu Review 1913 P 339-40)

বৃষভানুপুর—'বরসানার' নামান্তর।

বোড়াখোর—ব্রজে, বৈঠানগ্রামের নিকট-বর্ত্তী কুঞ্জ (ভক্তি ৫।১৩৯০)

বেণুকূপ—শ্রীবৃন্দাবনে চৌষট্টি মহান্তের সমাজের নিকটে অবস্থিত (ভক্তি ৫।৩৭৫২ ৫৫)।

বেঠাপুর—পুরী ; আলালনাথ যাইবার পথের দক্ষিণ দিকে বেঠাপুরে শ্রীরামানন্দ রায়ের শ্রীপাট। এখান হইতে আলালনাথ এক মাইল পথ।

বেন্নাতীর্থ—হায়দ্রাবাদরাজ্যে কৃষ্ণা ও বেন্বানদীর সঙ্গমস্থল। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত (চৈ° ভা° আদি ৯।১২৯)।

বেত্তাপানি—'ভূতপণ্ডি', ত্রিবাঙ্কুররাজ্যে, নগরকৈলের উত্তরে, তোবল-তালুকের মধ্যে। পূর্ব্বে শ্রীমন্দিরে শ্রীরামবিগ্রহ ছিলেন, পরে 'রামেশ্বর' বা 'ভূতনাথ শিবলিঙ্গ' নামে পূজিত হইতেছেন। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।২২৫)

বেতাল—ব্রহ্মপুত্রতীরবর্ত্তী এগারসিন্দুর দেশের একটি গ্রাম—শ্রীহট্টের পথে শ্রীগৌরাঙ্গ এ স্থানে বিজয় করেন (প্রেম--২৪)।

বেতিলা—(ঢাকা) শ্রীলনরোত্তম-শিষ্য শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর শিষ্যগণ বাস করেন।

বেতুলা—(?) শ্রীলনরোত্তম ঠাকুরের প্রশিষ্য ও শ্রীরামকৃষ্ণাচার্য্যের শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর বাসস্থান [নরো ১২]

বেদাবন—তাঞ্জোর জিলায়, তিরুত্তরাইপ্পণ্ডি তালুকের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এবং পয়েন্ট কলি-মিয়ারের পাঁচ মাইল উত্তরে (তাঞ্জোর গেজেটিয়ার)। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।৭৫)। বেদারণ্য মুলীয়ার নদীর সাগর সঙ্গমে অবস্থিত। সুপ্রাচীন শিব-মন্দির বিরাজমান। S. I. Ry ব্রাঞ্চ লাইনে মায়াভরম্ ও তৎপরে আগস্তিয়ামপালী লাইনে ভেদারাণ্যিয়াম্ ষ্টেশন।

বেনাপুর—কুলীনগ্রামের কিয়দ্দূরে। দেবী-পুর ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে। (১৮৪২ খৃঃ) বৃহৎ ভাগবতামৃতের ভাষায় অনুবাদক ভক্তবর শ্রীলজয়গোবিন্দ দাসের জন্মভূমি। ঐ স্থানে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরজীউর সেবা।

বেনাপোল—(যশোহর) খুলনা লাইনে বনগ্রাম ষ্টেশনের পরেই বেনাপোল। শ্রীলহরিদাস ঠাকুর এই স্থানে নিত্য তিন লক্ষ নাম জপ করি-তেন। এই স্থানেই তিনি শাক্তবর রামচন্দ্র খানের ষড়যন্ত্রে যে বেশ্যা তাঁহাকে পথভ্রষ্ট করিতে আসিয়াছিল, তাহাকে হরিনাম দিয়া উদ্ধার করেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অবস্থিতির একটি টিবি চিহ্ন আছে। এ স্থানকে **'হীরা বেশ্যার জাঙ্গাল'** বলে। বেনাপোল রামচন্দ্র খানেরও জন্মস্থান। তাহার পরিখা বেষ্টিত ভগ্ন সৌধের চিহ্ন আছে। (চৈ° চ° অন্ত্য ৩।৯৮-১৪২)।

বেলগা—বর্দ্ধমান জেলা। শ্রীখণ্ড হইতে তিনমাইল পশ্চিমে। শ্রীসুবুদ্ধি মিশ্রের শ্রীপাট। ইনি ব্রজের গুণচূড়া সখী। এখানে শ্রীশ্রীনিতাই-বিগ্রহ আছেন।

বেলগ্রাম—(বর্দ্ধমান) কাটোয়ার নিকট। শ্রীনিত্যানন্দ-পরিগণের শ্রীবলরামজীউর সেবা। বারুণীতে উৎসব।

বেলপুকুর—(বিল্বপুষ্করিণী) শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তীর বসতিস্থান। প্রাচীন গঙ্গার গুড়গুড়ে খালের উত্তর তীরে।

বেলবন—ব্রজে, যমুনার পারে। শ্রীকৃষ্ণের গোচারণস্থান। এস্থানে লক্ষ্মী তপস্যা করেন।

বেলিটিগ্রাম—চট্টগ্রাম, শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত প্রভুর পিতৃদেব শ্রীলমাধব মিশ্রের জন্মস্থান। ইহার পত্নীর নাম শ্রীরত্নাবতী দেবী। শ্রীমাধব-মিশ্র ও শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি উভয়ে বন্ধু ছিলেন। কেহ কেহ বলেন ইঁহারা দুইজনেই শ্রীলমাধবেন্দ্র-পুরী গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন।

বেলুন—বর্দ্ধমান জেলায়, শ্রীশিবাই, পণ্ডিতের শ্রীপাট।

বেলেগ্রাম বা বালিয়া—(মুর্শিদাবাদ) সাগরদিঘী থানা। **E. I. R.** গদাইপুর ষ্টেশন হইতে ৩।৪ মাইল পূর্বে। ইহা একটী বৈষ্ণব শ্রীপাট।

বেহেজ—ব্রজে, গাঠুলির চারি মাইল পশ্চিমে; এ স্থানে ইন্দ্র সুরভির সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের নিকট অপরাধ ক্ষমাপণের জন্য গিয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠ—গোলোকের নামান্তর।

বৈকুণ্ঠতীর্থ—মথুরায়, যমুনাতীরস্থিত ঘাট।

বৈকুণ্ঠপুর—শ্রীনবদ্বীপের পশ্চিমদিকে অব-স্থিত গ্রাম।

বৈঁচী—হুগলী জেলায়, শ্রীবল্লভ গোস্বামির শ্রীপাট। চৈত্রী শুক্লা দশমীতে তাঁহার তিরোধান-উৎসব হয়।

বৈঠানগ্রাম—ব্রজে, নন্দীশ্বর হইতে উত্তর দিকে। বড় ও ছোট বৈঠান দুইটি পৃথক গ্রাম। নিকটেই 'চরণ পাহাড়ী'। বড়বৈঠানে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বৈঠকগৃহ। ছোট বৈঠানে কুন্তলকুণ্ড আছে, শ্রীকৃষ্ণ এস্থানে সখাগণসহ কেশ বিন্যাস করেন।

বৈতরণী—কেঁওঝোর করদ রাজ্যে উৎপন্ন হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। ইহার তীরেই প্রসিদ্ধ যাজপুর গ্রাম। মহাপ্রভু বৈতরণীর দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিয়া শ্রীবরাহদেবের দর্শন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা এ স্থানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা অতিপবিত্র তীর্থ।

বৈদ্যনাথ—দুমকা জেলার অন্তর্গত দেওঘর মহকুমার অধীন। জৈসিডি জংশন হইতে ব্রাঞ্চ লাইনে। শ্রীনিত্যানন্দ পদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° আদি ৯।১০৬)।

মন্দির পূর্বমুখী। দ্বারদেশের বামভাগের প্রস্তরফলকে আছে—১৫১৮ শকে (১৫৯৬ খৃঃ) গিরিডির মল্ল রাজা কর্তৃক নির্মিত। ইহা ৫১ পীঠের অন্তর্গত। দেবীর হৃদয় পতিত হয়। দেবী জয়দুর্গা, ভৈরব বৈদ্যনাথ।

এতদ্ভিন্ন বহু দেবদেবী মন্দির ও প্রস্তর-ফলক আছে। ২১টি অতিরিক্ত শিবমন্দির আছে।

১। কালী (১৭০০ সম্বতের লিপি), ২। অন্নপূর্ণা, ৩। মূত্রকূপ (রাবণ-খোদিত), ৪। লক্ষ্মীনারায়ণ, ৫। আনন্দভৈরব, ৬। রামলক্ষ্মণ-জানকী, ৭। নীলকণ্ঠ, ৮। পার্বতী, ৯। বগলা, ১০। সূর্য (বাংলা অক্ষরে লিপি আছে), ১১। সরস্বতী, ১২। কালভৈরব এবং ১৩। সন্ধ্যাদেবী প্রভৃতির মন্দির।

দর্শনীয়ঃ—১। বৈদ্যনাথের মন্দিরসমূহ। ২। হারামচুরির মন্দির। ৩। তপোবনের গহ্বরাদি। ৪। নন্দন পাহাড়।

তপোবন—শূলকুণ্ড নামে একটি কূপ আছে ও একটি পাহাড়ে দুইটি লিপি আছে। একটি

লিপির এক ছত্র লেখা—শ্রদেবনারায়ণ পাল। অপরটির দুই ছত্র পাঠ করা যায় না।

হারলাঝুরি—বৈদ্যনাথের উত্তর-পূর্বে। এখানে কতকগুলি প্রাচীন মূর্ত্তি আছে। উহার মধ্যে দুইটির অঙ্গে এক যোগীর নাম খোদিত আছে। রাবণ এই স্থানে ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণুর হস্তে শিবলিঙ্গ অর্পণ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবগোসাঞি শ্রীপাট (মেদিনীপুর)—রাণীচক ষ্টীমার ঘাট হইতে এক ক্রোশ পশ্চিমে বাঁধের উপর দিয়া খঞ্জাভগবান্‌পুর, তথা হইতে ডাকাতেমালার পুকুর তথা হইতে ঐ স্থান। শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্যের শ্রীপাট (?)।

বোড়া—বর্দ্ধমান জেলায়। বি ডি রেলের রায়নার নিকট। তারকেশ্বর হইতে ছোট রেলে জামালপুর, তথা হইতে দামোদর-পারে ২॥ ক্রোশ বোড়ো প্রাচীন মন্দির।

শ্রীশ্রীবলদেবজীউ দীর্ঘাকার, ১৪টি হস্ত ও ১৪টি সর্পফণাযুক্ত। একটি ফণা ভগ্ন। প্রবাদ—ইহা বসু রামানন্দের প্রতিষ্ঠিত।

বোধখানা—অমৃতবাজার ডাকঘর, যশোহর জেলা। শ্রীঠাকুর কানাইয়ের বংশধরগণের বাস। শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ববঙ্গগমন সময়ে এই স্থানে পদার্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। শ্রীলঠাকুর কানাই ১৪৫৩ শকে সুখসাগরে জন্মগ্রহণ করেন। সুখ-সাগর ধ্বংসোন্মুখ হইলে তিনি শ্রীলসদাশিব কবি-রাজের পূর্বপুরুষ যদুকবিচন্দ্র-কর্তৃক প্রতিষ্ঠীত শ্রীশ্রীপ্রাণ বল্লভজীউসহ ১৪৭৩ শকে বোধখানায় গমন করেন। এস্থানে পঞ্চম দোলে বিশেষ উৎসব হয়। ঐ দিনে কদম্ব বৃক্ষে দুইটি পুষ্প বিকশিত হয়। ঐ পুষ্প কর্ণে পরিয়া শ্রীবিগ্রহ দোলে ওঠেন। [মতান্তরে ঐ বিগ্রহ চাঁহড়ে গ্রামে নীত হইয়াছেন]।

বোধিতীর্থ—মথুরাস্থ বিশ্রামঘাটের দক্ষিণ দিকে যমুনার ঘাটবিশেষ। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° ম° শেষ ২।১১০)।

বোনছারি—ব্রজের সীমান্ত গ্রাম, অত্রত্য শ্রীদাউজি দর্শনীয়।

বোরাকুলি বা বোয়াখেলো—(মুর্শিদাবাদ) (গোয়াসের নিকট) পাতিবোনা ষ্টীমারঘাট ষ্টেশন হইতে চারি মাইল। লালগোলা ষ্টীমারঘাট হইতে গোদাগাড়ী, তৎপরে প্রেমতলি (শ্রীল নরোত্তম-ঠাকুরের লীলাস্থলী), তৎপরে পাতিবোনা পদ্মার পশ্চিম পারে।

এই স্থানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের গৃহিণী শ্রীমতী ঈশ্বরী দেবীর শিষ্য রাজবল্লভ চক্রবর্ত্তীর শ্রীপাট এবং শ্রীনিবাসশিষ্য গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর শ্রীপাট। শ্রীশ্রীরাধাবিনোদজীউর সেবা প্রতিষ্ঠা-কালে শ্রীবীরভদ্র প্রভু উপস্থিত ছিলেন। বর্ত্তমানে শ্রীবিগ্রহ জিয়াগঞ্জ ভাটপাড়ায় আছেন।

ব্যাসাশ্রম—সরস্বতী নদীর পশ্চিমতটে 'শম্যাপ্রাস', শ্রীভাগবতাধিবেশনের প্রথম স্থান। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈ° ভা° আদি ৯।১৪২)

ব্যেঙ্কটাদ্রি—নেলোর জিলায় পার্বত্য তীর্থ-স্থান। ব্যেঙ্কটেশ্বর বা বৈকুণ্ঠেশ্বর মহাদেবের নামা-নুসারে পর্বতের নাম ব্যেঙ্কটাদ্রি, ব্যেঙ্কটাচল। পর্বতমালার বিভিন্ন স্থানে জলপ্রপাত ও কুণ্ড আছে—তন্মধ্যে স্বামিতীর্থ, আকাশগঙ্গা, পাণ্ডব-তীর্থ, পাপনাশিনী প্রভৃতি সপ্ততীর্থ প্রসিদ্ধ শ্রীরামানুজাচার্য্য এই স্থানে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করেন। **M. S. M. Ry** ষ্টেশন ভেঙ্কটগিরি। তিরুপতি ইষ্ট হইতে পঞ্চম ষ্টেশন।

ব্রজমণ্ডল—মথুরা জেলার অন্তর্গত শ্রীবৃন্দা-

বনাদি চৌরাশি-ক্রোশ-ব্যাপ্ত স্থান। শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলাক্ষেত্র বলিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মহা-তীর্থ।

তত্রত্য দ্বাদশ বন যথা—(১) শ্রীবৃন্দাবন, (২) মধুবন, (৩) তাল, (৪) কুমুদ, (৫) বহুলা, (৬) কাম্য, (৭) খদির, (৮) ভদ্র, (৯) ভাণ্ডীর, (১০) বেল, (১১) লৌহ ও (১২) মহাবন।

দ্বাদশ উপবন যথা—(১) রাল, (২) রাধাকুণ্ড, (৩) বদ্রীনারায়ণ, (৪) বর্ষাণ, (৫) সঙ্কেত, (৬) নন্দীশ্বর, (৭) যাবট, (৮) কোকিলা, (৯) কোট, (১০) খেলন, (১১) মাঠ ও (১২) দাউজি [বিক্রম বন]।

চারি ধাম যথা—আদিবদ্রী [বদরিকাশ্রম], (২) কাম্যবনে সেতুবন্ধকুণ্ড [রামেশ্বর ধাম], (৩) কুশীতে [দ্বারকাধাম] এবং (৪) শ্রীদাউজিতে [জগন্নাথধাম]।

গিরিত্রয়—(১) গোবর্দ্ধন, (২) বর্ষাণ ও (৩) নন্দীশ্বর।

সপ্ত সরোবর—(১) বহুলাবনে মানস-সরোবর, (২) কুসুম সরোবর, (৩) পেঠোগ্রামে চন্দ্রসরোবর, (৪) নারায়ণ সরোবর, (৫) প্রেম-সরোবর, (৬) পাবন-সরোবর ও (৭) যমুনার পরপারে - মান-সরোবর।

অষ্ট বট—(১) বংশীবট, (২) শৃঙ্গারবট, (৩) সঙ্কেতবট, (৪) নন্দবট, (৫) যাবট [কিশোরীবট], (৬) অক্ষয় বট, (৭) ভাণ্ডীর বট এবং (৮) অদ্বৈতবট।

ব্রজমণ্ডলে গঙ্গা - (১) কৃষ্ণগঙ্গা, (২) শ্যাম-কুণ্ডে পাতাল গঙ্গা, (৩) মানসগঙ্গা, (৪) বদ্রী-নারায়ণে অলকা গঙ্গা, (৫) জাবটে পারল গঙ্গা (৬) কুশীতে গোমতী গঙ্গা।

ব্রজরাজপুর—পোঃ ভেদুয়াসোল (বাঁকুড়া). বাঁকুড়া হইতে খাতড়ার মটরে ভেদোসোল, তথা হইতে দেড় মাইল পূর্ব্বদিকে ব্রজরাজপুর। শ্রীদাস-গদাধর সেবাশ্রম। শ্রীল গদাধরপ্রভুর পৌত্র মথুরা-নন্দ গোস্বামি-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাসুন্দর ও ললিতাজীউ আছেন। শ্রীগদাধর বংশ আছে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় উৎসব হয়।

ব্রহ্মকুণ্ড—শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিত প্রসিদ্ধ তীর্থ। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ১৮।২১)। ২ শ্রীগয়াধামে (চৈ° ভা° আদি ১৭।৩১)।

ব্রহ্মগয়া গয়াধামে অবস্থিত। শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্কিত (চৈ° ভা° আদি ১৭।৭৫)।

ব্রহ্মগিরি—মহীশূরের অন্তর্গত চিতলাদ্রুগ্ জিলায় অবস্থিত। ২ আলালনাথের অপর নাম। ৩ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর নাসিক জিলায় ত্র্যম্বকের নিকট অবস্থিত পর্বত। এ পর্বতে গোদাবরীর উৎপত্তি হয়। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ° চ° মধ্য ৯।৩১৭)।

ব্রহ্মতীর্থ—আজমীর হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী 'পুষ্কর' তীর্থ। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত [চৈ° ভা° আদি ৯।১২০]।

ব্রহ্মলোক—বৈকুণ্ঠ।

ব্রহ্মাণ্ডঘাট—গোকুলে যমুনা-নিকটে, এস্থানে শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়া স্বীয় জননীকে স্ববদনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়াছেন।

ব্রাহ্মণ পুষ্কর—নবদ্বীপের অন্তর্গত বামন-পোখেরা গ্রাম (ভক্তি ১২।৩১২-৩৪৫)

[ভ]

ভঙ্গমোড়া—হুগলী জেলায় তারকেশ্বর হইতে দুই ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে দামোদর নদের তীরে। শ্রীলঅভিরাম গোপালের শিষ্য পণ্ডিত

সুন্দরানন্দ বিপ্রের শ্রীপাট। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীশ্রীমদনমোহন।

'ভঙ্গমোড়াতে বাস সুন্দরানন্দ নাম।
পরম বিদ্বান্ বিপ্র পণ্ডিত আখ্যান॥'

—অভিরামের শাখা-নির্ণয়।

পৌষী কৃষ্ণাষ্টমীতে সুন্দরানন্দের তিরোভাব-উৎসব হয়।

ভট্টবাটী—গৌড়ে রামকেলির নিকটবর্ত্তী গ্রাম -এ স্থানে শ্রীরূপসনাতন কর্ণাট দেশ হইতে ভট্টব্রাহ্মণদিগকে আনিয়া বসতি করাইয়াছেন (ভক্তি ১।৫৯৩-৯৫)।

ভড়াখোরক—ব্রজে, নন্দগ্রামের চারি মাইল পশ্চিমে, শ্রীনন্দমহারাজের পশ্চিম গোশালা।

ভদায়র ব্রজে কোনাইর নিকটবর্ত্তী—ভদ্রা যূথেশ্বরীর স্থান।

ভদ্রক—বালেশ্বর জিলায় অবস্থিত একটি প্রধান নগর। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ⁰ চ⁰ মধ্য ১ ১৪৯)।

ভদ্রপুর—বীরভূম জেলায়; লোহাপুর ষ্টেশন হইতে দুই মাইল। ব্রাহ্মণী নদীর তীরে, পূর্বে ইহা মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে ছিল। বাজারের দক্ষিণে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-আশ্রম এবং পূর্বাংশে শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরহরির মন্দির। মহারাজ নন্দকুমার নিকটে আকালীপুরে গুহ্যকালিকা মাতা ও গৌরীশঙ্কর ১১৭৮ সালে ১১ই মাঘ রটন্তী চতুর্দ্দশীতে প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাজ নন্দকুমারের ১৭৭৫ খৃঃ ১৬ই জুন ফাঁসি হয়। ইনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন ও শ্রীনিবাস আচার্য-বংশীয় মালিহাটির শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর সেবিত সপারিষদ মহাপ্রভুর একখানি চিত্র (যাহা আচার্য্য প্রভু পুরীধামের রাজার নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) শ্রীল রাধামোহন প্রভু মহারাজকে উপহার দেন। ঐখানি মুর্শিদাবাদ কুঞ্জঘাটার রাজবাটীতে অদ্যাপি আছেন। উহার প্রতিলিপি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে রাজবংশীয়েরা উপহার দিয়াছেন।

ভদ্রবন—শ্রীব্রজমণ্ডলান্তর্গত শ্রীকৃষ্ণকেলি-কানন—যমুনার পূর্বতীরে অবস্থিত।

ভবানীপুর ভার্গবীনদী তীরে; মহাপ্রভু পুরী হইতে গৌড়ে আগমনকালে প্রথমে এই গ্রামে আসিয়াছিলেন। (চৈ° চ° মধ্য ১৬।৯৭)। অতি প্রাচীন গ্রাম, হাজার বৎসরের প্রাচীন একটি দেবমন্দির আছে। সাক্ষীগোপাল ষ্টেশন হইতে ভবানীপুর চারি মাইল।

ভয়গ্রাম—ব্রজে নন্দঘাটের নিকটবর্ত্তী, এস্থানে বরুণচর-কর্ত্তৃক হৃত হইয়া শ্রীনন্দমহারাজ ভয় পাইয়াছিলেন (ভক্তি ৫।১৫৯৮-৯৯)।

ভরতপুর—মুর্শিদাবাদ জেলায়, কান্দি-মহকুমায়। ই. আই রেলপথে ব্যাণ্ডেল বারহারোয়া রেলে সালার ষ্টেশন হইতে আট মাইল।

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী-প্রভুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীনয়নানন্দের বা ধ্রুবানন্দের শ্রীপাট এবং শ্রীল গদাধর প্রভুর ভ্রাতা বাণীনাথের সাধারণ গৃহাকারের দেবালয়। তন্মধ্যে শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথজীউ আছেন। ইনি শ্রীনয়নানন্দের স্থাপিত। ইহার পার্শ্বে 'মায়াকৃষ্ণ'-নামক ক্ষুদ্রাকারের এক বিগ্রহ। ইহাকে শ্রীল গদাধর প্রভু গলদেশে ধারণ করিতেন।

এ স্থানের গোস্বামীগণ শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতা শ্রীবাণীনাথের প্রথম পুত্র শ্রীনয়নানন্দের বংশধর। বারেন্দ্রশ্রেণী। কাশ্যপ

গোত্র। উদয়নাচার্য্য ভাতুড়ীর সন্তান।

দেবমন্দিরে তেরেট পাতায় লিখিত একটি প্রাচীন গীতা গ্রন্থ রক্ষিত আছে- উহার লেখক স্বয়ং শ্রীল গদাধর গোস্বামিপ্রভু। ঐ গ্রন্থে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর স্বহস্তলিখিত ১টি শ্লোক আছে। গ্রন্থের সম্মুখের পাতাখানির (ভক্তগণের মস্তক স্পর্শে) লেখাগুলি মুছিয়া গিয়াছে। শ্লোকটি এইরূপ---

ষট্শতানি সবিংশানি শ্লোকানামাহ কেশবঃ।
অর্জ্জুনঃ সপ্তপঞ্চাশৎ সপ্তষষ্টিঞ্চ সঞ্জয়ঃ
ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকমেকং গীতায়া মানমুচ্যতে॥

অর্থাৎ সমুদয় গীতামধ্যে কেশবের ৬২০, অর্জ্জুনের ৫৭ সঞ্জয়ের ৬৭ ও ধৃতরাষ্ট্রের ১টি শ্লোক আছে।

ভরতপুরবাসী সুররাজ-নামক জনৈক ধনী শ্রীগদাধর প্রভুকে বেলেটি হইতে ভরতপুরে আনয়ন করিয়া শ্রীগোপীনাথ সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। সুররাজের প্রার্থনীয় শ্রীগদাধর প্রভু নয়নানন্দকে শ্রীগোপীনাথ-সেবা প্রদান করেন। শ্রীনয়নানন্দের পুত্রের নাম—শ্রীবল্লভ। ইঁহারই বংশধরগণ ভরতপুরের সেবায়েত গোস্বামী।

শ্রীগদাধর প্রভুর পুরী ধামে একটি দন্ত পড়িয়া যাইলে শ্রীনয়নানন্দ উহা শ্রীবৃন্দাবনে লইয়া সমাহিত করেন, তদবধি উহাকে 'দন্তসমাজ' বলা হয়। পুরী এবং বৃন্দাবনে গদাধর প্রভুর শ্রীগোপীনাথ-সেবা আছে।

ভাঙ্গামোড়া (হুগলী) হরিপাল ষ্টেশন ও তারকেশ্বর ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ, দামোদর নদের তীরে। ইহা শ্রীঅভিরাম-শিষ্য রজনী পণ্ডিত, মুকুন্দরাম পণ্ডিত ও সুন্দরানন্দ পণ্ডিতের শ্রীপাট। শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউ-সেবা।

শ্রীমুকুন্দ পণ্ডিত সোনাতলি গ্রামে শ্রীশ্রীশ্যামরায় বিগ্রহের সেবা করিতেন, পরে রজনী পণ্ডিত উক্ত শ্রীবিগ্রহকে নিকটবর্ত্তী গ্রাম বাখরপুরে লইলে মুকুন্দ পণ্ডিত উপরিউক্ত শ্রীমদনমোহনজীউর সেবা করিতে থাকেন।

শ্রীসুন্দরানন্দের তিরোভাব পৌষী শুক্লাষ্টমীতে।

ভাজন ঘাট—নদীয়া E. B. R. শিবনিবাস বা মাজিদহ ষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল। এই স্থানে শ্রীশ্রীকানাই ঠাকুরের বংশধর গোস্বামিগণ বাস করেন। শ্রীশ্রীরাধাবল্লভাদির সেবা। এই ভাজনঘাটের উত্তরদিকে বিলের ধারে যে বন ছিল, তাহা এক্ষণে নালুপুর গ্রাম। ঐ বনের জনৈক সন্ন্যাসী মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে স্বসেবিত বিগ্রহকে ঐ বিলের জলে বিসর্জ্জন দেন। হরি আউলে নামক গোস্বামী তাহা প্রাপ্ত হইয়া সেবা করিতে থাকেন, কিন্তু শ্রীবিগ্রহটি ঠাকুর কানাই এর বংশীয় শ্রীনন্দরাম গোস্বামীকে প্রত্যাদেশ দিয়া তাঁহার ভাজনঘাটের গৃহে আসিলেন।

হরি আউলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের দরবারে অভিযোগ করত জনৈক রাজকর্ম্চারীর সহিত বিগ্রহ আনিতে গিয়া দেখিলেন যে শ্রীরাধাবল্লভ এত ভারী হইয়াছেন যে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও উঠাইতে পারিলেন না, অথচ বৃদ্ধ নন্দরাম গোস্বামী প্রভু দুর্বল হইলেও অনায়াসে উত্তোলন করিলেন। হরি আউলে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন। রাজকর্ম্চারী ফিরিয়া আসিয়া মহারাজের নিকট ঘটনাটি নিবেদন করিলে তিনি শ্রীনন্দরাম গোস্বামির পুত্র শ্রীগৌরচন্দ্রকে ডাকাইয়া ত্রিশ বিঘা দেবোত্তর প্রদান করেন। তদবধি শ্রীনন্দরাম বংশ্যগণই ঐসেবা

চালাইতেছেন। বহুদিবস পরে আবার প্রত্যাদেশ পাইয়া শ্রীনন্দরাম শ্রীরাধাবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। [শ্রীকানুতত্ত্বনির্ণয় ৭৯-৮০ পৃঃ]

ভাণ্ডাগোর—(ভাদাবলি) ব্রজে, খদির বনের ঈশান কোণে অবস্থিত শ্রীনন্দমহারাজের ভাণ্ডার-গৃহ ও শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ-স্থল।

ভাণ্ডারী—ব্রজে, মুঞ্জাটবী গ্রাম।

ভাণ্ডীর বট— ভাণ্ডীর বনে স্থিত অক্ষয়বট —এ স্থানে গোপবালকগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ ও মল্লক্রীড়াদি প্রসিদ্ধ।

ভাণ্ডীর বন- শ্রীব্রজমণ্ডলান্তর্গত শ্রীকৃষ্ণ-ক্রীড়াকানন-যমুনার পূর্বদিকে অবস্থিত। ২ সিউড়ি হইতে উত্তরপূর্ব কোণে ছয় মাইল। ইহার উত্তরে ময়ূরাক্ষী নদী। সিউড়ি তুমকামোটরে যাওয়া যায়।

পল্লীমধ্যে শ্রীগোপাল-মন্দির। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ধ্রুব গোস্বামী-নামক জনৈক কাম্যবনবাসী সন্ন্যাসী ১২টি গোপালমূর্তি আনয়ন করেন ও পরে নোয়াডিহি গ্রামের নন্দদুলাল ঘোষকে শ্রীবিগ্রহ প্রদান করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান। বহুদিন পরে রমানাথ ভাতুড়ী মহাশয় গোপালের শ্রীমন্দির করিয়াছেন। প্রবাদ—ইহা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির পিতা বিভাণ্ডক মুনির আশ্রম ছিল। রমানাথ ১৭৫৪ খৃঃ ভাণ্ডীরেশ্বর শিবমন্দির করিয়া দেন। নন্দ ঘোষাল বংশীয়গণই সেবায়েত আছেন। গোষ্ঠ, জন্মযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি পর্ব হয়। আরও ইহার বিস্তারিত বিবরণ বীরভূম-বিবরণে (১৪৬—১৫৫ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

দর্শনীয় ঃ—(১) ভাণ্ডীরেশ্বর (২) শ্রীগোপালজী (৩) কালী বা রাধা।

মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপর ভাগের লিপি ঃ—

"রসাব্ধি-ষোড়শ-শাকসংখ্যকে শাস্ত্র-সম্মতে।
রমানাথঃ দ্বিজঃ কশ্চিৎ ভাতুড়ীকুলসম্ভবঃ॥
ভাণ্ডীশ্বরং শিবং দৃষ্ট্বা একান্তভক্তিসংযুতঃ।
তৎপ্রীত্যর্থে বিনির্মায় ইষ্টকময়-মন্দিরং॥
বিচিত্রং রচিতং রম্যং রজতাভং পরিষ্কৃতং।
দদৌ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে।
যাচতে তৎপদে ভক্তিং মুক্তিং বা দেহি শঙ্কর॥"

বর্ত্তমানে বর্দ্ধমানের রাজা এই গ্রামের তত্ত্বাবধায়ক। এ স্থানে নিত্য হরিকীর্ত্তন হয়।

ভাতরোল—শ্রীবৃন্দাবনের দেড় মাইল দক্ষিণে। এ স্থানে যজ্ঞপত্নীদের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণবলরাম অন্ন ভিক্ষা করেন।

ভাদার—ব্রজে, পেকুর দুই মাইল অগ্নি-কোণে, ভদ্রা যূথেশ্বরীর বাসস্থান।

ভাদালি (ভাদাবল) ব্রজে, 'ভাণ্ডাগোর' দ্রষ্টব্য।

ভানুখোর ব্রজে, শ্রীরাধাকুণ্ডে এবং বর-সানার পূর্চ দিকে অবস্থিত। শ্রীবৃষভানু মহারাজের কুণ্ড।

ভারইডাঙ্গা—(ভরদ্বাজ টিলা) নবদ্বীপের অন্তর্গত (অধুনা স্থান লুপ্ত)।

ভার্গবী বা ভার্গী—পুরীর তিন ক্রোশ উত্তরে অবস্থিতা নদী; এক্ষণে ইহার নাম—দণ্ড-ভাঙ্গা (চৈ° চ° মধ্য ৫।১৪১—১৫৩)। এস্থানে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গ করিয়া-ছিলেন [চৈ° ভা° অন্ত্য ২।২০৩]।

ভিটাদিয়া গ্রাম—ব্রহ্মপুত্র-তীরে। শ্রীশ্রী-স্বরূপদামোদরের বৈমাত্র ভ্রাতা শ্রীললক্ষ্মীনাথ লাহিড়ীর শ্রীপাট। প্রবাদ—এই স্থানে শ্রীমন্ মহাপ্রভু পূর্ববঙ্গ-যাত্রাকালে গিয়াছিলেন।

ভীমগয়া—গয়াধামে, ব্রহ্মযোনি-পাহাড়ের

উপরস্থিত অদ্ভুত গহ্বরটিকে 'ভীমগয়া' বলে। ভীম এস্থানে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছিলেন—এখনও তাঁহার বাম হাঁটুর চিহ্ন আছে। যাত্রীরাও এস্থানে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পিণ্ডদান করেন। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈ০ চ০ আদি ১৭।৭৪)।

ভীমরথী বা ভীমা—দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণা নদীর সহিত মিলিতা 'ভীমরথী'-নদী। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত তট (চৈঃ চঃ মধ্য ৯।২০৩ ; চৈঃ ভাঃ আদি ৯।১২৯)।

ভীম চতুর্ম্মুখ—ব্রজে, যেস্থানে ব্রহ্মা বৎস-বালকাদি হরণ করত পরে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অবগত হইয়া ভীত হইয়াছিলেন—'চৌমুহা' গ্রামের নিকট-বর্ত্তী (ব্রজবিলাসস্তব ৯৭)।

ভুবনেশ্বর—উৎকলে স্বনাম-প্রসিদ্ধ স্থান। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত ভূমি (চৈঃ চঃ মধ্য ৫।১৪০, চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২।৩০৭—৪০৩)। ইহাকে 'গুপ্তকাশী'ও বলে। অত্রত্য 'বিন্দুসরোবর' শ্রীশিবের প্রিয় ও সৃষ্ট কুণ্ড। ইহার বিস্তারিত বিবৃতি 'স্বর্ণাদ্রি-মহোদয়', 'একাম্রপুরাণ', 'স্কন্দ-পুরাণ' প্রভৃতিতে দ্রষ্টব্য। বিন্দু-সরোবরের তীরে শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিগ্রহ আছেন।

ভূঁইখালিগ্রাম—পাবনা, সাথিয়া পোষ্ট, শ্রীলবলরাম ঠাকুরের শ্রীপাট। ইঁহার আবির্ভাব-কাল ১৭৫৫।৫৬ খৃঃ। ইনি শ্রীশ্রীঅদ্বৈত্য পরি-বার শ্রীশ্রীকেশবরায়-বিগ্রহ সেবা। শুনা যায়—ঐ শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীশুকদেব গোস্বামীর তিনিই কোন ছলে ভক্ত বলরাম ঠাকুরকে সেবা প্রদান করেন। রাস-পূর্ণিমায় ভূঁইখালিতে উৎসব হয়।

ভূতেশ্বর—শ্রীমথুরামণ্ডলবর্ত্তী স্থান—ভূতে-শ্বর ষ্টেশনের অনতিদূরে প্রসিদ্ধ শিব বিরাজমান—নিকটস্থ গুহায় পাতালবাসিনী দেবীর বিগ্রহ। এই স্থানে ভাদ্রীয়া কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে বহু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমবেত হইয়া চৌরাশি ক্রোশ ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় বহির্গত হন এবং এস্থানে পুনরায় মিলিত হইয়া যাত্রা শেষ করেন।

ভূষণ বন—ব্রজে, রামঘাটের নিকট। সখাগণ এস্থানে শ্রীকৃষ্ণকে ভূষণ পরাইয়াছিলেন (ভক্তি ৫।১১৭৯)।

ভেদো বা ভেদুয়াগ্রাম—ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন হইতে পশ্চিম দিকে এক মাইল দূরে দেবালয়। ইহা শ্রীল ঝড়ুঠাকুরের শ্রীপাট। শ্রীশ্রীমদন-গোপাল সেবা।

ভৈটা—ই, আই, আর পালসিট ষ্টেশন হইতে এক মাইল উত্তরে। শ্রীল শ্যামদাস আচার্য্যের শ্রীপাট। নবগ্রাম, মাৎসর, বিজুর প্রভৃতি গ্রামে বংশধরগণ আছেন।

ভোগবতী—পাতালের গঙ্গা (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩/২৪৩)।

ভোগ মাতাইল গ্রাম—পূর্ববঙ্গে, শ্রীল বলভদ্র প্রভুর শিষ্য (নাড়া) ঐস্থানে শ্রীশ্রীগোপী-নাথ-সেবা প্রতিষ্ঠিত করেন।

ভোগরাই—বালেশ্বর জেলায়, শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর শিষ্য আনন্দানন্দের নিবাস। (Bhograi a large Fiscal Division at the mouth of the Subarnarekha, situated partly in Balasore district and partly in the Hijili Division of Midnapur. (Hunter's Statistical Account III p 18)

ভোজনটিলা—যজ্ঞ-পত্নীদের স্থান 'ভাত-রোল'।

ভোজনস্থলী—শ্রীবৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী যজ্ঞ-পত্নীদের স্থান—ভাতরৌল এবং কাম্যবনের অন্তর্গত 'ভোজনথালী'।

[ম]

মক্কা - আরব দেশে, হজরৎ মহম্মদের জন্মস্থান, মুসলমানগণের মহাতীর্থ। [চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৩]

মঘেরা—ব্রজে, বহুলাবন হইতে দুই মাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্রূর যখন শ্রীকৃষ্ণবলরামকে ব্রজ হইতে লইয়া যান, তখন এস্থানে শ্রীকৃষ্ণবিরহে ব্রজবাসিগণ মূর্চ্ছিত হন।

মঙ্গলকোট—(বর্দ্ধমান জেলা)। নতার গাদির উদ্ভবস্থান। এ গ্রামে শ্রীশ্রীজাহ্নবামাতা গমন করিয়া ঐ স্থানের চন্দ্রমণ্ডলকে শিষ্য করেন। চন্দ্রমণ্ডল শ্রীগোপীজনবল্লভকে রথে চড়াইয়া উৎসব করাইয়াছিলেন। গোপীজনবল্লভ রথে চড়িয়া যতদূর গিয়াছিলেন, চন্দ্রমণ্ডল ততদূর উহাকে দান করেন। এইরূপে নতার গাদি হয়।

মঙ্গলগ্রাম—শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীল রাধাবল্লভ ঠাকুরের শ্রীপাট।

মঙ্গলডিহি— বীরভূম জেলায়। সিউড়ী হইতে দক্ষিণ-পূর্বে দশ মাইল।

মঙ্গলডিহি দেবমন্দিরে খৃঃ ২য় শতাব্দীর শক কুষণ সম্রাট, কনিষ্ক-বংশীয় বাসুদেবের একটি স্বর্ণ-মুদ্রা আছে। উহাতে এইরূপ গ্রীক লিপি আছে - "PAONANO PAO BAZOANO KOPANO"

ইহা ঠাকুর পণিগোপালের জন্মভূমি। ইনি পেনো বা পানুয়া ঠাকুর-নামে পরিচিত। পান বিক্রয় করিয়া দেবসেবা করিতেন বলিয়া ঐ আখ্যা। ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের শিষ্য। ধ্রুব গোস্বামী-নামক শ্রীব্রজের কাম্যবনবাসী জনৈক ভক্ত ইঁহাকে শ্রীশ্যামচাঁদ ও শ্রীবলদেব বিগ্রহ প্রদান করেন। এই স্থানের কবি জগদানন্দ 'শ্যামচন্দ্রোদয়' গ্রন্থে ইহার বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। উহাতে পণিগোপাল ব্যাঘ্রকেও দীক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। কবি নয়নানন্দ-কৃত **প্রেয়োভক্তি রসার্ণব ও কৃষ্ণভক্তি রসকদম্ব** গ্রন্থেও ইঁহার বিষয় আছে মঙ্গলডিহিতে শ্রীমদনগোপালেরও শ্রীপাট আছে।

মণিকর্ণিকা—কাশীধামের প্রসিদ্ধ তীর্থ। বিষ্ণু-কর্ণ হইতে, মতান্তরে শিব-কর্ণ হইতে মণি পতিত হইয়া এ স্থানকে মণিকর্ণিকা নাম দিয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন—বিশ্বেশ্বর মুমুর্ষু কাশীবাসীর কর্ণে তারক ব্রহ্ম রাম-নাম দিয়া ত্রাণ করেন বলিয়া এই তীর্থকে 'মণিকর্ণিকা' বলা হয়। কাশীখণ্ডে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।৮২)। ২ মথুরায়, কাম্যবনের অন্তর্গত (ভক্তিঃ ৫।৮৪৪)। ৩ শ্রীবৃন্দাবনে বংশীবটের সন্নিধানে (ভক্তিঃ ৫।২৩৭৮)।

মৎস্যতীর্থ- মালাবারের 'মাহে' নগর। ২ ভিজাগাপটমের অন্তর্গত পদ্দতালুকের মধ্যে 'পাদেরু' হইতে ছয় মাইল উত্তর দিকে মটম্ গ্রামের নিকট 'মাচেরু' নদীর একটি অদ্ভুত আবর্ত্তই মৎস্যতীর্থ। (ভিজাগাপটম্ গেজেটিয়ার্) শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত (চৈ° চ° মধ্য ৯।২৪৪, চৈ° ভা° আদি ৯।১১৭)। ৩ কৃতমালা নদীর কিঞ্চিদ্দূরে তিরুপারাঙ্কুণ্ড্রমের প্রায় পাঁচ ক্রোশ পশ্চিমে পর্বতস্থিত মৎস্যপূর্ণ ক্ষুদ্র হ্রদ। S. I. Ry ষ্টেশন—তিরুপারাঙ্কুণ্ড্রম্।

মথুরা—সমগ্র ব্রজমণ্ডল। মধু-নামক

দৈত্যকর্ত্তৃক রচিত পুরীই উত্তরকালে মধুপুরী বা মথুরা নাম ধারণ করে। মধুদৈত্যের পুত্র লবণকে শত্রুঘ্ন বধ করিয়া ঐ নগরে সর্বপ্রথম হিন্দুরাজধানী স্থাপন করেন—(বাল্মীকি-রামায়ণ)। বায়ুপুরাণমতে ইহার পরিমাণ—৪০ যোজন, আদি-বারাহে ও পাদ্মে—বিশ যোজন, স্কান্দে—দ্বাদশ যোজন। শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভকে মথুরা-মণ্ডলের রাজত্বভার সমর্পণপূর্বক যুধিষ্ঠির মহা-প্রস্থান করেন। বজ্র ষোলটি দেবমূর্ত্তি ব্রজমণ্ডলে প্রতিষ্ঠা করেন।

দেবমূর্ত্তি—(১) শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ, (২) মথুরায় শ্রীকেশব, (৩) গোবর্দ্ধনে শ্রীহরি-দেব এবং (৪) মহাবনে শ্রীবলদেব [দাউজি]।

গোপালমূর্ত্তি—(১) শ্রীবৃন্দাবনে সাক্ষি-গোপাল, ২) শ্রীগোপীনাথ গোপাল, (৩) শ্রীমদনগোপাল এবং (৪) শ্রীনাথ গোপাল [গোবর্দ্ধনে]।

শিবলিঙ্গ—(১) শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোপেশ্বর, (২) মথুরায় শ্রীভূতেশ্বর, (৩) গোবর্দ্ধনে শ্রীচক্রে-শ্বর ও (৪) কাম্যবনে শ্রীকামেশ্বর।

দেবীমূর্ত্তি—(১) শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবৃন্দাদেবী, (২) মথুরায় মহাবিদ্যা, (৩) বস্ত্রহরণঘাটে কাত্যায়নী এবং (৪) সঙ্কেতে সঙ্কেতবাসিনী দেবী।

মথুরামণ্ডলে প্রসিদ্ধ দ্বাদশ বন—শ্রীযমুনার পূর্বতীরে (১) ভদ্রবন, (২) ভাণ্ডীরবন, ৩) লৌহ-বন, (৪) বিল্ববন ও (৫) মহাবন এবং পশ্চিম তীরে (৬) তালবন, (৭) মধুবন, (৮) কুমুদবন, (৯) বহুলাবন, (১০) কাম্যবন, (১১) খদিরবন ও (১২) শ্রীবৃন্দাবন।

মথুরার চব্বিশ ঘাট—বিশ্রামঘাটের দক্ষিণে—অবিমুক্ত, অধিরূঢ়, গুহ্য, প্রয়াগ, কনখল, তিন্দুক, সূর্য্য, বটস্বামী, ধ্রুব, ঋষি মোক্ষ ও কোটিতীর্থ (বুদ্ধ)।

বিশ্রামঘাটের উত্তরে—মণিকর্ণিকা, অসিকুণ্ড, সংযমন (স্বামী), ধারাপতন নাগ, বৈকুণ্ঠ, ঘণ্টা-ভরণ, সোম (গোঘাট), কৃষ্ণগঙ্গা, চক্রতীর্থ (সরস্বতী-সঙ্গম), দশাশ্বমেধ ও বিঘ্নরাজ ঘাট।

মথুরার টিলা—ধ্রুব, ঋষি, কলি, বলি, কংস, রজক, অম্বরীষ, হনুমান ও গতশ্রম টিলা।

মথুরার চারি দরজা হুলি, ভরতপুর, দিগ, ও বৃন্দাবন।

মথুরার প্রসিদ্ধ বিগ্রহ—শ্রীকেশবদেব, গত-শ্রম, দীর্ঘবিষ্ণু, ভূতেশ্বর মহাদেব এবং শ্রীবরাহ-দেব।

মধুপুরী—'মথুরা' দ্রষ্টব্য।

মধুবন—শ্রীব্রজমণ্ডলান্তর্গত শ্রীকৃষ্ণকেলি-স্থান। ২ অণ্ডাল হইতে এক ক্রোশ। শ্রীসনাতন গোস্বামির পরিবারগণের বাস।

মধুবনগড়- মৈমনসিংহ জেলা। এ স্থানকে 'গুপ্ত বৃন্দাবন' বলে। বৈষ্ণবদিগের একটি পবিত্র স্থান। ষ্টিমার ষ্টেশন পোড়াবাড়ী হইতে ১০ মাইল টাঙ্গাইল, তথা হইতে উত্তর পূর্বে ২৪ মাইল, ৩ মাইল দূরে সাগরদীঘি এস্থানে স্নান তর্পণ ও দীপ দান করিতে হয়।

গুপ্ত বৃন্দাবনে শ্রীমদনমোহনজীউ, শ্রীশ্যাম-কুণ্ড, শ্রীরাধাকুণ্ড ও বংশীবট প্রভৃতি বৃন্দাবনের অনুরূপ আছে। বৃক্ষেতে চরণচিহ্ন দেখা যায়। অতীব আশ্চর্য্যজনক স্থান। ভাণ্ডীর বনাদি আছে। প্রাচীন অদ্ভুত বৃক্ষও আছে বারুণীতে মেলা হয়।

মধুসূদন কুণ্ড- মথুরায় কাম্যবনে অবস্থিত

(ভক্তি ৫।৮৭৯) ; ২ ঐ নন্দগ্রামে (ভক্তি ৫।১০১৫)।

মধ্যদ্বীপ—নবদ্বীপের অন্তর্গত, গঙ্গার পূর্বতীরে 'মাজিদা' গ্রাম।

মনোহরসাহী—বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত পরগণা-বিশেষ। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর লীলাভূমি—এই জন্য তৎপ্রবর্ত্তিত কীর্ত্তনকেও 'মনোহরসাহী' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

মন্ত্রেশ্বর নদ—ডায়মণ্ডহারবারের নিকট ; শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌড়ে আসিবার সময় নৌকাযোগে মন্ত্রেশ্বর নদের উপর দিয়া পিছলদাতে উপস্থিত হয়েন। ঐ নদে জলদস্যুগণ লুঠতরাজ করিত। [চৈ০ চ০ মধ্য ২৬।১৯৯]

মন্দার পর্বত—ভাগলপুর জেলায়। ভাগলপুর ষ্টেশন হইতে মন্দার বৌসি পর্য্যন্ত বাস যাতায়াত করে। মন্দার হিল ষ্টেশনের গায়েতেই বৌসি গ্রাম। বর্তমান ঐ গ্রামে বৃহৎ মন্দির-মধ্যে শ্রীশ্রীমধুসূদন আছেন। এই শ্রীমন্দির হইতে মন্দার পর্বতের পাদদেশ তিন মাইল। শ্রীমন্দিরে চতুর্ভুর্জ শ্রীশ্রীনারায়ণ-বিগ্রহ। শ্রীনারায়ণের দুই পার্শ্বে শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীসরস্বতী দেবী। সংলগ্ন বামের মন্দিরে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবী আছেন। জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেই শ্রীনারায়ণের শ্রীচরণযুগলে তুলসী প্রদান করিতে পারে। এই শ্রীমূর্ত্তিকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু গয়াগমন কালে দর্শন করিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। তখন শ্রীবিগ্রহ মন্দিরের শীর্ষদেশের মন্দিরে বিরাজ করিতেন। দুর্বৃত্ত মুসলমান-অত্যাচারের ভয়ে শ্রীবিগ্রহকে পর্বত হইতে নামাইয়া পরে এই বৌসিগ্রামে রাখা হয়। তদবধি প্রভু ঐ স্থানেই আছেন। এই স্থানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু জ্বরলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। মন্দার পর্বতে উঠিবার সিড়ি আছে। পর্বতগাত্রের সর্বত্রই ভগ্ন দেব-দেবী মূর্তি বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

সারা মন্দিরটি বেষ্টন করিয়া চারি হস্ত প্রশস্ত খোদিত দাগ আছে, উহাকে 'অনন্ত নাগ' বলে। সমুদ্র-মন্থনের চিহ্ন। মন্দিরে উঠিবার মধ্যপথে নৃসিংহ গুহার কিছু নিম্নে মৈথিলী ভাষায় বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরে ৩।৪ লাইন খোদিত লিপি আছে। পাণ্ডারা বলেন এই পর্বতমধ্যে যে প্রচুর ধনরত্ন গোপনে রক্ষিত আছে, উহা তাহার বিবরণ-লিপি। মধ্যপথে একজন সন্ন্যাসীর ক্ষুদ্র আশ্রম। এই স্থানে পর্বতগুহামধ্যে খোদিত শ্রীনৃসিংহমূর্তি। গুহামধ্যে আলোক জ্বালিয়া দর্শন করিতে হয়। এই শ্রীমূর্তি গুহামধ্যে ছিলেন বলিয়া দুর্বৃত্তগণ সন্ধান পায় নাই। পুরা কাল হইতেই ইনি আছেন।

সন্ন্যাসীর আশ্রমের ১৪।১৫ হাত উচ্চে 'আকাশগঙ্গা' নামক একটি ক্ষুদ্র জলাশয়। এখানে একটি প্রস্তরের বৃহৎ শঙ্খ জলমধ্যে আছে। জলাশয়ে যাইবার সিঁড়ি আছে।

মন্দার পর্বতের শীর্ষে দুইটি মন্দির। একটিতে ১২ অঙ্গুল পরিমাণ যুগল চরণচিহ্ন (মহাপ্রভুর) ; অন্যটি জৈনদের। পর্বতের পাদদেশে প্রাচীন ভগ্ন মন্দির। দোলমঞ্চ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। পর্ব-উপলক্ষে শ্রীমধুসূদন এই স্থানে আগমন করেন। ঐ প্রাচীন শ্রীচরণমন্দিরের সামান্য দূরে ৪৪৩ গৌরাব্দে শ্রীযুত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণযুক্ত একটি ক্ষুদ্র মন্দির হইয়াছে।

ময়নাগড় (মেদিনীপুর জেলা) – এখানে লাউসেনের প্রতিষ্ঠিত ধর্মরাজ ও তাঁহার মন্দির আছে। এই ধর্মরাজ অনন্তরূপী বিষ্ণু বলিয়া

পূজিত হইয়া আসিতেছেন। ঐতিহাসিকগণ উহাকে 'বৌদ্ধ দেবতা' বলেন। বর্ত্তমানে ঠাকুর ময়নাগড় হইতে বৃন্দাবনচকে গমন করিয়াছেন।

ময়নাডাল—বীরভূম জেলায়। খয়রাসোল পরগণা। খয়রাসোল হইতে দুই মাইল। দুবরাজ-পুর হইতে তিন ক্রোশ। পাণ্ডবেশ্বর ষ্টেশন হইতে দেড় ক্রোশ।

ইহা শ্রীনৃসিংহ মিত্র ঠাকুরের শ্রীপাট। ইঁহারা প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া ও মৃদঙ্গ-বাদক। শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ। শ্রীবিগ্রহ স্বীয় হস্তের বালা বন্ধক দিয়া অথিতি-সেবা করিয়াছিলেন। এখানে (বৎসরে একদিন) মসূর ডাল ও সিদ্ধ চাউলের অন্ন প্রভুর ভোগ হয়। মিত্র ঠাকুর মঙ্গল ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। নৃসিংহ কাঁদরার নিকট রাজুড় গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। নৃসিংহের মাতার মৃতবৎসা-দোষ ছিল। মঙ্গল ঠাকুরের চর্বিত তাম্বুল খাইয়া গৌরগতপ্রাণ নৃসিংহের জন্ম হয়। শ্রীপ্রভুর স্বপ্নাদেশে ইনি ময়নাডালে গিয়া শ্রীগৌরবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

ময়নাপাড়া—মেদিনীপুর জেলা। পোঃ বেলদা। কণ্টাই রোড ষ্টেশন হইতে দক্ষিণ দিকে পুরী রোডের কাছে। এখানে শ্রীশ্রীনিতাইগৌর বিগ্রহ আছেন। প্রবাদ—শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরী যাইবার পথে এই স্থানে ভোজন করিয়াছিলেন। এখানের সেবায়েত শাক্ত ব্রাহ্মণ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় হইতেই ঐবংশধারা চলিয়া আসিতেছে।

এখানে শ্রীবিগ্রহকে ভিজা অন্ন ভোগ দেওয়া হয়। পূর্ব হইতে এই প্রথা। এস্থান হইতে প্রভু দাঁতনে গিয়াছিলেন।

ময়নামুড়ি—(বাঁকুড়া) শ্রীঅভিরাম-শিষ্য সত্যারাঘবের শ্রীপাট। 'মহিনামুড়িতে বাস সত্যারাঘব নাম'—অভিরামের শাখা-নির্ণয়।'

ময়ূরকুটী—ব্রজে, বরসানায় গহ্বরবনের বায়ুকোণে পর্বতোপরি অবস্থিপ। শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক আছে।

ময়ূরগ্রাম—(মরো)—মথুরা নগরীর পশ্চিম দিকে অনতিদূরে অবস্থিত। এস্থানে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়গণের সহিত ময়ূরনৃত্য দর্শন করেন।

ময়ূরভঞ্জ প্রতাপপুর—মহারাজা প্রতাপ-রুদ্র গজপতি প্রতাপুরে শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু-রচিত ময়ূর-ভঞ্জের প্রত্নতত্ত্ব-গ্রন্থে চিত্রসহ বিস্তৃত বিবরণ আছে।

উড়িষ্যার প্রায় প্রতি পল্লীতেই শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীদধিবামন বিগ্রহের সহিত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ সেবিত হয়।

ময়ূরেশ্বর বা মৌড়েশ্বর শিব—বীরভূম জেলায়। একচক্রা হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে। সাইথিয়া ষ্টেশন হইতে ছয় মাইল। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এই শিব পূজা করিয়াছিলেন। **কুণ্ডলতলা**—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বীয় কর্ণের কুণ্ডল এক সর্পবিবরে দিয়াছিলেন। এই স্থানে এক মন্দিরে উক্ত কুণ্ডল আছে। ঐ স্থানের **কোটপুর**-নামক স্থানে বকাসুরের সহিত ভীমসেনের যুদ্ধ হয়। গ্রামের দক্ষিণে কুণ্ডলীতলায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের জ্ঞাতিপুত্র মাধব বাস করিতেন। শ্রীশ্রীজাহ্নবামাতাকে ইনি নিজ গৃহে লইয়া গিয়া অন্ন ভোজন করাইয়াছিলেন।

মৌড়েশ্বর নামে শিব আছে কতদূরে।
যাঁরে পূজিয়াছে নিত্যানন্দ হলধরে॥

[চৈ°ভা° আ ৬]

ঐ স্থানে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মাতুলালয় ছিল।

মরেগাঁ (বা ময়র গাঁ) বালেশ্বর রেমুণা

হইতে চারি মাইল বায়ুকোণে। এই স্থান (শ্রীভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার) শ্রীধরস্বামীর জন্মস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমানে ১৮শ পুরুষ বংশধর আছেন। উঁহাদের উপাধি 'পতি' ব্রাহ্মণ।

মলয় পর্ব্বত—দাক্ষিণাত্যে কেরল হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত গিরিমালা। ['অগস্ত্য' দ্রষ্টব্য]।

মল্লতীর্থ—রেবা নদীর তীরে অবস্থিত, মহেশ্বরপুর ও প্রভাসের মধ্যবর্ত্তী। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত (চৈ° ভা° আদি ৯।১৫১)।

মল্লারদেশ (**মালাবার**)—**ইহার উত্তরে** দক্ষিণ কানারা পূর্ব্বে কুর্গ ও মহীশূর, দক্ষিণে কোচিন ও পশ্চিমে আরব সাগর। এই স্থানে ভট্টথারিদের বাস, শ্রীগৌরপদাঙ্কিত ভূমি (চৈ°চ° মধ্য ৯।২২৪)।

মল্লিকার্জ্জুন মহৎপুর—(শ্রীশৈলম্) কর্ণুলের সত্তর মাইল দূরে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ তটে। বেষ্টিত প্রাচীরের কেন্দ্রস্থানে মল্লিকার্জ্জুন-নামক শ্রীশিবমন্দির। এই লিঙ্গ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম, (কর্ণুল ম্যানুয়েল্)। শ্রীগৌর পদাঙ্কপূত [চৈ° চ° ম ৯।১৫]। মতান্তরে ইহার নাম—মধ্যার্জ্জুন [তিরুভাদা-মারুদুর] মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তাঞ্জোর জেলায় অবস্থিত। কারুকার্য্য-খচিত বৃহৎ শিবমন্দিরে 'মহালিঙ্গ স্বামী' বিদ্যমান্। মাঘ মাসে বিরাট রথযাত্রা হয়। মহাপ্রভু এস্থানে 'রামদাস শিব' দর্শন করেন [চৈ° চ° মধ্য ৯।১৬]। মারকাপুর রোড্ রেলষ্টেশন হইতে ৫০ মাইল পথ ঘোর বন জঙ্গল অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। চালুক্য রাজবংশের বহু কীর্ত্তি এই স্থানে আছে। সাধু সন্ন্যাসীর জন্য উঁহাদের নির্ম্মিত অনেক গুহা আছে। অনেক শিলালিপিও আছে। শিবাজী মহারাজ ঐস্থানে গিয়াছিলেন ও সাধু সন্ন্যাসীদের জন্য বহু অর্থব্যয়ে সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

মহৎপুর (বা মাতাপুর)—নবদ্বীপের অন্তর্গত বর্ত্তমান মাধাইতলা। [একডালা পরগণায়ও দ্বিতীয় মহৎপুর আছে]। ভক্তিরত্নাকরে ১২।৭০২, ৭৩৭, ৭৪৭-৭৫০ মহৎপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

মহানদী—মধ্যপ্রদেশের নাগপুর-সন্নিহিত স্থানে উৎপন্না ও ওড়িষ্যার মধ্য দিয়া প্রবাহিতা হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিতা নদী। ইহার তীরে প্রসিদ্ধ কটক নগর অবস্থিত। শ্রীগৌরপাদপূতা (চৈ° ভা° অন্ত্য ২।৩০২)।

মহাবন—শ্রীব্রজমণ্ডলান্তর্গত যমুনার পূর্ব-তীরে অবস্থিত বৃহদ্বন—শ্রীকৃষ্ণবলরামের বাল্য-লীলার স্থান।

মহাবিদ্যা—শ্রীমথুরাক্ষেত্রান্তর্বর্ত্তী প্রসিদ্ধ দেবীর স্থান।

মহাস্থানগড় বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন—বগুড়া জেলার সদর ষ্টেশন হইতে ৮ মাইল দূরে করতোয়া নদীতীরে। রাজসাহী সহর হইতে ৭।৮ মাইল উত্তরে। এই মহাস্থান গড়ের নিকট আরোড়া গ্রামে '**রসকদম্ব**" গ্রন্থ-প্রণেতা কবিবল্লভের জন্ম হয়। ১৫২০ শকে ২০শে ফাল্গুন গ্রন্থ শেষ হয়। কবির পিতার নাম—রাজবল্লভ, মাতা—বৈষ্ণবী দেবী। ইহা পৌরাণিক যুগের তীর্থ। পৌষ-মাসে অমাবস্যা দিনে যদি সোমবার ও মূলানক্ষত্র পড়ে, তবে করতোয়ায় শিলাদেবীর ঘাটে স্নান করিলে ত্রিশকোটি কুল উদ্ধার হয়।

এই স্থান পূর্বে মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অংশীভূত ছিল। একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কবি কবিবল্লভ শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

'কলিযুগে চৈতন্য সরস অবতার।
নিজগণসঙ্গে কৈল প্রেমের প্রচার।।'

কবির গুরুর নাম—ঠাকুর উদ্ধব দাস। বনমালী নামক জনৈক ভক্ত (যিনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নিকট রসতত্ত্বাদি শ্রবণ করিয়াছিলেন) হইতে শ্রবণ করিয়া 'রসকদম্ব' গ্রন্থ বা 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতাতত্ত্ব' রচনা করেন।

রচিল সহস্রপদী পুস্তক সুন্দর।
দুই শতাধিক ছয় অযুত অক্ষর।।

মহিমপুর—(মুর্শিদাবাদ) ভাগীরথীর পূর্ব-পারে। মুর্শিদাবাদবাসী প্রসিদ্ধ জগৎ শেঠের বংশীয় হরফচাঁদ; ইনি জৈনধর্ম হইতে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন এবং স্বীয় বাসভবনে শ্রীশ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহারা শ্বেতাম্বর জৈন-সম্প্রদায়ী ছিলেন। আদি নিবাস যোধপুরের অন্তর্গত নাগর প্রদেশে। মহিমপুরে বংশধরগণ বর্ত্তমান আছেন।

মহুল।—মুর্শিদাবাদে, শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর আদি বাসস্থান, ইনি শ্রীআচার্য্যপ্রভুর শিষ্য (ভক্তি ১৪৯০-৯৩)।

মহেন্দ্র শৈল—গঞ্জাম ও তিনেভেলী জেলা-ব্যাপী পূর্বঘাট। ২ ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে সহ্যাদ্রির অংশবিশেষ। এই পর্বতপ্রান্তে ত্রিচিনগুড়ি নগর। ইহার পশ্চিমে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য। শ্রীপরশুরাম-ক্ষেত্র। শ্রীগৌরপদাঙ্কিত ভূমি (চৈ° চ° মধ্য ৯।১৯৯)।

মহেশগঞ্জ- শ্রীহিরণ্যজগদীশের বাড়ী ছিল।

মহেশগ্রাম—(?) শ্রীঅভিরাম গোপালের শিষ্য গোপাল দাসের বাসস্থান।

মহেশপুর—বা হলদা মহেশপুর, যশোহর মাজিদহ ষ্টেশন (পূর্বনাম শিবনিবাস) হইতে পূর্ব-দিকে ১৪ মাইল। দ্বাদশগোপাল-পর্য্যায়ের শ্রীল সুন্দরানন্দ পণ্ডিতের (সুদাম গোপাল) শ্রীপাট। বেত্রবতী নদীর তীরে বাস্তুভিটার চিহ্ন আছে। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীশ্রীরাধা-রমণ জীউ। ঐ সব বিগ্রহ সৈদাবাদের গোস্বামিরা লইয়া যান। পরে দারুময় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা প্রতিপদে শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব।

মহেশপুরের জমিদার বাবুরা শ্রীপাটের সেবায়েত। শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের শিষ্য বংশীয়গণ মঙ্গলডিহি গ্রামে বাস করিতেছেন। তথায় শ্রীশ্যামচাঁদ সেবা আছেন।

মাউগাছি—এই স্থানে শ্রীসদাশিব ভট্টাচার্য্য থাকিতেন। ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মদিনে শ্রীশ্রীশচীমাতার গৃহে গিয়াছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা ৫।১০।২২৫ পৃঃ

মাকড়কোল গ্রাম B. N. Ry আদ্রা ষ্টেশন হইতে ২ মাইল উত্তরে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর-জীউ। শ্রীদাসগদাধরের পৌত্র শ্রীমথুরানন্দের সমাধি। মাঘী-পূর্ণিমায় উৎসব হয়।

মাকড়া—(?) শ্রীঅভিরামগোপালের শাখা গোপীনাথ দাসের বাসস্থান।

মাজিদা—নবদ্বীপের অন্তর্গত মধ্যদ্বীপ, বর্ত্তমানে গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত (চৈ° ভ° মধ্য ২৩।৪৯৮)।

মাটীয়ারী বা মেটেরী—(নদীয়া) কাটোয়ার দুই ক্রোশ দক্ষিণে গঙ্গার পূর্বতীরে, ভাষায় রামায়ণ-রচয়িতা ভক্তবর রামমোহনের বাস ছিল। তাঁহার হস্তলিখিত রামায়ণখানি বেলডাঙ্গার

গোবিন্দজীবন হাজরা বাবুদের বাড়ীতে আছে। শ্রীরামসীতার মন্দির উক্ত রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত। শ্রীরামনবমীতে উৎসব হয়।

মাঠগ্রাম—ব্রজে, শ্রীবৃন্দাবনের উত্তরদিকে অবস্থিত—[মৃন্ময় বৃহৎ পাত্রকে ব্রজভাষায় 'মাঠ' বলে] দধিমন্থনাদির জন্য এ স্থানের 'মাঠ' প্রসিদ্ধ।

মাড়োগ্রাম—মানকরের নিকট (বর্দ্ধমান)। শ্রীনিত্যানন্দ-বংশীয় গোস্বামিগণের শ্রীপাট। প্রসিদ্ধ রামরসায়ন প্রভৃতি বহু বহু ভক্তিগ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামির জন্মস্থান। ১১৯৩ সালে ইঁহার জন্ম। অনেক সময় পাণিহাটীতে গঙ্গাতীরে থাকিয়া 'শ্রীরাধামাধবোদয়' গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীশ্রীনিত্যনন্দ প্রভুর পৌত্র শ্রীগোপীজন বল্লভ মাড়োগ্রামে আসিয়া বাস করেন।

মাণিক্যডিহি—নদীয়া জেলার সীমানায় নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমান এই তিন জেলার সংযোগস্থলে মাণিক্যডিহি অবস্থিত। **B A** রেলের পলাসী ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল এবং দেবগ্রাম ষ্টেশন হইতে ৭ মাইল দূরে। কাটোয়া হইতে ৮ মাইল দূরে। এই শ্রীপাটের বিবরণ—দ্বারভাঙ্গা কলেজের প্রফেসার ও শ্রীপাটের আচার্য্য-বংশীয় শ্রীপাট হৃষীকেশ গোস্বামী বেদান্তশাস্ত্রী জানাইতেছেন—এখানে পূর্ব্বে বর্ম্মণ-বংশীয় কল্যাণ বর্মনের রাজধানী ছিল। মাণিক্যডিহি বা মাণিক্যদ্বীপ শ্রীল বিষ্ণুদাস আচার্য্যের শ্রীপাট। বিষ্ণুদাস আচার্য্যের পিতা শ্রীলমাধবেন্দ্র আচার্য্য? বিষ্ণুদাস প্রভুর পুত্র জয়কৃষ্ণ দাস। ইনি একজন পদকর্ত্তা ছিলেন।

বিগ্রহাদি—

১। শ্রীশ্রীনবনীগোপালজীউ। বিষ্ণুদাস-স্থাপিত।

২। শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীউ; তৎপুত্র জয়কৃষ্ণ দাসকর্ত্তৃক স্থাপিত।

৩। শ্রীরঘুনাথশিলা ও বালগোপাল—হৃষীকেশ প্রভু বলেন—এই দুইটী মহাপ্রভুর গৃহদেবতা ছিলেন।

৪। শ্রীনৃসিংহ শিলা—ইনি শ্রীবাস পণ্ডিত-অর্চ্চিত।

৫। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ শিলা—ইনি শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর অর্চ্চিত।

৬। শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউ—ইহা প্রাচীন বিগ্রহ। পূর্বে বামনদাস বাবাজী-নামক জনৈক ভক্ত-কর্তৃক অর্চিত হইতেন। গত ১২০৬ সাল হইতে মাণিক্যডিহির গোস্বামি-প্রভুদের অর্চনীয় হইয়াছে।

মাণিক্যহার—মুর্শিদাবাদ জেলায়, শ্রীমদন-মোহন বিগ্রহ। বৈশাখী পূর্ণিমায় শ্রীআচার্য্য-প্রভুর উৎসব হয়।

মাতসরগ্রাম বর্দ্ধমান জেলায়। শ্রীশ্রী-শ্যামদাস আচার্য্যের শ্রীপাট। শ্রীল শ্যামদাস শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রিয় শিষ্য ও শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-তনয় শ্রীঅচ্যুতানন্দের প্রিয় বন্ধু। মাতসর গ্রামে ১৪১৪ শকে শ্যামদাসের জন্ম। পিতা শ্রীনারায়ণ সিদ্ধান্ত। রাঢ়ীশ্রেণী গৌতম-গোত্রীয়। ইনি শ্রীমোহন ঠাকুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত বিগ্রহ বর্দ্ধমান জেলার ভৈটাগ্রামে আছেন। ইঁহার বংশধরগণ বর্দ্ধমান জেলার বিজুর, ভৈটা, নবগ্রাম, পালসিট প্রভৃতি গ্রামে বাস করেন।

মাধাইতলা—কাটোয়া হইতে দাঁইহাট যাইবার পথে। কাটোয়ায় শ্রীমহাপ্রভুর মন্দির হইতে এক মাইল। এখানে শ্রীগৌর-নিতাই

বিগ্রহ আছেন। প্রসিদ্ধ জগাই মাধাই মধ্যে শ্রীমাধাইয়ের সমাধিস্থান। শ্রীমহাপ্রভুর বিগ্রহ ৪ মাস উক্ত মাধাইতলায় সেবিত হন। ৪ মাস বোলপুরের নিকট বাইরী গ্রামে সেবিত হন। তথায় রাসের সময় এই উৎসব হয়। বাকী ৪ মাস বিশ্রামতলায় থাকেন। উহা আমদপুর কাটোয়া রেলে পাচুন্দি ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে। ডাকঘর কুসাই।

মাধাইপুর (মহৎপুর)—বর্দ্ধমান জেলা। নবদ্বীপ ও পূর্বস্থলীর মধ্যবর্তী গঙ্গাতীরবর্ত্তী গ্রাম। শ্রীনিতাই গৌর-সেবা (ভক্তিরত্নাকরে দ্বাদশ তরঙ্গে বিবরণ আছে)। পূর্ব মন্দির ভাঙ্গিয়া স্থানান্তরে নূতন মন্দির হইয়াছে।

মাধাইর ঘাট—নবদ্বীপান্তবর্ত্তী. শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া মাধাই স্বহস্তে এস্থানে গঙ্গাঘাট পরিষ্কার করিতেন [চৈ° ভা° মধ্য ১৫।৯৪]।

মাধুরীকুণ্ড—আরিং হইতে দুই মাইল অগ্নি-কোণে, শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের শিষ্য মাধুরী-জির জন্মস্থান। 'মাধুরী-বাণী' অতিমধুর পদাবলী।

মানকর—ই, আই রেলপথে বর্দ্ধমানের ৪টি, ষ্টেশন পরে। শ্রীজীবন চক্রবর্তীর বাড়ী। ইনি শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর নিকট স্পর্শমণি প্রাপ্ত হন ও অসার-বোধে যমুনাতে নিক্ষেপ করেন। প্রবাদ--আকবর বাদশাহ ঐ পরশ পাথর প্রাপ্তির জন্য হস্তির পদে লৌহ-শৃঙ্খল পরাইয়া যমুনাতে বহুদিন ধরিয়া খোঁজ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু প্রাপ্ত হন নাই। জীবনের বংশধরগণ কাটমাগুরা গ্রামে বাস করেন। মানকরের নিকট লতা গ্রামে শ্রীল রামচন্দ্র প্রভুর শ্রীপাট। *

মানকুণ্ড—ব্রজে, কাম্যবনের অন্তর্গত, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীরাধার মানভঞ্জন-স্থান।

মানগড়—ব্রজে, বরসানার অন্তর্গত মানলীলার স্থান।

মানপর্বত—ব্রজে, বরসানার অন্তর্গত 'মানগড়'।

মানভূম—এস্থানে রাজা নৃসিংহদেব শ্রীনিবাস আচার্যের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। পদসমুদ্রে ধৃত—"ব্রজনন্দকি নন্দন নীলমণি" পদটী উঁহারই কৃত।

মানস গঙ্গা—গোবর্দ্ধনগিরি-প্রান্তবাহিনী নদী, শ্রীকৃষ্ণকেলি-নিকেতন, শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাঙ্কিতা (চৈ°চ° মধ্য ১৮।৩২)।

মানস-পাবন ঘাট—ব্রজে, শ্রীরাধাকুণ্ডের পূর্বদিক্‌স্থিত শ্যামকুণ্ডের প্রসিদ্ধ ঘাট। (ভক্তি ৫।৫৫০—৫৫৩)।

মান-সরোবর—যমুনার ও শ্রীবৃন্দাবনের পূর্বদিকে অবস্থিত।

মামগাছি—বর্দ্ধমান জেলায়, নবদ্বীপের পশ্চিমে।

(ক) শ্রীলসারঙ্গমুরারি-প্রভুর শ্রীপাট। শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান।

(খ) অনতিদূরে শ্রীলবাসুদেব দত্ত-ঠাকুরের শ্রীপাট। শ্রীদত্ত ঠাকুরের সেবিত শ্রীশ্রীরাধামদন-গোপালদেব। এক্ষণে শ্রীলসারঙ্গমুরারি প্রভুর শ্রীপাটে সেবিত হইতেছেন।

(গ) শ্রীমালিনীদেবীর শ্রীপাটে শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর, শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীবলদেব, শ্রীজগন্নাথ শ্রীগোপাল ও ৫টি শিলা সেবিত হইতেছেন।

বর্ত্তমানে নবদ্বীপধাম ষ্টেশনের পরে ভাণ্ডার-টিকরী হল্ট নামে একটি flag-station হইয়াছে। ঐখানে নামিয়া ৫।৬ মিনিটের পথ। এই শ্রীপাট

জান্নগর গ্রামে অবস্থিত। শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর যে মৃত বালককে জীবন-দান করেন, উহার নাম **মুরারিমোহন**। বর্দ্ধমান জেলায় লুপ লাইনে গুস্করা ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে সরগ্রামে বাড়ী ছিল। শ্রীপাটে সুপ্রাচীন বকুল বৃক্ষ আছে। উহাকে '**বিশ্রামতলা**' বলে।

মায়াপুর—বৈভববিলাস হরির অর্চাপীঠ (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২১৭) হরিদ্বারের নিকটবর্তী। **The vicinity of Gangadwara, which was the old name of Haridwara, shows that Mayura must be the present ruined site of Mayapura at the head of Ganges Canal. [The Ancient Geography of India by Cunninghum p 402]** শ্রী নি ত্যা ন ন্দ পদাঙ্কিত (চৈঃ ভাঃ আদি ৯।১৯৬)।

২ শ্রীনবদ্বীপান্তর্বর্তী (ভক্তি ৬।১৩১, ৮।৭২ ১২।৫৬, ৮৩-৮৭) শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান।

মার্কণ্ডেয় সরোবর—শ্রী ক্ষে ত্র ধা মে মহা-মন্দিরের অর্দ্ধ মাইল উত্তরে অবস্থিত। পঞ্চতীর্থের অন্যতম। মার্কণ্ডেয় বট অদৃশ্য হইয়াছে। সরোবরের দক্ষিণে মার্কণ্ডয়েশ্বরের মন্দির। ইহার চারিপার্শ্বে বহু দেব-দেবীর বিগ্রহ। নারদ, ব্রহ্ম, কপিল-সংহিতা ও উৎকলখণ্ডে মাহাত্ম্য দ্রষ্টব্য [চৈঃ মঃ মধ্য ১৫।১৩৭]।

মালজাঠ্যা দণ্ডপাট— মেদিনীপুরে :— [উড়িষ্যায় ৩১টী দণ্ডপাট; (দণ্ডপাট— বিস্তৃত ভূখণ্ড বিভাগ, জমিদারীর মত)]। মাল-জাঠ্যা দণ্ডপাট কাঁথি, রামনগর, খাজুরী ও ভগবানপুর-থানা লইয়া ব্যাপক ছিল। শ্রীলরামা-নন্দ রায়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীলগোপীনাথ পট্টনায়ক, মহারাজা প্রতাপরুদ্র দেবের অধীনে এই দণ্ড-পাটের জমিদার বা শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৯।১৮, ১০৫)

মালদহ—(গৌড়ে) শ্রীল অভিরামগোপালের শিষ্য মুরারি দাসের বাসস্থান। 'মালদহে মুরারি দাস করেন বসতি' (অভিরামের শাখা-নির্ণয়)।

মালিদিগ্রাম—(ন দী য়া) শ্রীবিষ্ণুদাস আচার্য্যের শ্রীপাট ?

মালিহাটি বা মেলটী - মুর্শিদাবাদ জেলা। বহরমপুর হইতে ১২ ক্রোশ দক্ষিণে। কাটোয়ার উত্তরে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে। ভরতপুর থানা। এই স্থানকে কেহ কেহ 'মেলেরি কাঁদরা'ও বলে।

শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র শ্রীল-রাধামোহন ঠাকুরের শ্রীপাট। ইনি মহারাজ নন্দকুমারের ও পুটিয়ার রাজা রবীন্দ্রনারায়ণের গুরু ছিলেন। ইঁহার শিষ্য—গোকুলানন্দ ও বৈষ্ণব-দাস।

শ্রীরাধামোহন ঠাকুর পদকর্ত্তা ছিলেন। ইনি জয়পুর রাজ্যের রাজা জয়সিংহের সভা-পণ্ডিত-গণকে পরাস্ত করিয়া স্বকীয়ামতের বিরুদ্ধে পর-কীয়া মত স্থাপন করিয়াছেন। এ বিষয়ে মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট বিচার হয় [১১২৫ সালে ইং ১৭১৮ খৃঃ], ঐ বিচারের বিবরণযুক্ত দুইখানি

---

* মানকরে নিদানের সুপ্রসিদ্ধ মাধব কর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং ইহা পক্ষধরের পক্ষশাতনকারী নব্যন্যায়ের জনক বঙ্গগৌরব রঘুনাথ শিরোমণির জন্মভূমি (মতান্তরে ইঁহার জন্ম শ্রীহট্টে)।

দলিল 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়' ১৩০৬ সালের ফাল্গুনে ও ১৩০৮ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীরাধামোহন ঠাকুর বৈষ্ণব কবিদের পদসংগ্রহ করিয়া **'পদামৃতসমুদ্র'** গ্রথিত করেন। ইহার মধ্যে ৮৫২টি পদ আছে, তন্মধ্যে চারি শতের অধিক উহারই রচিত। এই সংগ্রহের পূর্বে আউল মনোহর দাস **'পদসমুদ্র'** গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরের পরে তদীয় শিষ্য গোকুলানন্দ সেন বা বৈষ্ণবদাস পদামৃতসমুদ্রকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া বৃহৎ গ্রন্থ **'পদকল্পতরু'** প্রচার করেন।

শ্রীরাধামোহন ঠাকুর তেজস্বী ছিলেন। একদা রাধামোহন ঠাকুরকে মহারাজ নন্দকুমার স্বীয় ভদ্রপুরের বাটীতে লইয়া যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে রাধামোহন এক দরিদ্র শিষ্যকে দর্শনজন্য গমন করেন, এজন্য রাজবাটীতে যাইতে বিলম্ব হয়। সেজন্য মহারাজা ক্ষুণ্ণ হন। শ্রীরাধামোহন প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া বলেন—'আমার সকল শিষ্যই সমান—গুরুর নিকট মহারাজ ও দীন-দরিদ্রের পার্থক্য নাই। তুমি যখন ক্ষুণ্ণ হইয়াছ, তখন আর তোমার বাটীতে পদার্পণ করিব না।' তদবধি তিনি রাজবাটী পরিত্যাগ করেন। মালিহাটিতে শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের বসিবার আসন, গদি ও অতিথিশালা আছে। শ্রীনিবাস-কন্যা হেমলতা দেবীর শিষ্য (১৫৩৭ খৃঃ) **'কর্ণানন্দ'**-গ্রন্থ-প্রণেতা যদুনন্দন দাসেরও শ্রীপাট। মালিহাটির নিকট দক্ষিণখণ্ড গ্রামে শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের ভ্রাতা শ্রীযাদবেন্দ্র ঠাকুর বাস করিতেন, আর এক ভ্রাতা ভুবনমোহন মাণিক্যহারে (মুর্শিদাবাদে) বাস করিতেন।

মালীপাড়া—হুগলী জেলা B. P. R. দ্বারবাসিনী ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ। E. I. Ry তালুণ্ডু ষ্টেশন হইতে তিন মাইল। শ্রীল খঞ্জ ভগবান আচার্য্যের শ্রীপাট।

মালিপাড়া শ্রীমদনগোপাল-মন্দিরে ষষ্ঠীবর তৎপিতা কন্দর্পের নিকট হইতে যে বুড়ো মা দক্ষিণা কালীর যন্ত্র প্রাপ্ত নয়েন, তাহা ঐ মদনমোহন-মন্দিরে রক্ষিত আছেন। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবা—চৈত্র মাসে উৎসব হয়।

মালীয়াড়ী (বাঁকুড়া)—মালীয়াড়ী পরগণায় রঘুনাথপুর, তামারগড়, গোপালপুর—সোনামুখী হইতে উত্তর পশ্চিমে দামোদরের দক্ষিণে। ঐসব স্থানের উপর দিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে গ্রন্থ লইয়া আসেন এবং তামারগড়ে রাজা বীরহাম্বীরের অনুচর দস্যুগণ গ্রন্থ চুরি করেন।

মাল্যবন্—প্রস্রবণ পর্বতের অনতিদূরে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির রত্নগিরি জেলায় অবস্থিত পর্বত (চৈঃ ভাঃ আদি ৯।৪৯)।

মাল্যহারী কুণ্ড—ব্রজে, শ্রীরাধাকুণ্ডের নিকটে [মুক্তাচরিতের অপূর্ব কাহিনী দ্রষ্টব্য]।

মাহিষ্মতীপুর—ইন্দোর রাজ্যের অন্তর্গত, নর্মদা নদীর উত্তরে নামান্তর—চুলি মহেশ্বর; পূর্বে গুজরাটের ব্রোচ্ জিলায় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত ভূমি (চৈঃ চঃ মধ্য ৯৩১০, চৈঃ ভাঃ আদি ৯।১৫১) B. B. C. I Ry আজমের-খাণ্ডোয়া লাইনে—মৌ (Mhow) ষ্টেশন।

মাহেশ হুগলী)—স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা

প্রসিদ্ধ। শ্রীল কমলাকর পিপ্পলাইএর ও শ্রীধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারীর শ্রীপাট। [সুধাময় বিপ্রের বাস ছিল। ইনি পিপ্পলায়ের জামাতা। পত্নীর নাম—বিদ্যুন্মালা। ইঁহার কন্যা নারায়ণী দেবী, বীরভদ্র প্রভুকে সম্প্রদান করা হয়]। মাহেশে বর্ত্তমানে 'বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল' যেখানে আছে, ঐস্থানে পূর্বে সেগু-বাগান ছিল। ঐ জঙ্গলে শ্রীল বীরভদ্র প্রভু সাধন করিতেন। কলিকাতা শ্যামবাজার নিবাসী দানবীর শ্রীকৃষ্ণরামবসু মাহেশের সুবৃহৎ রথ করিয়া দেন এবং রথযাত্রার যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। ইনি ১৬৫৫ শকে ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে ১১ই পৌষ হুগলী জেলার তড়াগ্রামে (তড়াআঁটপুর) জন্মগ্রহণ করেন। গয়াতে রামশিলা পাহাড়ে উঠিবার সিঁড়ি করিয়াছেন। নানাস্থানে ইঁহার কীর্ত্তি বিদ্যমান। দানবীর নারায়ণচাঁদ মল্লিক মহোদয় ১৭৫৫ শকে মন্দিরাদি সংস্কার করিয়াছেন। মন্দিরের লিপি ঃ—

"শুভমস্তু শকাব্দ—১৬৭৭; নির্ম্মাণক—শ্রীরামচন্দ্র দাস।"

শ্রীমন্দিরে শ্রীজগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রাদেবী বিরাজিত আছেন। লৌহ-নির্মিত রথে রথযাত্রা হয়। মাহেশের মন্দির হইতে এক পোয়া মাইল অগ্রে জগন্নাথের গুণ্ডিচা মন্দির। উহা দানবীর শ্রীনারায়ণ চাঁদ মল্লিকের স্ত্রী শ্রীরঙ্গময়ী দাসী-কর্ত্তৃক ১২৬৪ সালে নির্ম্মিত হয়। ঐস্থানে তিনি আবার শ্রীরাধারমণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে অর্পণ করিয়াছেন।

মুকডোবা—(মখডোবা) ফরিদপুর জেলায়। শ্রীশ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমামুঠাকুর বা শ্রীজগন্নাথ আচার্য্যের আবির্ভাব-স্থান। ইনি পরে টোটাগোপীনাথের অধিকারী হয়েন।

মামু ঠাকুরের শিষ্যধারা ঃ—মামু ঠাকুর, রঘুনাথ, রামচন্দ্র, রাধাবল্লভ, কৃষ্ণজীবন, শ্যামসুন্দর, শান্তমুনি, হরিনাথ, নবীনচন্দ্র, মতিলাল, দয়াময়ী (?), কুঞ্জবিহারী। শ্রীশচীমাতার কনিষ্ঠ সহোদয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতুল শ্রীবিষ্ণুদাসের নিবাস। এই বিষ্ণুদাসের কন্যা শ্রীমতী সারদাদেবীকে শ্রীগোপীনাথ কণ্ঠাভরণ বিবাহ করেন। গোপীনাথ-কৃত শ্রীচৈতন্যচরিত-নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। বর্ত্তমানে ঐ গ্রাম পদ্মাগর্ভে ধ্বংস হইয়াছে। এক্ষনে মুকডোবা হইতে ১২ মাইল দূরে ফুটিবাড়ী গ্রামে শ্রীবিগ্রহ রক্ষিত হইয়াছে। ফুটিবাড়ী—জেলা ফরিদপুর, পোঃ ব্রাহ্মণদি, থানা ভাঙ্গা। ফরিদপুর ষ্টেশন হইতে বাসে ভাঙ্গা হইয়া মাণিকদহে নামিয়া ২ মাইল পদব্রজের পর ফুটিবাড়ী। শ্রীবিগ্রহ বাসুদেব বিষ্ণুমূর্তি।

মুক্তাকুণ্ড—ব্রজে, বরসানার নিকটে, এস্থানে শ্রীরাধাদি মুক্তার ক্ষেত্র করিয়াছিলেন।

মুখরাই—ব্রজে শ্রীরাধাকুণ্ডের দক্ষিণে—মুখরার বাসস্থান।

মুঞ্জাটবী—ব্রজে, ঈষিকাটবী দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান নাম—আরা গ্রাম।

মুনিশীর্ষকুণ্ড—ব্রজে, দেবশীর্ষের নিকটবর্তী এস্থানে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য মুনিগণ তপস্যা করেন।

মুরশিদাবাদ—মুরশিদাবাদ জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন বিগ্রহমূর্ত্তি, প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন ইষ্টক, টালি এবং নবাবিষ্কৃত শিলালিপি ও তাম্রশাসনাদির কথা জিজ্ঞাসা থাকিলে কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে, যাদুঘরে ও এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে দ্রষ্টব্য *।

মুরুড়া—মেদিনীপুরে, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর বিহারভূমি। [র° ম° দক্ষিণ ১২।৯]।

মুলুকগ্রাম—বীরভূমে, বোলপুরের নিকটে। শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের (ভ্রাতৃবংশ্য) শিষ্যবংশ্য শ্রীরামকানাই ঠাকুরের শ্রীপাট।

মূত্রস্থান—মথুরা পুরীর বায়ুকোণে কংস-কারাগারের নিকটবর্ত্তী। শ্রীবসুদেবের ক্রোড়দেশে শ্রীকৃষ্ণ প্রস্রাব করিলে শ্রীবসুদেব তাঁহাকে যে পাথরে নাবাইয়াছিলেন, তাহা তৎকালে দ্রবীভূত হইয়া নিজগাত্রে চিহ্ন রাখিয়াছে (চৈ° ম° শেষ ২।৯২-৯৫)।

মেখলা—চট্টগ্রাম সহর হইতে ছয় ক্রোশ উত্তরে, হাটহাজারী থানার অন্তর্গত মেখলা গ্রাম। এই স্থান প্রসিদ্ধ শ্রীগৌর-পরিকর শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীপাট। ইঁহার পিতৃদেবের নিবাস—ঢাকা জেলার বাঘিয়া গ্রামে ছিল। শ্রীবিদ্যানিধি-সেবিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউ মনোহর মূর্ত্তি—পদ্মাসনের উপরে খড়ম-পায়ে ত্রিভঙ্গঠামে দাঁড়াইয়া আছেন। ১৪টি শ্রীশিলা আছেন। তন্মধ্যে বিদ্যানিধি প্রভুর সেবিত শ্রীশিলাও আছেন। ভজন-মন্দিরটী বড়ই জীর্ণ।

মেহেমান—মথুরায়, যাবটের নিকটবর্ত্তী—অভিনন্দের গোশালা (ভক্তি ৫।১০৬৮)।

মৈশামুড়ি—(?) শ্রীল অভিরাম গোপালের শিষ্য সত্যরাঘব দাসের শ্রীপাট (অভিরাম-লীলামৃত)।

মোক্ষকুণ্ড—শ্রীগিরিরাজের উপরিবর্ত্তী তীর্থ (চৈ° ম° শেষ ২।২৩৯)

মোক্ষতীর্থ—কংসখালি ঘাটের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে মথুরাস্থিত যমুনার ঘাট (চৈ° ম° শেষ ২।১০৯)

মোক্ষপ্রদ-সপ্ততীর্থ—

অযোধ্যা মথুরা মায়াকাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥

মায়াপুরী = গঙ্গোত্রী হইতে দোনাশ্রম (ডেরাদুন) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ।

গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বারে), প্রয়াগে, ধারা (উজ্জয়িনীতে) এবং গোদাবরী-তটে প্রতি তিন বৎসর অন্তর পর পর স্থানে কুম্ভমেলা হয়। স্কন্দপুরাণে (পুষ্করখণ্ডে) মকররাশিতে বৃহস্পতি এবং সূর্য্য মিলিত হইলে রবিবারে যদি পূর্ণিমা তিথি হয়, তাহা হইলে প্রয়াগ ও হরিদ্বারে 'পুষ্করযোগ' হয়। 'পুষ্করযোগ' সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছে—সূর্য্য ও বৃহস্পতি সিংহরাশিতে মিলিত হইলে যদি বৃহস্পতিবারে পূর্ণিমা হয়, তবে গোদাবরীতে, সূর্য্য ও বৃহস্পতি মেষরাশিতে থাকিয়া সোমবারে কৃষ্ণাষ্টমী তিথি পাইলে কাবেরীতে এবং শ্রাবণ মাসে বৃহস্পতি কিম্বা সোমবারে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা হইলে কৃষ্ণানদীতে 'পুষ্করযোগ' হয়।

মোদদ্রুম দ্বীপ – নবদ্বীপান্তর্গত মাউগাছি।

মোসস্থলি—বর্দ্ধমানে, দাঁইহাট হইতে দুই মাইল দক্ষিণে। শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শিষ্য শ্রী সনাতন দাসের শ্রীপাট ও সমাজ আছে।

মৌড়েশ্বর – বীরভূম জেলায়। মৌড়পুর গ্রামে মৌড়েশ্বর শিব আছেন। এই শিবই শ্রীনিত্যানন্দ-পূজিত কিনা নিশ্চিত হয় নাই।

:: Vide—1. Handbook of the Sculptures in museum of the Bangiya Sahitya Parishat by Monomohan Ganguli. 2. Descriptive list of Sculptures and Coins in the musuem of the B. S. P. by Rakhaldas Banerjee.

[য]

যকপুর—B. N. R. ষ্টেশন (মেদিনীপুরে) শ্রী রামচন্দ্র খানের বংশধর 'মহাশয়'গণের বাস। এই রামচন্দ্র খাঁন কায়স্থ। ইনি মহাপ্রভুকে নৌকাযোগে উড়িষ্যার সীমায় যাইবার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। বেনাপোলের রামচন্দ্র খাঁন ব্রাহ্মণ ও শাক্ত। যকপুরে মহাশয়গণের প্রতিষ্ঠিত যক্ষেশ্বর শিব ও গণেশজীউর মন্দির আছে। ঐ শিবের নামেই স্থানের নাম যকপুর ও চকগণেশপুর হইয়াছে। বর্গীয় হাঙ্গামায় দুর্বৃত্তগণ মন্দিরের প্রচুর ধনরত্ন ও বিগ্রহ দুইটি অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। যকপুরের নিকটে মালঞ্চপুর গ্রামে ঐ বংশেরই এক শাখা গোবিন্দচন্দ্র রায় ১৬৩৪ খৃঃ অব্দে ৺কালীমাতা ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। লক্ষ্মণনাথ, যকপুর কাউপুর প্রভৃতি স্থানেই ঐ মহাশয়-বংশের বাস। ইহারা সম্ভ্রান্ত ধনী জমিদার।

যতিপুরা—(নামান্তর গোপালপুরা) গোবর্ধনের প্রান্তবর্ত্তী গ্রাম—গ্রামের পূর্বভাগে শ্রীগিরিরাজের মুখারবিন্দ বিরাজমান। কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপদে এস্থানে অন্নকূট মহোৎসব হয়।

যদুপুরী—দ্বারকা ও মথুরা।

যমতীর্থ—শ্রীগোবর্দ্ধনের প্রান্তবর্ত্তী ব্রহ্মকুণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে স্থিত (ভক্তি ৫.৬৭৩)।

যমলার্জ্জুনতীর্থ—ব্রজে মহাবনে অবস্থিত ভক্তি ৫।১৭৬৩, ৬৮)।

যমুনা—উত্তর-পশ্চিম প্রদেশবাহিনী নদী, শ্রীকৃষ্ণ-ক্রীড়ানিদান ও শ্রীগৌরনিত্যানন্দদ্বৈত-ধূষিত তীর-নীর।

যমুনান্ত—গোবর্দ্ধনের দুই মাইল পূর্বে, শ্রীকৃষ্ণ-রামের বিলাসস্থান। যমুনাঘাট দর্শনীয়।

যমেশ্বর টোটা—শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বালুকাপরি যমেশ্বর টোটা বা উদ্যান। যমেশ্বর শিব জগন্নাথের খাজাঞ্চি বা হিসাবরক্ষক, বৎসরে একদিন হিসাব নিকাশ করিবার জন্য শ্রীজগন্নাথের প্রতিভূরূপে শ্রীসুদর্শন আগমন করেন। নিকটেই শ্রীগদাধর পণ্ডিতগোস্বামী-সেবিত শ্রীশ্রীগোপীনাথজিউ।

যশোড়া—নদীয়া জেলা। চাক্‌দহের নিকট। ই, আই আর চাকদহ ষ্টেশন। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর শ্রীপাট। পূর্বে বর্ত্তমান মন্দিরের নিকটেই গঙ্গা ছিলেন—এক্ষণে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন গঙ্গাতীরের যে বটবৃক্ষ-তলে শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত শ্রীপুরীধাম হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথকলেবর বহন করিয়া আনিবার কালে বিশ্রাম করেন, ঐ প্রাচীন বটবৃক্ষ অদ্যাপি বিদ্যমান। পরবর্তীকালে শ্রীল সিদ্ধ ভগবান্ দাস বাবাজী মহারাজ উহার তলে ভজন করিতেন।

শ্রীল জগদীশ যে ছয়হস্ত-পরিমিত লম্বা দণ্ডদ্বারা পুরী হইতে শ্রীজগন্নাথ-কলেবর বহন করিয়া আনিতেছিলেন, ঐ যষ্টিটি অদ্যাপি দেবমন্দিরে আছে। জগদীশ শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন।

স্নানযাত্রায় এই স্থানে উৎসব হয়। পৌষী শুক্লা তৃতীয়াতে শ্রীল জগদীশের তিরোভাব উৎসব হয়। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের ভ্রাতা শ্রীল মহেশ পণ্ডিত—দ্বাদশগোপালের একতম, শ্রীপাট—পালপাড়ায়। এই স্থানে প্রাচীনকালে একটি বকুল বৃক্ষ ছিল। 'জগদীশ চরিত্রবিজয়' নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

যশোদাকুণ্ড—ব্রজে, কাম্যবনে ও নন্দগ্রামে অবস্থিত (ভক্তি ৫।৮৪৮, ৯৭৪)।

যশোহর (?) কামদেব নাগর বাস করিতেন।

যশোহর—মহারাজা প্রতাপাদিত্যের যশোহরেশ্বরী দেবীকে মানসিংহ অম্বরে লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ শুনা যাইত, কিন্তু এক্ষণে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে মানসিংহ যে দেবীকে অম্বরে লইয়া যান, উহা কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যশোহরেশ্বরী নহেন। প্রতাপাদিত্যের যশোহরেশ্বরী দেবী বর্ত্তমানে ঈশ্বরীপুর গ্রামে আছেন। আরও জানা গিয়াছে যে প্রতাপাদিত্যের শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ও রাজরাজেশ্বরী শিলাদ্বয়ের মধ্যে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীউ খুলনা জেলার মূলঘর গ্রামে বসন্তকুমার রায়-চৌধুরীর গৃহে এবং শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বর শিলা ফরিদপুর জেলায় কাজুলিয়া গ্রামে ৬ আনি জমিদারবাবুদের গৃহে আছেন। [সাহিত্য-পত্রিকা ১৩২৩, ২২৯ পৃঃ]

যাজপুর—উৎকলে বৈতরণী নদীর তীরে বিরজাক্ষেত্রে নাভিগয়া তীর্থ। মন্দিরে আদি-বরাহ, যজ্ঞ বরাহ ও শ্বেতবরাহ -এই ত্রিমূর্ত্তি আছেন। বৈতরণীর নাভিগয়া যাজপুরের মধ্যে। গয়াসুরের নাভির উপর মন্দির। ঐস্থানে একটি কূপ আছে। ঐ কূপে পিণ্ডদান করিতে হয়। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈঃ ভাঃ অঃ ২।২৮০)

যাজিগ্রাম—বর্দ্ধমান জেলায়। কাটোয়া বর্দ্ধমান লাইট রেলের ধারে। কাটোয়া ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে। শ্রীনিবাস আচার্য্য-প্রভুর শ্রীপাট। শ্রীল শ্রীনিবাস প্রভু এই স্থানের গোপাল দাস চক্রবর্ত্তীর কন্যা ঈশ্বরী দেবী বা দ্রৌপদী দেবীকে প্রথম বিবাহ করেন। গোপাল দাস যাজিগ্রাম হইতে চাখুন্দির নিকট ফরিদপুর গ্রামে (মুর্শিদাবাদ জেলায়) বাস করেন। ইঁহার বংশধর এই স্থানে বর্ত্তমান। যাজিগ্রামে শ্রীশ্রীনিবাস-প্রভুর পুত্র শ্রীগতি-গোবিন্দঅর্চিত শ্রীশ্রীমদনগোপাল, শ্রীশালগ্রাম এবং শ্রীশ্রীনিবাস প্রভু-রোপিত দুইটি বৃক্ষ, নিত্য উপবেশন জন্য দুইটি শিলাখণ্ড, ডাইল-ঢালা পুষ্করিণী, রাজা বীরহাম্বীর-খনিত 'সিপাহী দিঘী' নামক বৃহৎ পুষ্করিণী বিদ্যমান। গোষ্ঠাষ্টমীতে উৎসব হয়। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর মন্দিরাদি নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। চারিধারে তমালবৃক্ষ। স্থানটি বড়ই মনোহর।

যাবট গ্রাম—ব্রজে নন্দগ্রামের ঈশান-কোণে অবস্থিত অভিমন্যুর গৃহ।

যাযাবর স্থান—মথুরা-মণ্ডলের সীমান্ত স্থল।

যুগিনদা গ্রাম—(মুর্শিদাবাদ) কাশীম-বাজার হইতে ৪ মাইল পূর্ব্বদিকে। শ্রীশ্রীশ্যাম-রায় বিগ্রহের সেবা আছে। অধিকারিরা—ইঁহার সেবায়েত।

যুধিষ্ঠির গয়া—গয়াধামে অবস্থিত, শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত (চৈঃ ভাঃ আদি ১৭।৬৯)।

যুধিষ্ঠির বেদী—নবদ্বীপের অন্তর্গত মহৎ-পুরে প্রাচীন কালে স্থিত উচ্চটিলা, অধুনা লুপ্ত (ভক্তি ১২।৭৪০)।

যোগিয়া স্থান—ব্রজে, নন্দগ্রামের নিকট-বর্ত্তী, শ্রীউদ্ধব মহারাজের যোগকথা-প্রচারের স্থান।

[র]

রঘুনাথপুর—বাঁকুড়া জেলায় বনবিষ্ণুপুরের নিকটে অবস্থিত।

রঘুনাথবারী—মেদিনীপুর জেলায়। পাঁশকুড়া ষ্টেশন হইতে ২।৩ ক্রোশ। বাসে তমলুক যাইবার পথে রাস্তার ধারে। এই স্থানে

শ্রীশ্রীরঘুনাথজীউ আছেন। শ্রীগোপাল আশ্রম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহ ও বহু প্রাচীন পুঁথি আছে। আশ্বিনী বিজয়া দশমীতে শ্রীশ্রীরঘুনাথের রথ-উৎসব হয়। শ্রীচৈতন্যদেব এই পথ দিয়া পুরী গিয়াছিলেন।

রঙ্গনাথ—'**শ্রী**রঙ্গম্' দ্রষ্টব্য।

রণবাড়ী—ব্রজে, ছাতাইর তিন মাইল—দক্ষিণ পশ্চিমে, এস্থানে সখীগণসহ শ্রীরাধার সহিত সখাগণসহ শ্রীকৃষ্ণের রঙ্গযুদ্ধের অভিনয় হয়। সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজি মহারাজের লীলা-সম্বরণস্থলী।

রত্নকুণ্ড—ব্রজে 'সোনেরার' নিকটবর্তী।

রমণকদ্বীপ—জম্বুদ্বীপের উপদ্বীপ—কালিয়নাগের বাসস্থান।

রয়ড়া (বয়ড়া)—নবদ্বীপের পশ্চিমে পূর্বস্থলীর নিকটবর্তী গ্রাম। জয়ানন্দ-মতে এই স্থানে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ ছিল। ইনি সার্ব-ভৌমের ভ্রাতা।

রয়ণী বা রোহিণী—মেদিনীপুর জেলায়। মৌভাণ্ডার পরগণার অন্তর্গত। সুবর্ণরেখা ও দোলঙ্গ নদীর সঙ্গমস্থলে। ইহার নিকটে বার-জীত-নামক স্থানে শ্রীশ্রীরামসীতা বিশ্রাম করিয়াছিলেন। শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর শ্রীপাট।

শ্রীরসিকের নৃপতি শিষ্যবৃন্দ যথা:—

১। ময়ূরভঞ্জের রাজা—বৈদ্যনাথ ভঞ্জ।
২। নৃসিংহপুরের রাজা—ভূঞা উদয় দত্তরায়।
৩। পাঠানপুরে রাজা—গজপতি।
৪। পাঁচেটের রাজা—হরিনারায়ণ।
৫। ময়নার রাজা—চন্দ্রভানু।
৬। ধারেন্দার রাজা—ভীম, শ্রীকর প্রভৃতি।
৭। ওড়িষ্যার তদানীন্তন শাসনকর্তা নবাব ইব্রাহিম খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আহম্মদ বেগও শ্রীল রসিকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রসিয়া পর্বত—ব্রজে, বদ্রিনারায়ণের নিকট বর্ত্তী (ভক্তি ৫।৮২৮)।

রসোরা—মুর্শিদাবাদ জেলায়। শ্রীগোবিন্দ, বাসুদেব ও মাধব ঘোষের পিতামহ গোপাল ঘোষের জন্মস্থান। গোপালের পিতা চক্রপাণি কৌলাচারী ছিলেন, কিন্তু গোপাল ইহাতে দুঃখিত হইয়া কাটোয়ার চারি ক্রোশ পশ্চিমে কুলাই গ্রামে বাস করেন। গোপালের পুত্র বল্লভ। বল্লভের পুত্র—গোবিন্দ, বাসুদেব ও মাধব (বীরভূমি ১।১১১ পৃষ্ঠা)।

রাওল (রাভেল)—ব্রজে, মহাবনে শ্রীরাধার আবির্ভাব স্থান (ভক্তি ৫।১৮১০)।

রাকৌলী—ব্রজে, ডাভারো গ্রামের দেড় মাইল নৈঋ'ত কোণে অবস্থিত। সুদেবীর গ্রাম (মতান্তরে)।

রাজগিরি—মগধদেশস্থ পর্বতবিশেষ। তত্রত্য তীর্থও এই নামে পরিচিত। শ্রীগৌর গয়াগমন-কালে এই স্থানে পদার্পণ করিয়াছেন (চৈঃ মঃ আদি ৫।৫৩)। অন্য নাম—রাজগৃহ বা গিরি-ব্রজপুর। কিউল জংশন হইতে জামুয়ান ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক এস্থানে জরাসন্ধ বধ হয়। জৈনধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর স্বামী ও ভগবান্ বুদ্ধ এস্থানে কিছুদিন ছিলেন।

রাজগ্রাম—মথুরার নিকট অবস্থিত যমুনা-তীরবর্ত্তী গ্রামবিশেষ। এ গ্রাম হইতে গোকুল দর্শন করিয়া মহাপ্রভু বিহ্বল হন (চৈঃ মঃ শেষ ২।৪২)। ২ মেদিনীপুর জেলায়, শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর শিষ্য বলভদ্রের নিবাস।

রাজমহল— ছোটনাগপুর-ভাগলপুর-প্রভৃতি

ব্যাপ্ত গিরিমালা (প্রেমঃ ৫)।

রাজমহেন্দ্রী—(রাজমাহেন্দ্রবরম্ বা পুরম্) দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী জেলা। এম্ এস্ এম্ রেলপথে গোদাবরী ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। গোদাবরীর উত্তর তীরে লিঙ্গেশ্বর শিবের মন্দির। ইহার সম্মুখে একটি বিষ্ণুমন্দির আছে আর একটি মন্দির মার্কণ্ডেয় স্বামীর নামে আছে। রাজমহেন্দ্রীতে গোদাবরীর তীরে ১২ বৎসর অন্তর কুম্ভের ন্যায় মেলা হয়। উহার নাম পুষ্করম্। রাজমহেন্দ্রীর অনতিদূরে একটি পাহাড়ের গাত্রে সাতবাহনবংশীয় রাজাদের শিলালিপি আছে। ঐ স্থানে গজপতি-বংশীয়েরা বহুদিন রাজত্ব করেন। ১৪৭০ খ্রীঃ বাহমনী-বংশীয় সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ রাজমহেন্দ্রী জয় করে। উড়িষ্যার রাজারা পুনরায় উহা দখল করে। ১৫২২ খৃঃ বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায় রাজমহেন্দ্রী জয় করিয়া গজপতি-বংশীয় রাজাকে ফিরাইয়া দেন। মহম্মদ তোগলক রাজমহেন্দ্রীর প্রধান হিন্দু মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া দিয়া মসজিদ করিয়াছিল।

রাজবলহাট—(বর্দ্ধমান) ঝামটপুরের নিকট। এই ঝামটপুরে শ্রীযদুনন্দন আচার্য্যের বাস। তাঁহার শ্রীমতী ও শ্রীনারায়ণীদেবী-নাম্নী দুই কন্যার সহিত শ্রীল বীরভদ্রপ্রভুর বিবাহ হইয়াছিল। এ বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়।

রাঢ়দেশ—বঙ্গের যে অংশের উত্তরে ও পূর্বে গঙ্গা, দক্ষিণে ওড়িষ্যা এবং পশ্চিমে দারকেশ্বর, অধুনা বাঙ্গালার যে অংশ গঙ্গার পশ্চিমে অবস্থিত। রাঢ়ের প্রাচীন নাম—সুহ্ম, প্রাঠদেশ, বৌদ্ধযুগে রাঠ = রাঢ়। 'উত্তররাঢ়'—বর্দ্ধমান ও কালনার উত্তর দিকে অবস্থিত এবং উহার দক্ষিণ দিকের ভূখণ্ডকে 'দক্ষিণ রাঢ়' বলে।

অতি প্রসিদ্ধ স্থান—১) একচক্রা (শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-স্থান)

২) বর্ধমান জেলায় কুলীনগ্রাম (শ্রীরামানন্দ বসু)

৩) শ্রীখণ্ড (শ্রীনরহরি, মুকুন্দ, চিরঞ্জীব প্রভৃতি)

৪) অগ্রদ্বীপ (শ্রীগোবিন্দ ঘোষের শ্রীপাট) ইত্যাদি

রাণারণজিৎসিংগড় বা গড়বাড়ী—হুগলী জেলায় আরামবাগ সাবডিভিসনে। কাছারী হইতে দুই মাইল পূর্বে বয়ড়া পরগণায়।

'শ্রীচৈতন্যপারিষদ-জন্মনিরূপণ', 'রস্‌কদম্বলতা' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা গৌরভক্ত শ্রীজয়কৃষ্ণ দাসের জন্মভূমি। ঐ সকল গ্রন্থ ২৬০।২৭০ বৎসর পূর্বে রচিত।

রাণীহাটী—মেদিনীপুর জিলার পরগণা-বিশেষ। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর লীলাক্ষেত্র। তৎপ্রবর্তিত সুরকেও এই কারণে 'রেণেটী' সুর বলা হয়।

রাদ্রপুর—শ্রীনবদ্বীপান্তর্গত 'রুদ্রদ্বীপ'।

রাধাকুণ্ড—ব্রজের মুকুটমণি স্থান। শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃতে মাহাত্ম্যাদি দ্রষ্টব্য। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মহাতীর্থ; শ্রীবৃন্দাবনীয় যাবতীয় মন্দিরাদি এস্থানেও বিদ্যমান। অত্রত্য প্রসিদ্ধ ঘাট—শ্রীগোবিন্দঘাট, মানসপাবনঘাট, পঞ্চপাণ্ডব-ঘাট, শ্রীরাধাবল্লভঘাট, অষ্টসখীর ঘাট, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপনিবেশঘাট, মদনমোহনঘাট, সঙ্গমঘাট, ঝুলনবটের ঘাট, এবং শ্রীমা জাহ্নবীঘাট, গয়াঘাট। সমাধিস্থান—শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর চিতাসমাজ একত্র এবং শ্রীকুণ্ডের উত্তরতীরে

শ্রীদাস গোস্বামীর পুষ্পসমাধি। শ্রীকুণ্ডের দক্ষিণে শ্রীল রাজেন্দ্র গোস্বামীর সমাধি। ২ রামকেলিতে অবস্থিত (ভক্তি ১৬০৪)।

রাধানগর—(মুর্শিদাবাদ) বুধুরির নিকট। শ্রীল বংশীবদনের পৌত্র রামচন্দ্র ঠাকুরের বাস ছিল। ২ মেদিনীপুরে, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর লীলা-ক্ষেত্র। (রঃ মঃ দক্ষিণ ১১।৩০)। ৩ হুগলী জেলায় খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট। শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের শিষ্য যদু হালদারের শ্রীপাট। ইঁহার সেবিত শ্রীবিগ্রহ বর্ত্তমানে শ্রীল অভি-রাম ঠাকুরের শ্রীপাটে সেবিত হইতেছেন।

রাধানগরে সর্বাধিকারী মহাশয়দের পূর্ব-পুরুষগণের স্থাপিত শ্রীরাধাবল্লভজীউ ও শ্রীশাল-গ্রাম আছেন। শ্রীল অভিরাম ঐ শিলাকে প্রণাম করেন, কিন্তু তাহাতে ঐ শিলা ভগ্ন না হইয়া শীতল হন। সেই হইতে উহার নাম 'শীতলানন্দ' হইয়াছে।

রাধানগরে পূর্বে রত্নগর্ভ আগমবাগীশ-নামক একজন তান্ত্রিক সাধু ছিলেন। প্রান্তর-মধ্যে ত্রিকোণ গৃহে কালী ও পঞ্চমুণ্ডী আসন এখনও আছে।

এই রাধানগরে শ্রীরামমোহন রায়ের জন্ম। ইহার জন্মস্থানে একটি তুলসীমঞ্চ আছে ও তাঁহাদের কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বরের ভগ্ন দোল মঞ্চ আছে। রাজা রামমোহন রায়ের প্রপিতামহ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার পিতৃ-দেবও ভক্তই ছিলেন। রামমোহন রায়ের মাতৃ-দেবী শ্রীমতি ফুলঠাকুরাণী শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের মার্জন করিতেন। বিষয়কর্ম দেখিবার সময় কুলদেবতা শ্রীরাধাগোবিন্দের সম্মুখে বসিয়া কার্য্য করিতেন।

রাধাস্থলী—ব্রজে, শ্রীরাধার রাজ্যাভিষেক-স্থান 'উমরাও'।

রাভেল—ব্রজে, লৌহবনের দক্ষিণে, যমুনা-তীরবর্তী, শ্রীরাধার জন্মস্থান।

রামকুণ্ড—ব্রজে সাঁখীগ্রামান্তর্গত 'রাম-তলাও'।

রামকেলী—মালদহ জেলায়। মালদহ ষ্টেশনে নামিয়া সহর হইতে ২॥০ ক্রোশ দূরে। প্রাচীন গৌড়ের নিকট। রামকেলী তীর্থ পিয়াস-বাড়ী ডাক বাংলার পশ্চিম দিয়া যাইতে হয়। ইহা গৌড়ের রাজধানী। সুলতান বারবক সাহের সময়ে (১৪৬৮-৭৪ খৃঃ) শ্রীল সনাতন প্রভুর পিতামহ শ্রীমুকুন্দদেব রাজসরকারের উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। বাক্‌লাচন্দ্রদ্বীপে তাঁহার পুত্র কুমারদেবের পরলোক গমন হইলে তিনি পৌত্র শ্রীরূপ-সনাতন প্রভৃতিকে রাজধানীর নিকটে উক্ত রামকেলিতে তাঁহার বাসস্থানে লইয়া আসেন। এই স্থানে শ্রীবল্লভ বা অনুপম প্রভুর পুত্র শ্রীজীব প্রভুর জন্ম হয়। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পূর্বপুরুষ শ্রীনৃসিংহ ওঝাও এস্থানে বাস করিতেন।

রামকেলির উত্তরভাগে সনাতন দীঘি, উহার পশ্চিম ধারে শ্রীল সনাতন প্রভুর আবাসবাটি ছিল। এক্ষণে তাহাকে বড়বাড়ী বলে।

হোসেন সার সোণা মসজিদের উত্তর দিকে শ্রীরূপকৃত রূপসাগরের ইষ্টক-রচিত সোপানাবলি এখনও আছে। উহার পূর্ব দিকে শ্রীরূপের আবাস ছিল। ঐ রূপসাগরের পশ্চিম দিকে শ্রীবল্লভ প্রভুর বাড়ী ছিল। বর্ত্তমানে তাহাকে 'খরখবি' বলে। রামকেলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু আগমন করিয়া যে স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেস্থানে এখনও সেই তমাল ও কেলিকদম্ব বৃক্ষ আছে। বৃক্ষ-

তলের উপরে উচ্চ বেদীতে প্রভুর শ্রীচরণযুক্ত একখানি প্রস্তর আছে। উহার পার্শ্বে একটি মন্দিরে শ্রীনিতাইগৌর ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি আছেন।

শ্রীল সনাতন-প্রভুকে শেখ হবু নামক যে কারাধ্যক্ষ কারামুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার আবাসবাটীর ভগ্নাবশেষ গৌড়ের একাংশে ইলিং-সহর গ্রামে আছে।

হোসেন সার হিন্দু কর্ম্মচারী :—

১। কেশব বসু খাঁ—গৌড়ের কোতয়াল বা নগরপাল।

২। গোপীনাথ বসু পুরন্দর খাঁ—উজির।

৩। শ্রীল সনাতন প্রভু (দবির) খাস—প্রাইভেট সেক্রেটারী।

৪। শ্রীরূপ-প্রভু (সাকরমল্লিক)—রাজস্ব বিভাগের কর্তা।

৫। শ্রীবল্লভ মল্লিক—টাঁকশালের অধ্যক্ষ।

৬। শ্রীমুকুন্দ কবিরাজ—রাজ-চিকিৎসক।

গৌড়ে হিন্দু-কীর্ত্তির চিহ্নাদি :—

দেওয়ানী আদালতের উত্তরে বাজার, ইহার উত্তরে নুটুক্ষেপার আশ্রম।

পিয়াসবাড়ী দীঘি—এক মাইল বেষ্টনযুক্ত। ডাকবাংলার ৮ মাইলের সন্নিকট।

ছোটসাগর দীঘি—হিন্দুযুগের খৃঃ ১৬শ শতাব্দীতে, ইহার নিকট ধনপতি সদাগর ও চাঁদ সদাগরের বাটী ছিল।

৩ পিয়াসবাড়ীর উত্তর-পশ্চিমে কিছু দূরে ভাগীরথীর পূর্বপারে ফুলবাড়ী-নামক স্থানে প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ। ইহা বল্লাল সেন-কৃত।

৪। এই দুর্গের ৪ মাইল দূরে উত্তর দিকে বল্লাল বাড়ী নামক স্থানে ইংলিস বাজারের নিকট হিন্দুরাজত্ব-কালের রাজপ্রাসাদের স্তূপ আছে। এই স্থানে বড়সাগর দীঘি। সাদুল্লাপুরের গঙ্গা-স্নানের প্রাচীন ঘাট ও বল্লাল বাড়ীর স্তূপ আছে। কাহারও মতে এই দীঘি বল্লালসেন-কৃত এবং কাহারও মতে উহা লক্ষ্মণ সেন ১১২৬ খৃঃ খনন করেন। উহা এক মাইল দীর্ঘ ও অর্দ্ধ মাইল প্রস্থ।

৫। সাগর দীঘির এক মাইল পশ্চিমে সাদুল্লা-পুরের প্রাচীন গঙ্গাস্নানের ঘাট। ঘাটের উপরে বাজারের কাছে বৃহৎ বটবৃক্ষ। তাহার অদূরে একটি শিবমন্দির। মুসলমানযুগে কোন হিন্দু গৌড়ের মধ্যে কোনস্থানে এই শিবলিঙ্গ-পূজা ভিন্ন আর কোনস্থানে পূজা ও ধর্ম্মকর্ম করিতে পারিত না। মুসলমানগণের এই আদেশ ছিল।

৬। লোটন মসজিদ হইতে একক্রোশ দূরে বল্লাল দীঘির কাছে মহদিপুরের খালের উপরে যে প্রাচীন সাঁকো আছে, তাহার প্রান্তভাগে ২টি শিলায় সংস্কৃত অক্ষরে কতকগুলি ছত্র লিখিত আছে। উহা পাঠ করা কষ্টকর।

৭। বড়সাগর দীঘির আধ মাইল দূরে উত্তর পশ্চিমে কমলবাড়ী নামক স্থানে গৌড়ের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রীগৌড়েশ্বরী দেবীর মন্দির আছে। এই স্থান 'দ্বারবাসিনী'- নামে খ্যাত।

৮। পিয়াসবাড়ীর ডাকবাংলা ছাড়াইয়া কিঞ্চিৎ দূরে দক্ষিণ দিকে গৌড়ের রামকেলি পল্লী।

এই স্থানে বাঁধা রাস্তার দক্ষিণ দিকে শ্যামকুণ্ড ও উহার উত্তরে রাধাকুণ্ড নামক ক্ষুদ্র পুষ্করিণীদ্বয়। রাধাকুণ্ডের পূর্ব দিকে সুরভীকুণ্ড ও সরকারী রাস্তার দক্ষিণে রঙ্গদেবীকুণ্ড, তাহার দক্ষিণ-পূর্বে ইন্দুরেখাকুণ্ড।

৯। কেলিকদম্বতলা—

ভূমি হইতে তিন হাত উচ্চ বেদী। বেদীর মধ্যস্থলে প্রাচীন তমালবৃক্ষ ও উহার দুই পাশে কেলিকদম্ব বৃক্ষ। এই স্থানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

১০। বেদীর নিকটেই শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমদনমোহন মন্দির।

১১। উক্ত বেদী ছাড়াইয়া দক্ষিণ দিকে যাইতে দক্ষিণে ললিতাকুণ্ড, পরে বিশাখাকুণ্ড। ইহার দক্ষিণে কিয়দ্দূরে রূপসাগর দীঘি। ইহার ঘাটের বাম পার্শ্বে প্রস্তরফলকে লিখিত আছে--- সন ১২৮৬ ; ৩২ জ্যৈষ্ঠ।

১২। উক্ত দীঘির পূর্বদিকে গেরদা-নামক স্থানে শ্রীরূপ গোস্বামী-প্রভুর বাটী ছিল।

১৩। রামকেলিতে শ্রীসনাতন গোস্বামী-কৃত সনাতনসাগর নামে একটি জলাশয় আছে।

১৪। ভাগীরথীর প্রাচীন খাতের পূর্বাংশে বাইশগজি দেওয়াল ও দুর্গমধ্যে হাবলীবাস রাজ-প্রাসাদ। এক্ষণে ঐ স্থান ব্যাঘ্র ও বন্য শূকরের আবাসভূমি। এই রাজপ্রাসাদের বাহিরে উত্তর-পূর্ব দিকে হোসেন সার ও তৎপুত্র নসরৎ সার কবর ছিল। উহাকে বাঙ্গালীকোট বলে। বর্ত্তমানে হোসেন সার কবরের চিহ্নমাত্র নাই।

১৫। কদমরসুলের বাটীর উঠনের উত্তরদিকে একটি গম্বুজ-বিশিষ্ট মসজিদের গর্ভগৃহে মধ্যস্থানের বেদীতে কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ কষ্টি-পাথরের নির্মিত যুগল-পদচিহ্ন আছে উহার পরিমাণ—১১ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৫½ ইঞ্চি প্রস্থ, ৪½ ইঞ্চি স্থূল। মুসলমানগণ ইহাকে মহম্মদের পদচিহ্ন বলিয়া পূজা করে এবং হিন্দুগণ শ্রীগৌরাঙ্গের পদচিহ্ন বলিয়া পূজা করেন। ঐ মসজিদের মধ্যের দ্বারের ললাটে কষ্টিপাথরের ফলকে লিখিত আছে (অনুবাদ) :—

এই মসজিদ নসরৎ সাহ (হোসেন্ সার পুত্র) ৯৩৭ হিজরীতে (১৫৫০ খৃঃ) নির্মাণ করে।

গৌড়ে বাইশগজি প্রাচীরের বাহিরে চিকা মসজিদ নামক স্থান। উহাই শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বন্দিশালা।

১৬। লোহাগড়া—নামক স্থানে সুড়ঙ্গের মধ্যে পাতালচণ্ডী দেবী ছিলেন। বর্তমানে বিগ্রহ নাই। সুড়ঙ্গের চিহ্ন আছে। এই স্থান মহারাজ-পুর হইতে এক মাইল পশ্চিম দিকে।

১৭। বড় সাগরদীঘির উত্তর পাড়ে অশ্বথ বৃক্ষের কাণ্ডের মধ্যে ১টি ৭.৮ হাত দীর্ঘ প্রস্তর প্রবিষ্ট আছে, উহার দুই দিকে চন্দ্র ও সূর্য্য খোদিত। এই স্থানকে 'হরির ধাম' বলে।

১৮। এই হরির ধামের পশ্চিমে ১ মাইল দূরে চণ্ডীপুরের পারে দ্বারবাসিনী দুর্গাদেবী আছেন। অশ্বথ বৃক্ষতলে কয়েকটি শিলাখণ্ড-মধ্যে একটি শিলাচক্র—দুর্গাদেবী। এখানে বৈশাখ মাসের শনি-মঙ্গলবারে হিন্দু মুসলমানে পূজা করেন।

১৯। রামনগর কাছারী বাড়ী হইতে এক ক্রোশ দক্ষিণে জহরাবাসিনী দেবীর স্থান আছে। ইহা একটি মৃন্ময় স্ত্রী-মুণ্ড। দেবীর গৃহ মহানন্দা নদীর পশ্চিম পাড়ে।

২০। ইংলিশ বাজারের উত্তর দিকের প্রান্ত-ভাগে মনস্কামনা রোড। এই রোড হইতে গয়েসপুর রোড বাহির হইয়াছে। সামান্য দূরে গয়েসপুর। এই এই গয়েসপুর শ্রীচেতন্য মহাপ্রভু কেশবছত্রীর গৃহে পদার্পন করিয়াছিলেন।

এস্থানে বীরভদ্র প্রভুর মধ্যম পুত্র শ্রীরামকৃষ্ণের গাদি আছে। এই গয়েসপুর গ্রামের আমবাগানে

শ্রীল বীরভদ্র প্রভু কেশবছত্রীর পুত্র দুর্লভছত্রীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানের নিকটেই মনস্কামনা শিবের মন্দির।

২১। ঐ শিবমন্দির ছাড়াইয়া কিছুদূরে রাজমহল রোডে বল্লাল বাড়ী ও বল্লালগড়। ইহা সেন রাজাদের রাজপ্রাসাদ ছিল। বল্লালের রাজত্বকাল —১১৬৯ খৃঃ।

২২। পিরোজপুরের মিঞা সাহেবের আরবি দলিলে দেবনাগর অক্ষরে লিখিত আছে—"গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক শ্রীল শ্রীযুক্ত সনাতন দবির খাস" এবং কদম রসুল দরগার দলিলে নাগরী অক্ষরে সনাতন প্রভুর স্বাক্ষর আছে—"শ্রীসনাতন দবির খাস।"

রামগয়া—গয়াধামে অবস্থিত তীর্থবিশেষ। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈঃ ভাঃ আদি ১৭।৬৮)।

রামঘাট—(উবে) ব্রজে, খেলণ বনের দুই মাইল পূর্বে, যমুনা-তীরে শ্রীবলদেবের রাসস্থলী।

রামনগর—দাক্ষিণাত্যে। শ্রীমহাপ্রভুর ভক্ত শ্রীরাঘব পণ্ডিত গোস্বামীর জন্মস্থান। ইনি পাণি-হাটীর রাঘব পণ্ডিত হইতে ভিন্ন গিরিগোবর্দ্ধনে ভজন করিতেন। যেস্থানে ভজন করিতেন, তাহার নাম—'রাঘবের গোফা'। ইনি 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্ন-প্রকাশ' গ্রন্থ রচনা করেন।

রামপুর—পদ্মাতীরে, শ্রীল রঘুনাথ ভট্টের পিতা তপন মিশ্রের বাস ছিল। তপন মিশ্র পরে কাশী-বাসী হন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন-যাত্রাকালে ও তথা হইতে আগমন সময়ে ইঁহার গৃহে অবস্থান করিয়া-ছিলেন।

রামবট—নবদ্বীপে মাউগাছি অন্তর্গত, এক্ষণে স্থাণ লুপ্ত (ভক্তি ১২।৫৯৩)।

রামাই আনন্দকোল গ্রাম—উড়িষ্যা, যাজ-পুরের নিকট। এই স্থানে রায় রামানন্দের বংশ-ধরগণের বাস। ভ্রাতা বাণীনাথের পৌত্র গোবিন্দ কটকে রাজধানী করেন। তাহার পর বংশধর-গণের কেহ কেহ বঙ্গদেশ বর্দ্ধমান অঞ্চলে গিয়া বাস করেন।

রামেশ্বর (সেতুবন্ধ)—শ্রীগৌরনিত্যানন্দ পদাঙ্কপূত ভূমি (চৈঃ চঃ মধ্য ১।১২৬, ৯।২০০; চৈঃ ভাঃ আদি ৯।১৯৫)। পম্বম্ বন্দর হইতে চারি মাইল উত্তরে রামেশ্বর মন্দির। ধনুষ্কোটি তীর্থ তত্রত্য চব্বিশ তীর্থের অন্যতম, রামেশ্বর হইতে ১২ মাইল দক্ষিণ পূর্বে এবং S.I.R line এর শেষ ষ্টেশন রামনাদের নিকট—রামেশ্বরম্ ষ্টেশন।

রায়পুর—(মুর্শিদাবাদ) গোয়াস পরগণায়। শ্রীনিবাসশিষ্য শ্রীনরনারায়ণ চৌধুরীর শ্রীপাট। শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর সেবা।

রাল—ব্রজে, সটিঘরা হইতে পশ্চিমে অবস্থিত। গ্রামের পশ্চিমে শ্রীবলরাম কুণ্ড—তৎপশ্চিমে শ্রীবলদেব।

রাসস্থলী—ব্রজে, গোবর্দ্ধনে এবং পরাসলী গ্রামে বসন্ত-রাস-স্থান (ভক্তি ৫।৬২৩, ১৬২৩-২৪)।

রাসোলী—ব্রজে, চরণপাহাড়ী ও কোটবনের মধ্যবর্ত্তী, শারদীয় রাসলীলার স্থান।

রিঠোর—ব্রজে, সঙ্কেতের দেড় মাইল পশ্চিমে, শ্রীচন্দ্রভানুর গ্রাম। শ্রীচন্দ্রাবলীর জন্মস্থান।

রুকুনপুর—নদীয়া জেল। পাটুলী ষ্টেশন হইতে পূর্ব তিন ক্রোশ। গঙ্গার পরপারে। রাজা কৃষ্ণদাসের পুত্র শ্রীনবনী হোরের শ্রীপাট। কৃষ্ণদাসের রাজ্য গঙ্গাতীরে বড়গাছিতে ছিল। উহাকে 'কালশিরা খাল' বলে। সীমন্ত দ্বীপের এক প্রান্তে এই রুকুনপুর। ইহা শ্রীবলদেব

আগমন করিয়াছিলেন। গর্গসংহিতায় ইহাকে 'রামতীর্থ' বলে। রুকুনপুরে শ্রীশ্রীবসুধা-জাহ্নবা মাতার শ্রীপাট। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বসুধা জাহ্নবাকে বিবাহ করিয়া কিছুদিন এখানে ছিলেন। শুনা যায়—ঐ শ্রীপাটে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কাষ্ঠপাদুকা রক্ষিত আছে। ভদ্রসেন ও অনন্ত ঠাকুরের বাসস্থান (?)।

২ মুর্শিদাবাদ জেলায়। বহরমপুর হইতে পাটকাবাড়ী বাসে হরিহরপাড়ায় নামিয়া দুই মাইল দক্ষিণে। এখানে শ্রীশ্রীবলরামজীউর সেবা আছেন। ইহা কালনার শ্রীল হৃদয়চৈতন্য প্রভুর শিষ্যধারার শ্রীপাট।

রুদ্রকুণ্ড—(হরজি কুণ্ড) ব্রজে, গিরিরাজের উপরিস্থ মহাদেবের কৃষ্ণধ্যান-স্থান। [চৈঃ মঃ শেষ ২।২৩৮]।

রুদ্রদ্বীপ—(রাতুপুর) নবদ্বীপান্তর্গত অন্যতম দ্বীপ।

রেণুকা—আগরার নিকটবর্ত্তী গ্রাম—এস্থানে শ্রীপরশুরামের আবির্ভাব হয়। শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত স্থান (চৈঃ মঃ শেষ ২।৪০)।

রেবা—নর্মদা নদী। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিতা (চৈঃ ভাঃ আদি ৯।১৫১)।

রেমুণা—বালেশ্বর ষ্টেশন হইতে তিন ক্রোশ দূরে। মহাপ্রভু ও তাহার গণ শ্রীপুরীতে গমন-কালে এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্দির বহু প্রাচীন কালের মন্দির মধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত তিনটি শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ। মধ্যস্থানে শ্রীশ্রীগোপীনাথ -জীউ। দুই পার্শ্বে শ্রীমদনমোহন ও শ্রীবংশীধর বিগ্রহ। প্রবাদ—এই মূর্ত্তি চিত্রকূট পর্বতে ছিলেন, পুরীর রাজা লাঙ্গুলী নৃসিংহদেব ৭।৮ শত বৎসর পূর্বে সেখান হইতে আনিয়া রেমুণায় প্রতিষ্ঠা করেন। আরও প্রবাদ শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীসহ লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে জানকী পুষ্পবতী হইলে চারিদিবস রেমুনায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। চতুর্থ দিবসে মাতার স্নানের জন্য শ্রীরাম ৭টী শর নিক্ষেপ করত পবিত্র বারির স্রোত সৃষ্টি করেন। মা জানকী তাহাতে অবগাহন করিয়াছিলেন। এজন্য ঐ নদীর নাম 'সপ্তশরা' হয়। মন্দির হইতে সামান্য দূরে একটি অতীব ক্ষুদ্র স্রোতকে সাধারণে ঐ নদী নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

উহার কিছুদূরে একটি বাঁধান ঘাটযুক্ত পুষ্করিণীর ধারে একটি মন্দিরে গর্গেশ্বর-নামক শিবলিঙ্গ আছেন। উহাও প্রাচীন কালের। প্রবাদ—দ্বাপর যুগে বাণেশ্বরে (বর্ত্তমান বালেশ্বরে) বাণাসুর নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। উহার কন্যার নাম উষা। শ্রীকৃষ্ণপুত্র অনিরুদ্ধ উষাকে হরণ করিয়াছিলেন। উষামেঢ় নামক স্থানে উষার প্রাসাদ ছিল বলিয়া লোকে দেখাইয়া থাকে। বাণেশ্বর উড়িষ্যার একটী জেলা ও মহকুমা, সমুদ্রতীর হইতে ৪ ক্রোশ দূরে।

বাণেশ্বর ৪টি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রেমুণাতে উক্ত গর্গেশ্বর, বালেশ্বর সহরে ঝাড়েশ্বর, বাণেশ্বর ও মণিনাগেশ্বর এ দুটি শিব বাণেশ্বর হইতে ৩।৪ ক্রোশ দূরে বিভিন্ন দিকে অবস্থিত। বাণাসুর প্রত্যহ এই ৪টী শিবলিঙ্গ পূজা করিতেন।

পুরীতেও জগন্নাথ মন্দিরে এক ক্ষীরচোরা গোপীনাথ বিগ্রহ আছেন। তাহার মূল বিগ্রহ রেমুণাতে। রেমুণাতে একটি গ্রামাদেবী আছেন। তাঁহার নাম—রামচণ্ডী। প্রবাদ—শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী এই দেবীকে পূজা করিয়াছিলেন।

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী এস্থানে দেহরক্ষা করেন— সমাধি আছে। (ভারতবর্ষ ১৩৩০। কার্ত্তিক)

রেয়াঁপুর— মুর্শিদাবাদে ভাগীরী-তীরে। জঙ্গীপুর সাবডিভিসন, শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী বা ঘনশ্যাম দাসের পিতা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য ছিলেন। নরহরি ভক্তিরত্নাকর নরোত্তমবিলাস, গৌরচরিত-চিন্তামণি, পদ্ধতি-প্রকাশ, অনুরাগবল্লী, গীতচন্দ্রোদয় প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য জগন্নাথ বিপ্রের ও ইহার পুত্র ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থপ্রণেতা নরহরির শ্রীপাট।

রোহিনী— (বা রয়ণিগ্রাম) মেদিনীপুর, থানা গোপীবল্লভপুর। সুবর্ণরেখা ও দোলঙ্গ নদীর সংযোগ-স্থানে। রোহিনী গ্রাম বর্ত্তমানে মৌভাণ্ডার পরগণা ও ময়ূরভঞ্জ রাজার জমিদারী-ভুক্ত। এই স্থানে শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীল রসিকানন্দের (বা রসিকমুরারির) জন্মস্থান। রয়ণি হইতে ৪।৫ মাইল দূরে ধারেন্দা গ্রাম। এই গ্রামে রসিকমঙ্গল গ্রন্থ-রচয়িতা শ্রীগোপীবল্লভ দাসের বাড়ী।

রোহিনী কুণ্ড—ব্রজে, কাম্যবনের অন্তঃপাতী (ভক্তি ৫।৮৮০)।

[ল]

লক্ষ্মীকুণ্ড—ব্রজে কাম্যবনে অবস্থিত (ভক্তি ৫।৮৮২)।

ললাপুর—মথুরায় বৈঠান হইতে বায়ুকোণে অবস্থিত।

ললিতপুর—নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুরে যাইবার পথমধ্যে ঐ গ্রাম, গঙ্গার ধারে মুলুকগ্রামের নিকটে 'নলেপুর'।

"মধ্যপথে গঙ্গার সমীপে এক গ্রাম।
মুল্লুকের কাছে সে 'ললিতপুর' নাম॥"
(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৯।৪২)।

এই স্থানে জনৈক বামাচারী মদ্যপের গৃহে শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আগমন করিয়াছিলেন।

ললিতাকুণ্ড—ব্রজে, শ্রীরাধাকুণ্ডে, ২ কাম্যবনে অবস্থিত (ভক্তি ৫।৮৬২); ৩ নন্দগ্রামে (ঐ ৫।৯৬৪)। ৪ রামকেলিতে।

লাঙ্গলবন্ধ—ঢাকা ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাতের তীরে। ঐ তীর্থে পরশুরাম মাতৃহত্যা-জনিত এবং শ্রীবলদেব ব্রহ্মহত্যাজনিত দোষ হইতে মুক্ত হন। পঞ্চমী ঘাটে পঞ্চ পাণ্ডব স্নান করিয়াছিলেন।

লাড়িলী কুণ্ড—ব্রজে, যাবটে অবস্থিত ললিতা-কর্ত্তৃক সঙ্গোপনে রাইকানু-মিলনস্থান।

লালপুর—ব্রজে, দইগাঁয়ের দেড় মাইল পশ্চিমে।

লুক্‌লুকানী—ব্রজে, কাম্যবনে অবস্থিত 'মিচলীকুণ্ড'।

লুধৌলী—মথুরায় কামাইকরালার উত্তরে—শ্রীললিতা সখীর দ্বিতীয় বাসস্থান (ভক্তি ৫।১১৯৯)।

লোধনা—(বাঁকুড়া) B.N.R. ষ্টেশন ভেদোশোল হইতে ২॥ মাইল দক্ষিণে। শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর বিগ্রহ ও শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা—শ্রীনিবাসাচার্য্য-শাখার প্রতিষ্ঠিত।

লোহবন—ব্রজমণ্ডলস্থ যমুনাতীরবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণ-লীলাস্থান।

[শ]

শকটা গ্রাম—ব্রজে, শকটারোহণের স্থান।

শক্রতীর্থ—ব্রজে, অন্নকূট গ্রামের নিকটে ইন্দ্র-নির্মিত কুণ্ড (গোবিন্দকুণ্ড)।

শক্রস্থান—(শকরোয়া) গোবর্দ্ধনের নিকটে অবস্থিত, ব্রজে বৃষ্টিকারী ইন্দ্রের ভীতিস্থান।

শঙ্খনগর—(শঙ্খনগর) সপ্তগ্রাম ৭টি গ্রামের মধ্যে ইহাও একটি ; মগরার নিকট সরস্বতী নদীর তীরে। শ্রীল রঘুনাথ দাসের জ্ঞাতি খুড়া শ্রীল কালিদাসের শ্রীপাট। অধুনা অরণ্যে পরিণত। ইঁহার সেবিত বিগ্রহ শ্রীরাধাগোবিন্দদেব (ত্রিবেণী) হাঁসপাতালের নিকট মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে নীত হন। তৎপরে তিনি বা তাঁহার স্ত্রী ঐ শ্রীবিগ্রহকে ত্রিবেণী ঘাটের পাণ্ডাঠাকুরকে দিয়াছেন।

শাকরীখোর—মথুরামণ্ডলে বরসানায় অবস্থিত, দুই পর্বতের মধ্যবর্ত্তী সংকীর্ণ রাস্তা। ভাদ্রী শুক্লা ত্রয়োদশীতে এস্থানে 'দধিলুণ্ঠনলীলা' এবং 'বুড়ীলীলা' হয়।

শাঁখি—ব্রজে, সাহারের দুই মাইল উত্তরে, শঙ্খচূড়বধের স্থান।

শান্তনুকুণ্ড—মথুরার আড়াই মাইল পশ্চিমে। শান্তনু রাজার পুত্র-কামনায় সূর্য্যারাধনার স্থল।

শান্তিনগর—নদীয়া জেলায় শান্তিপুর—শ্রীঅদ্বৈতালয় (চৈঃ মঃ শেষ ৩।৫৭)।

শান্তিপুর—নদীয়া জেলায় E. I. Ry Ranaghat junction হইতে রেলপথে শান্তিপুর ষ্টেশন, সহর—এক ক্রোশ দূরে। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীহর্ষ ও গোপালাচার্য্যের শ্রীপাট।

১। এই বংশের শ্রীরাঘবেন্দ্র প্রভু শান্তিপুরের বড় বাড়ীর আদি পুরুষ। এই বাড়ীতে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শ্রীনৃসিংহ শিলা ও শ্রীমদনগোপাল আছেন।

২। ঘনশ্যাম প্রভু—মধ্যবাড়ীর।

৩। রামেশ্বর প্রভু ছোটবাড়ীর।

শ্রীঅদ্বৈত-পৌত্র (বলরামের পুত্র) মথুরেশ গোস্বামী শ্রীসীতানাথ-সেবা প্রতিষ্ঠিত করেন। উহাকে 'ছোট গোঁসাইয়ের বা সীতানাথের বাড়ী, বলে। বলরাম মিশ্র প্রভুর অন্যতম বংশধর শ্রীদেবকীনন্দন প্রভু হইতে "আতা বলিয়া বাড়ী" ও মুকুন্দানন্দ হইতে 'পাগলাবাড়ী' বলিয়া খ্যাত। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সেবিত শ্রীনৃসিংহচক্র শিলা এবং শ্রীশ্রীরাধামদন গোপালের আলেখ্য একখানি ছিলেন। চিত্রপটখানি অতীব জীর্ণ ও বিসর্জনোপযোগী হইলে প্রভুর পুত্র-পৌত্রগণ তৎস্থলে দারুময় শ্রীশ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ শান্তিপুরে স্থাপন করেন। উহা শ্রীল বলরাম মিশ্রের বংশীয়গণের সেবায় আছেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রপিতামহ শ্রীল নরসিংহ মিশ্র ১২৯১ শকে শান্তিপুরে বাস করেন। বহু পূর্বে শান্তিপুরের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে গঙ্গাদেবী প্রবাহিত হইতেন।

শান্তিপুরে দর্শনীয় :-

১। জলেশ্বর মন্দির ২। শ্রীশ্যামচাঁদ-মন্দির ৩। পঞ্চরত্ন মন্দির, ৪। শ্রীকালাচাঁদ মন্দির ও ৫। শ্রীগোকুলচাঁদ মন্দির—রাজা রামকৃষ্ণের মাতা-কর্ত্তৃক ১৭৪০ শকে নির্মিত হয়। বহুপূর্বে শান্তিপুর তন্ত্রপ্রধান দেশ ছিল। প্রচণ্ডদেব নামে এক রাজা ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পর হইতে ঐ স্থানে বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুদয় হয়। শান্তিপুর বাজার ছাড়াইয়া শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামির জন্মস্থান। শান্তিপুরের রাসযাত্রা প্রসিদ্ধ উৎসব। এই স্থানে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কর্ত্তৃক গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনী বিরাটভাবে হইয়াছিল। উড়িয়া গোস্বামী বংশের এখানে বাস আছে। ইঁহারা শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের ধারা—শ্রীগোপাল গুরুর বংশ।

শালিগ্রাম—(নদীয়া জিলায়) বাহিরগাছির

নিকট। ধর্মদহের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে। শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিত, শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ও কংসারি মিশ্র প্রভৃতির আবির্ভাব-স্থান। এই স্থানে কংসারি মিশ্রের জ্ঞাতিগণ বাস করেন।

শাবলগ্রাম—(?)শ্রীনন্দাই পণ্ডিতের বাস।

শিকারীপাড়া—(ঢাকা) নবাবগঞ্জের অন্তর্গত। শ্রীশ্রীননীলাল বিগ্রহ। এই শ্রীবিগ্রহ কামতা-পুরের রাজা নীলাম্বরের ছিলেন। নীলাম্বর মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং তাহার ভক্ত ছিলেন। দৈবক্রমে হোসেন সাহা কর্ত্তৃক বন্দী হন ও রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়। ঐ সময় হইতে শ্রীবিগ্রহ অরণ্যমধ্যে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ ডাকাত ভবানী পাঠক অরণ্যমধ্য হইতে উক্ত বিগ্রহকে উদ্ধার করেন ও সেবা করিতে থাকেন। ভবানী পাঠক অন্তিম সময়ে উক্ত বিগ্রহকে শিকারীপাড়ার ঘোষ বাবুদের হস্তে প্রদান করিয়া যান। তদবধি শ্রীবিগ্রহ ঐ স্থানে সেবিত হইতেছেন।

শিখরভূমি—বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ।

শিঙারকোন - বর্ধমান জেলায়। **E.I.Ry** বৈঁচি ষ্টেশনের ৩।৪ ক্রোশ পূর্ব দিকে। শ্রীল অদ্বৈতপরিবার শ্রীমোহনানন্দ আচার্য্যের শ্রীপাট। ইনি শ্রীঅদ্বৈতশিষ্য শ্রীল শ্যামদাস আচার্য্যের ভ্রাতা ছিলেন। প্রাচীন শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ-জীউ। শ্রীমতী নাই। দোল-পূর্ণিমাতে উৎসব হয়। প্রাচীন কালের একটি তমালবৃক্ষ আছে। ঐ গ্রামে তান্ত্রিকদের তিনটি পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে।

শিঙ্গারবট—ব্রজে, তিলোয়ারের দুই মাইল উত্তরে। এস্থানে সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে শৃঙ্গার করেন এবং শ্রীকৃষ্ণও স্বহস্তে শ্রীরাধার বেশ রচনা করেন। ব্রজের সীমান্ত গ্রাম। ২ শ্রীবৃন্দাবনে প্রাচীন যমুনা-তীরে।

শিবকাঞ্চী—(কঞ্জিভেরাম) 'দক্ষিন কাশী'-নামে খ্যাত। এস্থানে অসংখ্য শিবলিঙ্গ আছে। তন্মধ্যে একাম্বর কৈলাস নাথের মন্দির অতীব প্রাচীন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পদাঙ্ক-পূত (চৈঃ চঃ ম ৯।৬৮, আদি ৯।১১৮)। এস্থানে কামাক্ষী দেবী আছেন। প্রবাদ—একদা পার্বতী দেবী কৌতুক-বশতঃ মহাদেবের চক্ষু আবৃত করিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্ধকারাবৃত হয়; তজ্জন্য মহাদেবের আদেশে দেবী শিবকাঞ্চীতে মন্দির-প্রাঙ্গণে তপস্যা করিতেছেন।

শিবক্ষেত্র—তাঞ্জোরে 'শিবগঙ্গা'-সরোবর বা স্থানীয় বৃহৎ 'বৃহদীশ্বর-শিবমন্দির'। শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত (চৈঃ চঃ ম ৯।৭৮)। ২ তাঞ্জোর সহরের নিকটে তিরুভেট্টরে 'অচলেশ্বর মহাদেবের' মন্দির আছে **S. I. Ry** তাঞ্জোর। ৩ তিনেভেলী নগরের তাম্রপর্ণী নদীর তীরে 'বংশেশ্বর' শিবের মন্দির।

শিবগয়া—গয়াধামে তীর্থবিশেষ, শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাঙ্কপূত (চৈঃ ভাঃ আদি ১৭।৭৫)।

শিবনিবাস—নদীয়া জেলা। সাধকপ্রবর জাফর খাঁর সমাধি আছে। ইনি শিবনিবাসে থাকিয়া পুরীর মন্দিরের অগ্নিকাণ্ড নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন। এই স্থানে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দুইটি শিবমন্দির ও একটি রামসীতার-মন্দির করেন। প্রথম শিবমন্দিরে ১৬৭৬ শক, দ্বিতীয় শিবমন্দিরে ১৬৮৪ শক এবং রামেশ্বর মন্দিরে ১৬৮২ শক লিখিত আছে।

শিবলোক—কৈলাস (চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ২৩।২৪৫)।

শিবাখোর—শ্রীরাধাকুণ্ডের পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। কথিত আছে শিবাখোরে একটি শৃগালীর

মৃত্যু হইলে স্থানপ্রভাবে শ্রীরাধার সখীত্বলাভ করে; তদবধি উহা শ্রীকুণ্ডের শবদাহস্থান হইয়াছে।

শিমুলিয়া—নবদ্বীপান্তর্গত সীমান্তদ্বীপ (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।৩০০)।

শিয়ালী—চিদম্বরমের নিকট সুবিখ্যাত শ্রীমুষ্ণম্ মন্দির। তথায় শ্রীভূবরাহ বিগ্রহ আছেন। চিদম্বরম্ তালুকের অন্তর্গত দক্ষিন আর্কট জেলায় শিয়ালী সন্নিকটে শ্রীভূবরাহদেবই বিরাজমান।

২ শিয়ালী—তাঞ্জোর জিলার ক্ষুদ্র নগর। মাদ্রাজ হইতে ১৬৪ মাইল দূরে। তাঞ্জোর হইতে ৪৮ মাইল উত্তর-পূর্বে। শিবমন্দির ও সরোবর আছে। শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত (চৈঃ চঃ মধ্য ৯।৭৪)। S.I.Ry ষ্টেশন—শিয়ালী।

শী—ব্রজে, পরশোর উত্তর দিকে অবস্থিত গ্রাম (ভক্তি ৫।১১৯১-৯৬)।

শীতলগ্রাম—পূর্ব নাম সিদ্ধলগ্রাম। বর্দ্ধমান কাটোয়া লাইট রেলে কৈচর ষ্টেশন হইতে এক মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে। কাটোয়া হইতে ৯ মাইল। থানা মঙ্গলকোট।

দ্বাদশগোপাল পর্য্যায়ের একতম শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট। ইনি পূর্বলীলায় বসুদাম ছিলেন। চট্টগ্রামের পারগ্রামে ১৪০৬ শকে চৈত্রী শুক্লা পঞ্চমীতে ধনঞ্জয় পণ্ডিতের আবির্ভাব। পিতার নাম শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়; মাতা কালিন্দী দেবী, পত্নীর নাম—হরিপ্রিয়া। ইনি মহাপ্রভুকে যথাসর্বস্ব দান করিয়া ভাণ্ড হাতে লইয়াছিলেন। ইনি বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য নানা-স্থান ভ্রমন করত উক্ত শীতলগ্রামে আসিয়া শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীগোপীনাথবিগ্রহ স্থাপন করেন। শীতলগ্রামের সেবায়েতগণ একটি তুলসীমঞ্চ দেখাইয়া বলেন—ইহাই শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের সমাধি।

আবার মেমারি ষ্টেশনের নিকট সাঁচড়াপাড়া গ্রামে ও জলন্দিগ্রামে ইনি সেবা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এজন্য ঐ স্থানকেও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট বলে। শীতলগ্রামে প্রতি বৎসর ১৪ই মাঘ উৎসব হয়। কান্যকুব্জ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম বেদগর্ভের পুত্র বশিষ্ঠ এই গ্রামখানি আদি-শূরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। এই বংশেই প্রসিদ্ধ ভবদেব ভট্টের জন্ম হয়। ইহার বংশধর-গন এই স্থানে গোষ্ঠীপতি চৌধুরী-নামে খ্যাত।

ভুবনেশ্বর মন্দিরের শিলালিপিতে এই গ্রামের নামাদি লিখিত আছে। উক্ত চৌধুরী-বংশীয়গণই ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাটের সেবায়েত। [শ্রীঅমুল্যধন রায়ভট্ট-প্রণীত 'দ্বাদশ গোপাল' গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরন আছে]।

শীতলাকুণ্ড—ব্রজে, বরসানার অন্তর্গত গহ্বর-বনের নিকটে।

শৃঙ্গবেরপুর—এলাহাবাদ হইতে ১৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গাতীরবর্ত্তী বর্ত্তমান শ্রীনগর। গুহক চণ্ডালের রাজ্য। শ্রীনিত্যানন্দ-পাদপূত [চৈঃ ভাঃ আদি ৯।১২৩]।

শৃঙ্গা বট—শ্রীবৃন্দাবনে যমুনাতীরে, ২ তিলোয়ার গ্রামের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শ্রীরাধার বেশবিন্যাসের স্থান।

শৃঙ্গেরিমঠ—মহীশূরের অন্তর্গত শিমোগা জিলায় এই মঠ অবস্থিত। তুঙ্গভদ্রা নদীর বাম-তটে এবং হরিহরপুরের সাত মাইল দক্ষিনে অবস্থিত। প্রকৃত নাম—ঋষ্যশৃঙ্গগিরি বা শৃঙ্গবের পুরী। এস্থানে দাক্ষিণাত্য-স্থিত শঙ্করাচার্য্যের

প্রধান মঠ অবস্থিত। এই মঠে 'সরস্বতী,' 'ভারতী' ও 'পুরী—এই ত্রিবিধ একদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয়। শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত স্থান (চৈঃ চঃ মধ্য ৯।২৪৪)। **M.S.M.Ry** ষ্টেশন টারিকিয়ার বা শিমোগা।

শেষশায়ী—ব্রজের উত্তর সীমান্ত-স্থান—শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।৬৪)। অনন্তশয্যাশায়ী শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াস্থান—গ্রামের পূর্বে ক্ষীরসাগর।

শোণ—[হাজারিবাগ ও ছোটনাগপুরস্থ পর্বত] মগধ দেশ হইতে নিঃসৃত হইয়া গঙ্গার সহিত দানাপুরের অতি নিকটে মিলিত নদ। ইহার অন্য নাম—'মাগধী'। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈঃ ভাঃ আদি ৯।১২৭)। এই নদে সতীর নিতম্বদেশ পতিত হয়; দেবী—নর্মদা ও ভৈরব—ভদ্রসেন। ৫১ পীঠের অন্যতম।

শৌকরী বটেশ্বর—মথুরামণ্ডলের সীমান্ত স্থান।

শ্যামকুণ্ড—ব্রজে, আরিটগ্রামে এবং অন্যত্র বহু। ২ রামকেলিতে (ভক্তি ১।৬০৪)।

শ্যামঢাক—গিরিরাজের তট হইতে এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত মনোরম বন। এস্থানে শ্যামকুণ্ড আছে। শ্রীবল্লভাচার্য্যমতে যুগলকিশোরের প্রথম ঝুলনলীলার স্থান। নিকটে 'সুগন্ধিশিলা।'

শ্যামরী—ব্রজে, ছাতাইর চারি মাইল অগ্নিকোণে; যূথেশ্বরী শ্যামলার গৃহ। শ্রীরাধার দুর্জয় মান হইলে শ্যামা সখী বেশে শ্রীকৃষ্ণ মনোপশম করেন।

শ্যামরী কিন্নরী—ব্রজে 'নরীসেমরী' গ্রাম দেখুন।

শ্রীকুণ্ড ব্রজে, রাধাকুণ্ডের নামান্তর।

শ্রীখণ্ড (বর্দ্ধমান)—বর্দ্ধমান কাটোয়া রেলের শ্রীখণ্ড ষ্টেশন হইতে শ্রীপাট এক মাইল। ইহা শ্রীশ্রীনরহরি ঠাকুরের শ্রীপাট। শ্রীনরহরি ঠাকুর, শ্রীমুকুন্দ ঠাকুর, শ্রীরঘুনন্দন, চিরঞ্জীব, সুলোচন, দামোদর কবিরাজ, রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দ কবিরাজ, বলরাম দাস, রতিকান্ত, রামগোপাল দাস, পীতাম্বর দাস, শচীনন্দন, জগদানন্দ প্রভৃতি শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের বিরহোৎসবে (অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা দ্বাদশীতে) তত্রত্য বড়ডাঙ্গার মাঠে দিবসত্রয়ব্যাপী বিরাট মেলা ও লোক-সমাগমাদি হইয়া থাকে। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের তিরোভাব—শ্রাবণী শুক্লা চতুর্থী। ১৫৯৭ শকাব্দে লিখিত মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিকের 'চন্দ্রপ্রভায়' আছে—

শ্রীখণ্ড নাম নগরী রাঢ়ে বঙ্গেষু বিশ্রুতা।
সর্বেষামেব বৈদ্যানামাশ্রয়ো যত্র বিদ্যতে॥
যত্র গোষ্ঠীভূতা বৈদ্যা যঃ খণ্ডোঽভূদ্ ভিষক্‌প্রিয়ঃ।
বিশেষতঃ কুলীনানাং সর্বেষামেব বাসভূঃ॥

(১) মধুপুষ্করিণী, (২) শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের গৃহ ও আসন; (৩) বড়ডাঙ্গার ভজন-স্থলী, (৪) শ্রীগোপীনাথ. (৫) শ্রীগৌরাঙ্গ, (৬) শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—শ্রীরঘুনন্দনের পুত্র ঠাকুর কানাই কর্ত্তৃক স্থাপিত, (৭) শ্যামরায়, (৮) মদনগোপাল ও (৯) ভূতনাথ মহাদেব—গ্রাম্য-দেবতা ইত্যাদি দর্শনীয়।

শ্রীজংহ—মেদিনীপুরে (?) শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য রামদাস ও তৎপুত্র দীনশ্যামদাসের জন্মস্থান। [রঃ মঃ পশ্চিম ১৪।৭০]

শ্রীবন—শ্রীযমুনার পূর্বতীরস্থিত বিল্ববন। শ্রীলক্ষ্মীর তপস্যা স্থান ও শ্রীগৌরপদাঙ্ক-পূত ভূমি (চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।৬৭)

শ্রীবৈকুণ্ঠ—আলেয়ার তিরুনগরী হইতে চারি মাইল উত্তরে এবং তিনেভেলী হইতে ষোল মাইল দক্ষিণ-পূর্বে তাম্রপর্ণী নদীর বাম তটে অবস্থিত নগর। শিল্প-নৈপুণ্যযুক্ত মন্দিরে শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ বিদ্যমান। S. I. Ry ব্রাঞ্চ লাইনে তিনেভেলি-তিরুবন্দর ; ষ্টেশন—শ্রীবৈকুণ্ঠম্।

শ্রীরঙ্গম্—(শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজী) ত্রিচিনোপল্লী জিলায়—প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। কুম্ভকোণম্ হইতে ৪।৫ ক্রোশ পশ্চিমে। ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দির। ইহার সাত প্রাকার।

শ্রীরঙ্গমের সাতটী প্রাচীন রাস্তার নাম - ধর্ম্মের পথ ; রাজমহেন্দ্রের পথ ; কুলশেখরের পথ ; আলিনাড়নের পথ ; তিরুবিক্রমের পথ ; মাড়মাড়িগাইসের তিরুবিড়ি পথ এবং অড়ইয়া-বলইন্দানের পথ।

শ্রীরামানুজের শিষ্য—কুরেশ, ইহার পুত্র রামপিল্লাই ; তৎপুত্র বাগ্‌বিজয়ভট্ট ; তৎপুত্র বেদব্যাসভট্ট (সুদর্শনাচার্য্য)। এই সুদর্শনাচার্য্যের সময়ে মুসলমানগণ রঙ্গনাথ-মন্দির আক্রমণ করে এবং বারহাজার শ্রীবৈষ্ণবকে হত্যা করে। ঐ সময়ে শ্রীরঙ্গনাথজীউকে তিরুপতিতে স্থানান্তরিত করা হয়। পরে গোপ্পণাচার্য্য সিংহব্রহ্মে আনয়ন করেন ও তিন বৎসর এস্থানে শ্রীবিগ্রহ বিরাজ করিয়া ১২৯৩শকে পুনরায় শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েন।

রঙ্গনাথ-মন্দিরের প্রাচীরের পূর্ব্বগাত্রে (বেদান্ত-দেশিক-রচিত) একটি শ্লোক আছে ঃ-

আনীয় নীলশৃঙ্গদ্যুতি-রচিত-জগদ্রঞ্জনাদঞ্জনাদ্রেঃ
শ্রেণ্যামারাধ্য কঞ্চিৎ সময়মথ নিহত্যোদ্ধনুষ্কাং-
স্তুলুষ্কান্।
লক্ষ্মী-ক্ষ্মাভ্যামুভাভ্যাং সহ নিজনগরে স্থাপয়ন
রঙ্গনাথম্
সম্যগ্বর্য্যাং সপর্য্যাং পুনরকৃতযশো দর্পণো
গোপ্পণার্য্যঃ॥
বিশ্বেশং রঙ্গরাজং বৃষভগিরিতটাৎ গোপ্পণঃ
ক্ষৌণিদেবো,
নীত্বা স্বাং রাজধানীং নিজবল নিহতোৎসিক্ত-
তৌলুষ্কসৈন্যঃ।
কৃত্বা শ্রীরঙ্গভূমিং কৃতযুগ-সহিতাং তন্ত্র লক্ষ্মী-
মহীভ্যাম্
সংস্থাপ্যাস্যাং সরোজোদ্ভব ইব কুরুত সাধুচর্য্যাং
সপর্য্যাম্॥ [অনুভাষ্য]

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত ভূমি [চৈঃ চঃ মধ্য ৯।৭৯ চৈঃ ভাঃ আদি ৯।১৩৭]

শ্রীরামপুর—(মুর্শিদাবাদ জেলায়) ডাক ভগীরথপুর। এই স্থানে ৩৫ বৎসর পূর্বে শ্রীপাট গোয়াসের শ্রীল বলরাম কবিরাজের শ্রীবিগ্রহ রক্ষিত হইয়াছে। গোয়াসের দেবমন্দির ধ্বংস হইয়া জঙ্গলে পরিপূর্ণ। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগোকুলচন্দ্র ও শ্রীমতী. শালগ্রাম শিলা ও গিরিধারী।

২—হুগলী জেলায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পরে পুরী যাত্রায় বৈদ্যবাটী নিমাইতীর্থের ঘাট হইতে শ্রীকানাইলাল বিগ্রহের মন্দিরে আগমন করিয়াছিলেন। ঐ মন্দিরে শ্রীকানাইলাল বিগ্রহ, শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীনিতাই-গৌর আছেন। উহা খুব প্রাচীন।

শ্রীশৈল—(শ্রীপর্বত, Parwattam) *

মল্লিকার্জ্জুন শিবের মন্দির, ব্রহ্মরম্ভা দেবী বিরাজমানা। কৃষ্ণানদীর দক্ষিণতটে কর্ণুলরাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ধরণীকোট হইতে ১০২ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে এবং কর্ণুল হইতে ৮২

মাইল পূর্বদক্ষিণ কোণে অবস্থিত। জি, আই, পি, রেইলওয়ে কৃষ্ণ ষ্টেশন হইতে ৫০ মাইল। ২ মলয় পর্বতের উত্তর অংশ বা শৃঙ্গবিশেষ। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈঃ চঃ মধ্য ৯।১৭৫, চৈঃ ভাঃ আদি ৯।১৩০)।

M.S.M.Ry বেজোয়াড়া—গুন্টাকাল লাইন, ষ্টেশন—মারকাপুর রোড। ষ্টেশন হইতে শ্রীশৈল ২৫ ক্রোশ।

শ্রীহট্ট—আসামের নিকটবর্ত্তী জিলা বহু বহু বৈষ্ণবের শ্রীপাটের জন্য প্রসিদ্ধ।

শ্বেতদ্বীপ—শ্রীবৃন্দাবনের নামান্তর (চৈঃ চঃ আদি ৫।১৭)।

[ষ]

ষষ্ঠীঘরা (ষঠিকরা)—শ্রীবৃন্দাবন হইতে দক্ষিন দিকে অবস্থিত। যমলার্জ্জুন ভঞ্জনের পর শ্রীব্রজরাজ মহাবন ত্যাগ করিয়া ত্রস্থানে বসতি করিয়াছিলেন। গ্রামের পূর্বদিকে 'গরুড়গোবিন্দ'

[স]

সংযমন তীর্থ—মথুরায় যমুনাতীরবর্ত্তী ঘাট।

সকরৌলী—শ্রীবৃন্দাবনের উত্তরে যমুনা তীরবর্ত্তী গো-সঙ্কলনস্থান।

সঙ্কর্ষণ কুণ্ড—ব্রজে বহুলাবনে, ২ গোবর্দ্ধনের প্রান্তবর্ত্তী।

সখীস্থলী (সখীথরা) ব্রজে. মানসগঙ্গার উওরে, শ্রীচন্দ্রাবলীর স্থান।

সঙ্কেত—ব্রজে, বরসানার উত্তরে অবস্থিত স্থান। সঙ্কেতবিহারীজির মন্দির আছে। শ্রীগৌরের উপবেশনস্থান ও শ্রীগোপাল ভট্টের ভজনস্থান।

সঙ্গমকুণ্ড—ব্রজে, খদিরবনের নিকটে।

সত্যভামাপুর ভুবনেশ্বরের তিন মাইল পূর্বে ভার্গবী নদীর তীরে, উড়িষ্যা ট্রাঙ্করোড বা জগন্নাথ রোডের পার্শ্বে পুরী জেলার অন্তর্গত বালিআন্তা থানায় অবস্থিত। এস্থানে শ্রীসত্যভামাদেবীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি বিরাজমানা।

এই গ্রামেই শ্রীরূপগোস্বামী সত্যভামা দেবীর স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হয়েন (চৈঃ চঃ অ ১।৪০)।

সনেরা—ব্রজে, বজেরার দুই মাইল পূর্বে; চম্পকলতার জন্মস্থান।

সনোরথ—শ্রীবৃন্দাবনের অতি নিকটে সৌভরি মুনির তপস্যাস্থান।

সন্তনকুণ্ড—ব্রজে, কাম্যবনে অবস্থিত।

সপৌলী—(মথুরায়) অঘাসুর-বধের স্থান 'অঘবন'।

সপ্তঋষিঘাট—নবদ্বীপের অন্তর্গত মধ্যদ্বীপের নিকট।

সপ্তগোদাবরী—দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী জেলায় ছোলঙ্গীপুরস্থিত তীর্থস্থান। পিঠাপুর (সমুদ্রগুপ্তের শাসনে লিখিত পিষ্টপুর) হইতে ১৬ মাইল দূরে এবং রাজমহেন্দ্রী হইতে অনতিদূরে বিদ্যমান। মতান্তরে গোদাবরীর সপ্তমুখের (মোহনার) সঙ্গমস্থল (রাজতরঙ্গিণী ৮।৩৪৪৯ শ্লোক)। গোদাবরীর সপ্ত শাখা যথা—বানগঙ্গা উর্দ্ধা, পাণিগঙ্গা, মঞ্জিরা, পূর্ণা, ইন্দ্রবতী ও গোদাবরী। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈঃ চঃ মধ্য ৯।৩১৮ ; চৈঃ ভাঃ আদি ৯।১২৯)। ২ গোদাবরী নদী উত্তর ও দক্ষিণ দুই ধারায় বিভক্ত। উত্তর ধারা গৌতমী ও দক্ষিণ ধারা বশিষ্ঠা নামে খ্যাত হইয়া যথাক্রমে 'তুল্য' 'আত্রেয়ী' ও 'ভারদ্বাজী এবং 'বৃদ্ধগৌতমী' ও 'কৌশিকী' নামক শাখসমূহে প্রবাহিত হইয়াছে। এই নদী-সপ্তকের নামই সপ্তগোদাবরী। **M.S.M.Ry** ষ্টেশন—

গোদাবরী।

তুল্যাত্রেয়ী ভারদ্বাজী গৌতমী বৃদ্ধগৌতমী।
কৌশিকী চ বশিষ্ঠা চ সপ্তশাখাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
[ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ গৌতমীমাহাত্ম্য]

সপ্তগ্রাম—শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট। প্রাচীন কালের মহাসমৃদ্ধিশালী মহানগরী। ই, আই, আর, ত্রিশ বিঘা বর্ত্তমান 'আদিসপ্তগ্রাম' ষ্টেশন হইতে ৫।৭ মিনিট।

সপ্তগ্রাম বলিলে ৭টি গ্রাম বুঝাইত। সপ্তগ্রাম বংশবাটী, শিবপুর, বাসুদেবপুর, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর ও শঙ্খনগর। মতান্তরে—সপ্তগ্রামের পরিবর্ত্তে শব্দকারা এবং শঙ্খনগরের পরিবর্ত্তে বলদঘাটি। ত্রিবেণী সপ্তগ্রামেরই অঙ্গীভূত ছিল। কেহ কেহ বলেন চাঁদপুরের নামান্তর কৃষ্ণপুর। ১৫৯২ খৃঃ পাঠানগণ সপ্তগ্রাম লুণ্ঠন করে ১৬৩২ খৃঃ সরস্বতী নদীর স্রোত বন্ধ হইয়া যায় ও প্রসিদ্ধ বন্দর ধ্বংস হয়। রূপনারায়ণ নদ যেখানে গঙ্গার সহিত মিলিত, তাহার কিছু উত্তর দিয়া সরস্বতী প্রবাহিত হইত। সপ্তগ্রামে হিন্দু রাজত্ব সময়ে শত্রুজিত নামে রাজা ছিলেন। জাফর খাঁ ১২৯৮—১৩১৩ খৃঃ পর্য্যন্ত সপ্তগ্রামে রাজত্ব করেন। ইহার প্রকৃত নাম—বহরম ইংগীল এবং ইনিই গঙ্গাদেবীর ভক্ত দরাফ খাঁ বলিয়া প্রবাদ। ত্রিবেণীতে ইহার মসজিদাদি আছে। মহাপ্রভুর সময়ে ১৪৮৭ খৃঃ সপ্তগ্রামে মজলিস নুর নামে একজন শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সপ্তগ্রামের ফার্সি শিলালিপিতে আছে—মসনদ খাঁ সপ্তগ্রামের সেতু নির্ম্মাণ করে। সপ্তগ্রামের কৃষ্ণপুরে শ্রীল রঘুনাথ দাস, শঙ্খনগরে কালিদাস, চাঁদপুরে বলরাম আচার্য্য (রঘুনাথের কুলপুরোহিত) ও কুলগুরু যদুনন্দন আচার্য্য তর্কচূড়ামণির বাস ছিল। ১৪৯৭ খৃঃ হোসেন সা বঙ্গদেশে একাধিপত্য লাভ করেন। সপ্তগ্রামের উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের প্রকৃত নাম—দিবাকর। ইহার পত্নীর নাম—মহামায়া। পত্নীর পরলোক গমনের পর ২৬ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি গৃহত্যাগ করেন।

হিরণ্যদাস মজুমদার ও গোবর্দ্ধনদাস মজুমদার কায়স্থ দুই ভাই সপ্তগ্রাম হইতে মুসলমান শাসনকর্তাকে বিদায় দিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। তখন সপ্তগ্রামের সীমা যশোহর ভৈরব নদ হইতে প্রায় রূপনারায়ণ নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই গোবর্দ্ধনদাসের পুত্রই প্রসিদ্ধ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার পিতৃদেব শ্রীল সনাতন মিশ্র হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের গুরুদেব ছিলেন। সপ্তগ্রাম নিকটবর্ত্তী চাঁদপুরে ইঁহাদের পুরোহিত শ্রীল বলরাম আচার্য্য মহাশয়ের বাস ছিল। ইনি শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্য ইঁহার গৃহে শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর কিয়দ্দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। সপ্তগ্রামের তদানীন্তন শাসনকর্তা সৈয়দ ফকর উদ্দীনের নিকট শ্রীল রূপ-সনাতন প্রভু আরবা ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতেন। সপ্তগ্রামে উহার মসজিদ ও সমাধি আছে। মসজিদের শিলালিপিতে জানা যায়—উহা তাঁহার পুত্র সৈয়দ জামাল উদ্দীন হোসেন ৯৬৩ হিজরী বা ১৫২৯ খৃঃ সুলতান নসরৎ সাহের (হোসেন সার পুত্রের) সময়ে নির্ম্মান করেন।

(সপ্তগ্রামের মসজিদ ও সমাধির বিবরণ এশিয়াটিক জারনেল, (Old series) ৩৯শ খণ্ড ১৮৭০ সালের ২৯৭ পৃঃ আছে।

সপ্তগ্রামে কান্যকুব্জের প্রিয়বন্ত রাজার সপ্তপুত্র

:: Sriparvata was the name of the Nallamalur range.

সপ্ত মহর্ষি— ১। অগ্নিহোত্র, ২। রমণক, ৩। ভূপিসণ্ড, ৪। স্বয়ংবান, ৫। ববাট, ৬। সবন ও ৭। দ্যুতিমন্ত সরস্বতীর তীরে তপস্যা করিয়া শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ লাভ করেন।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সপ্তগ্রামে ১৪৩৮শকে গমন করিয়া মহাধনী সুবর্ণবণিক্‌কুলের দিবাকর দত্তকে দীক্ষা প্রদান করিয়া উঁহার নাম রাখেন শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর। ইহার পুত্রের নাম প্রিয়ঙ্কর। ইনি দেশময় বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করিরাছিলেন ও বৈষ্ণবধর্ম্মের সহায়ক ছিলেন। ১৪২৯ শকে বঙ্গে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। সেইকালে শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর প্রকাণ্ড অন্নসত্র খুলিয়া অকাতরে দরিদ্রগণকে অন্ন বিতরণ করিয়াছিলেন। সহস্র সহস্র দীন দরীদ্রকে শ্রীউদ্ধারণ শ্রীনিতাই-চরণে সমর্পণ করিয়া পরম বৈষ্ণব করিয়াছিলেন। সরস্বতীর তীরে 'ভদ্রবন' নামে একটি জঙ্গল ছিল, উদ্ধারণ ঐ স্থান পরিষ্কার করাইয়া দরিদ্রের বাসভবন করাইয়া দিয়াছিলেন। উক্ত 'ভদ্রবন' বর্ত্তমানে 'ভেদোবন' নামে খ্যাত।

দরিদ্রের জন্য অন্নসত্রের রসুইশালা ৩০ বিঘা ভূমি নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঐ স্থানেই E, I রেলের ত্রিশবিঘা ষ্টেশন, বর্ত্তমান নাম—'আদিসপ্তগ্রাম' ষ্টেশন।

ছত্রভোগের ত্রিপুরাসুন্দরীর সেবক তান্ত্রিক-প্রবর শ্রীতারাচরণ চক্রবর্ত্তী সপ্তগ্রামে গিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট দীক্ষিত হয়েন। প্রভু তাঁহার নাম রাখেন—শ্রীচৈতন্য দাস। শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর ইঁহার বাসভবন করিয়া দিয়াছিলেন।

আকবর ও তোড়লমল্লের সময়ে 'সরকার সাতগাঁ' ৪৩ পরগণা ছিল। ইহার ৪১৮১১৮ টাকা জমা ধার্য্য হয়। সাতগাঁ পলাশী পরগণা হইতে মণ্ডলঘাট পর্য্যন্ত ভাগীরথীর উভয় তীরে বিশেষতঃ পূর্বতীরের অধিকাংশ ভূভাগ ব্যাপিয়াছিল। বন্দর সপ্তগ্রাম ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সপ্ততাল—দণ্ডকারণ্যে অবস্থিত। রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডের ১১—১২শ সর্গে বর্ণিত। শ্রীরামচন্দ্র বালিবধের জন্য পূর্বে এই সাতটি তাল-বৃক্ষকে বিদ্ধ করিয়া স্বীয় সামর্থ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও ঐই তাল-বৃক্ষগুলিকে আলিঙ্গন করত বৈকুণ্ঠে পাঠাইয়া-ছিলেন (চৈঃ চঃ ম ১।১১৬, ৯।৩১১—৩১৫)।

সপ্ততীর্থ—

অযোধ্যা মধুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥

[কান্দে কেদার-খণ্ডে ১০২]

এস্থলে মায়াপুরী—গঙ্গোত্তরী গোমুখী হইতে দোনাশ্রম (ডেরাহুন) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ।

সপ্ততীর্থঘাট মথুরাস্থিত প্রয়াগ ঘাটের দক্ষিণে অবস্থিত (চৈঃ মঃ শেষ ২।১০৮)।

সপ্তদ্বীপ—সিদ্ধান্ত-শিরোমণিতে গোলাধ্যায়ে আছে—জম্বু, শাক, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, গোমেদ (বা প্লক্ষ) ও পুষ্কর—এই সপ্তদ্বীপ।

সপ্ত সমুদ্র—(চৈঃ চঃ আদি ৫।১১০)— লবণ, ক্ষীর, দধি, ঘৃত, ইক্ষুরস, মদ্য ও স্বাদুজল সমুদ্র (সিদ্ধান্ত শিরোমণি)।

সপ্ত সমুদ্রকুণ্ড—মথুরামণ্ডলে অবস্থিত সেতুবন্ধ সরোবরের উত্তরে, শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈঃ মঃ শেষ ৩।১৩২)।

সমুদ্রগড়—বর্দ্ধমান জেলায়, নবদ্বীপের দক্ষিণে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ ও লছমনজিউ বিরাজমান। এ স্থানে সুবর্ণসেন রাজার রাজধানী

ছিল।

সরগ্রাম—বর্দ্ধমান জেলায়। বর্দ্ধমানের দুই ষ্টেশন পর গলসী হইতে এক ক্রোশ। ইহাকে সরবৃন্দাবন গ্রাম বলে। এখানে শ্রীসারঙ্গমুরারি প্রভুর শ্রীপাট। ইহার বংশধর ঐ গ্রামে আছেন। মুরারি-চৈতন্য শ্রীপাট হইতে এই শ্রীপাট ভিন্ন বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ কিন্তু এক বলেন।

সরঙ্গন—গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রাচীন গ্রাম—শ্রীচিরঞ্জীব সেনের আদিনিবাস (ভক্তি ১।২৭০)।

সরযূ—অযোধ্যার প্রান্তবাহিনী নদী।

সরস্বতী—বঙ্গদেশে ত্রিবেণী-তীর্থে মিলিত নদী; ২ প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনায় মিলিতা।

সরস্বতীকুণ্ড—মথুরায় অবস্থিত ভূতেশ্বরের অনতিদুরে [চৈঃ মঃ শেষ ২।১৩৩]।

সরস্বতী-পতন—মথুরায়. যমুনাতীরবর্ত্তী তীর্থ

সর্বপাপহরকুণ্ড—ব্রজে গিরিরাজের উপরিবর্ত্তী [চৈঃ মঃ শেষ ২।২৩৭]।

সাইবোনা—(২৪ পরগণা) মহকুমা বারাসত, ডাকঘর তালপুকুর। কলিকাতা হইতে ৮ ক্রোশ উত্তরে E B.R. টিটাগর ও খড়দহ ষ্টেশন হইতে ৪।৫ মাইল। মাঘীপূর্ণিমায় উৎসব হয়।

ইহা শ্রীশ্রীনন্দদুলালজীউর শ্রীপাট নামে বিখ্যাত। শ্রীল বীরভদ্রপ্রভু নবাবের তোরণ হইতে পাথর আনিয়া তিনটি বিগ্রহ করাইয়াছিলেন [খরদহের শ্রীশ্যামসুন্দর, বল্লভপুরের শ্রীবল্লভজী এবং শ্রীনন্দদুলালজিউ।] অতীব মনোহর মূর্ত্তি। ইহা বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ শ্রীমধুপণ্ডিতের শ্রীপাট এবং শ্রীনন্দদুলালজীউ তাঁহারই স্থাপিত। প্রাচীন-কালে এই শ্রীপাটের পার্শ্ব দিয়া লাবণ্য নদী প্রবাহিত হইত। এক্ষনে তাহার কিছু কিছু চিহ্ন দেখা যায়। শ্রীমন্দিরে সিংহাসনের উপরে বাম-দিকে শ্রীমতী ও শ্রীনন্দদুলালজীউ, দক্ষিণদিকে শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবী ও কয়েকটি শিলা। মন্দিরের মধ্যে বহু প্রাচীন হস্তলিখিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের পুঁথি আছে।

বাঁধাঘাটযুক্ত একটি পুস্করিণী এবং উহার কাছে ২৮টী শিবমন্দির দৃষ্ট হয়। শুনা যায়—প্রসিদ্ধ রঘুডাকাত ঠাকুরের মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া যাবজ্জীবন ঠাকুরের ভোগ প্রদান করিতেন।

সাকোয়া—বেণাপুর ষ্টেশন হইতে ২।৩ ক্রোশ। শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভুর ১২ জন শিষ্যের মধ্যে শ্রীমধুসূদনের শ্রীপাট। শ্রীশ্রীনিতাইগৌর-সেবা আছে।

সাঁখি—ব্রজে নরীর পশ্চিলে অবস্থিত শঙ্খচুর-বধের স্থান।

সাক্ষিগোপাল—B.N Ry সত্যবাদী ষ্টেশন হইতে এক মাইল। মন্দির ৭০ ফিট উচ্চ। শ্রীমূর্ত্তি ৫ ফিট ও শ্রীমতী ৪ ফিট উচ্চ। প্রাচীন নাম দক্ষিণ কান্যকুব্জ বা কর্ণাট শাসন। বহু শতাব্দী পরে উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম দেব ইহাকে আনয়ন করেন।

(Asiatic Researches Vol. XV p 24)

গুপ্তবৃন্দাবন-নামক উদ্যানমধ্যে মন্দির। দ্বিভুজ মুরলীধর বালগোপাল-মূর্ত্তি। ছোট বিপ্রের সাক্ষপ্রদান করিতে বৃন্দাবন হইতে পদব্রজে আসিয়া ইনি তদবধি এদেশেই আছেন। প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য পঞ্চমে দ্রষ্টব্য।

সাঁচড়া পাঁচরা গ্রাম (বর্দ্ধমান)—E. I. R. মেমারি হইতে দুই ক্রোশ—সাত দেউলে তাজাপুর তথা হইতে এক ক্রোশ সাঁচড়া পাঁচড়া। ঐস্থানে দ্বাদশ গোপাল পর্য্যায়ের ধনঞ্জয় পণ্ডিতের এক সময়ে শ্রীপাট ছিল।

সাঁচুলী—ব্রজে, হারোয়াণের চারি মাইল নৈর্ঋত কোণে; শ্রীচন্দ্রাবলীর মন্দির আছে।

সাতকুলিয়া—(কুলিয়া দেখ)।

সাঁতিয়া—(ভদ্রক) বালেশ্বর জিলায়। সালিন্দী নদীর তীরে, ভদ্রক ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। ভদ্রক আদালত ঘর হইতে এক মাইল দূরে। অতীব নির্জন ও মনোহর স্থান। শ্রীপাট-ভূমি হইতে পুরী যাইবার প্রাচীন রাস্তার চিহ্ন দেখা যায়। ইহা মহাপ্রভুর পরিকর শ্রীল গঙ্গানারায়ণ বিদ্যাবাচস্পতির শ্রীপাট। মহাপ্রভু পুরী হইতে এস্থানে শুভাগমন করিয়া পাঁচ দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। প্রভু উক্ত সালিন্দী নদীর যে ঘাটে স্নান করিয়াছিলেন (দেবালয়ের নিকটেই), উহা শ্রীগৌরাঙ্গ ঘাট নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউর সেবা। শ্রীমহাপ্রভুর কাষ্ঠপাদুকা আছে এবং শ্রীমহাপ্রভু তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যে স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও অদ্যাপি শ্রীপাটে অতিযত্নে রক্ষিত আছে। কেবলমাত্র হেরা পঞ্চমী উৎসব দিবসে ঐ শ্রীবস্ত্র বাহির করা হয় ও যাত্রিগণের দর্শন-ভাগ্য হয়। যে শ্রীরামচন্দ্র খান মহাপ্রভুকে পুরীগমনের সহায় করিয়াছিলেন, সেই রামচন্দ্র খানের বংশীয়গণ এখানের গোস্বামিগণের শিষ্য।

সাতোঞ্চা ব্রজে, বহুলাবনের নিকটবর্ত্তী, শান্তনু মুনির তপস্যাস্থান (ভক্তি ৫।৪৫০, ১৪০৪)।

সাতোয়া—(শতবাস) ব্রজে, মেহেরাণের দুই মাইল পশ্চিমে; শ্রীসত্যভামার পিতা সত্রাজিৎ রাজার শ্রীসূর্য্যারাধনাস্থল (ব্রজদর্পণ)।

সাদিপুর ঢাকা জিলায় বিক্রমপুর পরগণায় অবস্থিত। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা গোপাল-দাস বিক্রমপুরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরস বিস্তার করিয়াছেন [শাঃ নিঃ ৩৮]।

সানোড়া—(ঢাকা) শ্রীল বিষ্ণুদাস কবীন্দ্রের শ্রীপাট—শ্রীশ্রীকৃষ্ণবলদেব-সেবা।

সাবড়াকোণগ্রাম—(বাঁকুড়া) গঙ্গাজলমাটি থানায় B.N.R. পিয়ারীডোবা ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়। বিষ্ণুপুর হইতে চারিক্রোশ দক্ষিণে; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণজীউ, বামে শ্রীমতী নাই। এজন্য ইহাকে ডেঙ্গোরামকৃষ্ণ (বা একলারামকৃষ্ণ) বলে। ইনি রাজা বীরহাম্বীরের প্রতিষ্ঠিত। মাঘীপূর্ণিমায় রাসোৎসব হয়।

সালিকা—(?) শ্রীল অভিরাম গোপালের শিষ্য রজনী কর পণ্ডিতের শ্রীপাট।

সাহসিকুণ্ড—ব্রজে, নন্দগ্রামে অবস্থিত। সখী এস্থানে সাহস জন্মাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন করাইয়াছেন।

সাহার—ব্রজে, বরসানার পূর্বদিকে অবস্থিত—শ্রীউপানন্দের বসতি স্থান।

সিউড়ি—বীরভূম জেলায়। শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর সেবক বনমালিদাস-নামক কবি এস্থানে 'জয়দেবচরিত্র' রচনা করিয়াছেন।

সিংহাচলম্—'জিয়ড়নৃসিংহ' দ্রষ্টব্য।

সিঙ্গিগ্রাম (বর্দ্ধমান)—কাটোয়ার নিকট। প্রসিদ্ধ কাশীরাম দাস, ঐ ভ্রাতা গদাধর দাস এবং কৃষ্ণদাসের জন্মভূমি। কাশীরাম ৯৬৫—১০০০ সালে বঙ্গভাষায় মহাভারত চরনা করেন। গদাধর দাস ১০৫০ সালে জগৎমঙ্গল গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি বৈষ্ণব ছিলেন।

সিদ্ধপুর—গুজরাটে, বিন্দুসরোবর ইহার অন্তঃপাতী [ভা ১০।৭৮।১০], শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈঃ ভাঃ আদি ৯।১১৭)।

সিদ্ধবট—(সিধৌট) কুডাপানগরের দশ মাইল পূর্বে। ইহা 'দক্ষিণ-কাশী' নামে পূর্ব্বে অভিহিত হইত। 'আশ্রম বটবৃক্ষ' হইতে ঐ নামের উৎপত্তি (কুডাপা ম্যানুয়েল্)। ইহা মাদ্রাজ হইতে ১৫৬ মাইল। এস্থানে সীতাপতি কোদণ্ডরামস্বামীর মন্দির, অক্ষয়বট ও বটেশ্বর শিব আছেন। শ্রীগৌরাঙ্গপাদপূত স্থান [চৈঃ চঃ মধ্য ৯।১৭]।

সিধলগ্রাম—বর্দ্ধমান জেলায়, কৈচর ষ্টেশনের এক মাইল পূর্বে, শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট।

সিহানা—ব্রজে, চৌমুহার পশ্চিমে; এস্থানে ব্রজবাসিগণ অঘাসুর-বধ-সংবাদে অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে 'সিহানা' অর্থাৎ চতুর বলিয়া প্রশংসা করেন।

সীতাকুণ্ড- মুঙ্গের সহরের টাওয়ার হইতে ঠিক ৬ মাইল এবং পুর্বসরাই ষ্টেশন হইতে ৪ মাইল দুর।

সীতাকুণ্ডের চারিধারে বাঁধান ও রেলিং দিয়া ঘেরা। আয়তন ১৬।১৭ বর্গফুট। জল বেশ পরিষ্কার। গরম বুদ্‌বুদ উঠে। প্রবাদ—ঐ স্থানের অগ্নিকুণ্ডে সীতামাতা ঝাঁপ দেন।

একজন ইংরাজ বাজি রাখিয়া সাঁতার দিয়া ঐ কুণ্ড পার হয়, কিন্তু পরক্ষণে হাঁসপাতালে নীত হইয়া মারা যায়।
(Wanderings of a pilgrim dy Fanny Parks)

সীতাকুণ্ডের ঘেরা জায়গার মধ্যে আরও ৪টি কুণ্ড আছে—রামকুণ্ড, লক্ষণকুণ্ড, ভরতকুণ্ড, ও শত্রুঘ্নকুণ্ড। ইহাদের জল পরিষ্কার নহে।

মুঙ্গের দুর্গের কাছে পাহাড়ের একটি শিখর দেশকে 'কর্ণচৌরা' বলে। প্রবাদ—দাতা কর্ণ ঐ স্থানে নিত্য ব্রাহ্মণগণকে দান করিতেন। একটি সুরঙ্গ-পথের শেষ অংশ দেখা যায়। বেগমেরা ঐ সুরঙ্গ পথ দিয়া গঙ্গাতে স্নান করিতে যাইত।

মুঙ্গেরের রাজা একটি বৃহৎ মন্দিরে শ্রীশ্রীনিতাইগৌর বিগ্রহ প্রতিঠিা করিয়াছেন।

সীতানগর—(?) শ্রীল অভিরাম গোপালের শিষ্য মোহন ঠাকুরের শ্রীপাট।

সীতাপাহাড়ী—বীরভূম জেলায় বীরনগর হইতে চারি ক্রোশ দুরে, রাজগাঁ ষ্টেশনের উত্তর-পূর্বে সীতাপাহাড়ী গ্রাম। গ্রামের নিকটেই ক্ষুদ্র পাহাড়। পাহাড়ে পাথরের চুল্লি আছে, প্রবাদ—এস্থানে সীতাদেবী রন্ধন করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের সহিত যে প্রস্তরখণ্ডে বসিতেন, তাহাতে চিহ্ন আছে। অন্নের মাড় গলাইবার স্থানে একটি নালা আছে। একটী কাকে সীতার প্রতি অত্যাচার করিলে রামচন্দ্র তাহাকে পাথরে টানিয়া শাস্তি দিয়াছিলেন—পাথরে কাকের পদচিহ্ন ও ডানা আঁচড়ের দাগ আজিও দেখা যায়। নলহাটির পাহাড়ে পার্বতী মাতার মন্দিরের অনতিদূরে একটি প্রস্তর-খণ্ডে দুইটি পদচিহ্ন আছে—সীতাদেবীর পদচিহ্ন বলিয়া এখনও লোকে উহার পূজা করে।

সীতামারী—মজফরপুর জেলার মলকুমা হইলেও দ্বারভাঙ্গায়ই আছে। দ্বারভাঙ্গা হইতে কয়েকটি ষ্টেশন ব্যবধানে সীতামারী ষ্টেশন।

সীতামারীতে সীতামাতার জন্ম হয়। ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির।

সীমন্তদ্বীপ নবদ্বীপে বল্লাল দিঘীর উত্তর হইতে রুকুনপুর পর্য্যন্ত। ইহার মধ্যে বিল্বপুস্করিণী বা বেলপুকুর গ্রামের অধিকাংশ। ভক্তিরত্নাকরে (১২।৫১,১৮২-১৮৪ পৃষ্ঠায়) প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

সীমাচল (শ্রীনৃসিংহদেব)-- দেবালয় ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজার অধীন। নিত্য দেব-পূজার জন্য আট জন ব্রাহ্মণ-পূজারী, আট জন

বেদপাঠি ও ছয় জন মশাল-বাহক নিযুক্ত। নিত্য তিন মণ চাউলের অন্নভোগ ও আধ মণ চাউলের পুষ্পান্ন ভোগ দেওয়া হয়।

সুখচর—কলিকাতা হইতে পাঁচ ক্রোশ উত্তরে পাণিহাটীর উত্তর সীমায় অবস্থিত শ্রীল গোবিন্দ-দত্তের শ্রীপাট। ১৫৯৬ খৃঃ ডি ব্যারসের মানচিত্রে সুখচরের নাম আছে। ইহার উত্তরে শ্রীপাট খরদহ। পাটবাটি ভাগীরথীর উপরেই—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গ বিগ্রহ। শ্রীগোবিন্দ দত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। (চৈঃ চঃ আদি ১০)।

সুখসাগর—নদীয়া জেলায়। সদাশিব কবি-রাজের পুত্র পুরুষোত্তম দাসের শ্রীপাট। অধুনা গঙ্গাগর্ভে লুপ্ত। কালীগঞ্জ হইতে শিকারপুর এক ক্রোশ, তথা হইতে তিনপোয়া সুখসাগর ছিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দেও সুখসাগর বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল; তৎপরে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, লর্ড কর্ণওয়ালিস্ গ্রীষ্মকালে এই স্থানে থাকিতেন।

ধ্বংসের পর ইহার শ্রীবিগ্রহ সিমুরালী ষ্টেশনের নিকট গঙ্গার ধারে চান্দুড়ে-নামক স্থানে নীত হয়। সুখসাগরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র উগ্রচণ্ডী ও সিদ্ধেশ্বরী দেবীদ্বয় প্রতিষ্ঠা করেন। সে মন্দিরও গঙ্গাগর্ভে যাইলে দেবীমূর্ত্তি পরে হরধামে রক্ষিত হয়। সুখসাগরের নিকট জাগুলি গ্রাম। এই সুখসাগরে শ্রীল পুরুষোত্তম ঠাকুরের পুত্র শ্রীল কানাই ঠাকুর ১৪৫৩ শকে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি ১৪৭৩ শকে স্বকীয় পিতা ও শ্রীপ্রাণ-বল্লভজীউ সহ বোধখানায় গমন করেন বলিয়া বোধখানার গোস্বামিগণের মুখে শুনা যায়।

সুদর্শনতীর্থ—গুজরাটে সোমনাথের নিকটবর্ত্তী তীর্থবিশেষ। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত (চৈঃ ভাঃ আদি ৯।১১৯)।

সুন্দরাচল—শ্রীক্ষেত্রে অবস্থিত 'গুণ্ডিচা-মন্দির'।

সুপুর—বীরভূম জেলায়। বোলপুর ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ। ঐ স্থানে প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে আনন্দচাঁদ গোস্বামী নামক জনৈক মহাভক্ত বাস করিতেন। ঐ স্থানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীশ্যামারায় বিগ্রহ আছেন।

সুবর্ণবিহার—নবদ্বীপান্তর্গত, গাদিগাছা হইতে পূর্ব উত্তর কোণে।

সুবর্ণরেখা—(স্বর্ণরেখা) মেদিনীপুর ও ওড়িষ্যায় প্রবাহিতা প্রসিদ্ধ নদী। শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূতা (চৈঃ ভাঃ অন্ত ২।১৯০)।

সুবল কুণ্ড ব্রজে, আরিট্ গ্রামে (ভক্তি ৫। ৪৯৬)।

সুবিয়া বরম গ্রাম—চট্টগ্রাম, পটিয়া থানার অন্তর্গত, এই স্থানে শ্রীল শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাস ছিল, বংশধরগণ এখানে আছেন।

সুমনঃসরোবর শ্রীগিরিগোবর্দ্ধন-প্রান্তবর্ত্তী 'কুসুম সরোবর', এস্থানে সূর্য্যপূজার নিমিত্ত শ্রীরাধারাণী নিত্য কুসুমচয়ন করেন।

সুরভি কুণ্ড শ্রীগিরিগোবর্ধনের প্রান্তবর্ত্তী (ভক্তি ৫।৬৫৮)।

সুরুখুরু—ব্রজে, ভদ্রবনের নিকটবর্ত্তী গ্রাম।

সূতি বা আরঙ্গাবাদ রাজমহল হইতে ২৮ মাইল। বালিঘাটা হইতে সূতী মোহানা ৮ মাইল।

অন্নদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়-লিখিত পুঁথিতে আছে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রামকেলি গমনকালে এই সূতী তীর্থে গঙ্গাস্নান করিয়াছিলেন। ঐ সূতীর নিকটেই মঙ্গলপুর এবং মঙ্গলপুরেই জিয়ৎ-কুণ্ড আছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও আছে ঃ—

গঙ্গাতীরে-তীরে প্রভু লইলেন পথ।
স্নানপানে গঙ্গার পূরিল মনোরথ॥

অন্ত্য ৪।৪

সূতীতে গঙ্গাতীরে সতীদহের নিকটে মুসলমান বৈষ্ণব কবি সৈয়দ মর্ত্তুজার আস্তানা ছিল। ঐ স্থানে তিনি ও তাঁহার ভৈরবী ব্রাহ্মণকন্যা আনন্দময়ী সমাহিত হইয়াছিলেন। সমাধি দুইটি নদীগর্ভে গিয়াছে।

সূর্পারক— বোম্বাই হইতে ২৬ মাইল উত্তরে থানা-জিলায় 'সোপারা নামক স্থান। ইহা কোঙ্কনের রাজধানী ছিল। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত ভূমি (চৈঃ চঃ মধ্য ৯ ২৮০ চৈঃ ভাঃ আদি ৯।১৫১)।

সূর্য্যকুণ্ড ব্রজে, শ্রীরাধাকুণ্ডের অনতিদূরে উত্তরদিকে অবস্থিত গ্রাম—শ্রীরাধার সূর্য্যপূজার স্থান।

সূর্য্যতীর্থ—মথুরায় যমুনাতীরবর্ত্তী ঘাট।

সেই- ব্রজে. পরিখম্ হইতে ঈশানকোণে অনতিদূরে স্থিত গ্রাম। ব্রহ্মা অপহৃত শিশুবৎসাদিকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে দেখিয়া পুনরায় তাহাদিগকে যেস্থানে রাখিয়াছিলেন, সেই স্থানে যাইয়াও তাহাদিগকে নিদ্রিত দেখিয়া এস্থানে মোহিত হইলেন।

সেউকন্দরা—ব্রজে, বদ্রীনারায়ণ হইতে দেড়মাইল উত্তরে। শ্রীবল্লভাচার্য্য-সন্তানদের স্থান।

সেগলা—(সেমুলা) মেদিনীপুরে, রসময়দাসের বাসস্থান [রঃ মঃ দক্ষিণ ২।৬৫-৬৭]।

সেতুবন্ধকুণ্ড—ব্রজে. কাম্যবনে সমুদ্রবন্ধন লীলাস্থান।

সেতুবন্ধ—'রামেশ্বর' দ্রষ্টব্য। সেতুবন্ধ দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলস্থিত 'মণ্ডপম' নামক বন্দর। মণ্ডপম্ ও পম্বম্‌দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রে কতকাংশ ও বালুকায় কতকাংশ জলমগ্ন পথ। **S.I R.** ধনুষ্কোটি লাইনে 'মণ্ডপম্' ষ্টেশন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত (চৈঃ চঃ মধ্য ৯।২৮০' চৈঃ ভাঃ আদি ৯।৪৫)।

সেনহাট গ্রাম— হুগলি জেলায় খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট। ঐ স্থানে ১১৯২ সালে ভক্তবর বিশ্বম্ভর পাণি জন্মগ্রহণ করেন; ইঁহার রচিত 'জগন্নাথ মঙ্গল'. 'সঙ্গীতমাধব', প্রেমসম্পুট ও ভক্তরত্নমালা' গ্রন্থ গৌড়ীয় সাহিত্যের অলঙ্কার।

সেয়াখালি (হুগলী) লাইট রেলের একটি ষ্টেশন। এই স্থানে হোসেনসার উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী শ্রীগোপীনাথ বসু পুরন্দর খাঁর আবাস ছিল। বংশধরগণ ঐ স্থানে বাস করেন।

সেরগড়- পঞ্চকোটে অবস্থিত, শ্রীগোকুল কবীন্দ্রের পূর্ব বাস (ভক্তি ১০।১৩৯)।

সেহানা—(সোয়ানো) —ব্রজে, চৌমুহা হইতে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে অবস্থিত।

সৈদাবাদ- মুর্শিদাবাদ জেলায়। কাশিমবাজার ষ্টেশন হইতে এক মাইল পশ্চিমে গঙ্গার ধারে। শ্রীহরিরামাচার্য্য প্রভুর শ্রীপাট। ইনি শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য. সৈদাবাদে শ্রীকৃষ্ণরায় বিগ্রহ-সেবা করিতেন। শ্রীহরিরামের কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ আচার্য্য শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য—সৈদাবাদে শ্রীশ্রীমোহনরায়জীউর সেবা করিতেন। ইঁহাদের বংশধরগণ সৈদাবাদে বাস করিতেছেন। হরিরামের একধারা মুর্শিদাবাদে ইসলামপুরবাসী।

এখানে দুই যুগল শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ আছেন। প্রথম —দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত মহেশপুর শ্রীপাটের।

দ্বিতীয়—শ্রীনিত্যানন্দপরিবারভুক্ত শ্রীরূপলাল ও শ্রীমোহনলালের সেবিত। শ্রীমোহনরায়জীউ শ্রীনরোত্তম-শিষ্য শিবানন্দ ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীহরিরাম ভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক স্থাপিত। কাহারও মতে খেতুরীর শ্রীল নরোত্তমের শ্রীশ্রীব্রজমোহন বিগ্রহই সৈদাবাদের ঐ শ্রীমোহনরায়।

ঐ শ্রীমোহনরায়ের জনৈক সেবায়েতের গৃহে মণিপুরের মহারাজা চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহের প্রদত্ত একটী বৃহৎ ঘণ্টা আছে। উহা ১৯০৫ সালে ২৮শে পৌষ প্রদত্ত হয়।

সোঁকরাই—ব্রজে, গিরিরাজের নিকটবর্ত্তী; সখাগণ-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাপ্রীতি-বিষয়ক শপথের স্থান।

সোন-আর (সোনহেরা)—ব্রজে, বরসানার পশ্চিমে অবস্থিত গ্রাম।

সোনাতলা—পাবনা, ইচ্ছামতী নদীর তীরে। গোয়ালন্দ ষ্টীমারে সাধুগঞ্জ ষ্টেশন, তৎপরে নৌকা-যোগে বেড়াবন্দর, তথা হইতে দুই ক্রোশ পশ্চিমে সোনাতলা। এস্থানে শ্রীল কালাকৃষ্ণ দাসের আশ্রম ছিল। ইনি দ্বাদশ গোপালের একতম। কালাকৃষ্ণ দাসের বাস্তু ভিটার চিহ্ন এখনও আছে। অগ্রহায়ণী কৃষ্ণাদ্বাদশী তিথিতে তিরোভাব উৎসব হয়।

[শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্টকৃত দ্বাদশ গোপালে [১৪৭-১৫৬ পৃঃ] বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ২ হাওড়া জেলায় শ্রীল অভিরাম গোপালের শিষ্য রঙ্গণ কৃষ্ণদাসের শ্রীপাট।

'সোনাতলা রঙ্গদেশে কৃষ্ণদাস নিশ্চিত।'

অভিরামের শাখানির্ণয়।'

সোন্দ—ব্রজের সীমান্তগ্রাম। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যম খুল্লতাত শ্রীসনন্দের গ্রাম।

সোমতীর্থ—মথুরামণ্ডলস্থ সরস্বতী কুণ্ডের নিকটবর্ত্তী—শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈঃ মঃ শেষ ২। ১৩৪)।

সোয়ানো— ব্রজে 'সেহোনা' দ্রষ্টব্য।

স্কন্দক্ষেত্র— হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত। শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত [চৈঃ চঃ মধ্য ৯।২১]।

স্থল-বহাটা -পাবনা জেলায়। কবিচন্দ্রের শ্রীপাট; শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবা আছে। অষ্টম দোলে মেলা হয়। সিরাজগঞ্জ হইতে ষ্টীমারে স্থল-চর, তথা হইতে ৩।৪ মাইল।

সোঁয়ালুক— (হুগলি) ভাঙ্গামোরা হইতে এক ক্রোশ, শ্রীগোপীনাথ সেবা

সোরোক্ষেত্র—মথুরা হইতে অতিনিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরে অবস্থিত তীর্থ। শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত (চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১৪৪)।

স্কন্দ— হায়দ্রাবাদ জিলায় তীর্থস্থান। কুমার-ধারা নদীর তটে অবস্থিত। ক্রৌঞ্চপর্বতের উপরে কুমারস্বামী বা কার্ত্তিকস্বামীর মন্দির। ইহাকে 'কুমারস্বামী' বা 'স্বামীতীর্থ' বলে। শ্রীগৌরপদাঙ্ক-পূত (চৈঃ চঃ মধ্য ৯।২১)। ২ বিশাখাপত্তনের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা বিশাখস্বামী বা কার্ত্তিকেয়। ভিজাগাপটম্ ষ্টেশন হইতে এ স্থানে যাইতে হয়। মন্দির সাগরে নিমগ্ন। ৩ মাদ্রাজে চিঙ্গলপুট জিলার চেয়ুরনগরে সুব্রহ্মণ্য বা কার্ত্তিকেয়ের মন্দির আছে। কেহ কেহ ইহাকেও স্কন্দক্ষেত্র বলে। S.I.Ry. মাদুরান্তকম্ ষ্টেশন হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ৪ আর্কট জিলায় তিরুত্তানি-নামক পার্বত্যগ্রামের পর্বতোপরি সুব্রহ্মণ্য স্বামির দণ্ডায়মান মুর্ত্তি আছেন। প্রবাদ—ইন্দ্র স্বর্গে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বীয় কন্যা 'দেবসেনা'কে সুব্রহ্মণ্যদেবের হস্তে প্রদান করেন।

সুব্রহ্মণ্য তৎপরে 'বল্লীমা'-নাম্নী অপর কন্যারও পাণিপীড়ন করেন। মন্দিরে সুব্রহ্মণ্যস্বামির দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। দেবসেনা ও বল্লীমার মন্দির পৃথক্ স্থানে আছে। M.S.M Ry. রাইচুর লাইনে তিরুত্তানি ষ্টেশন।

স্বয়ম্ভুতীর্থ—শ্রীমথুরা-মধ্যবর্ত্তী তীর্থস্থান।

স্বরগ্রাম—(নদীয়া) দিগনগর পোঃ, শ্রীশ্রীরাধাবল্লভসেবা (কোন ভক্তের)?

স্বর্ণগ্রাম—ঢাকা জিলায় প্রসিদ্ধ গ্রাম। এস্থানে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য পুষ্পগোপাল বাস করিতেন [শাঃ নিঃ ৩৯]।

[হ]

হরিক্ষেত্র—মান্দ্রাজপ্রদেশে বিল্বপুর ষ্টেসন হইতে ২২ মাইল দূরে পেন্নার নদীর তীরে অবস্থিত—বর্ত্তমান 'হরিকান্তম্ সেল্লর'। শ্রীনিত্যানন্দপদাঙ্কপূত (চৈঃ চঃ আদি ৯।১৩৭)। ২ শ্রীধরস্বামিপাদের টীকামতে [ভাঃ ১০।৭৯।১৫] হরিক্ষেত্র=পুলহাশ্রম; নন্দলাল দে বলেন পুলহাশ্রম শালগ্রামেরই নাম, যাহা গণ্ডকীনদীর উৎপত্তিস্থল এবং ভরত ও ঋষি পুলহের তপস্যাস্থান।

হরিদাসপুর—যশোহর জিলায় বেনাপোলের ২।৩ মাইল দূরে নাওভাঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। শ্রীহরিদাস ঠাকুর বেনাপোল ত্যাগ করত এস্থানে কয়েকদিন ছিলেন বলিয়া উহার নাম হইয়াছিল—হরিদাসপুর। যশোহর রোডের পার্শ্বে শৈবালময়ী নদীর বাঁকের মুখে পুলের নিকটে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের আস্তানা অতিসুন্দর।

(যশোহর খুলনার ইতিহাস ১।৩৬৭-৮ পৃঃ)

হরিদ্বার—গঙ্গার দক্ষিণ তটে, সাহারাণপুর জিলায় অবস্থিত 'গঙ্গাদ্বার'। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত (চৈঃ ভাঃ আদি ৯।১২৮) অপর নাম—মায়াপুর। ব্রহ্মকুণ্ড, কেশাবর্ত্তঘাট, মায়াদেবীর এবং সর্বনাথদেবের মন্দিরাদি দ্রষ্টব্য।

হরিনদী—নবদ্বীপের দক্ষিণে, শান্তিপুর হইতে দুই ক্রোশ। বর্ত্তমানে হরিনদীগ্রাম গঙ্গাগর্ভে গিয়াছে। ভাতশালা-নামক একটি স্থান আছে। গঙ্গাদেবী ঐস্থান হইতে এক মাইল দূরে গিয়াছেন। গঙ্গার বিস্তৃত চরে যেখানে সাহেবডাঙ্গা, নৃসিংহপুর, বাবলাবন প্রভৃতি গ্রাম বর্ত্তমানে দেখা যায়, উহাই প্রাচীন হরিনদী।

মহাপ্রভু নবদ্বীপ-লীলায় এই হরিনদী গ্রামে আগমন করিয়াছিলেন (চৈঃ ভাঃ আদি ১৬।২৬৭)।

হরিপুর (নদীয়া)—শান্তিপুরের নিকট; শ্রীশ্রীঅদ্বৈতগৃহিণী সীতামাতার শিষ্যা শ্রীমতী হরিপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শ্রীপাট। শুনা যায়—হরিপুরে ব্রাহ্মণকুলে নন্দরাম এবং ক্ষত্রিয়কুলে যজ্ঞেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। দুইজনেই সীতাদেবীর শিষ্য। যজ্ঞেশ্বরের নাম হয় জঙ্গলীপ্রিয়া দেবী ও নন্দরামের নাম হয়—হরিপ্রিয়া দেবী।

হরিহরক্ষে—শোণপুর। শ্রীহরিহরনাথের মন্দির, প্রতিবৎসর এই স্থানে 'হরিহরছত্রের' মেলা হয়।

হরিহরপুর—মেদিনীপুর জেলায়, শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর শিষ্য শ্রীজগতেশ্বরের নিবাস। মেদিনীপুর হইতে ৮ ক্রোশ পূর্বে। গোবিন্দমঙ্গল-গ্রন্থপ্রণেতা দুঃখীশ্যামদাসের শ্রীপাট। অদ্যাপি উক্ত গ্রন্থ ঐস্থানে সেবিত হইতেছেন। কাহারও মতে মেদিনীপুর শহরের পূর্বে কেদারকুণ্ড-নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু হইতে ইনি ভিন্ন ভক্ত।

হলদা মহেশপুর—'মহেশপুর' দেখুন।

হস্তিনানগর (পুর)—কুরুদিগের রাজধানী ছিল। মিরাট শহরের ২২ মাইল উত্তর-পূর্বদিকে গঙ্গার দক্ষিণ তটে অবস্থিত ছিল। প্রাচীন হস্তিনাপুর ধ্বংস হইলে জনমেজয়ের পৌত্র নিচক্ষু কৌশাম্বীতে রাজধানী স্থাপন করেন (বিষ্ণু পুঃ ৪।২৬)। শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত (চৈঃ ভাঃ আদি ৯।১১৩)।

হাজরা—ব্রজে, জয়েতপুরের দেড় মাইল নৈঋ´ত কোণে, এস্থানে ব্রহ্মা গোপশিশু ও বৎসগণকে হাজির করিয়াছিলেন।

হাজিপুর—গঙ্গা ও গণ্ডকী নদীর সঙ্গম-স্থানে। পাটনার অপর পারে। এস্থানে শ্রীসনাতন প্রভুর সহিত তাঁহার ভগ্নীপতি শ্রীকান্তের সাক্ষাৎকার হয় (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩৭-৩৮)।

হাটডাঙ্গা (উচ্চহট্ট)---নদীয়া জেলায় বামনপুখ্‌রার নিকটবর্ত্তী গ্রাম (ভক্তি ১২।৩৫১-৩৭১)।

হাতৌরা---ব্রজে, দাউজির এক মাইল পশ্চিমে, শ্রীনন্দমহারাজের স্থান।

হারিটগ্রাম—(হুগলী) পোঃ সেনেট। E. I. R. চুঁচুড়া ষ্টেশন হইতে যাইতে হয়। শ্রীল খঞ্জ ভগবানাচার্য্যের চতুর্থ পুত্র শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের আশ্রিত শ্রীশ্যামদাস গোস্বামীর যুগল সেবা শ্রীশ্রীগোপীনাথ-মদনমোহনজীউ। শ্রীশ্যামদাসের তিরোভাব—বৈশাখী মুখ্যা কৃষ্ণা পঞ্চমী।

হারোয়ান (পিপরবার)—ব্রজে, বৈঠানের অন্তর্গত চরণপাহাড়ীর নিকটবর্ত্তী গ্রাম। এস্থানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত পাশাখেলায় হারিয়াছেন।

হালিসহর বা কুমারহট্ট—২৪ পরগণা জেলায়। হালিসহর ষ্টেশন হইতে ২ ক্রোশ পশ্চিমে। এই স্থানের মুখোপাধ্যায়পাড়া কালিকাতলায় শ্রীল ঈশ্বরপুরী গোস্বামীর আবির্ভাব স্থান। শ্রীঈশ্বরপুরীর পিতার নাম—শ্রীশ্যামসুন্দর আচার্য্য। এই স্থানে শ্রীল সদাশিব কবিরাজ, শ্রীনয়ন ভাস্কর, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ও শ্রীরাম পণ্ডিত থাকতেন।

সাধক রামপ্রসাদ সেন হালিসহরে বাস করিতেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর গৌরশূন্য নদীয়ায় শ্রীবাস পণ্ডিত আর থাকিতে না পারিয়া ভ্রাতাদের সহিত এই হালিসহরে আসিয়া বাস করেন। শ্রীচৈতন্যডোবা বা বর্ত্তমান নবনির্মিত দেবালয়ের নিকট মঠ-পুষ্করিণী আছে। ঐ স্থানের একটি স্থানকে শ্রীবাস পণ্ডিতের ভিটা বলিয়া নির্দেশ করা হয়।

হালিসহরের দক্ষিণ দিকে 'নতি' বা 'নতিগ্রাম' বা পল্লী নামক স্থানে (খাসবাটীও বলে) শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জন্ম হয়। ইনি শ্রীবাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নলিন পণ্ডিতের কন্যা শ্রীমতী নারায়ণী দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বিপ্র।

বর্ত্তমান দেবালয়ের প্রবেশ-পথের সম্মুখে যে চৈতন্য ডোবা আছে, শ্রীমন্মহাপ্রভু উহাই শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর ভিটা বলিয়া ঐ স্থানের মৃত্তিকা স্বীয় বহির্ভাগে বাঁধিয়া লয়েন। তদবধি ৪০০ বৎসর ধরিয়া আগন্তুক যাত্রীমাত্রই ঐ স্থানের মৃত্তিকা ভক্তিভরে গ্রহণ করিতে করিতে ক্রমে উহা একটি ডোবায় পরিণত হয়।

হিজলি—মেদিনীপুর জেলায়; শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ দেব হিজলি মণ্ডলের অধিকারী বলভদ্র দাসের কন্যা ইচ্ছা দেবীকে

বিবাহ করেন (রসিকমঙ্গল)।

হিলোরা—মুর্শিদাবাদ জেলায় শ্রীশ্যামসুন্দরের প্রকাণ্ড কিশোর মূর্ত্তির জন্য প্রসিদ্ধ। বামে শ্রীমতী নাই, হস্তে বংশী নাই অথবা ত্রিভঙ্গঠামও নাই, শ্রীমূর্ত্তি পদ্মাসনে সরল ভাবে দণ্ডায়মান; শস্যজাত দ্রব্যের ভোগ হয় না, ফলমূলাদির ভোগই এস্থানে হয় এবং সেবায়েত মোহান্তও ঐ প্রসাদই পান। মুরারই অঞ্চলে যাবতীয় ব্যাপারে শ্রীশ্যামের শুভাগমন হয়। শুনা যায় যে এই শ্যামসুন্দর জনৈক সন্ন্যাসি প্রদত্ত ঠাকুর।

হুসনপুর—(?) শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের প্রশিষ্য ও শ্রীরামকৃষ্ণাচার্য্যের শিষ্য শ্রীস্বরূপ চক্রবর্ত্তীর বাসস্থান [নরোঃ ১২]।

হুগিয়ারপুর (শ্রীহট্ট)—শ্রীকামদেবের পৌত্র শ্রীলনরহরির শ্রীপাট। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্য। এই স্থানকে "জগন্নাথের আখড়া" বলে।

নন্দিনী আর কামদেব, শ্রীচৈতন্য দাস
(চৈঃ চঃ আদি ১২।৫৯)

ইঁহারা কায়স্থ-বংশীয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-সেবা আছে।

হেতমপুর—বীরভূম জেলায়। রাজবাটিতে পঞ্চচূড় মন্দির। শ্রীশ্রীগৌরনিতাই বিগ্রহ। শ্রীগৌরাঙ্গভবন দর্শনীয়।

হেতমপুরের মহারাণী শ্রীমতী পদ্মসুন্দরী দেবী ১৩০২ সালের ১৭ই ফাল্গুন দোলপূর্ণিমা দিবসে মহাপ্রভুর শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ঠাকুরপাড়ায় শ্রীশ্রীরসিকনাগরজীউ আছেন।

হেমগিরি—সুমেরু পর্বত, 'রুদ্রহিমালয়' নামে খ্যাত। (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯।২১০)।

হেলালগ্রাম—(হুগলী) খানাকুল কৃষ্ণনগর হইতে এক ক্রোশ উত্তরে, দ্বারকেশ্বর নদীর পূর্ব-তীরে। ইহা শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের শিষ্য পাখিয়া গোপালের শ্রীপাট। শ্রীপাটভূমির উপরে একটি মাত্র ভগ্ন তুলসীমঞ্চ আছে। আর কোন স্মৃতিচিহ্ন বা দেবালয়াদি নাই। প্রাচীন মন্দিরাদির ইষ্টক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। শ্রীবিগ্রহ স্থানান্তরিত হইয়াছেন। অভিরাম গোস্বামী ত্রই গোপালকে দণ্ড দিবার জন্য বলেন—অদ্যই তোমাকে পুরীধাম হইতে মহাপ্রসাদ আনিয়া ভক্তগণকে ভোজন করাইতে হইবে। ইহাতে গোপালদাস পক্ষিবৎ উড়িয়া গিয়া মহাপ্রসাদ আনিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া 'পাখিয়া গোপাল' নাম হয়।

হোড়েল—ব্রজের উপান্ত গ্রাম—বোন্‌ছারির চারি মাইল অগ্নিকোণে; পাণ্ডবগণের বাসস্থান।

পরিশিষ্টক (বিবিধ জ্ঞাতব্য)

অমরকন্টক বিলাসপুর—কাটনি রেলে। পেণ্ড্রারোড হইতে ১৪ মাইল দূরে অমরকণ্টক। বিন্দপর্বতের একটি উচ্চতম শিখর। নদীর কাছে অহল্যা বাইয়ের ধর্মশালা আছে। বংশকুণ্ডের মধ্যে একটি প্রাকৃতিক প্রস্রবণে নর্মদা নদীর জন্ম। বংশকুণ্ডের উপরে নর্মদা দেবী ও অমরনাথের মন্দির। ইহার এক মাইল দূরে শোণচূড়া—শোণনদের উৎপত্তিস্থান। কর্ণরায়ের মন্দির কপিলধারা বৈতরণী, দুধধারা প্রভৃতি দর্শনীয়।

আজমীর—এই সহরে 'খাজা সাহেব' নামে এক প্রভাবী পীর আছেন। হিন্দু মুসলমান সকলেই ওখানকার যাত্রী। ঐ স্থানে চন্দ্রনাথ-নামে এক অনাদি শিব ছিলেন। তাঁহার নিকট এক বটগাছে ভিস্তীওয়ালা জলসমেত ভিস্তী রাখিয়া আহার করিতেছিল—ভিস্তীর জলবিন্দু শিবের মস্তকে পড়িতে থাকিলে মহাদেব সন্তুষ্ট ও প্রকট হইয়া ভিস্তীওয়ালাকে বর দিলেন যে

সেইদিন হইতে ঐ স্থানে শিবের নাম গুপ্ত হইয়া তাহার নামই প্রকাশিত হইবে—শিবের উপর মসজিদ কবর হইবে, এবং তাহার নাম 'খাজা সাহেব' হইবে। তত্রত্য সেবাইতগণ কিন্তু ওখানে অমেধ্য বস্তু আহার করিতে পারিবে না। ঐ স্থানে ফকির দেহত্যাগ করিলে তাহার কবর দেওয়া হয়। তাহার পরিবারগণ ফকির হইয়া শুদ্ধাচারে থাকেন। ঐ ফকির শিবের পূজা ও খাজা সাহেবের 'শিন্নি' দুইই প্রতিদিবস দিতেছেন। হিন্দু মুসলমান সকলেরই মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। মসজিদের সম্মুখে নাটমন্দির, নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীতবাদ্যাদি করে, বাটির মধ্যে সদাব্রতের গৃহ, সুন্দরব্যবস্থা। [তীর্থ-ভ্রমণ ১৬৫-৬৬ পৃঃ]।

২ আজমীরের তারাগড় পাহাড়ের এক কোণে যে মসজিদ আছে, তাহা হিন্দু-মন্দিরের মাল-মসলায় প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ মসজিদ গাত্রে পাথরের উপর দুইখানি প্রাচীন সংস্কৃত নাটক খোদিত আছে, তাহার একখানি সোমদেব-রচিত 'ললিতবিগ্রহরাজ' নাটক এবং অন্যখানি বিগ্রহ-পাল-রচিত 'হরকেলি নাটক'। শেষোক্ত নাটক ১১৫৩ খৃঃ রচিত। হিন্দুরাজগণ নাটকের কিরূপ আদর করিতেন, তাহা ঐ খোদিত লিপি দ্বারাই পরিব্যক্ত হইতেছে।

আরঙ্গজেব হুকুম দিয়া বহু মন্দির ধ্বংশ করাইয়াছিল (প্রবাসী ১৩২৮ আশ্বিনে স্যার যদুনাথ সরকার-লিখিত প্রবন্ধ) এবং সেই সব মন্দিরের মালমসলায় সমজিদ প্রস্তুত ইইয়াছিল (ঐ প্রবাসী শ্রীরমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত বসুমতী ১৩৩০ পৌষ-সংখ্যায় রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন— নিম্নলিখিত মসজিদ-গুলি হিন্দুমন্দিরের উপকরণে প্রস্তুত হইয়াছে।

(১) দিল্লীতে কুতুবমিনারের নিকটবর্ত্তী মসজিদ, (২) আলাউদ্দিন খিলজির মসজিদ, (৩) আজমিরে আড়াই দিলকা ঝোপড়া, (৪) আহম্মদাবাদে জুমা মসজিদ (৫) খাম্বা ফতের মসজিদ, (৬) বাঙ্গালা পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, (৭) পেঁড়োর মসজিদ, (৮) ত্রিবেণীতে জাফর খাঁর মসজিদ। তদ্রূপ মানসী ও মর্ম্মবাণী ১৩৩১ সনে ভাদ্র-সংখ্যায় মুনীন্দ্রনাথ দেবের প্রবন্ধ এবং চুঁচড়া সমাচার পত্রিকা ১৩৩৯।৭ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

উলা বীরনগর—নদীয়া জেলায়—ই,আই আর লালগোলা লাইনে শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে রাণাঘাট জংসনের পরের ষ্টেশন। এই স্থানে শ্রীল কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জন্ম হয়। কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তক আউলচাঁদ এই স্থানে মহাদেব বারুয়ের বাড়িতে সর্বপ্রথম আগমন করেন। মহাদেব বারুই ১৬১৬ শকে ফাল্গুন মাসে শুক্রবারে স্বীয় পানের বরজে একটি বালক প্রাপ্ত হন। ঐস্থানে বালক বার বৎসর থাকেন। পরে নানাস্থানে ভ্রমণ করতঃ ২৭ বর্ষ-বয়ঃ-কালে 'বৈজরা' গ্রামে গিয়া ২২ জনকে শিষ্য করেন।

রামশরণ পাল-সম্বন্ধে প্রবাদ—১১৭৬ সালের মন্বন্তরের সময়ে উনি সুখসাগর বাজারে চাউল কিনিতে গিয়া আউলচাঁদের দর্শন ও কৃপা প্রাপ্ত হয়েন। আউলচাঁদ ১৬৯১ শকে 'বোয়ালে'-নামক গ্রামে পরলোক গমন করেন; ঐস্থানে উহার কন্যার সমাধি আছে। উহার কন্যারও সমাজ আছে। চাকদহের ৩ ক্রোশ পূর্বে পরারি-নামক গ্রামে আউলচাঁদের দেহ সমাধিস্থ করা হয়।

(নদীয়া কাহিনী)

কর্ণগড়- মেদিনীপুরের তিন ক্রোশ উত্তরে।

কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহের সভায় ১৬৩৪ শকে ১৭১২ খৃষ্টাব্দে ভক্ত রামেশ্বর থাকিতেন। রামেশ্বর-কৃত 'শিব-সংকীর্ত্তন' গ্রন্থ ঐস্থানে রচিত হয়।

পূর্ব্বে পুরীযাত্রীগণের ঐ স্থানে রাজছাড়পত্র লইতে হইত নতুবা কেহ যাইতে পারিত না। এখানের রাজারা সদেগাপকুল-সম্ভূত। মহাপ্রভুর সময়ে সম্ভবতঃ লক্ষ্মণ সিংহের রাজত্ব-কাল ছিল। লক্ষ্মণ সিংহ, রাজাশ্যামসিংহ, ছত্র সিংহ, রঘুনাথ সিংহ, রাম সিংহ, যশোবন্ত সিংহ, অজিত সিংহ—পত্নী ভবানী। এই রাজবংশ নিঃসন্তান হওয়ায় নাড়াজোলের রাজারা ইহার মালিক হয়েন।

কাঙড়া—প্রাচীন নাম নগরকোট। অমৃতসর হইতে পাঠান কোট তথা হইতে মোটরে। জ্বালামুখী হইতে ২৪ মাইল। ধর্মকোটে ভাগশুনাথের পবিত্র ঝরণা ও মহাদেবের মন্দির আছে, এখান হইতে কাঙড়া রাজধানীতে যাইতে হয়। কাঙড়ার প্রাচীন মন্দির মামুদ গজনী লুণ্ঠন করিয়া ছিল। মন্দির হইতে ৭ লক্ষ স্বুবর্ণ মুদ্রা (দিনার), ৭০০ মণ স্বর্ণ ও রৌপ্য থান, ২০০ মণ স্বর্ণখণ্ড, ২০০০ মণ রৌপ্য এবং ২০ মণ মণিমাণিক্য অলঙ্কার লইয়া যায় এবং মন্দিরের প্রাচীন বিগ্রহকে মক্কায় লইয়া গিয়া ধার্মিক মুসলমান যাত্রীগণ উহার উপর দিয়া পদক্ষেপ করিয়া যাইবার জন্য পথের উপর ফেলিয়া রাখা হয়!! (ভারতবর্ষ ১৩২২. চৈত্র ৫৪০ পৃঃ)। কাঙড়ার প্রাচীন মন্দিরের নাম—বজ্রেশ্বরী দেবীর মন্দির। আকবর টোড়মল্লের সহিত আসিয়া এই মন্দির দেখিয়াছিল। রণজিত সিং কাংড়ার ও জ্বালামুখীর মন্দিরশীর্ষ স্বুবর্ণ-মণ্ডিত করিয়া দেন। প্রবাদ - জলন্ধর রাক্ষসের মাথার গড় কালগড় এই স্থানে পড়িয়াছিল, এজন্য কাংড়া নাম হয়। আরও প্রবাদ—সতীর দেহ কাঙড়ায় এবং মুখ জ্বালামুখীতে। ১৯০৫ খৃঃ ভূমিকম্পে প্রাচীন মন্দির ধূলিসাৎ হইয়া যায়। পরে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নব মন্দির নির্মিত হইয়াছে। মন্দিরে একটি শিলাখণ্ডে দেবীর নেত্র অঙ্কিত আছে। উহা পূজিত হয়। মন্দিরের এক ক্রোশ দূরে প্রাচীন কেল্লা। বাণগঙ্গা বা বাণোর-নামে নদী আছে. গুপ্ত গঙ্গা আছে। ইতস্ততঃ আরও তীর্থ আছে। সূর্যকুণ্ড, রামকুণ্ড ও সীতাকুণ্ড আছে। বীরভদ্র নর্মদেশ্বর শিবালয়, মন্দির-নিম্নে ফল্গুনামে প্রস্রবণ আছে। উহার এক পার্শ্বে যাত্রীরা পিণ্ডদান করেন।

কামাখ্যা—আসামে ; কলিকাতা শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে ৪৫৮ মাইল। ব্রহ্মপুত্র নদের উপর নীলশৈল। ঐ পর্বতে সতীর মাতৃস্থান পতিত হইয়াছিল। দেবীর নাম—শ্রীশ্রীকামাখ্যা দেবী। নদী হইতে কামাখ্যা ৭।৮ শত ফুট উচ্চ, উপত্যকা ভূমি প্রায় দেড় মাইল।

দর্শনীয়—দেবীমন্দিরের সিংহদ্বার পূর্বমুখে। কামেশ্বর ও কামেশ্বরী মন্দির সৌভাগ্য-কুণ্ড নামে পুষ্করিণী। মূল মন্দিরের ১০।১২ সিড়ি নিম্নে নামিয়া শ্রীযোনি-পীঠ। মন্দিরের মধ্যস্থানে এক-হস্ত পরিসর স্বর্ণমুকুট-শোভিত যোনিমুদ্রা। ঐ যোনিমুদ্রার পূর্ব দিকে রৌপ্যমুকুট। মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী দেবী আছেন।

কামাখ্যা মন্দিরের অনেক স্থানেই শিলালিপি আছে। পাহারের নীচে পাণ্ডুনাথের মন্দিরে তিনখানি শিলালিপি আছে। ব্রহ্মপুরের পরপারে অশ্বক্রান্তা। বিষ্ণুমন্দিরে শ্রীনারায়ণের অনন্ত-শয্যার মূর্তি আছে। নাটমন্দিরের দেওয়ালে কালপাথরে বিষ্ণুমূর্তির নিম্নে শিলালিপি আছে।

শিবসিংহ নৃপতির অনুজ দুবরা বৃহৎ কুকুন শ্রীজনার্দনদেবের দোল যাত্রা জন্য ১৬৪৩ শকে এই মন্দির করেন। নাট্যমন্দিরের লিপি অস্পষ্ট।

পাণ্ডু হইতে কামাখ্যা ষ্টেশন আসিবার পথে রেলিং ঘেরা একটি শিলালিপি আছে।

১০।১২ মাইল দূরে বশিষ্টাগ্রাম আছে। ব্রহ্মপুত্র-মধ্যে একটি পাহাড় বা দ্বীপ, উহার নাম—উমানন্দ। উমানন্দমন্দিরের পথে দক্ষিন দিকে গহ্বরের সামনে একটি লিপি আছে। উহাতে ১৬৮৫ শক লেখা। ঐ তাম্রশাসনের এক পীঠে ১৭৩৪ শক ও অন্য পার্শ্বে ১৭১৫ শক ৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার লিখিত আছে।

কামাখ্যা-মন্দিরের গাত্র-লিপিতে ১৪৮৭ শকে লেখা আছে। ঐ নাট্যমন্দিরে তাম্রফলকে ১৮ লাইন লিপি আছে। উহাতে ১৭০৪ শক লেখা আছে। ঐ নাট্যমন্দিরের প্রস্তরফলকে ১৬৮১ শক। কেদারেশ্বর মন্দিরের ফলকে ১৬৭৩ শক লিখিত আছে।

পাণ্ডুঘাটের বিষ্ণুমন্দির শঙ্খধ্বজের পুত্র রঘুদেব ১৬০৭ শকে নির্মান করেন।

আরও জানা যায় কোচ রাজা নারায়ণ তাহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজকে এই মন্দির নির্মান-কার্য্যে নিযুক্ত করেন।

কামতৌল—দ্বারভাঙ্গা ষ্টেশন হইতে এক ষ্টেশন ব্যবধানে। এখান হইতে চারি মাইল পশ্চিমে অহল্যাপাষাণীর স্থান। এখানে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির আছে। রামনবমীতে উৎসব হয়। কামতৌল হইতে এক মাইল পশ্চিমে গৌতমকুণ্ড বা গৌতমমুনির জন্মস্থান।

কেতুগ্রাম—বর্দ্ধমান জেলায়। কুলাই গ্রাম হইতে দেড় ক্রোশ দূরে। ইহা মহাপীঠ। পীঠ বেহুলাপুরে বহুলাক্ষী বা বেহুলা দেবী। এস্থানে দেবীর বাম বাহু পতিত হয়। দেবী আ০ হাত উচ্চ—কাল পাথরের। দেবীর দক্ষিণ দিকে গনেশ, বামে শক্তিধর। শ্রীখণ্ডের ভূতনাথ শিব—ঐ দেবীর ভৈরব। এখানে চন্দ্রকেতু-নামে পূর্বে এক রাজা ছিলেন।

গোয়ালিয়র—ঐ সহরের মধ্যে একটি তেঁতুল গাছের তলে মিঞা তানসেনের সমাধি আছে। গায়কগণ ঐস্থানে দর্শন করিতে যাইয়া উক্ত তেঁতুল গাছের পাতা খাইয়া থাকেন। তানসেনের সঙ্গীতগুরু শ্রীবৃন্দাবনের নিধুবনবাসী শ্রীল হরিদাস স্বামী। ইঁহারই সেবিত বিগ্রহ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবাঁকেবিহারী বা বঙ্কুবিহারীজীউ।

ঘোষপাড়া—(মুরতিগ্রামের ঘোষপাড়া)। জেলা নদীয়া। গঙ্গার ধারে কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন হইতে পশ্চিমে দুই ক্রোশ। কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের আউলচাঁদের শিষ্য রামশরণ পালের শ্রীপাট। রামশরণ পালের পত্নির নাম—সরস্বতী দেবী। ইনি সতীমা বা কর্ত্তামা বলিয়া প্রসিদ্ধ। পুত্রের নাম—রামদুলাল। সতীমার সমাজগৃহ আছে। মন্দিরে আউলচাঁদের আশাবাড়ি ও কন্থা এবং রামশরণ পালের খড়ম ও রামদুলালের অস্থি আছে। শ্রীমন্দিরে যে শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ আছেন, তাহা সোনাখালি গ্রাম হইতে আনীত হইয়াছে। আউলচাঁদের উপবেশন স্থানে একটি ডালিম গাছ আছে। হিমসাগর নামে একটি রোগারোগ্যকারক পুষ্করণী আছে। দোল পূর্ণিমায় এই স্থানে বিরাট মেলা হইয়া থাকে। রামশরণ পাল আষাঢ় মাসে রথের পর কৃষ্ণাচতুর্থীতে দেহ-রক্ষা করেন। রামদুলাল 'শ্রীযুত' নামে অভিহিত। দোলের সময় সোনাখালি গ্রাম হইতে শ্রীশ্রীরাধা-

গোবিন্দ বিগ্রহ আগমন করেন। বৈশাখ মাসে পূর্ণিমাতে রথ হয়।

চম্পাইনগর—মানকর ষ্টেশন হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণে। প্রবাদ—এস্থানে চাঁদসওদাগরের বাড়ী ছিল।

চিৎপুর, কলিকাতা—শ্রীশ্রীজয়চণ্ডী চিত্তেশ্বরী দেবী, কালীমাতা; কিন্তু দশভুজা দুর্গামূর্ত্তি। বহু প্রাচীনকালের দেবী, ১৬১০ খৃঃ অব্দে শ্রীল নরসিংহ ব্রহ্মচারী দেবীর মন্দির স্থাপন করেন। কাশীপুর ৮ ও ৯ গান ফাউণ্ডারী রোডে উক্ত মন্দির। শুনা যায়—দেবীর বক্ষঃস্থলে "চিত্তেশ্বরী" এই নাম খোদিত ছিল এবং দেবীর নিকট নরবলি হইত। ঐ দেবীর নাম হইতেই ঐ অঞ্চলের চিৎপুর-নাম হইয়াছে। (আনন্দবাজার ১৩৪৪।১৪ কার্তিক)

চিত্রকূট—জব্বলপুর লাইনে মণিপুর ষ্টেশনে নামিয়া ঝাঁসির গাড়ীতে যাইতে হয়। মাণিকপুর হইতে ২ ষ্টেশন পরেই কবরী ষ্টেশনে নামিতে হয়। ইহার পরেই চিত্রকূট ষ্টেশন আছে।

ভরদ্বাজ ঋষি চিত্রকূটকে "গন্ধমাদন-সন্নিভ" বলিয়াছেন। ইহার তলদেশ ঘিরিয়া কতকগুলি মন্দির আছে। কামদানাথ পর্বত পয়িধি প্রায় ১॥ মাইল, ইহাকে পরিক্রমা করিতে হয়। এই স্থানে ভরত সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের মিলন হয়। এই স্থান হইতে শ্রীরামচন্দ্রের কুটীর এক মাইল দূরে মন্দাকিনী নামক ক্ষুদ্রনদীতীরে। 'রামঘাট' অত্রত্য প্রসিদ্ধ।

চুঁচুড়া মালাইটোলা—(হুগলী) শ্রীশ্রীবলরাম জীউর আখড়া। এই দেবালয় প্রায় তিন শত বৎসরের প্রাচীন।

দুই শত বর্ষের পূর্ববর্তী সিদ্ধ যাদব দাস বাবাজীর সমাধি আছে।

জনকপুর—(দ্বারভাঙ্গা হইতে) দ্বারভাঙ্গা জয়নগর লাইনের জয়নগর ষ্টেশনে নামিয়া নেপাল-জয়নগর-জনকপুর রেলওয়ে জনকপুর। নেপাল-সীমার মধ্যে, ঐ স্থানে জনক রাজার বাড়ী ছিল। ওখানে দুইটি শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির আছে। টিকমগড় রাজার নির্মিত মন্দির বা প্রাসাদ দর্শনযোগ্য। ষ্টেশন হইতে ঐ মন্দির এক মাইল। রামনবমীতে এবং অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ উৎসব-উপলক্ষে মেলা হয়।

ধনুয়া—জনকপুর হইতে তিন মাইল দূরে। এখানে শ্রীরামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিয়াছিলেন। হরধনুর এক-তৃতীয়াংশ আজিও দৃষ্টিগোচর হয়।

জ্বালামুখী—৫১ পীঠের মধ্যে সতীর জিহ্বা পতিত হয়। দেবী—অম্বিকা, ভৈরব—উন্মত্ত বা চটুকেশ্বর।

১। লাহোর যাইবার পথে জলন্ধর হইতে শাখা রেলে হোসিয়ারপুর, তথা হইতে টমটমে যাইতে হয়।

২। দ্বিতীয় পথ অমৃতসর হইতে রেলে পাঠানকোট, তথা হইতে মোটরে কাঙড়া ও তৎপরে জ্বালামুখী।

মন্দির হইতে দেওয়ালের ৮।১০ স্থানে অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে। প্রধান অগ্নিশিখা মহাকালী-নামে পূজিত হয়, অন্য শিখার কাহারও নাম মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, হিমলিঙ্গ জ্যোতি; মন্দির-মধ্যে হোমকুণ্ড আছে। মন্দিরের কিছু উপরে একটি শিবলিঙ্গ আছে। তাহার উপরে ঝরণার জল অনবরত পড়িতেছে। ইহার নিকটে গোরক্ষনাথের মন্দির। এই মন্দিরের নিকট লক্ষ্মীনারায়ন-মন্দির।

উন্মত্ত ভৈরবে যাইতে জ্বালামুখী মন্দির হইতে বাঁধান সিঁড়ি দিয়া ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া পথ; কিছুদূরে প্রাচীন আমগাছের তলায় কাল পাথরের মূর্তি।

ডাবুকেশ্বর মহাদেব—বীরভুম জেলায়। তারাপীঠ হইতে শ্বেতবর্ণ মন্দির দৃষ্ট হয়। একচক্রা হইতে দুই মাইল পশ্চিমে। প্রবাদ—পঞ্চপাণ্ডব এই স্থানে উপবাসী থাকিয়া অহোরাত্র ঐ শিব-পূজা করিয়াছিলেন। কৈলাসপতি মহারাজ-নামক জনৈক ভক্ত ভিক্ষা করিয়া ঐ মন্দির নির্মান করিয়াছিলেন। ডাবুকেশ্বর মহাদেব—অনাদিলিঙ্গ।

তারাপীঠ চণ্ডীপুর বশিষ্ঠাশ্রম মহাশ্মশান। বীরভূম জেলায়। রামপুরহাট ষ্টেশন হইতে ৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে উত্তরবাহিনী দ্বারকানদীর তীরে। বামাক্ষেপার সিদ্ধ আসন।

একচক্রা হইতে দুই ক্রোশ। রাস্তার উপরে বৃহৎ দেবীমন্দির

দিগ্‌নগর- নদীয়া জেলায়। এখানে ১৫৯১ শাকে নবদ্বীপের রাজা বিদ্যোৎসাহী রাঘব একটি দীঘি খনন করেন ও রাঘবেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত করেন। মন্দিরের লিপি এইরূপ—

"শাকে সোমনবেষুচন্দ্রগণিতে পুণ্যৈকত্নাকরো
ধীরশ্রীযুতরাঘবো দ্বিজমণিভূর্মিভুজামগ্রণীঃ।
নির্মায় স্ফুরদূর্মি-নির্মলজল-প্রদ্যোতিনীং দীর্ঘিকাং
তত্তীরে কৃতরম্যবেশ্মনি শিবং দেবং সমস্থাপয়ৎ॥"

নাথদ্বারা—শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীর আবির্ভাবিত শ্রীগোবর্দ্ধননাথ গোপাল আরঙ্গজেবের অত্যাচারে ১৫৯০ শকে শ্রীবৃন্দাবন হইতে উদয়পুরে স্থানান্তরিত হইবার কালে পথিমধ্যে সিহাড়গ্রামে রথচক্র মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত হইলে ঐ স্থানেই থাকেন। রাণা তখন ঐস্থানেই মন্দির নির্মান করিয়া ঐ গ্রামখানি দান করেন। বিগ্রহের নাম হইল—শ্রীনাথজি এবং গ্রামের নাম—নাথদ্বারা। এখানকার সেবা গোকুলবাসী গোস্বামিদের হাতে। জগন্নাথের আনন্দবাজারের ন্যায় এস্থানেও মহাপ্রসাদ বিক্রয় হয়। এমন সুপরিপাটীর সহিত সেবা কুত্রাপি দেখা যায় না।

নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মঠসমূহের স্থাননির্দ্দেশঃ—

(১) সলিমাবাদ—কৃষ্ণগড়, উদয়পুর (আজমীর হইতে যাইতে হয়)।

(২) বর্দ্ধমানে রায়পুর, রায়গঞ্জ মঠ।

(৩) উখ্‌রা—অণ্ডাল ষ্টেশনের পরবর্ত্তী ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়।

(৪) আড়ংঘাটা—যুগলকিশোর মঠ।

(৫) চৈতুয়া—বৈকুণ্ঠপুর মঠ (ঘাটাল হইতে তিন ক্রোশ দূরে)।

(৬) আসমানপুর (নদীয়া) আলমডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ দূরে।

(৭) কেন্দুলি—[এই মঠ পূর্বে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল]।

(৮) লোহাগঞ্জ -আজিমগঞ্জ ষ্টেশন হইতে এক মাইল।

(৯) বিনোদলাল—আজিমগঞ্জ ষ্টেশনের নিকট।

(১০) বস্তানগর—রাণীগঞ্জ ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ।

(১১) উলসী—(নাভারণ ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ।

(১২) শ্রীবৃন্দাবনে—পরমার্থজী মঠ।

(১৩) শ্রীক্ষেত্রে—লোকনাথের নিকট দুঃখী-শ্যাম মঠ।

(১৪) কটকে—গোপালজী মঠ।

(১৫) বুন্দেলখণ্ডে—অটলবিহারী মঠ।

(১৬) নিম্‌কা থানায় (ফুলেরা জংসন হইতে ব্রাঞ্চ লাইনে এই স্থানে যাওয়া যায়)।

(১৭) গোবর্দ্ধনের নিকট নিম্বগ্রামে—

(১৮) পাঞ্জাবের নিকট খাড়াগ্রামে—

[গৌড়ীয় ষষ্ঠবর্ষ ৪র্থ সংখ্যা]

পরেশনাথ পাহাড় (শৈলতীর্থ)—জৈনগণ ইহাকে "সমেতশিখর" বলেন। ত্র য়ো বিং শ তীর্থঙ্কর—শ্রীপার্শ্বনাথ স্বামী এই স্থানে শ্রাবণী শুক্লা অষ্টমীতে দেহরক্ষা করেন।

পশুপতীনাথ (নেপালরাজ্যে)—নেপালে শিবরাত্রির সময়ে মেলা হয়। ঐ সময় ৬ দিন নেপালরাজ্যে বিনা পাশে যাত্রীগণ দেবদর্শনে যাইতে পারে।

নেপালে ১৭৩৩টি দেবালয়। তন্মধ্যে **পশুপতি-নাথই** প্রধান। পূর্ব্বকালে ইনি 'স্বয়ম্ভুনাথ'-নামে খ্যাত ছিলেন।

নেপালের রাজধানী কাটামুণ্ডের তিন মাইল উত্তর-পূর্ব্বে বাগমতী নদী। তীরে পশুপতিনাথের মন্দির।

নেপালের রাজা সদাশিব দেব ঐ মন্দিরের ছাদ স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দেন। রাজমন্ত্রী ভীমসেন দেবা-লয়ের দ্বারগুলি রৌপ্যমণ্ডিত করিয়া দেন। মন্দির-প্রাঙ্গণে সুবর্ণমণ্ডিত বৃহৎ বৃষ আছে। ইহা ভিন্ন স্বর্ণময় বৃষ ও শিবলিঙ্গ বিস্তর আছে। পশু-পতিনাথ মন্দিরের চারি পার্শ্বে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু মন্দির আছে। ঐ স্থানে গুহ্যেশ্বরী মন্দিরে উৎস আছে। উৎসের মুখ স্বর্ণময় আবরণে মণ্ডিত। খুলিয়া হাত দিলেই জলস্পর্শ হয়। পশুপতিনাথ-মন্দিরের অদূরে মুগস্থলী নামক পর্বতের উপর একটি রমণীয় বন আছে।

পাণ্ডলেনা গুহাবলী—নাসিক হইতে ৫ মাইল দক্ষিণ দিকে। পুরাতত্ত্বানুসন্ধান-কারীদিগের পক্ষে এই স্থান অতীব প্রসিদ্ধ। তিনটী পর্বত কাটিয়া উহার গুহাগুলি প্রস্তুত করা হইয়াছে। সংখ্যাতে ২৪টি, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নির্মিত হয়। অধিকাংশ গুহা বৌদ্ধদিগের রচিত। গুহা মধ্যে বুদ্ধদেব ও তাহার জীবনের ঘটনাবলি দেখিতে পাওয়া যায়। ২৪টি গুহার মধ্যে ২৭টী লেখা (Inscription) আছে, ইহদ্বারা ভারতের অনেক ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক তথ্য জানিতে পারা যায়। ঐ সকল লেখার মধ্যে অশোকস্তম্ভের লেখাটি সর্বপ্রাচীন। ডাক্তার ভাণ্ডারকার-মতে খৃঃ পূর্ব ১১০ বর্ষ পূর্ব হইতে ৬০০ খৃঃ পর্যন্ত ঐ সকল গুহা নির্মিত হইয়াছিল। নাসিকের নিকট তপোবন, গোবর্দ্ধন, গঙ্গাপুর প্রভৃতি অনেক দেখিবার আছে (প্রবাসী ৩।১১৬ পৃঃ)।

পাণ্ডুয়া (দ্বিতীয়)—পেঁড়োর মন্দির ই, আই আর পাণ্ডুয়া ষ্টেশন হইতে এক মাইল। হুগলী জেলা। হিন্দু-কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ। জনৈক পাণ্ডু বা পাণ্ডব নামক রাজার রাজ্য ছিল। দুর্বৃত্ত মুসলমানগণ দেবমন্দিরাদি ধ্বংস করিয়াছে। ঐ সব মালমসলায় ১৩৬ ফিট উচ্চ একটি মিনার হইয়াছে। উহার ১৬১ সিড়ি। হিন্দু-কীর্ত্তির বহু নিদর্শন রহিয়াছে। মিনারের সম্মুখে একটি হিন্দু মন্দির। উহা এখন 'বাইশ দরজা' নামে অভিহিত। বিগ্রহের আসনগুলি শূন্য। অপরাপর মন্দির ও ভগ্ন দেব বিগ্রহ দেখা যায়। আদিশূরের পুত্র ভূশূর মগধের রাজা ধর্ম্মপালকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া রাঢ়দেশে বাস করেন ও পুণ্ড্র রাজধানী স্থাপন করেন। উহাই হুগলী জেলায় পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো।

প্রেমবন্দর—দাক্ষিণাত্যে, চিঙ্গেলপুট জেলায় শ্রীভূত- পুরী বা প্রেমবন্দর গ্রামে শ্রীল রামানুজ স্বামী ১০১৭ খৃষ্টাব্দে চৈত্রী শুক্লা পঞ্চমীতে বৃহস্পতিবারে কর্কট লগ্নে মধ্যাহ্ন সময়ে আবির্ভূত হয়েন। পিতা কেশব সোমযাজি, মাতা—কান্তিদেবী।

বক্সার—ই, আই, আর-কর্ড লাইনে ষ্টেশন। ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল দূরে গঙ্গাতীরে শ্রীরামচন্দ্র ও অহল্যার পাষাণীর মূর্ত্তি আছে। বক্সারের নিকট ভৃগুমুনির আশ্রম। নিকটে চিত্রবন-নামক স্থানে বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল। শ্রীরামচন্দ্র তাড়কা বধ করিয়া এখানে আসিয়া বিশ্রাম করেন। 'রামেশ্বর' শিব আছেন।

বড়নগর—(মুর্শিদাবাদ) আজিমগঞ্জ হইতে এক মাইল। রাণী ভবানীর বংশোদ্ভব শ্রীল বিশ্বনাথ বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। পূর্ব্বে শাক্ত ছিলেন। ইনি রাজসাহীর জমিদার উদয়নারায়ণের শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীমদনগোপালজীউর সেবার বন্দোবস্ত করেন। শ্রীমদনমোহন-মন্দিরে মহালক্ষ্মী ও হয়গ্রীব বিগ্রহ আছেন। মুর্শিদাবাদমধ্যে উক্ত মদনমোহনজীউ একটী বিশেষ দর্শনীয় শ্রীবিগ্রহ।

বাগআঁচড়া গ্রাম নদীয়া জেলায়। চাঁদরায়ের প্রতিষ্ঠিত ১৫৮৭ শকের শিবমন্দির আছে। ঐ চাঁদরায়কে অনেকেই ১২ ভুঁইয়ার মধ্যে শ্রীপুরের চাঁদরায় বলিয়া নির্দেশ করেন। মন্দিরের ইষ্টক-লিপিতে আছে—

শাকে বারমতঙ্গবাণহরিণাঙ্কেনাঙ্কিতে শঙ্করং
সংস্থাপ্যাশু মুদা সুধাকর-কর-ক্ষীরোদ-
নীরোপমম্।
তস্মৈ সৌধমিদং মুদা সুজলদা-নিলীন-
লোলধ্বজং
তৎপাদেরিত-ধীরধীর-বিরতং শ্রীচাঁদরায়ো
দদৌ॥

বিসফী গ্রাম—(ত্রিহুতে) বিদ্যাপতির জন্মস্থান। কামতৌল ষ্টেশন হইতে যাইতে হয়।

মণিপুর রাজ্য—**A. B. Ry** মণিপুর ষ্টেশন হইতে ১৩৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে। মণিপুরের রাজধানীর নাম ইম্ফল। মোটর যাতায়াত করে। মণিপুর রোড (ডিমাপুর) হইতে এক মাইল মধ্যে ঘটোৎকচের রাজ্যের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

ডিমাপুর হইতে ৯ মাইল পরে নিচুগার্ড নামক স্থানে পুলিশ ফাঁড়ি, পাশ না থাকিলে মণিপুর প্রবেশ করা যায় না। ডিমাপুর হইতে ৬৬ মাইল মাওসহর। এখানে পাশ পরীক্ষা করে। ইহার পরেই মণিপুর রাজ্য আরম্ভ।

১৭১৪ খৃঃ মণিপুরে পেমহৈবাং রাজার পরে ভাগ্যচন্দ্র রাজা হয়েন। ইনি শ্রীহট্ট ঢাকা দক্ষিণের মহাপ্রভুর পিতৃব্য-বংশীয় শ্রীমদ্ রামনারায়ণ মিশ্র শিরোমণির নিকট বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণ করেন। তদবধি মণিপুর রাজ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হয়।

মণিপুরে ভাগ্যচন্দ্র রাজার সেবিত শ্রীশ্রীগোবিন্দ আছেন। ইনি ইহার রাণীর নামে ঢাকা দক্ষিণ দেবমন্দিরে ৫ মণ ওজনের একটি ঘণ্টা দান করিয়াছেন; উহাতে ইঁহার এবং রাণীর নাম খোদিত আছে।

মুঙ্গের—(প্রকৃত নাম—মুদ্গগিরি) মুদ্গল ঋষির আশ্রম ছিল। কেল্লার পার্শ্বে গঙ্গার প্রাচীন কর্ণহারিণী ঘাট। ঐ ঘাটে ঐ ঋষি তপস্যা করিতেন। শ্রীশ্রীরামসীতার ঐ ঘাটে চরণস্পর্শ হইয়াছিল।

মুঙ্গেরের কেল্লাই কর্ণরাজার গড় ছিল। সহর হইতে কিছুদূরে চণ্ডীস্থান আছে। চণ্ডীর মন্দিরে কালভৈরব এবং অন্য দুইটি মন্দিরে অন্নপূর্ণা ও পার্ব্বতী দেবী আছেন। কষ্ঠহারিণী ঘাটের উপরে দক্ষিণ পার্শ্বে জগন্নাথদেবের মন্দির আছে। উহার মধ্যপ্রকোষ্ঠে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা-দেবী আছেন। উহার দক্ষিণ ও বামভাগে দুইটি প্রকোষ্ঠে শিবলিঙ্গ দুইটি আছেন।

মুটিগঞ্জ—এলাহাবাদ। মুটিগঞ্জের পার্শ্বে কীডগঞ্জ নয়াবস্তীতে ভক্তবর শ্রীলমাধব দাস বাবাজীর মাধো কুঞ্জ। মাধবদাস বাবাজী মহারাজ ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। পরম ভক্ত, ইনি মহাপ্রভুর ধর্ম্ম গুজরাট প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়াছিলেন। ইনি দ্বাদশ গোপাল পর্য্যায়ের শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিতের বংশীয়। মাতৃকুল শ্রীচৈতন্যদেবের পিতৃব্য-বংশীয় ছিলেন [?], পিতার নাম —শ্রীনিত্যানন্দ ঠাকুর। আসানসোলের নিকট মেজেড়া [বাঁকুড়া জেলা] ইঁহার বাস ছিল [বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী]।

মুলতান—শ্রীকবিরাজ গেস্বামীর শিষ্য মুকুন্দের পাট। মূলতানে শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামীর শিষ্য পঞ্জাবী রামদাসকপূর-কর্তৃক শ্রীবৃন্দাবনের অনুরূপ শ্রীশ্রীমদনমোহন বিগ্রহ ও মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। রামদাস বহু পাঞ্জাবীকে মহাপ্রভুর ধর্মে দীক্ষিত করেন।

যশোদল বা যাদ্দোয়া—মৈমনসিংহ জেলা। এ স্থানে চূড়াধারী মাধবাচার্য্যের বংশধরগণের বাস।

লাভপুর—বীরভূম জেলায় মহাপীঠ। শ্রীমতী ফুল্লরা দেবী। ভৈরব—বিশ্বেশ, সতীর ছিন্ন ওষ্ঠ এই স্থানে পতিত হয়। ওঝা বংশীয়েরা সেবায়েত। মন্দিরে দক্ষিণে দেবীদহ। মহাপীঠের পশ্চিমে যুদ্ধডাঙ্গা, বিস্তীর্ণ প্রান্তর। ঐ স্থানে দেবীর সহিত অসুরগণের যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ। লাভপুর নিবাসী জমিদার পরলোকগত যাদবনাথ বন্দোপাধ্যায় মন্দির করিয়া দিয়াছেন। এখানে শিবার ভোগ না হইলে দেবীর ভোগ হয় না।

শালতোড়গ্রাম (বাঁকুড়া)—বাঁকুড়া হইতে মেজিয়া মটর সার্ভিস বাসে উঠিয়া শালতোড়ে নামিতে হয়। এই স্থানে চণ্ডীদাসের শ্রীনিত্যাদেবী আছেন।

সপ্তশৃঙ্গ পর্বত—নাসিক হইতে ৩০ মাইল উত্তরে। পর্বতের উপরে সপ্তশৃঙ্গবাসিনী দেবীর মন্দির আছে। ঐ স্থানে গৌড়স্বামী-নামক একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর (বৈষ্ণবের) সমাধি আছে। এ বিষয়ে Nasik Gazeteerএ উক্ত আছে—

"Gaud Swami was a Bengal ascetic who lived on the hill about 1730 in the time of the second Peshwa Bajirao (1730-1740). He lived in the Nasic Tırtha and had many disciples among the Maratha nobles. One of the chief was Chhatrasing Thoke of Abhona who built the Kalika and Surya reservoirs."

উহার সন্নিকটে গৌড়স্বামীর এক শিষ্য ধর্মদেবের সমাধি আছে; উহার বিষয়েও নাসিক গেজেটিয়ারে উল্লেখ দেখা যায়।

সিঙ্গুর বা সিংহপুর- হুগলী জেলা। তারকেশ্বর লাইনে সিঙ্গুর ষ্টেশন। ঐস্থানে মহাবনিক্-নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম—বিজয় সিংহ। এই বিজয় সিংহই সিংহল

জয় করিয়াছিলেন।

সুন্দরপুর—নদীয়া, করিমপুর থানা। শ্রীগোবিন্দজিউর সেবা। চৈত্র সংক্রান্তি হইতে এক পক্ষ মেলা হয়। উহাকে "তুলসীবিহার মেলা" কহে।

সুলতানগঞ্জ— মুঙ্গেরে। জহ্নুমুনির আশ্রম। লুপ লাইনে সুলতানগঞ্জ ষ্টেশন হইতে নিকটে গঙ্গাদেবী। মুঙ্গের হইতে বাসে যাওয়া যায়। গঙ্গার মধ্যে পাহাড়ের উপর শ্রীগোপীনাথ মহাদেব আছেন।

সোনামুখী—বাঁকুড়া জেলায়, এই গ্রামে ঠাকুর (পাগল) হরনাথের জন্ম হয়।

সোমনাথ— বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অধিন কাঠীয়া বাড়ের অন্তর্গত জুনাগড় রাজ্যের প্রাচীন নগর। সাগরকূলে বিশালায়তন ও উত্তুঙ্গ সোমনাথের মন্দির। হিন্দুদের পরম পবিত্র তীর্থস্থান। সপ্তদশবার ভারত আক্রমণকারী সুলতান মামুদ ১০২৪ খৃঃ সোমনাথ আক্রমণ করত ইহাকে বিধ্বস্ত করিয়া প্রচুরতর ধনরত্ন লইয়া গমন করে।

হাজো—(হয়গ্রীব মাধব) আসামে। প্রবাদ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই স্থানে গিয়া নৃত্যগীত করিয়াছিলেন। আসামীয়া ভাষায় প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত আছে। মণিকূট পাহাড়ের উপর শ্রীমন্দির। কামরূপের অন্যতম প্রধান তীর্থ।

হাজো গৌহাটির উত্তর-পশ্চিমে ১৫ মাইল দূরে। হাজোতে শ্রীকেদার, শ্রীকামেশ্বর ও শ্রীকমলেশ্বর তিনটি শিব মন্দির আছেন ও ১টি গণেশের মন্দির আছে। ইহার দেড় মাইল পরে শালবন-শোভিত মদনাচল পর্বতে কমলেশ্বর মন্দির ও অপূর্ণভব নামে একটি কুণ্ড আছে।

শ্রীমাধব-মন্দির মনিকূট পাহারের উপরে। পাহারটি ৩০০ ফিট উচ্চ। শ্রীমাধব মূর্ত্তি ভিন্ন শ্রীহরমাধব, শ্রীলাল কানাই এবং শ্রীবাসুদেব বিগ্রহ আছেন। শ্রীশ্রীহয়গ্রীব মাধবের বিগ্রহ প্রকাণ্ড। পাণ্ডারা বুড়ামাধব বলেন। (কালিকাতন্ত্রে ও যোগিনীতন্ত্রে ইহার বিবরণ আছে)। শ্রীহয়াস্য-মাধব দারুময়। প্রাচীন মন্দির ভগ্ন হইলে কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণ ১৫৫০ খৃঃ উহা সংস্কার করিয়াছিলেন। পরে ১৫৫৩ শকে নরপশুগণ মন্দির ভগ্ন করিয়া দিলে নরনারায়ণ-ভ্রাতা শুক্লধ্বজের পুত্র শ্রীরঘুদেব ১৫৮৫ খৃঃ শ্রীধর-নামক কারিকর দ্বারা মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করেন।

(**E.A Gait** সাহেবের **History of Assam P.62** তে ঐ মন্দিরের লিপিগুলির বিবরণ আছে।

শ্রীমাধব-মন্দিরের পূর্ব-দক্ষিণে রাসলীলা মন্দির উহাতে দোলযাত্রা হয়। ১৬৭২ শকে আহম-রাজা প্রমত্ত সিংহ স্বর্গদেবের আদেশে শ্রীতরুণ দুয়ারা এবং বর ফুকন কর্ত্তৃক নির্মিত। শ্রীকেদার-মন্দির ১৬৮০ শকে নির্মিত।

১৮৪০।৪১ খৃঃ তিব্বতের দলাই লামা এই সকল মন্দিরাদি দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। উহাদের মতে মাধব-বিগ্রহ বুদ্ধের বিগ্রহ। ভাটিয়ারা মাধবকে 'মহামুনি' বলে। প্রবাদ—এই হাজোর শ্রীমাধব মন্দিরের সহিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর' আসামে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচারক শঙ্করদেবের শিষ্য শ্রীমাধবদেবের পুণ্য স্মৃতি বিজরিত আছে। শ্রীলক্ষ্মীনাথ বেজ বড়ুয়াকৃত আসামিয়া ভাষায় লিখিত "শ্রীশঙ্করদেব আরু শ্রীমাধবদেব" নামক গ্রন্থের ১২৩ পৃঃ আছে—ঃ শ্রীচৈতন্যই দক্ষিণ প্রদেশত ধর্ম্মপ্রচার করি তার পরা এবার মণিপুরৈ আহি তত ধর্ম্ম প্রচার করি সন্নাসী বেসেয়ে

আসময়ে আহি হাজোতে কিছুদিন আছিল।"

নাট্যমন্দিরের দ্বারে প্রস্তরে শঙ্করদেবের শিষ্য মাধবের অঙ্গুলির ছাপ অঙ্কিত হইয়া আছে। তিনি ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া দেবদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা প্রভৃতির চিহ্ন প্রস্তরে অঙ্কিত হইয়া আছে। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণ বলেন—ঐ সকল ছাপ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অঙ্গুলি-প্রভৃতির।

হাঁসপুকুর—অম্বিকানগর (বর্দ্ধমান), ১০৯৯ সালে নারদপুরাণ-রচয়িতা কৃষ্ণদাস বা রামকৃষ্ণ দাসের জন্মভূমি।

——ঃঃ*ঃঃ——

পরিশিষ্ট থ —পদাঙ্কপূত স্থান

১। **শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক পূত স্থানের তালিকাঃ—**

(১) **শ্রীধাম নবদ্বীপ**—[অন্তর্দ্বীপ. মায়াপুর, স্বর্ণবিহার. গোদ্রুমদ্বীপাদি-সমবেত ষোলক্রোশ] নি *। (২) পদ্মাবতী [যশোহরের অন্তর্গত তালখড়ি প্রভৃতি]। (৩) কাটোয়া, (৪) ফুলিয়া, (৫) শান্তিপুর, (৬) যশোড়া, (৭) কুমারহট্ট, (৮) পাণীহাটি, (৯) বরাহনগর, (১০) আটিসারা, (১১) ছত্রভোগ, (১২) পিছলদা, (১৩) তমলুক, (১৪) জলেশ্বর, (১৫) রেমুণা, (১৬) ভদ্রক, (১৭) যাজপুর, (১৮) কটক, (১৯) ভুবনেশ্বর, (২০) কমলপুর, (২১) পুরী—এই পর্য্যন্ত প্রতিস্থলেই শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুরও বিজয় হইয়াছে। (২২) কোণারক, (২৩) আলালনাথ নি. (২৪) কূর্ম্মাচলম্ নি, (২৫) সিংহাচলম্ [জিয়ড় নৃসিংহ] নি, (২৫ ক) গোদাবরী ; (২৬) বিদ্যানগর [গোদাবরী জেলা], (২৭) গৌতমী গঙ্গা, কভুর গেষ্পদ ঘাট, (২৮) পানানৃসিংহ [মঙ্গলগিরি], (২৯) মল্লিকার্জ্জন তীর্থ [শ্রীশৈল] নি ব, (৩০) অহোবিলম্, (৩১) পঞ্চাপ্সরা তীর্থ [ফল্গুতীর্থ] নি ব, (৩২) সিদ্ধবট, (৩৩) ব্যেঙ্কটাদ্রি নি ব, (৩৪) ত্রিকালহস্তি, (৩৫) তিরুমলয়ম্ (দেবস্থান) নি, (৩৬) তিরুপতি, (৩৭) শিবকাঞ্চী [কাঞ্চভেরাম্ নি ব, (৩৮) স্কন্দক্ষেত্র নি, (৩৯) বিষ্ণুকাঞ্চী [ত্রিমঠ] নি ব, (৪০) পক্ষিতীর্থ. (৪১) বৃদ্ধকোল তীর্থ, (৪২) বৃদ্ধকাশী. (৪৩) চিদাম্বরম্ [পীতাম্বরম্]. (৪৪) শিয়ালী, (৪৪ ক) কাবেরী নি ব, (৪৫) গোসমাজ তীর্থ, (৪৬) বেদাবনম্, (৪৭) কুন্তকোণম্ [কামকোষ্ঠী] নি ব, (৪৮) পাপনাশম্, (৪৯) শ্রীরঙ্গম্ নি ব, (৫০) তাঞ্জোর [শিবক্ষেত্র], (৫১ দুর্বশনন্, (৫২) মাদুরা [দক্ষিণ মথুরা] নি ব, (৫২ ক) কৃতমালা নি ব, (৫৩) ঋষভ পর্বত নি ব, (৫৪) রামেশ্বরম্ নি ব, (৫৫) ধনুষ্কোটী তীর্থ নি ব, (৫৬) তিলকাঞ্চী, (৫৭) আমলিতলা, (৫৭ ক) মল্লার দেশ, (৫৮) শ্রীবৈকুণ্ঠম্, (৫৯) মহেন্দ্রশৈল নি ব, (৫৯ক) তাম্রপর্ণী নি ব, (৬০) নয় তিরুপতি, (৬১) তমালকার্ত্তিক তীর্থ, (৬২) বেতাপনি, (৬৩) কুমারিকা নি ব, (৬৪ মলয়পর্বত নি, (৬৫) চিয়ড়তলা, (৬৬) গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থ (৬৭) পানাগড়ি, (৬৮) তিরুবত্তর [পয়স্বিনী নদী], (৬৯) অনন্ত পদ্মনাভ, (৭০) জনার্দ্দন, (৭০ ক) পয়োঞ্চী নি ব, (৭১) চামতাপুর. (৭১ ক) ফল্গুতীর্থ ফাল্গুন বা অনন্তপুর নি ব, (৭২) ত্রিতকূপ [দাক্ষিনাত্যে] নি [গুজরাটে] (৭২ ক) পঞ্চাপ্সরা তীর্থ নি ব, (৭৩) মৎস্যতীর্থ নি, (৭৩ ক) তুঙ্গভদ্রা, (৭৪) উড়ুপী, (৭৫) শৃঙ্গেরী নি, (৭৬) গোকর্ণ নি ব, (৭৭) ঋষ্যমূক পর্বত নি ব, (৭৭ ক) দণ্ডকারণ্য, পম্পা সরোবর নি ব, (৭৮) কোলাপুর, (৭৯) পাণ্ডরপুর, (৭৯ ক) ভীমা নি ব, (৭৯ খ) কৃষ্ণবেন্না নি ব, (৮০) দ্বৈপায়নী ব (৮০ ক) তাপী নি ব, ৮১) সূর্পাকর তীর্থ নি ব, ৮১ ক) নর্মদা নি ব, ৮২) কুশাবর্ত্ত গিরি, ৮৩) নাসিক [পঞ্চবটী], ৮৪) ব্রহ্মগিরি, ৮৫) ধনুস্তীর্থ নি ব, ৮৫ ক) নির্বিন্ধ্যা নি ব, ৮৬) মাহিষ্মতীপুর, নি ব, ৮৬ ক) সপ্তগোদাবরী নি ব. ৮৭) রামকেলি নি,

* নি-সঙ্কেতে শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত এবং ব-সঙ্কেতে শ্রীবলদেব-পদাঙ্কপূত স্থানগুলি সূচিত হইবে।

{} নাভাজি-কৃত ভক্তমালের মতে শ্রীমন্মহাপ্রভুও কুরুক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছেন। তত্রত্য থানেশ্বরী-জগন্নাথ প্রসঙ্গ আলোচ্য।

৮৮) মন্দার পর্বত, ৮৯) কানাই নাটশালা নি, ৯০) গয়া নি ব, ৯১) রাজগিরি ৯২) পুন্‌পুনা তীর্থ, ৯৩) কাশী নি, ৯৪) প্রয়াগ নি ব, ৯৫) আড়াইল, ৯৬) সোরক্ষেত্র, ৯৭) মথুরা নি ব, ৯৮) রেণুকা, ৯৯) শ্রীব্রজমণ্ডল [গিরিগোবর্দ্ধন, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, শ্রীবৃন্দাবন, শেষশায়ী প্রভৃতি], ১০০) ঝারিখণ্ড [ছোটনাগপুরাঞ্চল]।

২। এতদ্‌ব্যতীত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর তীর্থ-পর্য্যটন

১০১) বক্রেশ্বর, ১০২) বৈদ্যনাথ, ১০৩) হস্তিনাপুর ব, ১০৪) দ্বারকা ব, ১০৫) সিদ্ধপুর [গুজরাটে], ১০৬) কুরুক্ষেত্র * ব, ১০৭) পৃথুদক ব, ১০৮) বিন্দুসরোবর [গুজরাটে সিদ্ধপুরে], ১০৯) প্রভাস ব, ১১০) সুদর্শন তীর্থ ব, ১১১) ত্রিতকূপ [সরস্বতীতীরবর্ত্তী] ব, ১১২) বিশালা ব, ১১৩) ব্রহ্মতীর্থ [কন্যাতীর্থ ও সোমতীর্থের মধ্যবর্ত্তী] ব, ১১৪) চক্রতীর্থ ব, ১১৫) প্রতিস্রোতা ব, ১১৬) প্রাচী সরস্বতী ব, ১১৭) নৈমিষারণ্য ব, ১১৮) অযোধ্যা, ১১৯) শৃঙ্গবেরপুর, ১২০) সরয়ূ ব, ১২১) কৌশিকী ব, ১২২) পুলস্ত্যাশ্রম [সালিগ্রাম], ১২৩) গোমতী ব, ১২৪) গণ্ডকী ব, ১২৫) শোণ নদ ব, ১২৬) হরিদ্বার, ১২৭) বিপাশা ব, ১২৮) হরিক্ষেত্র, ১২৯) উত্তরা যমুনা, ১৩০) ব্যাসাশ্রম [শম্যাপ্রাস], ১৩১) বৌদ্ধালয় [বৃদ্ধকাশীর নিকটবর্ত্তী চৈঃ চঃ মধ্য ৯।৪৭-৬৩], ১৩২) দক্ষিণ সাগর ব, ১৩৩) বদরিকাশ্রম, ১৩৪) কেরল [ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাজ্য], ১৩৫) ত্রিগর্ত্ত, ১৩৬) মল্লতীর্থ, [মন্নুতীর্থ ব], ১৩৭) বিজয়নগর, ১৩৮) মায়াপুরী, ১৩৯) অবন্তী [উজ্জয়িনী], ১৪০) গঙ্গাসগর ব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এ সকল স্থান মানচিত্রে সূচিত হইল।

—●—

পরিশিষ্ট গ—প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন ঃ—

১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কন্থা, পাদুকা করঙ্গ,—পুরী গম্ভীরামঠে।
২। ,, বস্ত্র—ভদ্রক, সাইথিয়া শ্রীমদনমোহন মন্দিরে।
৩। ,, পাদুকা—বরাহনগর পাটবাড়ী।
৪। ,, পাদুকা, বস্ত্র, করঙ্গ—বরাহনগর গ্রন্থ মন্দিরে।
৫। ,, হস্তাক্ষর—দেনুড় ও বরাহনগর গ্রন্থ মন্দিরে।
৬। ,, শ্রীহস্তের লিখিত চণ্ডীগ্রন্থ, শ্রীহট্টে বুরঙ্গায়।
৭। ,, বৈঠা ও গীতা—কালনা শ্রীল গৌরীদাস মন্দিরে।
৮। ,, লেখা—ভরতপুরে শ্রীল গদাধর প্রভুর লিখিত গীতামধ্যে।
৯। ,, আসন, পিঁড়া—বৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণ মন্দিরে।
১০। ,, শ্রীচরণচিহ্ন ও অঙ্গুলীচিহ্ন—পুরীতে।
১১। ,, শ্রীঅঙ্গের ছাপ—আলালনাথ মন্দিরে।
১২। ,, প্রাচীন চিত্র—কুঞ্জঘাটা রাজবাটীতে।
১৩। ,, ঐ শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল দাস-গোস্বামী প্রভুর সমাধিমন্দিরে।
১৪। ,, প্রাচীন চিত্র—বম্বে ভোঁসলা হাউসে মারহাট্টা দস্যুরা বঙ্গদেশ হইতে লইয়া যায়।
১৫। ,, চিত্র—পুরীর রাজবাটীতে আছে।
১৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণ্ডেল গির্জায় মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনে ব্যবহৃত ২ খানি খুন্তী, ২টি খুন্তীর কাঠ, চুপড়ি ২টি রক্ষিত ছিল। দস্যুরা সংকীর্ত্তনকারীগণের নৌকা লুঠ করে। পরিত্যাক্ত দ্রব্য-গুলি নৌকা হইতে তদানীন্তন পর্ত্তুগীজ গভর্ণমেণ্ট প্রাপ্ত হইয়া গির্জাতে রক্ষা করেন। বর্ত্তমানে ঐ সকল গির্জায় দেখিতে পাওয়া যায় না।
১৭। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর—শ্রীঅনন্তশিলা, ত্রিপুরাসুন্দরী যন্ত্র, যষ্ঠি, ভাগবত (?)—খড়দহ মন্দিরে ও পাণিহাটি গ্রন্থমন্দিরে।
১৮। ,, জপমালা—কলিকাতার শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গোস্বামীপাদের গৃহে।
১৯। ,, পাগড়ী—দোগাছিয়া মন্দিরে ও পাণিহাটী গ্রন্থমন্দিরে।
২০। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর নৃসিংহশিলা—শান্তিপুর বড় গোস্বামীর বাড়ীতে।
২১। শ্রীল কানুঠাকুরের (সংকীর্ত্তনের) খুন্তি—শ্রীপাদ কানুপ্রিয় গোস্বামীর গৃহে।
২২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের ভারবাহী দণ্ড—যশোড়া মন্দিরে।
২৩। শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের জপমালা—বরাহনগর গ্রন্থ মন্দিরে।
২৪। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী-প্রভুর পিতৃদেবের শ্রীবিগ্রহের সিংহাসনের চূড়ার কলস—বরাহনগরে মন্দিরে।

২৫। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভোটকম্বল—ইটোজা মন্দিরে, যমুনাতীরে।

২৬। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নামের ঝোলা ও যষ্ঠি —পুরীতে স্বর্গদ্বারে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি মন্দিরে।

২৭। শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের নূপুর—কুড়ুই গ্রামে মহান্ত বাটীতে।

২৮। শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীহস্ত-লিখিত শ্রীচৈতন্য ভাগবত—দেনুড় মন্দিরে।

২৯। শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী-প্রভুর শ্রীরাধাকুণ্ড বিষয়ক দলিল—শ্রীরাধাকুণ্ডে ও পানিহাটী-গ্রন্থ মন্দিরে।

৩০। শ্রীল অভিরাম গোস্বামী-প্রভুর জয়মঙ্গল চাবুক খানাকুল কৃষ্ণনগর মন্দিরে।

৩১। প্রাচীনকালের খুন্তি—চন্দননগর গোঁসাই ঘাটের মন্দিরে।

৩২। শ্রীল পুরুষোত্তম ঠাকুরের খুন্তি—তড়া আটপুরের মন্দিরে।

৩৩। শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের সেবিত বিগ্রহ—হুগলীতে।

৩৪। শ্রীল কালিদাস প্রভুর (শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী-প্রভুর খুড়া) বিগ্রহ—ত্রিবেণী গঙ্গাঘাটে।

৩৫। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীপ্রভুর গোবর্দ্ধন-শিলা—শ্রীবৃন্দাবনে ভাগবত নিবাসে।

৩৬। শ্রীল সনাতন গোস্বামী-প্রভু শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্নযুক্ত যে প্রস্তর প্রাপ্ত হয়েন—শ্রীবৃন্দাবনে ও জয়পুরে শ্রীদামোদর মন্দিরে।

৩৭। শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী-প্রভু বাল্যকালে যে প্রস্তরে উপবেশন করিতেন—সপ্তগ্রাম কৃষ্ণপুর মন্দিরে।

৩৮। শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি—হুগলী বালিতে বড়ালগলি দত্তবাড়ীর মন্দিরে।

৩৯। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের উপবেশন-প্রস্তর—খেতুরিতে।

৪০। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী-প্রভুর কাষ্ঠপাদুকা—ঝামটপুরে।

৪১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাষ্ঠপাদুকা—বরাহনগর পাটবাড়ীর মন্দিরে।

৪২। শ্রীল ভাগবতাচার্য্য-প্রভুর শ্রীহস্তলিখিত কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী গ্রন্থ—বরাহনগর পাটবাড়ীর মন্দিরে।

৪৩। খড়দহ মন্দির-সম্বন্ধীয় আরংজেব-প্রদত্ত দলিল—কলিকাতা সৌরেন্দ্রমোহন গোস্বামীর গৃহে।

৪৪। শ্রীল শ্রীনিবাসচার্য্য-প্রভুর খড়ম—বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরে।

——॰॰❋॰॰——

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

শ্রীশ্রীগৌর গদাধরের অপার করুনায় এবং শ্রীশ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপাশীর্ব্বাদে শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-তীর্থ বা শ্রীপাট-বিবরণী দ্বিতীয় সংস্করন প্রকাশিত হইলেন। তদ্‌সঙ্গে শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন প্রথম খণ্ড ও শ্রীশ্রীউজ্জ্বল নীলমণি টীকা সম্বলিত মূলগ্রন্থ তৃতীয় সংস্করণ রূপে ও সদাশয় শ্রীল জয় দয়াল ডালমিয়া মহোদয়ের অনুকম্পায় শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান পুনঃ প্রকাশ পাইতে চলিয়াছেন। আশা করি অতি অল্পদিনের মধ্যেই পুনর্বার সুধী বৈষ্ণব সমাজের হস্তে অর্পন করা সম্ভব হইবে। এই দুর্লভ গ্রন্থাদির পুণঃ মুদ্রনের সম্পূর্ণ দান একা ডালমিয়া মহাশয়ের।

নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব চূড়ামনি শ্রীল হরিদাস দাস হরিবোল বাবাজী মহোদয় শ্রীশ্রীগৌড়ীয় গ্রন্থ গুচ্ছের উদ্ধারক ও প্রকাশক গ্রন্থকার উক্ত গ্রন্থের নাম শ্রীপাট বিবরণী বলিয়াছেন, কারন ভাগবতগণের বাসস্থান বলিয়া ইহারা শ্রীপাট। দেশের ইতিহাস সুন্দররূপে জানিতে হইলে উহার ভৌগলিক সংস্থান বিষয়ে জ্ঞানের আবশ্যক আছে জানিয়া উক্ত গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কাজে কাজেই বহুদিন আগে নিঃশেষিত হওয়া গ্রন্থের অভাব সুহৃদয় শ্রীবৈষ্ণব সজ্জনভক্তবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে এই অযোগ্য দীন হীন সেবক পুণঃ প্রকাশ করিতে ব্রতী হই।

যদি কোন বৈষ্ণব উক্ত গ্রন্থ পাঠ করে শ্রীশ্রীগৌড় মণ্ডলের শ্রীপাট ও বৈষ্ণব স্মৃতি বিজড়িত স্থান সম্বন্ধে জেনে আনন্দ অনুভব করেন, তবে এ দীনহীন সেবকও চির কৃতজ্ঞ হইবে। গ্রন্থকারের গ্রন্থ অনুযায়ী প্রুফ দেখিয়াছি, আমার অযোগ্যতা হেতু ভুল ত্রুটী থাকিতে পারে। ছাপাখরচ ও কাগজের অত্যাধিক দুর্মূল্যতা হেতু গ্রন্থের মূল্য লেখা হইল। শ্রীগুরু বৈষ্ণব বৃন্দের কৃপা-কণা প্রার্থী।

ইতি—

সেবক—

শ্রীইন্দুভূষন সাহা

২৫শে ভাদ্র ১৩৯৩ (ইং ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৬)
বৃহস্পতিবার, রাধাষ্টমী।